ওঁ নমঃ শিবায়।

পাতঞ্জল-দর্শন

ভোজদেব-কৃত বৃত্তি-সমেত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি-কৃত

সরল ব্যাখ্যা, অনুবাদ এবং অন্যান্য টীকাকারগণের তাৎপর্য্যবোধক সাধনের অনুকূল যুক্তিমূলক আভাস সম্বলিত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ভবানীপুর, ৩৭ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,
কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভাগবত যন্ত্রে মুদ্রিত।
সন ১৩২৫ সাল, ১৫ই ভাদ্র।
মূল্য ৩৲ টাকা।

সূচীপত্র।

সমাধি-পাদ।

সূত্র।	পৃষ্ঠা।

সাধন-পাদ।

সূত্র। পৃষ্ঠা।

বিভূতি-পাদ।

সূত্র। পৃষ্ঠা।

কৈবল্য-পাদ।

পাতঞ্জলদর্শনম্

সমাধিপাদঃ।

ভোজদেবকৃতা বৃত্তিঃ।

দেহার্দ্ধযোগঃ শিবয়োঃ স শ্রেয়াংসি তনোতু বঃ।
দুষ্প্রাপমপি যৎস্মৃত্যা জনঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১ ॥
ত্রিবিধান্যপি দুঃখানি যদনুস্মরণান্নৃণাম্।
প্রয়ান্তি সদ্যো বিলয়ং তং স্তুমঃ শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

আভাস।

আর্য্যগণের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ সামান্যত জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা নামে তিন কাণ্ডে বিভক্ত। এবং এই তিন কাণ্ডের আরম্ভ-কল্পে স্বনাম-ধন্য ঋষিগণ প্রাণপনে যথেষ্ট যত্ন ও উৎসাহ সহকারে তৎ তৎ দর্শন শাস্ত্রাদির প্রণয়নে জগতের বিশেষ উপকার-সাধন করিয়াছেন। ধর্ম্ম যে কেবল বিশ্বাস করিবার বিষয় নহে, সর্ব্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠেয় এবং সেই অনুষ্ঠানের বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের উপর আধিপত্য স্থাপনে নশ্বর মানব দেহ লইয়াও নৈসর্গিক জগতের উপর প্রতিপত্তি স্থাপন করা যায়, তাহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তিষ্ক এবং সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্র যে বিলাসিতার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া কেবল মোক্ষমার্গের অভিমুখেই ধাবিত, তাহা নহে; নিরীহ বিলাসিতার শীর্ষস্থান আক্রমণ করিয়া, জাগতিক সুখের ও সম্মানের চরম সীমায় আরোহণের পদ্ধতি-সমূহ প্রকাশে দ্বিতীয় ঈশ্বরত্বের পরিচয় প্রদানে তত্রত্য জনগণকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। কারণ সাধারণ জনসমূহ উক্ত ঋষিগণের অনুসরণ করিয়া, স্বয়ং ঋষিতুল্য ভাবের-সমাবেশে ও তাদৃশ আচরণে এতই উন্নত ছিলেন যে, মানব-জীবন এবং ঈশ্বরতুল্য লোকপাল-জীবনের ঐক্য-সমাধানে জগৎকে যেন বিপরীত প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বোচ্চে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই অমরলোকে সময়ে সময়ে মর্ত্ত্যবাসীর সাহায্যের কথাও পুরাণাদিতে শুনা যায়। রাজা দশরথ এবং মুচকুন্দ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ মর্ত্ত্যধামে মানব হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভা

পতঞ্জলিমুনেরুক্তিঃ কাপ্যপূর্ব্বা জয়ত্যসৌ ।
পুংপ্রকৃত্যোর্ব্বিয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া ॥ ৩ ॥
জয়ন্তি বাচঃ ফণিভর্ত্তুরান্তর-স্ফুরত্তমঃস্তোমনিশাকরত্বিষঃ ।
বিভাব্যমানাঃ সততং মনাংসি যাঃ সতাং সদানন্দময়ানি কুর্ব্বতে ॥ ৪ ॥

এতই প্রতাপশালী হইয়াছিলেন যে, দেবতাগণ আপনাদের বিপদ্ কালে তাহাদিগকেও সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্ম যদি প্রকৃত প্রস্তাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অভ্যুদয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স পারমার্থিক মুক্তি এই উভয় ভাবেরই প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং বেদোক্ত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম কেবল বাক্যপ্রসূত বিশ্বাসমূলক কল্পনাজাল মাত্র নহে; ইহা কার্য্যপ্রসূত মনুষ্য জীবনের প্রত্যক্ষত উপলব্ধ ফল বিশেষ। এক্ষণে কিন্তু অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের কর্ম্মনামক অবয়বকে গ্রাস করায়, ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়াছে। জীবহীন দেহ যেমন স্বাতন্ত্র্য পরিহারে পরমুখাপেক্ষী হয়, আর্য্যধর্ম্মও সেইরূপ বাক্যলহরীতে মাত্র সুসজ্জিত হইয়া, বারবনিতার ন্যায় সাধারণের ভোগ্যমাত্র হইয়াছে; অনুষ্ঠান জন্য প্রকৃত ফল উৎপাদনে আর সমর্থ হইতেছে না। অতএব ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ কর্ম্মযোগকে বিশেষ নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য-সহকারে যিনি চিকিৎসিত করিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্মের আলোচনা করা হয় না। সুতরাং ধর্ম্মের লক্ষ্য অভ্যুদয় এবং মোক্ষলাভ উভয়ই দূর-পরাহত। অতএব আর্য্য জীবন লাভ করিয়াও অনার্য্যের ন্যায় অতি দুঃখে কালাতিপাত করা নিতান্ত হেয়। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন করা একান্ত প্রয়োজন।

আদি জ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিল-দেব তদীয় সাংখ্য-দর্শনে জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে বেদোক্ত জ্ঞান-কাণ্ডের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ফলকে লক্ষ্য করাইয়াছেন এবং উক্ত ফলরূপী বিবেক প্রাপ্ত হইলে জীব মুক্ত ও কৃতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত বিবেকরূপ ফল যে কি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, এবং তিনিও যে কি পদ্ধতিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীয় দর্শনশাস্ত্রে উল্লেখ করেন নাই। একটী অদৃষ্ট ও অপরিচিত স্থানের সৌন্দর্য্যাদি সুখময় ভাবের বর্ণনা শ্রবণ করিলেই যে তত্তৎ সুখময় ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা নহে; সেই স্থানে যাইবার পদ্ধতিতে যখন লোক তথায় যায়, তখনই তাহার সুখাদি উপলব্ধ হইয়া থাকে। তখনই তাহার শ্রবণ সার্থক; নতুবা লালসার পরিবর্দ্ধনে বরং ক্লেশেরই উপলব্ধি হয় মাত্র। সেইরূপ বেদান্তাদিতে উক্ত জ্ঞানের কথা শ্রবণে, মানব যাবৎ তদুপযোগী কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে সেই সীমায়

শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে।
বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্তেব যেনোদ্ধৃত-
স্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্ব্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ ॥ ৫ ॥

আরোহণ করিতে না পারে, তদবধি আন্তরিক উৎকণ্ঠা ও ক্লেশমাত্র অনুভব করে। ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের প্রণয়নে সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয় অংশ পূর্ণ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—"সাংখ্যযোগৌ পৃথক্‌বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং॥ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎযোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" গীতা এই উভয় দর্শনকারের তাৎপর্য্যের অপূর্ব্বত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আদ্যোপান্ত তদ্বিষয়েরই অভিনয় করিয়াছেন। তিনি যেমন জ্ঞানের প্রশংসা করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" আবার তাহার প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপে তৎপর চরণেই লিখিয়াছেন যে, "তৎ (জ্ঞানং) স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥" অর্থাৎ জ্ঞানে মুক্তি চির-প্রথিত হইলেও, তৎপ্রাপ্তির উপায় কর্ম্মযোগ। যোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞানলাভ মানবের অদৃষ্টে হইতে পারে না। তিনি যেন অর্জ্জুনকে আজ্ঞা করত বলিয়াছেন যে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ যদি জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইতে চাও ? তাহা হইলে নিরাকাঙ্ক্ষ-ভাবে কর্ম্ম-যোগের অনুষ্ঠান কর। পুরাণে উক্ত আছে যে, "নহি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নহি যোগসমং বলং। এতদ্বঃ সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতং॥ সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগের তুল্য বল নাই; অতএব সৃষ্টির মধ্যে যে কোন ক্রিয়া উপলব্ধ হয়, সমস্তই যোগবল ; অধিক কি ! যোগই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিবার সামর্থ্য। সুতরাং যোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ যোগ জগৎকে প্রসব করে ; আবার কর্ম্মের সমাপনান্তে আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটায়। সুতরাং জ্ঞান এবং উপাসনা এক কর্ম্মযোগের উপরই নির্ভর করে ; সেই নিমিত্তই ভগবান্ পতঞ্জলি মর্ত্ত্য-মানবের উন্নতিকল্পে এবং মুক্তি বা চির আনন্দলাভের সোপানকল্পে "অথ যোগানুশাসনং" নাম সূত্রের অবতারণায় সমগ্র বলপ্রদ যোগশাস্ত্রের আরম্ভ করিয়াছেন। যে অনুষ্ঠান পদ্ধতির আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে, মানব অসীম বল এবং ঐশ্বর্য্যলাভে বলীয়ান্ হইয়া মায়ার সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এবং অন্তে কৈবল্যলাভে মুক্ত হইবে, তাহারই নাম যোগ। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন যে

দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমত্যুক্তিভিঃ
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিকৈঃ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জ্জল্পৈ র্ভ্রমং তন্বতে
শ্রোতৄণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ প্রায়োঽপি টীকাকৃতঃ ॥ ৬ ॥

অনুষ্ঠানের কথা দূরে থাকুক্, জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ যে ব্যক্তি যোগের বিষয় জিজ্ঞাসাচ্ছলে আলোচনা মাত্র করেন, তিনিও বেদোক্ত যাবতীয় সকাম কর্ম্মকাণ্ডের উপদিষ্ট কর্ম্মফলকে অতিক্রম করিয়া, তাহার শীর্ষস্থানকে অধিকার করিতে পারেন। মহর্ষি পতঞ্জলিই যে প্রথম এই যোগক্রিয়ার আবিষ্কারক, তাহা নহে; ইহা অনাদিকাল-প্রসূত সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হরপার্ব্বতীর একত্র সমাবেশই প্রকৃত যোগ। জ্ঞানমূর্ত্তী ত্রিলোচন যখন সর্ব্বানুষ্ঠান-মূর্ত্তী শক্তিতে সঙ্গত হইয়া, উভয়ে পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তখনই যোগের পরাকাষ্ঠা। এই অনুপম নিষ্ক্রিয় মিলনভাব যে মানব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি সংসারের অতীত এবং সমগ্র সংসার তাঁহার অধীন। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় আর তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। এই উভয়ের মিলনকে অবধারণ করিতে হইলে, উভয়ের স্বরূপকে পৃথক্‌রূপে সমগ্র সৃষ্টির স্তর হইতে নির্ণয় করা প্রয়োজন; তাহা হইলে যোগের স্বরূপ অবধারিত হয়; এই যোগই ব্যক্তমূর্ত্তিতে সংসার এবং অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরমানন্দ-স্বরূপ কৈবল্য। জ্ঞানরূপী ভগবান্ ত্রিলোচন বেদরূপী বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক কালরূপী ফণীকে স্বীয় অঙ্গের অঙ্গী করত, ক্রিয়াশক্তি পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া, বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত থাকিয়া, যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহাই যোগ। সন্তরণের কৌশল শ্রবণ করিলেই, জলে সন্তরণ করা যায় না। কৌশলকে অভ্যাস করিলে, অতলস্পর্শ গভীর জলে যেমন ভাসিয়া বেড়ান যায়, সেইরূপ যোগ পদ্ধতির অভ্যাস করিলে, মায়া-সমুদ্রে অবলীলাক্রমে স্বেচ্ছানুসারে কেবল বিচরণ করা কেন? মায়া জলকে যথেচ্ছ আলোড়ন পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। যাঁহারা যোগানুষ্ঠানে উদাসীন, তাঁহারা সন্তরণানভিজ্ঞ ব্যক্তির জলনিমজ্জনের ন্যায়, এই অপার অসার দুস্তার সংসার পারাবারে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া, নিরন্তর ইতস্ততঃ আলোড়িত হইতে থাকেন। সংসার তাহাদিগকে গ্রাস করে। যোগী কিন্তু সংসারকে গ্রাস করে; তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে মহামুনি অগস্ত্য গণ্ডূষমাত্রে সমুদ্রপান করিয়াছিলেন। এই যোগবলকে আশ্রয় করিয়াই কমলযোনি বিশ্ববিধাতার শক্তি পাইয়া, এই বিশ্বের রচনা করিয়াছেন এবং সংসার সৃষ্টির কৌশল তৎপরবর্ত্তী লোক-পালগণকে উপদেশ করত, সৃষ্টির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিরাকাঙ্ক্ষ

উৎসৃজ্য বিস্তরমুদস্য বিকল্পজালং
তত্ত্বপ্রকাশমবধার্য্য চ সম্যগর্থান্।
সন্তঃ পতঞ্জলিমতে বিবৃত্তির্ম্ময়েয়-
মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ ॥ ৭ ॥

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১॥

(অথ যোগস্য অনুশাসনং উপদেশঃ আরভ্যতে ॥১॥)

অনেন সূত্রেণ শাস্ত্রস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনান্যাখ্যায়ন্তে। অথ শব্দোঽধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থকশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্। যুজ্ সমাধৌ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণস্বরূপভেদোপায়ফলৈর্যেন তদনুশাসনম্। যোগস্যানুশাসনং যোগানুশাসনম্। তৎ আশাস্ত্রপরিসমাপ্তেরধিকৃতং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। তত্র শাস্ত্রস্য ব্যুৎপাদ্যতয়া যোগঃ সসাধনঃ সফলোঽভিধেয়ঃ। তদ্ব্যুৎপাদনঞ্চ ফলম্। ব্যুৎপাদিতস্য যোগস্য কৈবল্যং ফলম্। শাস্ত্রাভিধেয়য়োঃ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। অভিধেয়স্য যোগস্য তৎফলস্য চ কৈবল্যেন সাধ্যসাধনভাবঃ। এতদুক্তং ভবতি ব্যুৎপাদ্যস্য যোগস্য সাধনানি শাস্ত্রেণ প্রদর্শ্যন্তে। তৎসাধনসিদ্ধো যোগঃ কৈবল্যাখ্যং ফলমুৎপাদয়তি ॥ ১ ॥ তত্র কো যোগ ইত্যাহ—

অনুবাদ।

শান্তি এবং মোক্ষলাভের অভিপ্রায়ে জ্ঞান এবং উপসনার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাহার উপায়ভূত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানোপলক্ষে হিরণ্যগর্ভাদির উপদিষ্ট যোগ-ব্যাপার শাস্ত্রের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

আভাস।

স্বভাবের বৈপরীত্যে ভোগাসক্ত জীব যখন সেই গুরুতর শক্তিলাভে ক্রমশ বঞ্চিত হইয়া আসিল, তখনই ভগবান্ পতঞ্জলি অনুগ্রহের প্রকাশে জীবোদ্ধারের মানসে পূর্ব্বোপদিষ্ট যোগপদ্ধতিরই পুনরায় উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় যোগশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আদ্যোপান্ত উপদেশ কেবল যোগপদ্ধতি; ইহাতে যোগের সাধনা, যোগের ফল, ঐশ্বর্য্য এবং পরিণামে কৈবল্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যদি তর্কজাল বিস্তার করে, তাহা হইলে কমলযোনির মৃণাল-মূল অনুসন্ধানার্থ অনন্ত কাল পর্য্যটন ও বিফল-কাম হইবার ন্যায়, তর্কের মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারা যায় না। অবশেষে ব্রহ্মা যখন স্বীয় আধার-পদ্মের উৎপত্তি স্থান অন্বেষণে ক্ষান্ত হইয়া, স্বস্থান আধারপদ্মে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, প্রণিহিতচিত্তে যোগস্থ হইলেন, তখনই তিনি সৃষ্টি-কৌশলে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া শান্ত হইলেন। একটী অতি ক্ষুদ্র বট বীজ যখন বায়ুবেগে ইতস্ততঃ আলোড়িত হইবার অবস্থা পরিত্যাগে নিশ্চিন্ত ও শান্তভাবে রসাসিক্ত মৃত্তিকাদিতে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক আশ্রিত হয়, তখনই সে অঙ্কুরিত হইয়া বিশাল বটবৃক্ষকে প্রসব করে; মানবও সেইরূপ বাসনা-বায়ুর বিক্ষেপে সংসার-মরুভূমে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, যখন বিবেকপূর্ণ মহামায়ার শক্তিস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তাহার অন্তস্তল হইতে বিস্ফারিত অনন্ত শক্তির বিকাশে সমগ্র সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; মানব তখন আর মানব নহে; লোকপালেরও উচ্চ সীমা অধিকার করিয়াছে। অতএব বিক্ষেপকে দূরে নিক্ষেপ করত, নির্ভরতাকে নির্ভর করাই যোগ; এবং বিক্ষেপের আশ্রয়ে পর্য্যটন করাই ভোগ বা সংসার। ভোগে জীব ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়; যোগে জীব বলবান্ ও পুষ্ট হয়। এই বিক্ষিপ্ত হওয়া যেমন কর্ম্ম, নির্ভর করাও সেইরূপ কর্ম্ম; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহা পাওয়া যায়, তর্কে তাহা হয় না। উপনিষদ উক্ত আছে; "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং উপসৃত্য তং উপসরতি" কেবল পাণ্ডিত্যে পদার্থ নির্ণয় হয় না; আনুষ্ঠানিক পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রয়োজন। ভোজরাজ কৃত ব্যাখ্যায় অনুষ্ঠান-প্রধান পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকায়, এই ঘোর কর্ম্মহীন কালে আমরা ভোজপতিরই ব্যাখ্যার অনুসরণ করিলাম। ঋষিবৃত্তিবিহীন লোকসমাজে ঘোর অবনতির প্রারম্ভে উক্ত বংশীয়গণই যোগবিভূতির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন কি! বর্ত্তমান কালে অতি নীচ ইতর লোক এবং সাধারণের মধ্যে যাদুবিদ্যার পরিচয়েও "ভোজবিদ্যা, ভোজরাজের খেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধি শুনিতে পাওয়া যায়। ভোজপতি যোগের প্রভাবে অলৌকিক সামর্থ্যের ভূরি ভূরি পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহার অনুসরণে ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান্ এবং সভ্য সম্প্রদায়ে যোগের অনুশীলনের কথা ও আচরণ শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় এবং অসভ্য সমাজে তাহারই কলুষিত এবং ভণ্ডতায় যাদুকার্য্যের কথা ও আলোচনা, শুনা বা দেখা যায়। বর্ত্তমান জীবনে ভোজপতির উপদেশ-পদ্ধতি কার্য্যকরী জ্ঞানে আমরা তাঁহার ব্যাখ্যাটীকেই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম ॥১॥

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥

(চিত্তস্য পরিণতিরূপাণাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ চিত্তে লয়ঃ এব যোগঃ ॥ ২ ॥)

চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্বপরিণামরূপস্য যা বৃত্তয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবপরিণামরূপা (বিষয়-ভোগপরিণামরূপা ইত্যপি পাঠঃ) তাসাং নিরোধো বহির্ম্মুখতয়া পরিণতিবিচ্ছেদাদন্ত-র্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন স্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ নিরোধঃ সর্ব্বাসাং চিত্তভূমীনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ধর্ম্মঃ কদাচিৎ কস্যাঞ্চিৎ বুদ্ধিভূমবাবির্ভবতি। তাশ্চ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি চিত্তস্য ভূময়োঽবস্থাবিশেষাঃ। তত্র ক্ষিপ্তং রজস উদ্রেকাদস্থিরং বহির্ম্মুখতয়া সুখদুঃখাদিবিষয়েষু বিকল্পিতেষু ব্যবহিতেষু সন্নিহিতেষু বা রজসা প্রেরিতম্। তচ্চ সদৈব দৈত্যদানবাদীনাম্। মূঢ়ং তমস উদ্রেকাৎ কৃত্যাকৃত্যবিভাগমগণয়ন্ ক্রোধাদিভির্ব্বিরুদ্ধকৃত্যেষ্বেব নিয়মিতম্। তচ্চ সদৈব রক্ষঃপিশাচাদীনাম্। বিক্ষিপ্তন্তু সত্ত্বোদ্রেকাৎ বৈশিষ্ট্যেন পরিহৃত্য দুঃখ-

---

বায়ুর সম্পর্কে সমুদ্রের তরঙ্গায়িত হইবার ন্যায়, মানবের চিত্তসমুদ্র বিবিধ বিষয় সম্পর্কে নিরন্তর অনন্ত বিষয়াকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের বৃত্তি। সুতরাং বিষয়াকারে চিত্তের আভাস।

দ্বিতীয় সূত্রে যোগের স্বরূপ নির্ব্বাচনোপলক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চিত্তের বৃত্তিনিরোধ করিবার নামই যোগ। সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব তদীয় দর্শন-শাস্ত্রে চিত্তশব্দের উল্লেখে কোন তত্ত্বের সংজ্ঞা করেন নাই। তিনি মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি নামে ত্রিবিধ অন্তঃকরণের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। চিত্তকে একটী তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অথচ পতঞ্জলি মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির নিরোধের কথা না বলিয়া, চিত্ত নিরোধের কথাই যে বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এক চিত্ত নিরোধেই সমস্ত তত্ত্বের নিরোধ করা হয়। যেমন অবকাশাত্মক আকাশ, সাধারণ দৃষ্টিতে সকল পদার্থের অভাব-বোধক শূন্যময় বলিয়া উপলব্ধ হইলেও, এক পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ, মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি ও শিলাদির উপস্থিতিতে পূর্ব্বোক্ত সকল পদার্থের উপাদান ও কারণ-স্থানীয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সাংখ্যাচার্য্য মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্বনিচয় যাহার অঙ্গীভূত ভাব বা উৎপন্ন পদার্থ, সেই মূল তত্ত্ব চিত্তকে গণনীয় তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখ না করিয়া, যোগীর যোগধারণায় নির্ণীতব্য দুর্ল্লভ রত্নস্থানীয় বোধে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা, গায়ত্রী উপাসকের "ভর্গঃ" এবং তান্ত্রিক উপাসকের আদ্যাশক্তি "কালী"।

সাধনং সুখসাধনেষ্বেব শব্দাদিষু প্রবৃত্তম্। তচ্চ সদৈব দেবানাম্। এতদুক্তং ভবতি—রজসা প্রবৃত্তিরূপং তমসা পরাপকারনিরতং সত্ত্বেন সুখময়ং চিত্তং ভবতি। এতাস্তিস্র শ্চিত্তাবস্থা ন সমাধাবুপযোগিন্যঃ। একাগ্রনিরুদ্ধরূপে যে চ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ যথোত্তরমবস্থিতত্বাৎ সমাধাবুপযোগং ভজেতে। সত্ত্বাদিক্রমব্যুৎক্রমে ত্বয়মভিপ্রায়ঃ—দ্বয়োরপি রজস্তমসোরত্যন্তহেয়ত্বেহপ্যেতদর্থং রজসঃ প্রথমমুপাদানং—যাবন্ন প্রবৃত্তির্দর্শিতা তাবন্নিবৃত্তির্ন শক্যতে দর্শয়িতুমিতি দ্বয়োর্ব্যত্যয়েন প্রদর্শনম্। সত্ত্বস্য ত্বেতদর্থং পশ্চাৎ প্রদর্শনং যৎ তস্যোৎকর্ষেণোত্তরে দ্বে ভূমী যোগোপযোগিন্যাবিতি অনয়োর্দ্বয়োরেকাগ্রনিরুদ্ধয়োর্ভূম্যোর্যশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতারূপঃ পরিণামঃ স যোগঃ। ইত্যুক্তং ভবতি। একাগ্রে বহির্বৃত্তিনিরোধঃ নিরুদ্ধে চ সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাং প্রবিলয় ইত্যনয়োরেব ভূম্যোর্যোগস্য সম্ভবঃ ॥২॥ ইদানীং সূত্রকারশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধপদানি ব্যাখ্যাতুকামঃ প্রথমং চিত্তপদং ব্যাচষ্টে—

পরিণতির উপশমে, স্বকীয় প্রশান্তভাবে চিত্তের প্রতিষ্ঠাই যোগ-নামে অভিহিত ॥ ২ ॥

আভাস।

ব্যষ্টি-বুদ্ধিতে চিত্ত এবং সমষ্টি বুদ্ধিতে পরমাত্ম-শক্তি। ইহা সৃষ্টির অতীত এবং সৃষ্টির মূল কারণ। বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন আদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও স্থূল দেহাদি কেবল বৃত্তি বা উত্তরোত্তর পরিণামাত্মক পদার্থরূপে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, জীব নামে অভিহিত এবং যাহার সমষ্টিরূপ হইতে ঈশ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে, সেই মূল স্বরূপই পতঞ্জলি ঋষির চিত্ত এবং সাংখ্যাচার্য্যের মূল প্রকৃতি। তিনি জীব-চৈতন্যের অভেদে বিদ্যমান থাকিয়া, সংসার এবং কৈবল্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং উত্তেজক শক্তি রজোগুণকে এবং আবরণের প্রণালী দ্বারা গঠন-শক্তি তমোগুণকে আপনাতে উপশমিত রাখিয়া, কেবল প্রকাশমান সত্ত্বশক্তিতে উদ্ভাসিত থাকিয়া, মানবাদি জীবদেহে চিত্ত বা ভর্গঃ নামে এবং বিরাট্ কলেবরে ঈশ বা কালী নামে অভিহিত হইয়াছেন। যিনি এই চিত্তকে নিরোধ করিয়া স্ববশে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি যে কেবল আপন দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিতে সক্ষম, তাহা নহে; তিনি জগৎ-প্রসবিনী কালী বা জগৎস্রষ্টা বিষ্ণুর অনুগত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা যোগের উপক্রম এবং উপ-সংহার একটী ব্যাপারে সাঙ্গ বা সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, পদটী প্রয়োগ করিয়াছেন। জগৎ প্রকাশ্য; সূর্য্য প্রকাশক। উভয়ের সম্বন্ধ নিরন্তর

থাকিলেও, মিলন নাই। যেন প্রতিহত সম্বন্ধই বিদ্যমান রহিয়াছে; যেন সূর্য্যকে প্রতিরোধ করত রস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং তদুপলক্ষেই সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ একটী সঙ্কীর্ণ পথে একটী পুরুষ আসিতেছিল, এমন সময়ে তৎপ্রতিমুখে অপর একটী কামিনীর গমন কালে, উভয়ে উভয়ের পথ-রোধক রূপে গমনের প্রতিবন্ধক ভাব যতক্ষণ অনুভব করে, ততক্ষণ বিরূপাবস্থা; কিন্তু উভয়েই উভয়ের লব্ধব্য ভাব যখন উভয়ের হৃদয়ে অনুভব করে, তখন গতিশক্তির অপগমে উভয়ের আলিঙ্গন আইসে এবং দুইটী এক হইয়া, পরমানন্দে অবস্থান করে। সেইরূপ ভোগ্যার স্থানীয়া পৃথিবী উৎপাদিকা বা পরিণামাত্মিকা শক্তিকে অন্তরে রাখিয়া, স্থূল মলিন মূর্ত্তিতে সূর্য্যের পথ রোধ করে, তখন কেবল তাপক জ্যোতিতে আলোকিত হয় মাত্র। কিন্তু যখন বীজ-ভূত সকল ভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিরীহ দর্পণাকারে সূর্য্য-সন্নিধানে অগ্রসর হয়, তখন সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী স্বীয় মূর্ত্তিকে সঙ্কোচিত করত দর্পণ-হৃদয়ে প্রদান করিয়া, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় অবভাসিত হন; এবং দর্পণও আত্মহারা হইয়া, সূর্য্যকে আলিঙ্গন করত, সূর্য্যময় ভাবের অবস্থানে কৃতার্থ হয়। তখনই উভয়ের মিলন সম্বন্ধ। ঐরূপ পরম চৈতন্যের সহিত জীব-হৃদয়েরও একটী বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ ও একটী মিলন-সম্বন্ধ আছে। জীব-হৃদয় যখন ভোগের বাসনা হৃদয়ে রাখিয়া, অন্তঃকরণের উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যগতির প্রকাশে দেহাদির দ্বার দিয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তখন বিরুদ্ধ-সম্বন্ধে চৈতন্যের সহিত তাহার সমাগম ঘটে। কারণ চৈতন্যভাবকে পশ্চাৎ রাখিয়া, হৃদয়ের তখন বিষয়াভিমুখে গতি; সুতরাং উভয়ের মিলন নহে; বরং বিরুদ্ধ ভাবেরই সমাগম। আবার হৃদয় যখন বিষয় সম্ভোগের প্রতিকূল গতিতে নিদ্রিত হইবার ন্যায়, আত্মার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ক্রমশঃ বিবেকের সহায়ে স্বচ্ছতা লাভ করত, দর্পণের সূর্য্য-প্রতিবিম্ব গ্রহণের ন্যায়, চৈতন্যাংশ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত, অভেদ সমন্বয়ে অবস্থান করে; তখনই উভয়ের অনুকূল মিলন। হৃদয়ের এই অবস্থাই প্রকৃত সত্বগুণের পূর্ণ উৎকর্ষ "চিত্ত"। নির্ম্মল দর্পণ যেমন ভুবন-বিজয়ী সূর্য্যকে সূর্য্য-স্বরূপেই অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ নির্ম্মল সত্বগুণা প্রকৃতিও পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে গ্রহণ করিয়া, চিতের আশ্রয় চিত্তনামে অভিহিত হয়। এই চিত্তই জীব-সংসারের মূল ভিত্তি। চিত্তের পরিণামেই বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্বের উদয়ে এক একটী মানবাদি জীবদেহের উৎপাদন হয়। অতএব চিত্তই সার বস্তু; মার্জ্জনাদি যাবতীয় ব্যাপার উক্ত চিত্ত-কলেবরেই

প্রয়োজন; সুতরাং দেহাদির রোগের প্রতি লক্ষ্য করিবার পরিবর্ত্তে, চিত্ত-রোগের প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

সাধারণতঃ প্রাণী-মাত্রেরই হৃদয় পঞ্চবিধ পরিলক্ষিত হয়। রজোগুণের প্রাচুর্য্যে কোন জীবের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল; যেমন দৈত্য দানব। তমোগুণের প্রকটে কোন জীবের চিত্ত অত্যন্ত মূঢ়; যেমন রাক্ষস ও পিশাচ। এবং সত্ত্বগুণের উদয়ে কোন জীবের চিত্ত বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করে, যেমন দেবতা ও মনুষ্য। এই ভূমিকা হইতে যোগের সূচনা হয়। সত্ত্বগুণের একান্ত উদ্রেকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমি লাভ করা যায়।

যোগ শব্দটী দুই অর্থে প্রয়োগ করা যায়। একটী সমাধি, অপর সংযোগ। এখানে কেবল সমাধির অর্থেই যোগ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু সমাধি অর্থেও যোগের পূর্ণ স্বরূপের পরিচয় হয় না। কারণ সমাধিও যোগের ক্রম-পর্য্যায়ে অঙ্গ মাত্র; পরে উক্ত হইবে যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সুতরাং সমাধিও সম্পূর্ণ যোগ নহে। কারণ সমাধিতেও ভাবনার বিষয় থাকে। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিষয়-শূন্য হইয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, তখনই যোগ পূর্ণ; তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অতএব চিন্তা-বিক্ষিপ্ত চিত্তের দোষ গুণের বিচারে বুদ্ধি পূর্ব্বক বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ক্রমশঃ একে একে চিন্তনীয় বিষয়কে পরিত্যাগ করত, উপাদেয়-কোন একটী বিষয়ে ধৈর্য্য সহকারে নিবিষ্ট থাকিবার অভ্যাসকেও সমাধি বা যোগের আরম্ভ স্বীকার্য্য।

সাধারণতঃ মানবের হৃদয় পাঁচ প্রকারের পরিলক্ষিত হয়। কেবল মানব কেন! হৃদয়ের প্রকার অনুসারে সৃষ্টিস্তরেও প্রত্যেক জীব-যোনিরও ঐরূপ ভেদ হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি বা ঈশ্বর-শক্তি। যখন এই গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়, বিষ্ণুশক্তির সৃষ্ট্যুন্মুখী ভাবের বিকাশে পরমাত্ম-ভাব হইতে পৃথক্ ভাবের পরিচয়ে দ্বিতীয় পদার্থের ন্যায় পরিচিত হন। একজন গানশক্তি-বিশারদ ব্যক্তি যখন নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করেন, তখন গানশক্তির কোন পরিচয় বাহিরে অভিব্যক্ত হয় না; যেন না থাকার মতই থাকে। পরে সেই ব্যক্তিই আবার গান করিবার ইচ্ছা করত, যখন স্বকীয় অন্তর্নিহিত গানশক্তির প্রতি কটাক্ষ করে, তখন গীতিরূপে সেই শক্তি সেই পুরুষ হইতেই পৃথক্ পদার্থের ন্যায় বাহিরে প্রকাশমান হইয়া সেই ব্যক্তিকেও প্রচ্ছন্ন করে।

কিন্তু গানের কোন অংশ গায়কের জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। গায়কের জ্ঞান যেমন গানের আশ্রয়, আবার গানের প্রতি পর্দ্দায় গায়কের জ্ঞান প্রতিবিম্বিতের ন্যায় থাকিয়া, গানের ভাল মন্দ বিচার করিতে থাকে; সেইরূপ ক্রিয়োন্মুখী মায়াশক্তি পৃথক্‌ভাবে পরিচিত হইলেও, পরম চৈতন্যই তাঁহার আশ্রয় এবং উক্ত শক্তির অভিব্যক্ত বিবিধ বিভাগেও পরম চৈতন্যের প্রতিবিম্বিত ভাব নিরন্তর বিদ্যমান থাকায়, উক্ত বিভাগ সমূহই বিচিত্র জীব নামে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং উক্ত বিভাগসমূহের তারতম্যেই উচ্চ নীচাদি জীবযোনির আবির্ভাবের পরিচয় ঘটিতেছে। অনন্ত পর্দ্দা বিশিষ্ট স্বরভাবই গান; সেইরূপ অনন্ত জীব-চিত্তের সমষ্টিভাবই বিরাট্ চিত্ত; এবং তদধিষ্ঠাতা চৈতন্যই জগদ্‌যোনি বিধাতা নামে বিখ্যাত। অতএব স্বর হইলেও যেমন পর্দ্দার তারতম্যে গানাভিজ্ঞগণ সপ্তগ্রামের নির্ণয় দেখিতে পান। সেইরূপ বৈষ্ণবীশক্তির চিত্ত-পরিণামে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ নামে পাঁচটী বিভাগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির অভিমুখে ধাবিত অত্যন্ত রজোগুণাত্মক চিত্ত ক্ষিপ্ত নামে উক্ত। কিংকর্ত্তব্য বিচারে অন্ধ ভোগাসক্ত তমোগুণাত্মক চিত্ত মূঢ় নামে অভিহিত। তৃতীয় চিত্তভূমির নাম বিক্ষিপ্ত। এই ভূমিকায় জীব ভাবি হিতের কামনায় নিত্যানিত্য সত্যমিথ্যা ভূত ভবিষ্যতাদি বিচারে সক্ষম হয়; কারণ এই চিত্ত রজো ও তমোগুণের অভিভবে সত্ত্বগুণের উদ্রেক থাকায়, বিচারাদি কার্য্যে সক্ষম হয়। অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চের মধ্যে বিক্ষিপ্তই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। এই অবস্থা যোগের উপযোগী; কিন্তু যোগাবস্থা নহে। ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় দশায় চিত্ত স্বীয় স্বভাবের বশীভূত; সুতরাং ভোগদশা। এবং একাগ্র ও নিরুদ্ধ দশাতে চিত্ত স্বীয় স্বভাবকে বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং যোগদশা। মধ্যবর্ত্তী দশা বিক্ষিপ্তভাবে ভোগও পূর্ণ নহে; যোগও পূর্ণ নহে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের উদ্যম হইয়া, একাগ্র ভূমিকাতে যোগের আরম্ভ, নিরুদ্ধ ভূমিতে যোগের সমাপ্তি। যদিও চিত্ত সাধারণত ক্ষিপ্তাদি ভেদে পঞ্চবিধ জাতিতে বিভক্ত, তথাপি প্রত্যেক ক্ষিপ্তাদি ভূমিকাবিশিষ্ট চিত্তও অপর চারি প্রকার ভাবও কালক্রমে পাইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বভাবত ক্ষিপ্ত চিত্তও মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ স্বভাবের গুণ ও ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং সকল প্রাণীরই যোগের এবং ভোগের অধিকার আছে। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি শ্বাপদ জন্তুগণও শিকার-ব্যাপারে একাগ্রতার পরিচয় দেয়; এবং একাগ্রচিত্তে মহাযোগী ত্রিলোচন প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিয়া মূর্ত্তিমান্

তমোগুণের পরিচয় দিয়াছেন। অতএব মানব একরূপ হইলেও, আভ্যন্তরিক ভাবে একরূপ নহে। কোন মানব জ্ঞানানুষ্ঠানে তৎপর অতএব ব্রাহ্মণ; কেহ বল সংগ্রহের দ্বারা অপরকে বশীভূত করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং ক্ষত্রিয়। অন্য ধনাদি সঞ্চয়ে সুখের প্রার্থী বলিয়া বৈশ্য এবং চতুর্থ অপরের অভীপ্সিত সাধন মাত্র করিয়াই সুখী হইতে চাহে; নিজে স্বাধীন ভাবে জীবিকাদি নির্ব্বাহে উদাসীন বলিয়া শূদ্র। সেইরূপ চিত্তেরও ক্ষিপ্তাদি জাতি-বিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগ আছে। এক্ষণে উক্ত ক্ষিপ্তাদি অবয়ব বিশিষ্ট চিত্তের পরিচয়ে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তৎ তৎ স্বরূপে স্থূল সূক্ষ্ম বা মলিনও স্বচ্ছভেদে অনেক তারতম্য আছে। নিরুদ্ধ চিত্ত যেমন অতিস্বচ্ছ বা সূক্ষ্ম, মূঢ় চিত্ত সেইরূপ অতি মলিন বা স্থূল। এবং মূঢ়ের অপেক্ষা ক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ; তদপেক্ষা বিক্ষিপ্ত স্বচ্ছ; এবং তাহার অপেক্ষা একাগ্র স্বচ্ছ।

এক্ষণে বিচার্য্য যে স্থূল পদার্থ সূক্ষ্মের উপর প্রতিপত্তি করিতে পারে না, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয়াদি তদপেক্ষা স্থূলতম দেহাদির উপরেই আধিপত্য করিতে পারে; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। সুতরাং মূঢ়-যোনিস্থ পাদপাদির অপেক্ষা সূক্ষ্ম তির্য্যগ্‌যোনি ক্ষিপ্তভূমি শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা বিক্ষিপ্ত-যোনি মানব শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা নিরুদ্ধ শিবমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয়ই বিক্ষিপ্ত-যোনি; কারণ গীতাতে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মানুবন্ধিনি মনুষ্যলোকে। কেবল মানব জীবনই কর্ম্ম বা ভোগকে আপন অধীনে আনয়ন করিতে পারে; তির্য্যগ্‌যোনি এবং দেবযোনি কেবল ভোগভূমি। পাদপাদি উদ্ভিদ্ জীবন এবং ক্ষিপ্ত ভূমির জীব তির্য্যগ্‌যোনি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে যেমন সৃষ্টিমার্গে ভোগাভিমুখেই ধাবিত হয়, সেইরূপ একাগ্র ও নিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট দেবযোনিগণও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে যোগের অভিমুখেই ধাবিত হন। বিচারের কোন অপেক্ষা করে না। সপ্তশতী চণ্ডীতে উক্ত আছে যে "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান জীবমাত্রেরই হৃদয়ে আছে। এতৎসম্বন্ধে সাধারণ জীব ও মানবে কোন পার্থক্য নাই। তবে জন্তুগণ নির্লক্ষ্যে কার্য্য করে; মানব কিন্তু একটী লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করে। সাধারণ জীব ক্ষুধাদি প্রয়োজন অনুসারেই কার্য্য করে; মানব আপাতত প্রয়োজনকে প্রয়োজন জ্ঞান না করিয়া, ভাবি আত্ম-সুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং সৃষ্টি ব্যাপারে পতিত হইয়া, তাহার দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাকে

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ৩॥

(তদা নিরোধকালে দ্রষ্টুঃ চৈতন্যস্বরূপস্য পুরুষস্য স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াং অবস্থানং স্থিতিঃ ভবতি ॥৩॥)

৩। দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য তদা তস্মিন্ কালে স্বরূপে চিন্মাত্ররূপতায়ামবস্থানং স্থিতি-র্ভবতি। অয়মর্থঃ—উৎপন্নবিবেকখ্যাতেশ্চিৎসংক্রমাভাবাৎ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তৌ

স্বচ্ছ দর্পণাদিতে পতিত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন সুস্পষ্ট

আভাস।

যে পথে আকর্ষণ করিতে চাহে, উদ্ভিদ্ জীবন বা তির্যাগজীবনের ন্যায়, নিরন্তর সেই পথে ধাবিত না হইয়া, নিজের হিতের প্রতি দৃষ্টি করত সংসারের ভোগপথে আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত, তাহার প্রতিবিধানে কেবল মানবযোনিই সক্ষম; স্বীয় শিশুসন্তানের লালন-পালনোপলক্ষে পশু পক্ষীর কোন উদ্দেশ্য নাই; সৃষ্টি-রক্ষার নিয়মে বাধ্য থাকিয়া, অন্ধের ন্যায় তদভিমুখেই অগ্রসর হয়। "কেন যাইব; এবং যাইলেই বা কি হইবে?" বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে কখন কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু মানব জীবন সেরূপ নহে। বিনা প্রশ্নে ও তত্ত্ব নিরূপণ না করিয়া, একটী পদও অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসারের দুরন্ত পথে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণশীল পথিকের মধ্যে, কেবল এক মানব-হৃদয়ই যেন প্রথম প্রবুদ্ধ। সে আর অবশ ভাবে পরতন্ত্রের ন্যায়, অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে। এই নিমিত্ত মূঢ় ও ক্ষিপ্তের পর বিক্ষিপ্ত ভূমি মানব-হৃদয়ই শ্রেষ্ঠ। এক জন বিদেশী ব্যক্তি ভ্রমণের উপলক্ষে প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বনে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ শোভাদি দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন; তখন ক্রমশঃ সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, নিজের ভাবি অমঙ্গল চিন্তায় তিনি গমনে নিরস্ত হন; এবং শত সহস্র সুশোভিত দৃশ্য কিছু দূরে অবস্থিত থাকিলেও, কোন্ উপায়ে স্বীয় বাসস্থানে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, তদ্বিষয়েই যত্নবান্ হন; অতএব মনুষ্য জীবনই পরতন্ত্রতা পরিহারে স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রথম সোপান। সুতরাং কর্ম্ম মানব হৃদয়ের অধীন, মানব হৃদয় কর্ম্মের অধীন নহে। কর্ম্ম করিবার উপযোগিতা এক মানব জীবনেই সূচিত হয়; তাহার পরিপক্কতা একাগ্র ভূমিতে এবং চরিতার্থতা বা সমাপ্তি নিরুদ্ধ ভূমিকাতে॥ ২॥

এই নিরুদ্ধ ভূমির স্বরূপ অবধারণ পূর্ব্বক যত্ন-সহকারে অভ্যাস পূর্ব্বক তাহাকে যিনি আয়ত্ত করিতে পারিলেন, তিনিই শিব-শক্তির চরম মিলন

প্রোচ্ছন্নপরিণামায়াং বুদ্ধাবাত্মনঃ স্বরূপেঽবস্থানং স্থিতির্ভবতি। ব্যুত্থানদশায়ান্তু তস্য কিং রূপমিত্যাহ—

প্রতীত হয়, বাসনাশূন্য বৃত্তিহীন চিত্তে আত্মস্বরূপ পুরুষের প্রতীতিও সেইরূপ অতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে ॥৩॥

আভাস।

দর্শনে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভে চরিতার্থ হইলেন; সন্দেহ নাই; এবং পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তিতে সম্পন্ন হইয়া, পরম পদ লাভ করিলেন। কিন্তু এই যোগ ব্যাপার জিজ্ঞাস্য নহে; আপনার হৃদয়ে মন্তব্য এবং ধৈর্য্য সহকারে কর্ত্তব্য। যাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্যের শরণাগত হন, তাঁহারা কোন কালে কৃতার্থ হইতে পারেন না। অথচ আপনার গৃহে থাকিয়া, নিশ্চিন্ত মনে অভ্যাসের সাহায্যে অতি অল্প কালেই ফল-লাভ করিতে পারেন; সন্দেহ নাই। প্রথম যোগ-স্বরূপের অবধারণ, পরে ধৈর্য্যসহকারে অভ্যাসের অনুষ্ঠান। এই গ্রন্থে প্রথমত সমাধিপাদে যোগের স্বরূপ, দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধনা, তৃতীয় পাদে যোগের সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য এবং চতুর্থ পাদে মুক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে একটী জিজ্ঞাস্য ভাবের উদয় হয়; এই বিচিত্র রচনা বিশিষ্ট ভোগ্য বিষয় সমূহকে যে আমি উপভোগ করিতেছি, সে আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম, এবং মরণান্তে কোথায়ই বা যাইব; এই বিষম সমস্যা যদবধি মীমাংসিত না হয়, তাঁহার পক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যও কিছু নহে এবং প্রবল বিক্রমও নিরর্থক। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সকল চিনিবার পূর্ব্বে আপনার পরিচয় প্রথম প্রয়োজন। সে প্রয়োজন কেবল বাক্যে নহে; কার্য্যে। যদবধি কার্য্যে আত্মস্বরূপের পরিচয় না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ হয় না; পরের গৃহে অনুরোধের দায়ে বেগার দিবার ন্যায়, আত্মজ্ঞানহীন মানব বৃথায় কালাতিপাত করত, স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্ব-বর্গের বেগার শোধ উপলক্ষে মুক্তিলাভের সোপানভূত মানব যোনি নিরর্থক অপব্যয় করিতেছেন। অথচ তিনি যদি একটু চিন্তাশীল চিত্তে ভাবিতে বসেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অবধারণ করিতে পারেন যে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় গ্রাম বিশিষ্ট দেহসমষ্টির অন্তরে অথচ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়াদির নেতারূপে একটী আমি-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সুখ-দুঃখ, রাগ দ্বেষ, সম্পদ

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

(ইতরত্র যোগাৎ অন্যত্র ভোগকালে পুরুষস্য বৃত্তিসারূপ্যং বৃত্তিরূপত্বং ভবতি। ৪।)

৪। ইতরত্র যোগাদন্যস্মিন্ কালে বৃত্তয়ো যা বক্ষ্যমাণলক্ষণা স্তাভিঃ সারূপ্যং তদ্রূপত্বম্। অয়মর্থঃ—যাদৃশ্যো বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ প্রাদুর্ভবন্তি তাদৃগ্রূপ

কিন্তু তীরস্থ পাদপাদি ছায়ায় প্রতিচ্ছন্ন সরোবর সূর্য্যাদির আলোকে আলোকিত মাত্র হয়, প্রতিবিম্বিত সূর্য্য আর তথায় আভাস।

বিপদ্ এমন কি বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সকল অবস্থা এবং ভাবের মধ্যে ফল্গু নদীর বালুকারাশির অন্তরে অন্তঃশীলায় প্রবাহিত জলস্রোতের ন্যায়, সর্ব্বত্র "আমি" স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। আবার কোন সময়ে কোন ইন্দ্রিয়ে বা কোন অঙ্গে উক্ত আমি ভাবের প্রবাহ যদি রুদ্ধ হয়, অন্য অঙ্গে বা ইন্দ্রিয়ে বিলুপ্ত হয় না। আমি ভাব যেন যদৃচ্ছা ক্রমে সকল ইন্দ্রিয় ও সকল অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। যখন যাহাতে প্রবিষ্ট, তখনই তাহার প্রতিষ্ঠা, অন্যথা কিছুই নাই। অতএব দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সিদ্ধ, যখন আমি-ভাব তাহার অন্তরস্থ। অতএব সকল বিচার বা সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি ভাবের বিচার বা সম্বন্ধ নিরূপণ প্রধান প্রয়োজন। আবার প্রাকৃতিক জীবনে যদি সেই আমি ভাবকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করা হয়, তখন কতকগুলি চিন্তাসমষ্টি-বিশিষ্ট জ্ঞান-ভাগ মাত্র বলিয়াই "আমিকে" উপলব্ধ হয়। তখন বিচারবিজ্ঞ পুরুষ অবধারণ করিতে পারেন যে, যে আমি পূর্ব্বে সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত থাকায়, সমগ্র দেহকেই আমি বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, পরে বিশেষ অবধারণায় প্রতীত হইল যে, সমগ্র দেহ আমি নহি; আমি-ভাবের আবরণ বা আশ্রয়ই দেহ। অতএব দেহ হইতে আমি-ভাবকে পৃথক্ করা প্রয়োজন; সেইরূপ বিশেষ বিচারে অবধারিত হইবে যে, চিন্তাময় ভাবও প্রকৃত আমি নয়; চিন্তার বিষয়কে অবয়বরূপে গ্রহণ করত, চিন্তাময় ভাবে যেটী প্রতিষ্ঠিত, সেই পদার্থটি "আমি"। অতএব দেহকে পৃথক্ করিয়া যেমন প্রথমত আমির স্বরূপ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, সেইরূপ চিন্তিত বিষয়ের মূর্ত্তিকে পৃথক্ করিয়া, চিন্তাময় ভাব আমি কে নির্ব্বাচন বা অবধারণ করা প্রয়োজন। ইহার নামই পতঞ্জলির তৃতীয় সূত্র "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং" এবং পৃথক্ ভাবে

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

(বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চবিধাঃ, তাশ্চ অবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈঃ আক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাঃ তৈঃ অমিলিতাঃ অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥)

এব সম্বেন্ধতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ পুরুষঃ। তবেদং যস্মিন্নেকাগ্রতয়া পরিণতে বিবিক্তে (চিতিশক্তেরিতিবা) স্বস্মিন্ স্বরূপে প্রতিষ্ঠানং ভবতি, যস্মিংশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারেণ বিষয়াকারেণ পরিণতে পুরুষস্তদাকার এব পরিভাব্যতে। যথা জলতরঙ্গেষু চলৎসু চন্দ্রশ্চলন্নিব প্রতিভাসতে তদ্বচ্চিত্তম্ ॥ ৪॥ বৃত্তিপদং ব্যাখ্যাতুমাহ—

বৃত্তয়শ্চিত্তপরিণামবিশেষাঃ। বৃত্তিসমুদায়লক্ষণস্য অবয়বিনো যা অবয়বভূতা

দেখা যায় না, সেইরূপ বাসনাদি বৃত্তিজালে আচ্ছন্ন চিত্তে আত্মচৈতন্যের আর স্বরূপোপলব্ধি হয় না ।।৪।।

চিত্ত প্রধানত যে পাঁচ প্রকার অবস্থায় পরিণত হয়, তাহার আভাস।

অবধারিত না হইয়া চিন্তাময় ভাবে আমিত্বের উপলব্ধির ব্যাপারই চতুর্থ সূত্র "বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র"। আমরা যখনই ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করত নিশ্চিন্ত হইতে বাসনা করি, তখনই দেখি যে, আমাদের চিত্তগৃহ চিন্তাশূন্য নহে। গৃহস্বামীর (বৈঠকখানা) সমাজগৃহে বাহিরের লোকসমাগম নিবৃত্ত হইলেও, অন্তঃপুরস্থ পরিবারগণের সমাগম উপস্থিত হয়; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আনিত বিষয় সম্পর্ক বিদূরিত হইলেও, চিত্তে সংস্কাররূপে সংগৃহীত বিষয়-বাসনা সকল তখন একে একে উদিত হইতে থাকে; আমি ভাব তখন সেই সমস্ত পরিজনের সহিতই সম্ভোগ ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকে। তখনও জীবাত্মা আমি কে নিরূপণ করিতে পারেন না। পরে চিন্তিত ভাবগুলির প্রত্যেকের হস্ত একে একে ধরিয়া যখন চিত্ত গৃহ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন, তখনই একাকী গৃহের অধিকারী হইয়া, নির্জনে নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন। তখন আর কোন বৃত্তির কোন অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া পরাধীনতার পরিচয় দিতে হয় না। তখন তিনি স্বাধীন এবং সক্ষম। যিনি প্রাকৃতিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার আয়োজনে নিশ্চিন্তের আনন্দ অনুভব করিতে জানেন, তিনিই পারমার্থিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়া, তত্তৎ পদ্ধতির অনুকরণে পারমার্থিক আনন্দকে উপভোগ করিতে পারেন ॥ ৩। ৪ ॥

অতএব বাহিরের পদার্থের সহিত সম্পর্কহীন নিবৃত্ত কর্ম্মা অন্তরের আমি-ভাবকে

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

(প্রমাণাদয়ঃ পঞ্চএব বৃত্তয়ঃ ॥ ৬ ॥)

বৃত্তয় স্তদপেক্ষয়া তয়প্রত্যয়ঃ। এতদুক্তং ভবতি। পঞ্চবৃত্তয়ঃ কীদৃশ্যঃ? ক্লিষ্টাঃ ক্লেশৈর্ব্বক্ষ্যমাণলক্ষণৈরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাঃ। তদ্বিপরীতা অক্লিটাঃ ॥ ৫ ॥ এতা এব পঞ্চবৃত্তয়ঃ সংক্ষিপ্য উদ্দিশ্যন্তে। ॥৬॥ আসাং ক্রমেণ লক্ষণমাহ।

নাম তাহার বৃত্তি। সেই বৃত্তি সমূহও অবিদ্যাদি ক্লেশ-মূলক যখন হয়, তখন সংসারপ্রদ; অবিদ্যাশূন্য রূপে উদিত হইলে, মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে ।।৫।।

যেমন বহুরূপী নামক কৃকলাশ-জাতীয় জীবের কলেবরের উপর রক্ত, পীত ও হরিদ্রাদি বর্ণ সমূহ একে একে উদিত হইয়া তাহার বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়, সেইরূপ চিত্ত-কলেবরে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি প্রভৃতি পঞ্চ ভাবের পরিচয়ে প্রধানত পাঁচটী বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে ।।৬।।

আভাস।

অনুসন্ধান করিতে গেলে বুঝা যায় যে, কোন না কোন একটী স্মৃতির বিষয়কে ক্রোড়ে করিয়া আমি ভাবের উদ্ভাসন হইতেছে; কোন বিশেষ বিষয় না থাকিলেও, সুখময় বা দুঃখময় বলিয়াও আ[illegible] ভাবের [illegible]লব্ধি হয়। ভাবনাহীন বা বিষয়হীন নিশ্চিন্ত আমিই কিন্তু শাস্ত্রের "দ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থিতি"। বিষয়ের ভাবনা বিশিষ্ট আমি-ভাব সর্ব্বদাই উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। সাধকের স্থির করা প্রয়োজন যে, সেই ভাবটী যে কেবল জাগ্রৎ কালেই হয়, এমন নহে; নিদ্রাতেও সুখনিদ্রা বা ক্লেশ-নিদ্রা বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে; তখন কেবল উপলব্ধি ভাব মাত্র আমি; উপলব্ধির বিষয় কখন আমি নহি। এই উপলব্ধির ব্যাপার আমরা কত প্রকারে বুঝি, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। প্রথম যে কোন পদার্থ বাহিরে দেখি বা শুনি, তাহার প্রকৃত ভাব ধারণা করিতে পারি এবং কখনও বা তাহার বিপরীত ভাব উপলব্ধি করি। এস্থলে উপলব্ধি-কার্য্যের দোষ নাই; তবে যাহার সাহায্যে উপলব্ধি করি, তাহার দোষ। যেমন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, আবার ভগ্ন দর্পণে স্বীয় মুখ ভগ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এস্থলে

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭॥

(প্রমাণানি ত্রীণি; প্রত্যক্ষং অনুমানং আগমশ্চ। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাৎ প্রত্যক্ষং। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং অনুমানং। আপ্তবচনং আগমঃ ॥ ৭ ॥)

অত্র অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রমাণানাং শাস্ত্রকারণভেদলক্ষণেনৈব গতত্বাৎ লক্ষণস্য পৃথক্ লক্ষণং ন কৃতম্। প্রমাণলক্ষণন্তু অবিসম্বাদিজ্ঞানং প্রমাণমিতি। ইন্দ্রিয়-দ্বারেণ বাহ্যবস্তুপরাগাচ্চিত্তস্য তদ্বিষয়সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণং প্রধানাবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। গৃহীতসম্বন্ধাৎ লিঙ্গাৎ লিঙ্গিনি সামান্যাধ্যবসায়োঽনুমানম্। আপ্তবচনং আগমঃ ॥ ৭॥ এবং প্রমাণরূপাং বৃত্তিং ব্যাখ্যায় বিপর্য্যয়রূপামাহ।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

(ন তদ্রূপেণ যাথার্থ্যেন প্রতিষ্ঠিং প্রতীতং অতঃ মিথ্যাজ্ঞানং এব বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৮ ॥)

অতথাভূতেঽর্থেঽতথোৎপদ্যমানং জ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজত-জ্ঞানম্। অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠমিতি। তস্যার্থস্য যদ্রূপং তস্মিন্ রূপে ন প্রতিষ্ঠতি তস্যার্থস্য

প্রমাণ-বৃত্তিও আবার তিন প্রকারে বিভক্ত। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করে এবং অন্তঃ-করণের পথ দিয়া তত্তৎ বিষয়ের মূর্ত্তি চিত্তে সমর্পণ করায়, চিত্ত তত্তৎ আকারে আকারিত হয়, তখনই চিত্তস্থ প্রমাণবৃত্তির প্রত্যক্ষ ভাব। যখন এক বস্তু দেখিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্য পদার্থের আকার চিত্তে পতিত হয়, তখন প্রমাণের অনুমান বৃত্তি এবং বিশ্বস্ত বেদাদির উক্তি শ্রবণে তদনুকূল ভাবের উদয় যখন চিত্তে হয়, তখনই তাহার প্রমাণ মূর্ত্তিতে আগমের প্রতীতি ।। ৭ ।।

পদার্থের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও অপর পদার্থ বলিয়া যে নির্ণয় করা, তাহাকেই বিপর্য্যয় বলা হয় ।। ৮ ।।

আভাস।

দর্শনের কোন দোষ নাই; দর্পণের দোষে প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত হয়, সেইরূপ চিত্তের দোষে বস্তুর বা তদুৎপন্ন ভাবের বিকৃতি ঘটে। অতএব সাক্ষীভূত আমি, চিত্তের দোষে যে বস্তু যাহা, তাহাকে তাহা দেখি না। সুতরাং চিত্তের এবম্বিধ দোষভাব কত প্রকার, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এতদর্থে দর্শনকার

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯॥

(শব্দজ্ঞানং অনুসৃত্য উদিতঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী, বস্তুশূন্যঃ অধ্যবসায়ঃ বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥)

যৎ পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ। সংশয়োঽপ্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বান্মিথ্যাজ্ঞানং। যথাস্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা। ইতি ॥ ৮॥ বিকল্পবৃত্তিং ব্যাখ্যাতুমাহ।

শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যস্য সঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমাণোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প ইত্যুচ্যতে। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। অত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতি শব্দজনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা যোঽধ্যবসিতো ভেদ স্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য প্রবর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেবপুরুষঃ ॥ ৯ ॥ নিদ্রাংব্যাখ্যাতুমাহ।

বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও, শব্দমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে অধ্যবসায় অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিকল্প ॥ ৯ ॥

আভাস।

চিত্তের পঞ্চবিধ পরিণাম বা ভাবান্তরের মীমাংসা করিয়াছেন। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি নামে, চিত্তের পাঁচটী পরিণাম অনুভূত হইয়া থাকে। প্রথম জাগ্রত দশাতে পদার্থের স্বরূপ পরিচয় এবং বিরূপ অর্থাৎ বিপরীত পরিচয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই স্বরূপ-পরিচয় গ্রহণ কালে চিত্তের প্রমাণ অবস্থা; অর্থাৎ সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ। আবার ঈষৎ তমোগুণের উদ্রেক হইলে, সুখময় পদার্থকে দুঃখময় এবং শুক্তিকাকে রজত বলিয়া ভ্রম বা বিপরীত ভাবের উদয় চিত্তে যখন হয়, তখন চিত্তের বিপর্য্যয় অবস্থা। পুনরায় ঈষৎ রজোগুণের বিকাশে বাহিরের পদার্থকে অবলম্বন করিয়া বা না করিয়াও হৃদয়ে সংস্কাররূপে বিদ্যমান বিষয়সহ জ্ঞানের সঙ্গের নাম স্মৃতি। তখন চিত্ত বাহ্য গতি ত্যাগ করত অন্তর্নিহিত ভাবের উত্তাননে জীবাত্মার সহিত অনুলোম সম্বন্ধে বদ্ধ থাকে, বহির্ম্মুখ গতি পরিত্যাগ করে। যখন চিত্ত বাহ্য এবং অন্তর্মুখ উভয় গতি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ তমোগুণের আবেশে অক্ষমের ন্যায় অবস্থান করে, তখন গ্রহণ সামর্থ্যের অভাবকে, জীবাত্মার সর্ব্বাভাব লক্ষ্য করিবার অবস্থাকে, নিদ্রা নামে শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। আবার চিত্তের একটী অবস্থা ঘটে, যে সময় চিত্ত যাহা গ্রহণ করে, প্রকৃত তাহার তাৎপর্য্য বা স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া, অন্য বিষয়ক ভাবের মীমাংসা করে; যথা ওখানে কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম যে, "ঘোড়ার ডিম্ব

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০॥

(অভাবস্য প্রত্যয়ং জ্ঞানং অবলম্ব্য যা প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা ॥ ১০ ॥)

অভাবপ্রত্যয় আলম্বনং যস্যাঃ সা তথোক্তা এতদুক্তং ভবতি। যা সন্ততং উদ্রিক্তত্বাত্তমসঃ সমস্তবিষয়পরিত্যাগেন প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা। তস্যাশ্চ সুখমহমস্বাপ্সমিতি স্মৃতিদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চানুভবব্যতিরেকেণানুপপত্তেবৃত্তিত্বম্ ॥ ১০॥ স্মৃতিং ব্যখ্যাতুমাহ।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

(অনুভূত-বিষয়াণাং যঃ অসংপ্রমোষঃ বুদ্ধৌ আরোহঃ, সা স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥)

প্রমাণেনানুভূতস্য বিষয়স্য যোঽয়মসংপ্রমোষঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধাবারোহঃ সা স্মৃতিঃ। তত্র প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পা জাগ্রদবস্থাতএব তদনুভববলাৎ প্রত্যক্ষায়মাণাঃ স্বপ্নাঃ। নিদ্রাতু অসংবেদ্যমানবিষয়া। স্মৃতিশ্চ প্রমাণবিকল্পনিদ্রানিমিত্তা ॥ ১১ ॥ এবং বৃত্তীর্ব্যাখ্যায় সোপায়ং নিরোধং ব্যাখ্যাতুমাহ।

সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়োপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন বিলুপ্ত হয়, তখন কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া যে অভাবের উপলব্ধি, তাহারই নাম নিদ্রা ।। ১০ ।।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের আকারকে হৃদয়ে পরে অনুভব করিবার সামর্থ্যকে স্মৃতি-নামে অভিহিত করা হয় ।। ১১ ।।

আভাস।

আছে"। এ স্থলে ঘোড়া বা ডিম্ব এই দুইটী শব্দের প্রকৃত স্বরূপ না ধরিয়া, কিছু-নাই-ভাবের মীমাংসা করিয়া লয়। ইহার নাম চিত্তের বিকল্প ভাব। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বহুরূপী নামক কৃকলাস যেমন সময়ে সময়ে রক্ত, পীত ও হরিদ্রাদি নানাবর্ণে আকারিত হয়, চিত্তও সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ ভাবে পরিণত বা ভাবান্তরিত হয়, তখনই তাহার পাঁচটী মুখ্যবৃত্তি বা বাহ্যগতি। এই পাঁচটী অবস্থাই সংসার-মুখী। যেমন স্নেহময়ী জননী ভোজন-দ্রব্য হস্তে লইয়া, পুত্রকে সম্বোধন করিতেছেন, কিন্তু পুত্র বয়স্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, তাহাদের ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া, ক্রীড়া-কাননের অভিমুখেই ধাবিত হয়, মাতাকে পশ্চাতেই ফেলিয়া রাখে; মাতা

অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

(উভাভ্যাং অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং এব তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ ভবতি ॥ ১২ ॥)

অভ্যাস-বৈরাগ্যে বক্ষ্যমাণলক্ষণে তাভ্যাং প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মরূপা যা বৃত্তয় স্তাসাং নিরোধো ভবতীত্যুক্তং ভবতি। তাসাং বিনিবৃত্ত-বাহ্যাভিনিবেশানাং অন্ত-র্মুখতয়া স্বকারণ এব চিত্তে শক্তিরূপতয়াঽবস্থানম্। তত্র বিষয়-দোষ-দর্শনজেন বৈরাগ্যেণ তদ্বৈমুখ্যমুৎপাদ্যতে। অভ্যাসেন চ সুখজনকঃ শান্তপ্রবাহপ্রদর্শনদ্বারেণ দৃঢ়স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে। ইত্থং তাভ্যাং ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥ অভ্যাসং ব্যাখ্যাতুমাহ।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের অনুষ্ঠানে উক্ত বৃত্তি-পঞ্চকে নিবারণ করা যায় ॥ ১২ ॥

আভাস।

কিন্তু পুত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইতে থাকেন; এবং পুত্রের সুখ ও দুঃখ, পতন ও উল্লম্ফন প্রভৃতিকে নিজের ন্যায় ভাবিয়া, কোন্ উপায়ে পুত্রকে নিজের অভিমুখে ফিরাইতে পারিবেন বলিয়া সর্ব্বদা পুত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন; কারণ সে তাহার গর্ভজাত শিশু। সেইরূপ জীবাত্মার সন্নিধান হইতে বিপরীত মুখে চিত্ত বৃত্তিরূপ বয়স্যগণের আশ্রয়ে যতই ভোগমার্গে ধাবিত হয়, চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা তাহাতে তদ্রূপত্ব লাভে স্বয়ং আকারিত হইতে থাকেন। আবার বালক যখন বয়স্য ভুলিয়া, জননীর ক্রোড়ে শয়ন করত, সুখ-ভোজনে সুখ-নিদ্রা উপভোগ করে, তখন জননী এবং বালক উভয়েরই পরমানন্দ। সেইরূপ হৃদয় বৃত্তি-সহকারে বাহ্যগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্তর-গতিতে আপন হিতৈষী চৈতন্যস্বরূপে যখন আত্মনির্বৃতি লাভ করে, তখনই মিলন সম্বন্ধে উভয়েই চরিতার্থ। এই চরিতার্থতাই যোগের নিরুদ্ধ ভূমি। বালক যেমন আপন হিতকারিণী মাতাকে না বুঝিয়া, ভ্রমে অন্যকে মঙ্গলপ্রদ জ্ঞানে তদভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ চিত্তও অবিদ্যাদি ক্লেশে অভিভূত হইয়া, বিষয়-পথে ভ্রমণ করে। অবশেষে বিচার-বলে সাংসারিক পদার্থের দোষগুণাদি নিত্যানিত্য ভাবের পরিচয়ে যখন বিবেক লাভ করে, তখনই মাতার অভিমুখে ধাবিত পুত্রের ন্যায়, চিত্ত চৈতন্যের অভিমুখেই ধাবিত হয়। তৎকালে দর্পণের সূর্য্যাকারাকারিত স্বরূপের ন্যায়, চিত্ত কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষাকারে আকারিত হইয়া, পরমানন্দে নির্বৃত হয় ॥ ৫-১২ ॥

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

(বৃত্তি-রহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপাবস্থানং স্থিতিঃ তত্র তস্যাং স্থিতৌ যত্নঃ উৎসাহঃ এব অভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥)

বৃত্তিরহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামঃ স্থিতিস্তস্যাং যত্ন উৎসাহঃ পুনঃ পুনস্তত্ত্বেন চেতসি নিবেশনমভ্যাস ইতি উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

প্রমাণাদি বৃত্তি নামক পঞ্চবিধ শক্তি যে চিত্তস্বরূপ হইতে উত্থিত হইয়া, বিষয়-বিষয়ক ভাবের উদ্ভাসন করে, সেই মূল আশ্রয় চিত্তের অনালোড়িত বা নিস্পন্দিত ভাবকে দর্শন করিবার চেষ্টা বা যত্নের নাম অভ্যাস ।। ১৩ ।।

আভাস।

এই চিত্তের পঞ্চবৃত্তির উল্লেখে প্রকাশ করা হইল যে, বাহ্য-জগতে আমারা যাহাকে যাহা বলিয়া বুঝি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তাহা নহে। বাহ্য জগৎ অন্তর-জগতের পরিচায়ক মাত্র। অন্তরে চিত্ত-সরোবরে যে ভাবের উদয় হয়, দেহাদি আকার প্রকারে তাহারই পরিচয় হয় মাত্র। দেহ একটী যন্ত্রবিশেষ, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া, আভ্যন্তরিক ভাবের বিকাশ হয়। একটী যোষিৎ বিচিত্র ভাবের প্রকাশে নানা প্রকার আত্মীয়ের নিকট নানা নামে ও নানা রূপে এক দেহের আশ্রয়েই পরিচিত হইয়া থাকেন। তিনি একস্থানে উপবিষ্টা থাকিয়া, পতির অভিমুখে প্রেমপ্রার্থিনী পত্নীর পতিসোহাগিনী ভাবের প্রকাশ করত, পতি-সমীপে যে অঙ্গ লইয়া পত্নী রহিয়াছেন, আবার পার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যার অভিমুখে স্নেহময়ী জননী-ভাবের পরিচয়ে সেই দেহেই জননীত্বের পরিচয় দিতেছেন; পুনরায় ভৃত্যের অভিমুখে সেবার আদেশের দ্বারা, তীক্ষ্ণ প্রভুভাবের পরিচয় দিতেছেন। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ কিছুই নহে; চিত্ত দেহের মধ্য দিয়া যাহার নিকট যে ভাবের পরিচয় দেয়, বাহিরের লোক তদীয় দেহের আশ্রয়ে তাহাকে সেই সেই নামে ও রূপে বুঝিয়া থাকে। দেহ সত্ত্বেও যদি উক্ত ভাব সমূহের যথাযথ প্রয়োগ না হয়, তাহা হইলে, কেহ তাহাকে সেই সেই নামে-বা রূপে গ্রহণ করে না। গর্ভধারিণী জননী বা পরিণীতা পত্নীর দেহ হইয়াও, যদি পুত্র সমীপে জননীর পরিবর্ত্তে সংহারিণী এবং স্বামী সন্নিধানে প্রেমসোহাগিনীর পরিবর্ত্তে কুলটা ভাব উক্ত দেহে চিত্ত পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তিনি আর পুত্রের মাতা নহেন এবং পতিরও পত্নী নহেন। এমন কি, বহুকালের পরিণীতা

স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্য-সৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

(সঃ অভ্যাসঃ দীর্ঘকালং নৈরন্তর্য্যেণ আদরপূর্ব্বকং সুষ্ঠু সেবিতঃ দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরঃ ভবতি ॥ ১৪ ॥)

বহুকালং নৈরন্তর্য্যেণ আদরাতিশয়েন চ সেব্যমানো দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরো ভবতি। দার্ঢ্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ বৈরাগ্যস্য লক্ষণমাহ।

সে অভ্যাস সহজে হয় না ; দীর্ঘকাল কর্ত্তব্যবোধে এবং যত্ন-সহকারে নিরন্তর অনুষ্ঠান করিলে, কার্য্যে পরিণত বা দৃঢ় হয় ।। ১৪ ।।

আভাস।

ও প্রেমশৃঙ্খলে একান্ত নিবদ্ধা স্বীয় পত্নীকে পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণাদি কার্য্যে বিরতা ও উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে উপবিষ্টা অবলোকন করেন, তাহা হইলে পতি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পত্নী কি ? অন্য কেহ ! বলিয়া সন্দেহ করেন। পুনরায় পত্নীদেহের অভ্যন্তর দিয়া তদীয় চিত্ত যখন পত্নীভাবের উদয়ে দ্রবীভূত প্রেমভাব যেন গড়াইয়া মুখ-নাসিকাদির আশ্রয়ে পতির অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখনই পতি তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন অতএব চিত্তই পত্নীভাব, মাতৃভাব এবং প্রভুভাবাদি বিচিত্রভাবে বিভিন্ন পরিজনের নিকট পরিচিত হয় ; এবং কখন হয় না। এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে চিত্তের ভাব অনন্ত এবং পরিবর্ত্তনশীল। যেমন একটী আম্রফল কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অত্যন্ত অম্লরস-বিশিষ্ট থাকিয়া, পরক্ষণে মধুর মিষ্ট-রসে পরিণত হয়, সেইরূপ মানবের চিত্তও এক সময় মাতৃরস পরক্ষণে পত্নীরসে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কারণ চিত্তের স্বভাবই পরিবর্ত্তনশীল ; একভাবে থাকিতে পারে না ; যেহেতু চিত্ত যাঁহার প্রকাশ্য বা পরিণত ভাব, সেই মূল প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মিকা। গুণত্রয়ের বৈষম্যেই তিনি চিত্ত নাম ধারণ করিয়াছেন। রজোগুণাত্মক প্রসারণ-শক্তি এবং তমোগুণাত্মক সঙ্কোচন-শক্তির বিকাশে সত্বগুণাত্মক মূর্ত্তিতে চিত্ত বিরাজ করিতেছে। সমুদ্র-পত্নী নদী যেমন জলময়ী মূর্ত্তির আশ্রয়ে কখন উজান-বেগে স্ফীত হইয়া ধরা-ধামের মরুস্থান সমূহকে রসাসিক্ত করত উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিতেছে, আবার পরক্ষণে সমুদ্রাভিমুখী হইয়া, পৃথিবীর সকল জলকে সমুদ্রে সংমিলিত করিতেছে, সেইরূপ চিত্তও চিদানন্দের প্রতিকূলে উজান বহার ন্যায়, বিচিত্র বৃত্তি-মূর্ত্তিতে দেহাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্বকীয় বৃত্তিরসে সংসিক্ত করত

জগতের সহিত সম্পর্ক ঘটাইতেছে এবং কখনও বা বিপরিণামে বিপরীত স্রোতে স্বকীয় বৃত্তি-সমূহকে ক্রোড়ীকৃত করত, চিদানন্দ সমুদ্রে আত্মস্বরূপে বিলীন হইতেছে। চিত্তের সংসারাভিমুখী স্রোতই পাপবহ এবং তদ্বীপরীতই পুণ্যবহ। চিত্তের গতিই তাহার বৃত্তি। এই বৃত্তিও অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ ভেদে দুইপ্রকার। ভাবের উদয়ে বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ ঘটে; আবার বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধেও ভাবের উদয় হয়। কামের এবং ক্ষুধার উদয়ে যেমন স্ত্রীগ্রহণ এবং ভোজন-প্রবৃত্তি আইসে, তদ্রূপ সুন্দরী কামুকী রমণী দর্শনে সম্ভোগ-প্রবৃত্তি এবং অভিনব ভোজন-সামগ্রী দর্শনেও সেইরূপ ভোজন-প্রবৃত্তি জন্মে। সেই জন্য এই উভয় ভাবের চিত্তনিবৃত্তির উপলক্ষে ঋষি তাঁহার গ্রন্থে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই উভয়টীকে একত্র অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের স্বরূপকে লক্ষ্য করা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তদভিমুখে উপস্থিত ভোগ্য বিষয়ের আপন উপকারিতা বা ব্যবহার-যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপকারিতা, সুতরাং উপেক্ষা যোগ্যতাদি ভাবের অনুসন্ধানে চিত্তে আরোপিত বৃত্তির নিরোধ করা প্রয়োজন। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন পরিণামশীল ; সুতরাং ক্ষণকালও পরিণত বা ভাবান্তরিত না হইয়া, থাকিতে পারে না। এবং বৈরাগ্যের আশ্রয়ে আরোপিত বৃত্তির উদয় হওয়া ভাবকে পূর্ব্বেই রুদ্ধ করা হইয়াছে ; তখন নিম্নে ভোগমার্গে অবতরণ করিতে না পাইলে, ঊর্দ্ধে আত্মাভিমুখে যাইতে বাধ্য হইতে হইবে। এক্ষণে "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" এই সূত্রের অর্থে পূজ্যপাদ টীকাকারগণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা উন্নত যোগীর পক্ষে উপযুক্ত হইলেও, প্রথম যোগীর পক্ষে প্রচুর নহে। তাঁহারা অর্থ করিয়াছেন যে, চিত্তের বৃত্তি-নিরুদ্ধ অবস্থাকে বিশেষ মনোযোগীতার সহিত লক্ষ্য করত, তদবস্থায় থাকিবার চেষ্টাই অভ্যাস। এ কথা উন্নত যোগী যিনি চিত্তের নিরুদ্ধ ভাবকে অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ; কিন্তু প্রথম যোগীর পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব ? সুতরাং কামুক কি পরশ্রীকাতরাদি যে কোন ভাব বা বৃত্তি বিশিষ্ট চিত্ত হউক্ না, তাহার তৎস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার তদনুকূল কার্য্য করিতে না দেওয়াই অভ্যাস বলিয়া স্বীকার করিলে, প্রথম অনুষ্ঠাতার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ; কারণ বিজ্ঞায়াচরিতশ্চৌরো ন কশ্চিৎ চৌরতাং ব্রজেৎ, এই নীতি অনুসারে দেখা যায় যে, চোরকে জানিয়া যদি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সে আর চুরি করিতে পারে না ; সেইরূপ আমার চিত্ত এই প্রকারের কলুষিত বুঝিয়া, যদি তাহার প্রতি

দৃষ্টানুশ্রাবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥১৫॥

(দৃষ্টেষু, তথা আনুশ্রবিকেষু বেদোক্তেষু ভোগ্যবিষয়েষু বিতৃষ্ণস্য আসক্তিরহিতস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যং ভবতি ॥ ১৫ ॥)

দ্বিবিধো হি বিষয়ো দৃষ্ট আনুশ্রবিকশ্চ। দৃষ্ট ইহৈবোপলভ্যমানঃ শব্দাদিঃ।

আসক্তি-শূন্য ভাবের নামই বৈরাগ্য বা অনুরাগের অভাব। এই অনুরাগ বা আসক্তি যে কেবল ঐহিকের দৃষ্ট ভোগ্য-বিষয়কে-

আভাস।

দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে সে চিত্তে তাদৃশ অস্থির কার্য্য আর হইতে পারে না। চিত্ত তখন তাদৃশ কলুষিত ভাবের কারণানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এতদর্থে সূত্রকার স্বয়ংই পরে সূত্র করিয়াছেন যে, "স্বপ্ন নিদ্রা জ্ঞানালম্বনং বা" অর্থাৎ স্বপ্নাদি বৃত্তিকে অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত হইলেও; চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃত্তির নিরোধ হয়। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যত্নও অভ্যাস; এবং নিরুদ্ধ হইলে সেই ভাব রক্ষা করিবার যত্নও অভ্যাস ॥ ১২।১৩।১৪ ॥

এ অভ্যাস সহজে হয় না; বহুকাল নিরন্তর বিশেষ যত্নের সহিত চেষ্টা করিলে, অভ্যাস পরিপক্ক হয়। এই নিমিত্তই ঋষিগণ সন্ধ্যা পূজাদির অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট কালে ও নিয়মিত ভাবে করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন; এবং পাছে কোন দিন যথাকালে প্রাতঃসন্ধ্যাদি না করা হয়, তজ্জন্য তাহার প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদি প্রায়শ্চিত্ত নিত্যই করা হয়, তবে সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিবার প্রত্যক্ষ ফল দূর পরাহত ॥১৫॥

অভ্যাসের সাহায্যে চিত্তের নিরগামিত্ব অর্থাৎ সংসারাভিমুখী ভাবের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু বিষয়-সংসর্গে, আবার পূর্ব্ববৎ সংসর্গের ভাব পুনঃ উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গত্যাগও অভ্যাসের সহিত একত্র অনুষ্ঠেয়। কিন্তু সঙ্গত্যাগ অসম্ভব। কারণ একজন যোগীর অনুরোধে ভগবানের সৃষ্ট সংসার কখন বিলুপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যোগী যে দেহে বাস করেন, সেই দেহের ক্ষুধা পিপাসা-দির প্রয়োজন পূরণার্থ বিষয়ের সঙ্গও অনিবার্য্য। অতএব বিষয়ের সম্পর্ক হইলেও, যাহাতে সঙ্গ করা না হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। কেবল ভোগ্য বিষয়ের দোষ-গুণাদির অনুসন্ধানে ভোগের সীমা রাখাই, সেই উপায়। অর্থাৎ প্রয়োজনের পূরণ পর্য্যন্ত ভোগ; তদতিরিক্ত দৃষ্টির নাম আসক্তি। আমরা

দেবলোকাদাবানুশ্রবিকঃ। অনুশ্রূয়তে গুরুমুখাদিত্যনুশ্রবো বেদস্তৎসমধিগত আনুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োঃ পরিণামবিরসত্বদর্শনাদ্বিগত-গর্দ্ধস্য যা বশী-

অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়, তাহা নহে; স্বর্গাদি পারলৌকিক শ্রুত বিষয়ের প্রতিও চিত্তের অনুরাগ জন্মে। অতএব ঐহিকের বা পারলৌকিক সুখসেব্য ভোগ্য বিষয়ের জন্য যাহার চিত্তে

আভাস।

বস্তু বা বিষয়কে ভোগ করি বলি, বা ভাবি; কিন্তু সেই ভোগের ভাব অতি সামান্য; ভোগের ভাবনাই অসীম। কোন্‌ কালে কখন প্রয়োজন হইবে, বা হইয়াছে, তখন তাহার সম্ভোগে উপকৃত হইব, এই ভাবনায় পূর্ব্ব হইতেই বিষয়ের কেবল শুভ মূর্ত্তির চিন্তনে চিত্তের যে একাগ্রতা বা তন্ময় নিরুদ্ধ ভাব, তাহারই নাম বিষয়াসক্তি। এই আসক্তিই চিত্তের অধোগতি হইবার কারণ; সুতরাং আসক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আসক্তি ত সহজে ত্যাগ করা যায় না, একথাটীও বিশেষ আশ্বাসপ্রদ। কারণ চিত্ত যদি অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী আপাতত মনোরম, কিন্তু পরিণামে বিষোপম ভোগ্য-পদার্থে আসক্ত হইয়া তন্ময় হইতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত ভোগপ্রদ নিরুপম আনন্দস্বরূপ নিত্য নিরঞ্জন ভাবে অভ্যাসের গুণে আসক্ত হইয়া নিরুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর বিচিত্র কি? আসক্তি পুরঃসর নিরুদ্ধ হইবার যোগ্যতা যখন চিত্তে আছে, তখন যোগে লব্ধকাম হইবার জন্য যোগীর নিরাশ হইবার কোন কথা নাই। বরং বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন-স্বভাব ভোগীর চিত্ত যদি প্রচুর বিষয়-সংগ্রহে বিষয়ী হইতে পারে, তখন পরমানন্দে নিমগ্ন-হৃদয় যোগী আনন্দের ভাবে নিমগ্ন হইবার অভ্যাসে কেন সর্ব্বানন্দী হইতে পারিবে না? অতএব আসক্তি যখন চিত্তের ধর্ম্ম, তখন আসক্তিকে ত্যাজ্য করা হইবে না; আসক্তির লক্ষ্য বিষয়কে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য করাইতে হইবে। কারণ বিষয়ের গুণে চিত্ত গুণী; এবং বিষয়ের দোষে চিত্ত দোষী। অতএব বিষয়-বিচারই উন্নতিকাম পুরুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। স্পষ্ট বিষয়ের দোষ বা গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলে, আর তৎপ্রতি আসক্তি জন্মিবে না! কারণ বিষয়ের দোষ অনন্ত; গুণ বা উপকারিতা অতি অল্প এবং ক্ষণিক। সুতরাং বিচারই বৈরাগ্যের হেতু। বৈরাগ্য এবং অভ্যাস একত্র অনুষ্ঠিত হইলে, বিষয়ের প্রতিকূলে স্বকীয় সর্ব্বশক্তিমান্‌ আনন্দস্বরূপেই চিত্তের নিরোধ হইয়া থাকে।

এই বৈরাগ্যও সহজে অনুষ্ঠেয় নহে; বহুক্লেশ এবং বহুকালে সাধিত হইয়া

কারসংজ্ঞা মন্বৈতে বক্ষ্যা নাহমেতেষাং বশ্য ইতি যোঽয়ং বিমর্ষস্তদ্বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১৫॥
তস্যৈব বিশেষমাহ।

অনুরাগ না জন্মে, তাহারই বশীকার নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে স্বীকার্য্য ।। ১৫ ।।

আভাস।

থাকে। বাহিরের জাগতিক একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করা যেরূপ কাল-সাধ্য, তাহার ধ্বংস করিতে হইলেও, কিঞ্চিৎ কালের অপেক্ষা করে। গৃহ-সংস্কার কালে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বস্তু-সমূহকে বাহিরে আনিতে হইলে, একেবারে হয় না; আমাদের চিত্ত-গৃহের অভ্যন্তর হইতে বহুকালের সংগৃহীত রসস্ফূর্ত্তি বিষয়-রাশিকেও বিদায় দেওয়া যুগপৎ ঘটে না। একে একে প্রয়োজন মত বিদায় দিতে হইবে। এবং প্রত্যেকটী বিদায় দিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে ঐরূপ এক-জাতীয় আর কোথায় কোনটী আছে, তাহার অনুসন্ধান পূর্ব্বক, পূর্ব্বের সহিত তাহাকেও বিদায় দিতে হয়। মনীষিগণ এতদুপলক্ষে উত্তরোত্তর পর্য্যায়ে বৈরাগ্যকে চারি প্রকার বর্ণন করিয়াছেন; যথা যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার। গৃহ-সংস্কার প্রয়োজন বোধ হইলে, বাহিরের দ্রব্য আর ভিতরে আনয়ন না করিয়া, ভিতরের বস্তুকে বাহিরে লইতে হইবে বলিয়া গৃহী প্রস্তুত হন, সেইরূপ যোগীর চিত্তস্থ বিষয়াসক্তিকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, আর অনিত্য দুঃখদ বিষয় চিন্তা করিবেন না, বুঝিয়া যে প্রস্তুত হওয়া, তাহারই নাম যতমান সংজ্ঞা বৈরাগ্য। অনেকগুলি বিষয় মন হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আরও এইগুলি অবশিষ্ট আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট আসক্তিকে পরিত্যাগের চেষ্টার নাম ব্যতিরেক সংজ্ঞা বৈরাগ্য। ক্রমশ সর্ব্বপ্রকার আসক্তির বিষয় নষ্ট হইলেও, মনোমধ্যে তাহার উপাদেয়ত্বাদি ভাবের অপনোদনার্থ যত্ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ স্ত্রীগ্রহণ দোষাবহ বলিয়া ইন্দ্রিয় হইতে গ্রহণের সাধ পরিত্যাগ করিলেও, সম্ভোগে তৃপ্তি বা প্রীতির ভাব যদবধি মনে থাকে, তদবধি বৈরাগ্য পূর্ণ হইল না; যখন মনও তাহার বিরসত্বের চিন্তনে পরিত্যাগ করিবে, তখনই "একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা বৈরাগ্য। তৎপরে ঐহিকের যাবদীয় ভোগ এবং স্বর্গাদিতে প্রাপ্তব্য সমগ্র ভোগের প্রতি চিত্ত যখন ধাবিত না হয়, তখনই বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য ॥ ১৫ ॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু´ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

(পুরুষখ্যাতেঃ চৈতন্যস্বরূপস্য পুরুষস্য খ্যাতেঃ সাক্ষাৎকারাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানাৎ বা যৎ গুণবৈতৃষ্ণ্যং গুণেষু মায়াগুণেষু ঐশ্বর্য্যাদিষু আন্তরীক-শক্তি-বিষয়ক-ফলেষু যৎ বৈরাগ্যং তৎ এব পরং প্রকৃষ্টং (নিরোধ-সমাধেরনুকূলত্বাৎ উৎকৃষ্টমিতি) ॥ ১৬ ॥)

তদ্বৈরাগ্যং পরং প্রকৃষ্টং। প্রথমং বৈরাগ্যং বিষয়বিষয়ং ; দ্বিতীয়ং গুণবিষয়ং

চিত্তে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইলে, আধারভূত চিত্তে গুণগ্রামের পূর্ণ প্রকটনে ঐশ্বর্য্যাদি আভাস।

বাহ্য বস্তুর সংসর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণিহিতমনা হইলেও, বৈরাগ্যের চরম সীমা হয় না ; আন্তরিক শক্তি বা গুণের প্রতিও বীতরাগ হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার বা পরমেশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ বাহ্যসক্তির বিলোপ হইলেও, অন্তরাসক্তির বিলোপ হওয়া প্রয়োজন। স্থূল বাহ্যবিষয়ের সর্ব্ব প্রকার রূপে চিত্ত অনাসক্ত হইলে, চিত্তে একটী আভ্যন্তরিক বল বা গুণ জন্মে, যাহার প্রভাবে সে অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তৎকালে তাদৃশ গুণের প্রতিও অভিসন্ধি রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ মহর্ষি পতঞ্জলি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্র সঙ্গাৎ"। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক গুণ বা শক্তিলাভে উন্মত্ত হওয়া যোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে ; কারণ তাহাতেও পরিণামে অনিষ্ট আছে। অতএব ভগবানের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের প্ররোচনায় যদি ভগবানকে উপাসনা করা হয় ; সে উপাসনা ও তাঁহার জন্য নহে ; সে উপাসনাতেও আসক্তির পরিচয়। সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞবাকৃসিদ্ধ বা ক্রিয়াসিদ্ধাদি শক্তি বা গুণের প্রতি লক্ষ্য করত যোগে অগ্রসর হইলেও, আসক্তির পরিচয় হইবে ; তাহাতেও প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয় না। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারও সম্ভবপর হইবে না। অতএব বাহ্য বিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং আভ্যন্তরিক শক্তির প্রত্যুপগমরূপ মালিন্য পরিহারার্থ চিত্ত যখন শান্তপ্রবাহ লাভ করে, তখনই পরম বৈরাগ্যের উদয়ে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। এবং গুণেও বৈরাগ্যের বলে, পর-বৈরাগ্য লাভ হয়। বিমল দর্পণে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ হয় ; সুতরাং অন্যান্য সকল পদার্থের অপেক্ষা দর্পণের বিশেষ গৌরব এবং আদর আছে, সেইরূপ রজঃ এবং তমোগুণ সম্পূর্ণ অভিভূত হইলে, শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক চিত্তে অনুভূতির পূর্ণ বিকাশে চন্দ্রের ন্যায়, জীবাত্মার পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু সেই

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

(সম্যক্ সংশয়াদিরহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যেন সঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ বিতর্কাদিভেদাৎ চতুর্ব্বিধঃ। স্থূলক্ষিত্যাদৌ ইন্দ্রিয়াদৌচ ভাবনা সবিতর্কঃ। সূক্ষ্মে তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণে বিচারঃ। রজস্তমোলেশানুবিদ্ধান্তঃকরণ-সত্ত্বে ভাবনা সানন্দঃ তথা কেবলে অন্তঃকরণসত্ত্বে ভাবনা অস্মিতা সমাধিঃ অনুগমাৎ উত্তরোত্তরত্বাৎ জ্ঞেয়ঃ॥ ১৭॥)

উৎপন্নগুণপুরুষবিবেকখ্যাতেরেব ভবতি নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকুলত্বাৎ ॥১৬॥

এবং যোগস্য স্বরূপমুক্ত্বা সংপ্রজ্ঞাত-স্বরূপভেদমাহ।

সমাধিরিতিশেষঃ। সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যেন স সংপ্রজ্ঞাতঃ। সমাধির্ভাবনাবিশেষঃ। সবিতর্কাদিভেদাচ্চতুর্বিধঃ। সবিতর্কঃ সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ। ভাবনা, ভাব্যস্য বিষয়ান্তর-

---

অনুপম শক্তির উদয় হয়; সেই ফলের প্রতিও বিতৃষ্ণ হইলে, প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য লাভ হয়; ইহাতে নিরোধ-সমাধির আনুকুল্য ঘটে ॥ ১৬ ॥

চিত্ত যখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অবলম্বনে ভাবনা করে, তখনই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ

আভাস।

সময় দর্পণে চন্দ্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী মূর্ত্তির নিরুপম জ্যোতিতে চক্ষু নিস্পন্দিত হইয়া, আর দর্পণের স্বচ্ছত্বের প্রতি লক্ষ্য করে না, তখনই প্রতিবিম্বিত চন্দ্র আকাশস্থ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিকে নিপতিত করাইয়া দেয়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রভাব অবলোকন করা সহজ হইলেও, উভয়ের পার্থক্য করা সুকঠিন; সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির সংস্রবে মিলিত চৈতন্য-ভাবকে পৃথক্ অবধারণ করা যত সুগম, চিত্তে চৈতন্যের পৃথক্ উপলব্ধি বিশেষ দুর্গম। এ মিলনকে বিশ্লেষ করত পুরুষ-স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য যোগীকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া অগ্নির বিকাশ হয়, সত্য! কিন্তু কাষ্ঠ অগ্নি নহে, এবং অগ্নিও কাষ্ঠ নহে। কিন্তু উভয়ে অভেদে একত্রে দেখা দেয়; কাষ্ঠ অগ্নিকে অবভাসিত করত স্বয়ং অঙ্গার ভাবে পরিণত হইলে, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত! তখনই প্রকৃত বহ্নি। সেইরূপ স্থূল দেহ লইয়া আরম্ভ করত, অনুভূতির পদ্ধতিতে চৈতন্যস্বরূপের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করত চিত্তে উপস্থিত হইয়া, তাহার গুণ আনন্দময় ভাবকেও উপেক্ষা করত যখন কেবল চৈতন্যকে উপলব্ধি করেন, তখনই যোগী মুক্ত ॥ ১৬ ॥

পরিহারেণ চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং। ভাব্যঞ্চ দ্বিবিধং ঈশ্বরস্তত্ত্বানি চ। তান্যপি দ্বিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ। জড়ানি চতুর্ব্বিংশতিঃ। অজড় পুরুষঃ। তত্র যদা মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি স্থূলানি বিষয়ত্বেনাদায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখসম্ভেদেন ভাবনা ক্রিয়ন্তে তদা সবিতর্কঃ সমাধিঃ। অস্মিন্নেব অবলম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধান-শব্দোল্লেখ-শূন্যত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কঃ। তন্মাত্রান্তঃকরণ-লক্ষণং সূক্ষ্মবিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকাল-ধর্ম্মাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা তদা সবিচারঃ। তস্মিন্নেব

ও অস্মিতা ভেদে, সম্প্রজ্ঞাত চারি প্রকার। অর্থাৎ স্থূল ক্ষিত্যাদি মহাভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে ভাবনার বিষয়রূপে গ্রহণ

আভাস।

অতএব আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা পরমাত্ম-লাভে প্রীত ও চরিতার্থ হইবার পদ্ধতিই যোগের স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করত, গ্রন্থকর্ত্তা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত যোগের উত্তরোত্তর ক্রমের কীর্ত্তন করিয়াছেন। বালককে যেমন মোদকাদি ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে হিতকর ঔষধি সেবন করাইয়া পূজ্য পিতামাতা পুত্রের রোগ উপশমিত করেন, ঋষিও সেইরূপ ভোগের পদ্ধতির দ্বারা যোগের শিক্ষা প্রদানে জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন। মানব ভোগের জন্য উন্মত্ত হইয়া অবিরল নিম্নগামী হইতেছে; কারণ বিচার নাই। বিচার পূর্ব্বক ভোগ করিলে, যোগ করা হয়। এবং অবিচার পূর্ব্বক ভোগ করিলেও যোগ করা হয়। অতএব যোগ এবং ভোগ উভয়ই একই প্রকার, যদি তাহার প্রত্যেকটীতে বিচার না থাকে। মানব ভোগ করি মনে করেন, কিন্তু কোন একটী বিষয়ে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, ভোগ-সম্পাদন হইবার পূর্ব্বে ভোগ্যের কোন এক অঙ্গ স্পর্শ করিতে না করিতে, তাহার শত শত ভাবের পর ভাবে উপনীত হইয়াছেন। অতএব কোন পদার্থেরই স্বরূপ ভোগ করা হয় নাই; সুতরাং অকৃত-ভোগের ন্যায়, বারংবার সেই পদার্থকে ভোগের জন্য অনন্ত কাল অতিবাহিত করা হইল, অথচ কোন পদার্থই ভোগ করা হইল না; বরং ভোগের লালসাই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যে নিমিত্ত এত উদ্যম, সে ভোগ-কার্য্য কিছুই নিষ্পন্ন হইল না, ফলে যাহার দ্বারা ভোগ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, সেই চিত্তের স্বভাবকে কেবল চঞ্চল করা হইল মাত্র। একটী কর্ম্মদক্ষ নিপুণ আজ্ঞাকারী ভৃত্যকে কোন একটী কার্য্য সম্পাদনে নিয়োগ করিয়াই, সেই কার্য্যটীর একদেশ

অবলম্বনে দেশকাল-ধর্ম্মাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মিমাত্রাবভাসিত্বেন ভাবনা ক্রিয়মাণা নির্ব্বিচার ইত্যুচ্যতে। এবং পর্য্যন্তঃ সমাধি গ্রাহ্যসমাপত্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে। যদা তু রজস্তমোলেশানুবিদ্ধমন্তঃকরণসত্ত্বং ভাব্যতে তদা গুণভাবাচ্চিত্তশক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্ত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধান-পুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহাহঙ্কারত্বাদ্বিদেহশব্দ-

---

কালে বিতর্ক-সমাধি। সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক অন্তঃকরণ এবং সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রকে অবলম্বনে ভাবনার নাম বিচার ও আভাস।

নিষ্পন্ন হইতে না হইতে, কার্য্যান্তরের জন্য যদি তাহাকে আদেশ করা হয় এবং তাহা আবার কথঞ্চিৎ নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই অন্য কার্য্যে, এইরূপ নিষ্পন্নের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল আদেশ ব্যাপারই চলিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ভৃত্য বিরক্ত, তাহার চরিত্র নষ্ট এবং প্রভুরও সমস্ত পণ্ড হয়। আমরা সেইরূপ অবিবেকী প্রভু হওয়ায়, সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত সর্ব্বকর্ম্মপটু মেধাবী চিত্তভৃত্যকে অযথা নিয়োগের দোষে চরিত্রহীন করিতেছি; সুতরাং তাহার যাবদীয় অনুচর-ভৃত্য অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয়গণও চরিত্রহীন হইয়া, প্রকৃত কর্ম্ম কেহই সম্পাদন করিতে পারিতেছে না; এমন কি! বিবেকহীন বোধে কোন ভৃত্য আর প্রভুর আজ্ঞা পালনও করে না; বরং উপেক্ষা করিবার ছলে একজন অধীনস্থ ভৃত্যের কার্য্যকালে অপর ভৃত্য কার্য্যপটুতা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অপর, তৎবিপক্ষে অপর ভৃত্য; এইরূপে অবিবেকী প্রভুর আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সেইরূপ আমরা চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গরূপ ভৃত্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই পরম পুরুষ পরমাত্মার লীলা-কাননে বিচিত্র লীলা দর্শনার্থ আগমন করিয়া, কেবল বিবেকের দোষে এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি। আমাদের আদেশ করিবার দোষে, মূলভৃত্য চিত্ত এবং তাহার অধীনস্থ ইন্দ্রিয়াদি ভৃত্য আমাদের আদেশ আর প্রতিপালন করিতেছে না। অধিক কি! তাহাদের মধ্যেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহারও অনুগত নহে; সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া, যথেচ্ছাচারেরই পরিচয় দিতেছে। সেই পরম পিতার সৃষ্ট একটী কামিনী দেখাইবার জন্য যদি চিত্তকে অনুরোধ করি, তাহা হইলে চিত্ত তাহার অনুগত কোন্ ভৃত্যের দ্বারা যে তাহা দেখাইবে, তাহা নিজেই স্থির করিতে পারে না; হয়ত

বাচ্যাঃ। ইয়ং গ্রহণ-সমাপত্তিঃ। ততঃ পরঃ রজস্তমোলেশানভিভূতশুদ্ধসত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা প্রবর্ত্ততে ভাবনা তস্যাং গ্রাহ্যস্য সত্ত্বস্য ন্যগ্‌ভাবাৎ চিতিশক্তেরুদ্রেকাৎ সত্তামাত্রাবশেষত্বেন সমাধিঃ সাস্মিত ইত্যুচ্যতে। ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ। যতো যত্রান্তঃকরণমহমিতি উল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহঙ্কারঃ। যত্রান্তর্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামে প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্তামাত্রং অবভাতি সা সাস্মিতা।

লেশমাত্র রজঃ এবং তমোগুণে মিশ্রিত অন্তঃকরণের প্রকাশশক্তি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া ভাবনার নাম সানন্দ এবং কেবল

আভাস।

প্রকৃত দেখাইবার ভৃত্য চক্ষু, তাহার এক অঙ্গ কিছু দেখাইয়াই প্রস্থান করিয়াছে, শ্রবণ তাহার অপর অঙ্গের কিছু ধরিয়া টানিতেছে; বুদ্ধি পলায়ন করিয়া তীক্ষ্ণ কামকে তাহার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে; চিত্ত লজ্জার মোহ-সদনে প্রবেশ করিল; চিত্তের আর কামিনী দর্শন হইল না। এইপ্রকারে সর্ব্বভোগে চিত্ত বঞ্চিত হইয়া, একবার এগৃহ, আর বার ওগৃহ করিয়া, বিষম বিপদেই পড়িয়াছে। ইচ্ছা ছিল, জীব এই বিচিত্র সংসার-কাননের বিবিধ কার্য্য দর্শনে, সেই মহিমার্ণবের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে; তখন তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবের পরিচয়ে সর্ব্বজ্ঞানবান্ হইয়া, পরমানন্দে তাহারই প্রেমানন্দ অনুভব করিবে। কিন্তু কিছুই হইল না; এক অবিবেকই সমস্ত পণ্ড করিল। তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে, কোন ভয় নাই! আমরা এই বিষম দায় হইতে অবলীলাক্রমে এড়াইতে পারিব, যদি কেবল ধৈর্য্যকে অবলম্বন করি। কর্ম্মস্রোতে ধৈর্য্যই একমাত্র সম্বল। জগৎ বুঝিবার জন্য যে ভৃত্য যে কার্য্য করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেককে ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য করিতে শিখাইলেই, সকলের সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। কর্ত্তব্যের স্থির না হইলে, প্রাপ্তব্যের স্থির হয় না। চিত্তকে যদি তাহার কার্য্যে স্থির করা যায়, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা কেবল জগৎ কেন! জগতের কারণ পরমাত্মরূপের ভানও ঐ চিত্তেই হইয়া থাকে। এতাদৃশ জগৎও চিত্ত হইতে প্রসূত হইতে পারে। স্থির-চিত্ত যে কেবল জগৎ-সংসারের পরিচয় প্রতিপাদন করে, তাহা নহে, জগৎচিন্তামণিরও প্রতীতি করায়। অতএব চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এতদর্থে ঋষি চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের স্বরূপই যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরং পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপাগতে প্রকৃতিলয়া ইত্যুচ্যন্তে। যে পরং পুরুষং জ্ঞাত্বা ভাবনায়াং প্রবর্ত্তন্তে তেষামিয়ং বিবেকখ্যাতিগ্রহীতৃ-সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র সংপ্রজ্ঞাতে সমাধৌ চতস্রোঽবস্থাঃ শক্তিরূপতয়াঽবতিষ্ঠন্তে। তত্রৈকৈকস্যা ত্যাগে উত্তরোত্তরা ইতি চতুরবস্থোঽয়ং সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১৭ ॥ অসংপ্রজ্ঞাতমাহ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে ভাবনা করিবার নাম অস্মিতা-সমাধি। এই চারি প্রকারই উত্তরোত্তর পর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত ।।১৭।।

আভাস।

কিন্তু কেবল চিত্তের নিরোধই যে যোগ, তাহা নহে; কারণ কেবল চিত্তের নিরোধ হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্যে যে যে তত্ত্ব চঞ্চল হয়, সেই সকলের নিরোধের সহিত যদি চিত্তের নিরোধ করা হয়, তবেই প্রকৃত নিরোধ। অন্তঃকরণ এবং বাহেন্দ্রিয়গণও যখন মূল চিত্তের অঙ্গ, তখন তাহাদের নিরোধের স্বরূপও যোগের উপলক্ষে চিত্ত-নিরোধের সহিতই বলা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উল্লেখে সর্ব্বাবয়ব-পূর্ণ যোগের স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। চিত্ত প্রশস্ত; ইন্দ্রিয়াদি সকল অবয়বের প্রত্যেক কার্য্য চিত্তে স্পর্শ করে। সুতরাং চিত্তের নিরোধ করিতে হইলে, সকল ইন্দ্রিয়াদি অবয়বের নিরোধ করা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার নিবারণ করিলেই মূলের নিবারণ হইবে।

এই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চিত্তের নিরোধে যেমন পূর্ণ চৈতন্যের প্রতীতিতে জীব মুক্ত হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি অবয়ব সমূহের প্রত্যেকের নিরোধেও ঐ রূপ চৈতন্যস্বরূপের আংশিক প্রতীতি হইতে থাকে। জগতে কোন ভোগই কেবল ভ্রমাত্মক নহে; প্রত্যেক ভোগেই যোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তবে ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেই ভোগ, এবং ধৈর্য্য সহকারে ভোগ করিলেই যোগের ফল পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণধার কর্ত্তরিকা-যোগে কাষ্ঠ ছেদনকালে যেমন প্রত্যেক আঘাতে কাষ্ঠের কিছু অংশ ছেদনের সহিতই একটী ছেদন-শব্দ উত্থিত হইয়াই অজ্ঞাতসারে বিলীন হয়, সেইরূপ ভোগোপলক্ষে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংসর্গ হইলে, একটী বোধরূপ উপলব্ধির উদয় হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে যেন বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা ঘাত প্রতিঘাত ব্যাপারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, তদুত্থিত ধ্বনির প্রতি মনোযোগী হন, তাঁহারা বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যার অধিকারী হন; সেইরূপ যাঁহারা বিষয়েন্দ্রিয়ের প্রত্যেক ঘাত প্রতিঘাতরূপ ভোগ

ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তদুত্থিত উপলব্ধি-স্বরূপকে লক্ষ্য করিতে পারেন, তাঁহারা সমগ্র দেহগৃহ হইতে মূল গৃহী "আমিকে" সর্ব্বাবভাসক মূর্ত্তিতে অবধারণ করিতে পারেন। কাঁসরাদি বাদ্যযন্ত্রের মধুরধ্বনি শ্রবণের লালসা হইলে, বাদনোপায় যষ্টির দ্বারা বাদ্যযন্ত্রে আঘাতের পদ্ধতি শিক্ষা করা প্রয়োজন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদি আন্তরিক বাদ্যযন্ত্রের সম্পর্ক করিবার পদ্ধতিকেও তদ্রূপ শিক্ষা করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়াদি সকল করণ-গ্রামের বিষয় সহ সম্পর্ক করিবার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে, সমবেত বহু বাদ্যযন্ত্রের একত্র এক সুর বাজাইবার ন্যায়, সকল ভোগ এক অনুপম সমবেত আত্মধ্বনি উত্থাপনের দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিতে পারে। অতএব অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণ ভেদে বহুবিধ করণ-গ্রামের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক করিলে, হৃদয়-প্রাঙ্গণে এক আত্মধ্বনিতে সর্ব্বত্র প্লাবিত হয়, তাহারই পরিচয়ার্থ সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যাপার সূত্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

এই সূত্রদ্বয়ের উল্লেখে যদিও পূর্ব্বোক্ত যোগস্বরূপের সম্পূর্ণ ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তৎসঙ্গে সাধনার পর্য্যায়ও পরিলক্ষিত করাইয়াছেন। কারণ চিত্তের স্বরূপ-অবস্থানের নাম যোগ হইলেও, তাহার আনুসঙ্গিক ইন্দ্রিয়াদির সংযত-ভাব থাকা বিশেষ প্রয়োজন; তদুপলক্ষে স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম চিত্ত পর্য্যন্ত সমগ্র তত্ত্ব-সমূহের একমুখী ভাবের পরিচয়ার্থ সাধনাভাবেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি এই চারিটীর ক্রিয়াই চিত্তকে সহ্য করিতে হয়; সুতরাং এই চারিটীর উত্তরোত্তর কার্য্যের শোধনের প্রয়োজন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। সম্যক্‌রূপে (জ্ঞায়তে) নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে এবং প্রকৃত বেশে যখন বস্তু উপলব্ধ হয়, তখনই হৃদয়ের সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা। সেই অবস্থা যখন স্থায়ী হয়, তখন সমাধি। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জাগতিক কোন পদার্থকে স্পর্শ করিবা মাত্র, তাহার অনুভূতি চিত্তে উপলব্ধ হয়; কিন্তু সে উপলব্ধি-ভাবও স্থায়ী হয় না; পলকের মধ্যে সেই স্পর্শ ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া, ভাবান্তর উপলব্ধি করে। কারণ ইন্দ্রিয়ের আনিত বস্তুর একদেশ ভাব মাত্র মন লইয়া গমন করত, চিত্তে প্রতিবিম্বিত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত আকারের উপর আবরণ করে; এবং তৎপরক্ষণেই তদপেক্ষা বলবান্ অহঙ্কার আসিয়া নিজের প্রয়োজন মত ভাবের সংরক্ষণে অপর অংশ পুছিয়া ফেলে, এবং তদুপরে সর্ব্ব-প্রধান বুদ্ধি স্বীয় প্রয়োজন মত ভাব সেখানে প্রদান করত পূর্ব্বভাব

অপসারিত করে। সুতরাং ভোগ-দশায় চিত্তে কেবল বিড়ম্বনাই ঘটে; স্থায়ী ভাবে কোন বিষয়ই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না। পরস্পরে বিবাদশীলা বহু পত্নীর পতির যেমন কোন ভোগেই সাধ মিটিবার সম্ভাবনা থাকে না, স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে ঐরূপ বিবাদশীল লক্ষ্যভ্রষ্ট করণ-গ্রামের উৎপাতে আমাদের চিত্ত-পতিরও কোন একটী বিষয়ে স্থায়ী ভাব ঘটে না। অতএব পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-ভাবের পরিহারে স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করত, যদি সকল বনিতাগণ একত্র ও একযোগে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই পতি প্রত্যেক ভোগে চরিতার্থ হন, সেইরূপ লক্ষ্য স্থির করত করণ-গ্রামও উৎপাত না করিলে, চিত্তের চিন্তা স্থির হইয়া যায়। অতএব উদ্দেশ্য বহু হইলেই ভোগী; উদ্দেশ্য এক হইলেই যোগী। সুতরাং যোগী হইবার প্রথম উপকরণই উদ্দেশ্য স্থির করা। যাঁহার উদ্দেশ্যের অবধারণে কর্ত্তব্যের স্থির হইয়াছে, তাহার উপর্য্যুপরি সকল করণ-গ্রামের একচেষ্ট ও একমুখী ভাবের উদ্ভাসন-প্রকরণে সমাধি-লাভ ঘটে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াদি করণ-গ্রামের দ্বারা আনীত বিষয়-ভাবকে চিত্তে স্থির রাখাই সমাধি। ভাবনীয় বিষয়ের প্রকার ভেদে সমাধিকেও চারি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা। ধনুর্বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমত স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিতে অভ্যস্ত করাইয়া, পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্যে চেষ্টা করাইতে হয়। প্রথম উদ্‌যোগী সাধকের পক্ষে সেইরূপ স্থূল ইন্দ্রিয়-বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস পরিপক্ক হইলে, সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য।

চিন্তার বিষয় প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত। একটী ঈশ্বর-ভাব অপরটী তত্ত্ব গ্রাম। তত্ত্বও আবার জড় এবং অজড় ভেদে দুই প্রকার। জড় চতুর্বিংশতি প্রকার; অজড় পুরুষ এক প্রকার। চিত্ত যখন স্থূল মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়কে বিষয়রূপে গ্রহণ করত অভেদ ভাবনায় স্থির হয়, তখন বিতর্ক-সমাধি। বিতর্ক চিন্তার বিষয়ের জটিলতা থাকে; যথা আকাশে গোলাকার চন্দ্র স্বরূপ পদার্থকে চিন্তা করিবার সময় তাহার আভা-বিশিষ্ট ভাব, আকার, স্থান ও গুণ ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা একত্রে হৃদয়ে উদিত হয় বলিয়া চিন্তার নাম বিতর্ক। পুনরায় যখন কেবল আভামাত্র ভাবের স্ফুরণে চিত্ত স্তম্ভিত থাকে, তখন সেই স্থূল চিন্তাকেও নির্বিতর্ক-সমাধি বলা হয়। এই প্রকারে যে স্থূল হস্তশক্তি বা পদশক্তি মাংস-মজ্জাদি বিশিষ্ট হস্ত বা চরণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক হস্ত-পদাদিকে কার্য্যক্ষম করিয়া জড়ত্ব

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

(বিরামঃ বিরতিঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং অভাবঃ তস্য প্রত্যয়ঃ তস্য অভ্যাসঃ পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানাং পূর্ব্বে যস্য সঃ সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিঃ সংস্কার-শেষঃ অন্যঃ সম্প্রজ্ঞাত-বিলক্ষণঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ-সমাধিঃ ॥ ১৮ ॥)

একে একে সকল বৃত্তিকে চিত্ত হইতে নিরাস করিয়া সর্ব্বাভাবের অভ্যাস করাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ।।১৮।।

আভাস ।

ইন্দ্রিয় নামে অভিব্যক্ত করে, সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তিকে চিত্তার বিষয়-রূপে গ্রহণ করত, তাহার ক্রিয়াভাবাদির বিষয় চিন্তা করে, তখনও স্থূল বিতর্কসমাধি। পরে তাহার বিচিত্র গতিবিশিষ্ট ভাবের প্রতি দৃষ্টি ত্যাগ করত, কেবল শক্তিময়-ভাব চিন্তা করে, তখনই নির্বিতর্ক। তৎপরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক ইচ্ছাশক্তিরূপ অন্তঃকরণকে ও তন্মাত্রকে যখন চিত্ত চিন্তা করে, তখন সবিচার সমাধি। এই অন্তঃকরণাদিরও দেশ, কাল ও ধর্ম্মবিশিষ্ট ভাবের চিন্তাকে সবিচার এবং কেবল তৎস্বরূপ-চিন্তনকে নির্বিচার-সমাধি বলিয়া শাস্ত্রে সংজ্ঞা করিয়াছেন। এই অবধি বিষয়-চিন্তার সীমা। ইহার উর্দ্ধে, যে শক্তির দ্বারা চিন্তা করা হইতেছিল, সেই শক্তির স্বরূপকে চিন্তা করিতে হইবে। এইস্থানেই অহঙ্কার বৃত্তির উদয় হয়। রজঃ এবং তমোগুণের লেশমাত্র মিলিত চিত্তের সত্ত্বগুণকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাবনার উদয় হয়, তাহাকে সানন্দ সমাপত্তি বলে। সত্ত্বগুণে প্রকাশ এবং আনন্দ হয়। সুতরাং এতদবস্থায় যেমন প্রকাশের অনুরোধে বিষয়াদির জ্ঞান জন্মে, আবার স্বচ্ছত্ব নিবন্ধন চৈতন্যস্বরূপের উদ্ভাবনে আনন্দও জন্মে ; কিন্তু ঈষৎ রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্ক থাকায়, অভিমান বা অহঙ্কারেরই পরিচয় হয়। এই প্রকাশমান আনন্দময় সত্ত্বস্বরূপকে অবলম্বন করত যে সমাধির উদয় হয়, তাহাকে আনন্দ-সমাধি বলেন। কিন্তু রজঃ বা তমের লেশ মাত্র নাই ; কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে যখন চিত্ত আশ্রয় করে, তখন প্রকাশমান চিৎ-শক্তির সম্পূর্ণ উদয়ে অহঙ্কার ভাবও বিলুপ্ত হইয়া, কেবল অস্তিত্ব-বোধক "আছি" ভাব মাত্রের উদয়ে অস্মিতা-সমাধি ঘটে। অহঙ্কার ও অস্মিতা এই উভয় স্থলে সত্ত্বগুণই অবলম্বনের বিষয় বটে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণের সহিত লেশ মাত্র রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকায়, প্রকাশক সত্ত্ব করণস্থানীয় ; এবং শেষোক্ত সত্ত্বে রজঃ ও তমঃ সম্পূর্ণ অভিভূত হওয়ায়, সত্ত্বগুণ কর্ত্তৃস্থানীয়। অতএব সম্প্রজ্ঞাতসমাধিতে চারিটী অবস্থা আছে। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধিভেদে বিষয়ও চারি প্রকার ॥ ১৭ ॥

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্॥ ১৯॥

(বিদেহাঃ অহঙ্কার-চিন্তকাঃ, প্রকৃতিলয়াঃ আত্মবোধেন প্রকৃতি-চিন্তকাঃ যে তেষাং ভবপ্রত্যয়ঃ ভবঃ সংসারঃ এব প্রত্যয়ঃ কারণং ভবতি॥ ১৯॥)

বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি। বিরামপ্রত্যয়স্তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি নিবেশনম্। তত্র যা কাচিৎ বৃত্তি-রুল্লসতি তস্যা নেতি নেতি নৈরন্তর্য্যেণ পর্য্যুদসনং বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসঃ তৎপূর্ব্বঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ সংস্কারবিশেষো যঃ তদ্বিলক্ষণোঽয়মসংপ্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ন তত্র কিঞ্চিদ্বেদ্যম্। অসংপ্রজ্ঞাতো নির্বীজঃ সমাধিঃ। ইহ চতুর্বিধঃ চিত্তস্য পরিণামঃ ব্যুত্থানং সমাধিপ্রারম্ভো নিরোধ একাগ্রতা চ। ক্ষিপ্তমূঢ়ে চিত্তভূমী ব্যুত্থানং। বিক্ষিপ্তা ভূমিশ্চ সত্ত্বোদ্রেকাৎ সমাধিপ্রারম্ভঃ। নিরুদ্ধৈকাগ্রতে চ পর্য্যন্তভূমী প্রতি পরিণামঞ্চ সংস্কারাঃ। তত্র ব্যুত্থানজনিতাঃ সংস্কারাঃ সমাধিপ্রারম্ভজৈঃ সংস্কারৈঃ প্রত্যাহন্যন্তে। তজ্জাশ্চৈকাগ্রতাজৈঃ, নিরোধজনিতৈরেকাগ্রতাজাঃ, নিরোধজাঃ সংস্কারাঃ স্বরূপঞ্চ হন্যন্তে। যথা সুবর্ণসম্বলিতং ধ্মায়মানং সীসমাত্মানং সুবর্ণমলঞ্চ নির্দহতি। এবমেকাগ্রতাজানিতান্ সংস্কারান্ নিরোধজাঃ স্বাত্মানঞ্চ নির্দহন্তি॥ ১৮॥ তদেবং যোগস্য স্বরূপং ভেদঞ্চ সংক্ষেপেণোপায়াংশ্চ অভিধায় বিস্তাররূপেণোপায়ং যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ব্বকমুপক্রমতে।

বিদেহাঃ প্রকৃতিলয়াশ্চ বিতর্কাদিভূমিকাসূত্রে ব্যাখ্যাতাঃ তেষাং সমাধিঃ ভব-

---

ঈষৎ রজঃ ও তমোগুণে মিশ্রিত চিত্তের সত্ত্বগুণ নামক অহঙ্কার-ভাবকে আমি-জ্ঞানে সমাহিত ব্যক্তিকে বিদেহ-লয় এবং

আভাস।

অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে ভাবনার কোন বিষয় থাকে না। একে একে সমস্ত ভাবনার বিষয়কে বিসর্জ্জন করত ভাবনাশূন্য বৃত্তিহীন নিজ স্বরূপকে যখন চিত্ত অবধারণে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তখন তাহার অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। পূর্ব্বোক্ত সানন্দ ও সাস্মিতা সমাধিতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের চিন্তা সহজে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা তৎকালে সে বিষয়ে যত্ন করেন না, তাঁহাদের পুনর্ব্বার সংসারে পতনের সম্ভাবনা থাকে। সানন্দ-সমাধিতে পুরুষ-সাক্ষাৎকার না ঘটিলে, সেই যোগীকে বিদেহ এবং অস্মিতাতে পুরুষ সন্দর্শনে চেষ্টা না করিলে, প্রকৃতি-লয় নাম বলা হয়॥ ১৮॥

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০॥

(ইতরেষাং বিদেহ-প্রকৃতিলয়-ব্যতিরিক্ত-মুমুক্ষু-যোগীনাং শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকঃ সমাধিঃ ভবতি॥ ২০॥

প্রত্যয়ঃ। ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ আধিমাত্রান্তর্ভূতা এব তে সংসারে তথাবিধসমাধিভাজো ভবন্তি তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্ যোগাভাসোঽয়ং অতঃ পরতত্ত্বজ্ঞানে তদ্ভাবনায়াঞ্চ মুক্তিকামেন মহান্ যত্নো বিধেয় ইত্যেতদর্থমুপদিষ্টম্॥১৯॥ তদন্যেষান্তু।

বিদেহপ্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ। তে চ শ্রদ্ধাদয়ঃ ক্রমাদুপায়োপেয়ভাবেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংপ্রজ্ঞাত-

অস্মিতাতে আত্ম-চিন্তককে প্রকৃতি-লয় নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ ইহারা আত্ম-সাক্ষাৎকারে অক্ষম হওয়ায়, পুনরায় সংসার-পথে পতিত হইবার পাত্র হন॥ ১৯॥

মুমুক্ষু যোগীর চিন্তার পদ্ধতি অন্য প্রকার। তাঁহারা প্রথমা-

আভাস।

তরঙ্গের অপগমে জলাশয় স্তিমিত-ভাব ধারণ করিলে, প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও যেমন পূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রতীত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণের চিন্তনে স্থৈর্য্য হইলে, একটী আমি-ভাব চৈতন্য-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। যোগী মনোযোগিতার সহিত এই পুরুষ-চিন্তনে যদি অভ্যাস করিতে পারেন, তবেই মুক্তিলাভে কৃতার্থ হন; নতুবা চিত্তের অহঙ্কার-স্তরে কিম্বা প্রকৃতির স্তরে তাঁহার বিলীন হওয়া হয়। গ্রন্থকর্ত্তাও সানন্দ ও সাস্মিত নামক সমাধিতে সমাহিত যোগীকে বিদেহ ও প্রকৃতি-লয় শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ যোগীর অদৃষ্টে মুক্তি-লাভ ঘটে না। তাঁহারা চিত্তগুণে তৃপ্ত থাকায়, ঐশ্বর্য্যাদির সংস্পর্শে দেবযোনি প্রভৃতি উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় সংসার-মার্গেই নিপতিত হন।

ভোগের অভ্যাসে মানবের চিত্ত এতই কলুষিত হইয়া যায় যে, মুক্তির উপায় যোগকে তাহারা ভোগের উদ্দেশেই প্রয়োগ করিয়া ফেলেন। জ্ঞান মুক্তির স্বরূপ অবধারণে সকলকে প্রলোভিত করে-মাত্র, যোগ কিন্তু অলৌকিক এবং অপরিমেয় ভোগের মধ্য দিয়া মুক্তির স্তরে আরোহণ করায়; বিষ্ণু পূজাদির নিমিত্ত পুষ্প-চয়নোপলক্ষে মনোহর গন্ধ লাভ অনায়াসে হয়। কিন্তু তৎকালে সতর্ক হওয়া

সমাধেরুপায়ত্বাৎ প্রতিপদ্যন্তে। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ বীর্য্যমুৎসাহঃ। স্মৃতিরনুভূতাসংপ্রমোষঃ। সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাতব্যবিবেকঃ। তত্র শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে যোগবিষয়ে উৎসাহবান্ ভবতি। সোৎসাহস্য চ পাশ্চাত্যাসুভূতিষু স্মৃতিরুৎপদ্যতে তৎ স্মরণাচ্চ চেতঃ সমাধীয়তে! সমাহিতচিত্তশ্চ ভাব্যং সম্যগ্বিবেকেন জানাতি। তত্র তে সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরুপায়াঃ তস্যাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাৎ ভবতি অসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥২০॥ উক্তোপায়বতাং যোগিনাং উপায়ভেদাভেদানাহ।

বধি শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা সহকারে অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥২০॥

আভাস।

প্রয়োজন যে, ভোগময় জগতে ভোগের অন্বেষণ করিতে হয় না, আপনা হইতেই আইসে; যাহাকে সহজে পাওয়া যায় না, সেই পুরুষার্থের জন্যই যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৯ ॥

সংসারে স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কল্পে প্রত্যেক মানবেরই যোগের অনুষ্ঠান করা বিধেয়! ইহাতে কেবল প্রতিষ্ঠালাভ হয় যে তাহা নহে, নিজের প্রকৃত উন্নতিলাভ বিনা যোগে কাহারও কখনও ঘটে না। প্রাকৃতিক জীবনেও সকলেই যোগের অনুষ্ঠান করেন; তবে নামান্তরে বা ভাবান্তরে মাত্র। কারণ সমাহিত বা নিবিষ্টচিত্ত না হইলে, ব্যবহারিক জীবনেও কোন কার্য্য হয় না। সাধারণ ভোজন-ক্রিয়াও অন্যমনস্কে করিলে, কণ্ঠে বিষম ভাবের উদয়ে দারুণ ক্লেশ হয়; তবে এরূপ যোগ, না জানিয়াই করি; এবং পারমার্থিকের প্রতি এ যোগে কোন লক্ষ্য পড়ে না। কারণ তাদৃশ যোগ কার্য্যকে ভোগের পর্য্যায়েই নিক্ষিপ্ত রাখা হয়। সুতরাং লক্ষ্যকে স্থির করত, অবগতি সহকারে অগ্রসর হওয়াই যোগ। এই অগ্রসর ব্যাপারে উৎকণ্ঠার প্রয়োজন বটে, কিন্তু ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই। যেমন রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত হইলে, ব্যঞ্জন স্বাদু হয় না, দ্রব্যাদিও অসিদ্ধ থাকিয়া যায়, যোগী যদি ব্যস্ততানিবন্ধন পূর্ব্বভূমিকা সম্পূর্ণ আয়ত্ব না করিয়া, পরভূমিকায় অগ্রসর হন, উপযুক্ত ফললাভের বৈপরীত্যে বরং কুফলই পাইয়া, বিশ্বাসেও বঞ্চিত হন। অতএব সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে প্রকার চতুষ্টয়কে যথোত্তর অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকা জয় করা হইলে, উত্তরোত্তর ভূমিকাতে চিত্ত সংলগ্ন করা

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

(তীব্রঃ অধিকতরঃ সম্বেগঃ উদ্যমঃ যেষাং তেষাং তীব্র-সম্বেগানাং সমাধিঃ আসন্নঃ শীঘ্রং এব সমাধি-লাভঃ ভবতি ॥ ২১ ॥)

সমাধিলাভঃ ইতি শেষঃ। সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। স তীব্রো

যাঁহারা দৃঢ়তর সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তীব্রবেগে চেষ্টা

আভাস।

কর্ত্তব্য। কারণ বিষয় অবলম্বনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের একমাত্র উপায়। প্রস্তরাদি নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির হইলে, চিন্ময়ী সর্ব্ব-ব্যাপিনী মূর্ত্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট হয়। এবং শ্রদ্ধাদি সহকারে অগ্রসর হইলে, ক্রমশ বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞার উদয়ে সাধকেরও যোগে প্রকৃত অধিকার জন্মে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিতে হয়। উপেক্ষা বুদ্ধিতে যে কোন কার্য্য করা হয়, সকলই নিরর্থক ও নিষ্ফল। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা; সন্ধ্যা পূজাদি যে কোন কর্ম্ম আমরা যদি বিশ্বাস সহকারে করি, তাহাতে আমাদের উৎসাহ জন্মে; সুতরাং ফলও নিশ্চয় পাইয়া থাকি। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের বাক্যে বিশ্বাস করত, বাল্য জীবনে আমরা যে সকল পঠিতব্য পাঠগুলির আবৃত্তি করিয়াছি, প্রাচীন জীবনে বিনা চেষ্টায় সেগুলি কণ্ঠে থাকিবার পরিচয় দিতেছে। অতএব শ্রদ্ধা ব্যতীত বীর্য্য বা উৎসাহ জন্মে না। উৎসাহ মানবকে অধিকারী করে এবং প্রয়োজনীয় ভাব সমূহের স্মরণ আসে। স্মরণ আসিলেও, তাহাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। সুতরাং চিত্ত বলবান্ হওয়া আবশ্যক। একবার ভাবের উদ্গমে বলের পরিচয় দিয়াই যদি তাহা স্তিমিত হয়, সমাধি হইল না। উদিত ভাবের সহিত চিত্তের দীর্ঘকাল সহবাস প্রয়োজন; তাহারই নাম সমাধি। এই সমাধিতে চিন্তিত ভাবের আভ্যন্তরিক অভিব্যক্তি এবং স্থিরতা নিবন্ধন চিত্তেরও আভ্যন্তরিক ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, এই উভয় ব্যাপারই সাধিত হইয়া থাকে। তাহারই নাম প্রজ্ঞা। চিত্তে জানিবার বল হয়; এবং জানিবার বিষয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ম্লান ভাব বিসর্জ্জনে স্বরূপের বিকাশ করেন। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পরিপক্ক হইলে, চিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভাব-শূন্য নিজের স্বরূপ, সুতরাং অভেদে অবস্থিত চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষেরও জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হয় ॥ ২০ ॥

এই সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাদি উপায় সমূহের তারতম্যে ফল-

যেষামধিমাত্রোপায়ানাং তেষাং সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চাসন্নং ভবতি শীঘ্রমেব সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১॥ কে তে তীব্রসংবেগাঃ ? ইত্যাহ।

করেন, তাঁহারা অতি সত্বর সমাহিত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। ২১ ॥

আভাস।

ভুক্ত সমাধি লাভেরও তারতম্য হইয়া থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যথোক্ত ফললাভ না হইলে, উপদেশের প্রতি কটাক্ষ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বকীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতির দোষগুণ ও তীব্রতা বা মৃদুভাবের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। ঐকান্তিক হৃদয়ে এবং তীব্র চেষ্টা সহকারে যে কার্য্য করা হয়, তাহারই ফল অতি নিকট। শ্রদ্ধা সকলের হৃদয়ে সমান ভাবে উদিত হয় না। একজন ব্যক্তি আজীবন গায়ত্রী-জপ করিলেন, কিন্তু কোন ফল দেখিতে পাইলেন না; অপর ব্যক্তি সেই গায়ত্রী-জপ বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে সম্বৎসর মাত্র করিয়াই বাক্‌সিদ্ধ হইলেন। অযথা উক্তি তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হয় না; এবং তিনি যাহা বলেন, তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শ্রদ্ধাও প্রয়োজন অনুসারে গাঢ় হয়। অভাবটী পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত না হইলে, তৎপূরণার্থ প্রবৃত্তি আইসে না। সুতরাং পরের উপদেশে আর তাদৃশ শ্রদ্ধা জন্মে না। যখন আমরা নিজকৃত কার্য্যে নিষ্ফল হই, তখনই পরের অনুকরণে বা উপদেশ শ্রবণে অগ্রসর হই। নতুবা অনুরোধের উদ্যম কিছুই নহে; হৃদয় হইতে সে উদ্যম হয় না; সুতরাং লোকদৃষ্টিতে ক্ষণকাল ক্রিয়ার পরিচয় দিয়াই, সে উদ্যম অন্তর্হিত হয়। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ কালে পুরোহিত যে কাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না। তাহার মন, প্রতিমার অঙ্গ পরিহারে অন্যত্র পতিত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিমাদেহে আর দেবতার আগমন হইল না। তাহার যে পরিমাণের উদ্যম, সেই পরিমাণেরই পূজা হইল। অতএব প্রকৃত অভাবের বোধ যাহার হয়, তৎপূরণের জন্য তাহারই প্রকৃত চেষ্টা আইসে। সে চেষ্টা কিন্তু উপদেশ সাপেক্ষ। উপদেশ কেবল বাক্যে নহে; কার্য্যে। উদ্যমের মাত্রা অনুসারে ফলের মাত্রানির্ণয় হয়। অর্থকরী বিদ্যালাভে সংগ্রহার্থ ধনহীনের পুত্র যেরূপ উদ্যম করে, ধনীর পুত্র সেরূপ করে না; তাহার অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তৎপথেই অগ্রসর হয়। এই উদ্যম প্রথমত মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভেদে তিন প্রকার। এই প্রত্যেকটী আবার তিন প্রকার।

কারণ প্রত্যেকটী দৈব, পুরুষকার ও কালের মৃদু, মধ্য ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে। কৃষে বৃষ্টিসমাযোগাৎ ভবন্তি ফলসিদ্ধয়ঃ। যথা কালে; প্রকৃতির সাহার্য্যে, এবং কর্ত্তার সামর্থ্যের মৃদুত্ব, মধ্যত্ব ও তীব্রতা ভেদে ফলের তারতম্য ঘটে। কৃষি ব্যাপার কেবল কৃষকের কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, কাল এবং বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সাহার্য্যেরও অপেক্ষা। অসময়ে চেষ্টা করিলে হয় না, এবং যথাকালে চেষ্টা করিয়াও যদি অনুকূল বৃষ্টি না হয়, ধান্যাদি ফল-লাভেরও যেরূপ তারতম্য ঘটে, হৃদয়-ক্ষেত্রেরও ফল-লাভের প্রতি নানা বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। সকল গুলি অনুকূল হইলে যেরূপ প্রচুর ফললাভ হয়, প্রতিকূল হইলে তাদৃশ হয় না। একেবারে যে হয় না, তাহা নহে; তবে অতি সামান্য। অতি উৎকট উদ্যম করিলে, দুই চারিটী ধান্যের চারার অকালেও ফল প্রসব করান যায়। ঘোর কলিযুগে বিলাসিতারই পূর্ণ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রচুর; কর্ম্মী উপদেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব হইলেও, নিজের প্রয়োজনের প্রতি যাহার কটাক্ষ পড়িবে, তিনি তীব্র চেষ্টার দ্বারা, সাধারণের উপকারে উপযোগী নাই হউক্, আপনার প্রয়োজন মত ফললাভে কখন বঞ্চিত হন না। জগতে অনাবৃষ্টি নিবারণের সামর্থ্য না পাইলেও, ব্যক্তিগত অশান্তি অনায়াসে নিবারণের যোগ্যতা লাভ হয়। সাধকের বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে দৈব, পুরুষকার এবং কাল বলিয়া তিনটী উপায়ের মধ্যে পুরুষকার অর্থাৎ উদ্যমই শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ। অপর দুইটী উদ্যমেরই আনুকূল্য বা বিরুদ্ধাচরণে ফলের তারতম্য ঘটায় মাত্র। উদ্যম না থাকিলে বা দুর্ব্বল হইলে, অন্য দুইটী অনুকূল হইলেও কোন ফল নাই। সুতরাং উদ্যমকে জীবিত ও তীক্ষ্ণ রাখা প্রয়োজন। কারণ উদ্যমই মানবের সর্ব্বস্ব। বিচার পূর্ব্বক উদ্যম করিলে এবং তীব্র বেগে তাহা সাধিত হইলে, ফল পূর্ণমাত্রায় প্রসূত হইয়া থাকে।

স্থূল পদার্থে চিত্ত স্থির করিতে আরম্ভ করিলে, অভ্যাসের গুণে চিত্ত যেমন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আইসে, উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম পদার্থেও তাহার ধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে; ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কিন্তু যাবদীয় সংস্কারের অভাবেরই উপলব্ধি হইবে এই কথাই প্রকাশ্যে বুঝান হইয়াছে। এস্থলে যোগীর বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত যে, সে অভাব প্রকৃত অভাব নহে। যেমন "এ গৃহে কে আছ?" এ প্রশ্নের উত্তরে শুনা গেল যে, "কেহ নাই!" তখন শ্রোতার বুঝা কর্ত্তব্য যে, কেহ না থাকিলেও, কেহ নাই বলিয়া যিনি উত্তর দিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আছেন। সেইরূপ যোগীর চিত্তে কোন

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ততঃ তত্রাপি মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ মৃদুমধ্যাধিমাত্রভেদে ত্রিবিধঃ বিশেষঃ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ২২ ॥

তেভ্য উপায়েভ্যো মৃদ্বাদিভেদভিন্নেভ্য উপায়বতাং বিশেষো ভবতি। মৃদুর্মধ্য অধিমাত্র ইত্যুপায়ভেদাঃ। তে প্রত্যেকং মৃদুসংবেগ-মধ্যসংবেগ-তীব্রসংবেগভেদাৎ ত্রিধা। তদ্ভেদেন চ নবযোগিনো ভবন্তি। মৃদুপায়ো মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ,

---

তীব্রতার তারতম্যে ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। চেষ্টা

আভাস।

বাসনা বা সংস্কার নাই বলিয়া অন্তর হইতে যিনি সাক্ষ্য দিতেছেন, তিনি কিন্তু নিশ্চয়ই আছেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়, সকলের হৃদয়ে তিনি সদা প্রতিবিম্বিত আছেন। দর্পণের নিকটে যে পদার্থ অগ্রসর হয়, দর্পণ তাহারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ নহে; দর্পণ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের আশ্রয়ে আলোকিত এবং অবভাসিত বলিয়াই তজ্জাতীয় সাধারণ পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে অধিকারী; অতএব চন্দ্র বা সূর্য্যই দর্পণের আশ্রয়ে পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং পরে অন্য বস্তু- প্রতিবিম্বের অভাবে নিজেই প্রতিবিম্বিত হইয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন; সেইরূপ যে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বস্তুকে উপলব্ধি করি, সকল বস্তুজ্ঞানের অভাব যদ্দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে, সেই সর্ব্বাবভাসক উপলব্ধি স্বরূপই উপলব্ধি ক্রিয়ার অভাবে, সর্ব্বাভাব উপলব্ধির উপলক্ষে নিজেই নিজের সাক্ষীরূপে অবভাসিত হইতে থাকেন। তিনি ব্যষ্টি-মূর্ত্তিতে চিত্তের অন্তর্যামী আত্মা এবং সমষ্টি ভাবে সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর। যোগী স্বীয় অন্তর্যামী এই সাক্ষী-ভূত চৈতন্যভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলে, ঈশ্বরের ব্যষ্টিভাবে সমাহিত হইয়া থাকেন। পরে সর্ব্বত্র অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থে উক্ত অন্তর্যামী ভাবের প্রতীতিতে যখন চিত্ত সমাহিত হয়, তখনই অখণ্ড একরস সর্ব্বান্তর্যামী পরম চৈতন্য পরম পুরুষ পরমেশের প্রতীতি বলে চিত্ত সমাহিত হইলে, কেবল দেহস্থ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে কেন? সৃষ্টির অন্তর্গত যাবদীয় তত্ত্বে যোগীর অসীমান্ত প্রতীতি ও সামর্থ্যের পরিচয় হয়।

এই সাক্ষী-চৈতন্য কিছুতেই লিপ্ত নহেন; রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ মোহাদি যাবদীয় বিষয়াভিমুখী বৃত্তি চৈতন্যের প্রতিকূলে চিত্তে উদিত হইয়া, নিম্নগামী স্রোতে প্রবাহিত হয়; তখনই উক্ত সাক্ষী-চৈতন্যের তৎতৎ বৃত্তিতে

তীব্রসংবেগঃ। মধ্যোপায়ঃ মৃদুসংবেগঃ মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগঃ। অধিমাত্রোপায়ঃ মৃদুসংবেগঃ মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগঃ। অধিমাত্রে উপায়ে তীব্রে চ সংবেগে চ মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি ভেদোপদেশঃ॥ ২২॥ ইদানীমেতদুপায়-বিলক্ষণং সুগমমুপায়ান্তরং দর্শয়িতুমাহ।

মৃদু হইলে ফল বিলম্বে, মধ্যম চেষ্টার ফল মধ্য এবং তীব্র চেষ্টার ফল অতি শীঘ্র হইয়া থাকে।। ২২ ।।

আভাস।

প্রতিবিম্বিত ভাবই জীবভাব এবং নিরাময় সাক্ষীভাবে নিস্তরঙ্গের ন্যায় অবস্থান কালে, স্বীয় অনুকূল আকাশস্থ দিবাকরে আকৃষ্ট দর্পণের, প্রতিবিম্বিত-স্বরূপে আত্মসমর্পণের ন্যায়, চিত্তস্থ চিদানন্দময় জীবজ্যোতি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি লাভ করে॥ ২১। ২২॥

মহর্ষি পতঞ্জলি "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা" প্রভৃতি উত্তরোত্তর সাতটী সূত্রের অবতারণা করিয়া, মানবকে কর্ম্ম-জীবনে একটী অলৌকিক লক্ষ্যের প্রতি নির্দ্দেশ করাইয়া, দেবশক্তিরও ঊর্দ্ধতন স্তরে আরোহণ করাইয়াছেন। এই সকল পদ্ধতির অনুশীলনেই মানব-জীবনে ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চে প্রণম্য-পদে প্রতিষ্ঠিত। পুরণাদিতে প্রকাশ আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষি ভৃগুর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন; এ উক্তির তাৎপর্য্য অতীব গভীর। যাঁহার কটাক্ষে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়, তাঁহার বক্ষে পদাঘাত কি ভৃগুমুনির করা সম্ভব বা ভগবানের পক্ষে পদচিহ্ন লওয়াই কি সম্ভব? এ প্রাকৃতিক চরণের আঘাত নহে; তৎকৃত কর্ম্মের আঘাত। অনন্তদেব এই সৃষ্টির বিরাট্ কলেবরের একাকী অধীশ্বর। তাঁহার ঐশী-শক্তির ক্রিয়াস্রোতে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নাই; তিনিই স্বয়ম্ভু, সর্ব্বশক্তিমান্। সৃষ্টিস্থ জীব-নিচয় সকলে একবাক্যে তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতেছে। তাঁহার কার্য্যের উপর কটাক্ষ করে, এরূপ সামর্থ্য ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও নাই। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" সেই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, পবন প্রভৃতি দেববৃন্দ স্ব স্ব কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া, সেই জগৎপতিরই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন। অধিক কি! সর্ব্ব-সংহারকারী সাক্ষাৎ যমও তাঁহারই আজ্ঞানুসারে স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ (ঈশ্বরে প্রণিধানং সর্ব্বকর্ম্মণাং সমর্পণংভক্তিবিশেষঃ) তস্মাৎ বা সমাধিলাভঃ ভবতি ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরো বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণাং তত্রার্পণং বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহারে পরমগুরু পরমেশ্বরে ভক্তি পূর্ব্বক সমস্ত

আভাস।

এই যে, কেবল যোগী তাহার নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করত, ভগবানের নিয়মকে আপন অধীনে আনিতে পারেন; কর্ম্মযোগীর ইচ্ছা ভগবদ্ ইচ্ছাকে যে অতিক্রম করিতে পারে, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ ভগবান্ নিজ বক্ষে ভৃগুমুনির চরণ-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঋষির কর্ম্মকে তিনি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করত, তদনুসারেই কার্য্যের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। যোগে মানব কেবল নিজের তত্ত্ব গ্রামকে সংযত্ত করত নিজের উপযোগীতা লাভ করে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা কেবল নিজের উপযোগীতা নহে, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে দ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় স্বীয় সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেন। কারণ ভক্ত কেবল যোগী নহেন, ভগবদ্ভক্তির বলে ভগবৎসারূপ্য লাভে কর্ম্মযোগী এত উচ্চ-সীমায় বা অধিকারে আরোহণ করিয়া থাকেন যে, সাধারণ মানব তাহা মনোমধ্যে কখন কল্পনা বা ধারণা করিতেও সক্ষম হয় না। কর্ম্মহীন অলস-হৃদয় মানব যাহাকে ভজনা বা উপাসনা বলিয়া বুঝেন, কর্ম্মযোগী তাহাকে সে ভাবে গ্রহণ করেন না। চাতক চিরকাল পিপাসার্ত্ত হইয়া মেঘের চন্দ্রের নিকট জল প্রার্থনায় উড়িয়া বেড়াইল, কিন্তু সাধপূর্ণ না হওয়ায় ক্ষুদ্র-কলেবরই রহিয়া গেল; কিন্তু পাদপ তাহা করে না। সে শিকড়ের ক্রমিক প্রসারণে পৃথিবীর গর্ভস্তল হইতে জল আকর্ষণ করত, অনেক উচ্চে স্বীয় মস্তকোপরি সশস্য ও সজল নারিকেলাদি অপূর্ব্ব ফল ধারণে গুরুতর দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে। কর্ম্মযোগী সেইরূপ কাল্পনিক ভক্তিকে উপেক্ষা করত, পাদপের ন্যায়, স্বীয় আশ্রয়স্থল ভগবৎ শক্তির অন্তস্তলে স্বীয় চিত্ত প্রবেশ করাইয়া, নিরুপম বল এবং সামর্থ্যে পূর্ণমনোরথ হইয়া, চাতক-তুল্য কাল্পনিক ভক্তগণের নিকট স্বীয় মর্য্যাদা প্রকাশে, পরিণামে সেই পরমেশের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইতেছেন। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি

তৎ প্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ ॥ ২৩॥ . ঈশ্বরস্য প্রণিধানাৎ সমাধিলাভ ইত্যুক্তং। তত্রেশ্বরস্য স্বরূপং প্রমাণং প্রভাবং বাচকং উপাসনাক্রমং তৎ ফলঞ্চ ক্রমেণ বক্তুমাহ।

কার্য্য সমর্পণ করিলে, অনায়াসে সমাহিত হওয়া যায়; এবং সত্বর চিত্ত স্থির হয় ॥ ২৩ ॥

আভাস।

প্রযতাত্মনঃ॥" এই গীতা বাক্যের তাৎপর্য্যে প্রকাশ যে, পত্র পুষ্পাদি যাবদীয় ভগবৎসৃষ্ট বস্তু যিনি ভক্তি-সহকারে সেই ভগবানকে সমর্পণ করেন, ভগবান্ তাহাই গ্রহণ করেন। ইহার তাৎপর্য্যে যেন ভগবানের অভাব-পূরণের দ্বারা তাঁহার কৃপাভাজন হওয়া যায়। কাল্পনিক ভক্ত এরূপ সরস চিন্তায় বিনোদিত হইলেও, কর্ম্মযোগী তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারেন না। কারণ দানের পাত্র সমক্ষে উপস্থিত না পাইলে, দানে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দাতব্য সামগ্রী গৃহে রাখিয়া, প্রতিগৃহীতার অন্বেষণ করা যেমন প্রথম প্রয়োজন, সেইরূপ পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রত্যক্ষে অবলোকন করিতেছি বটে, কিন্তু দিব যাঁহাকে, তিনি কোথায়? তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করিয়া সমক্ষে আনি! পরে কি দেওয়া উচিত বা অনুচিত তাহার মীমাংসা হইবে। তখন দিবার শক্তি ও বিচার্য্যের মধ্যে পতিত হইবে। কারণ কাহার দ্রব্য কাহাকে দিব বলিয়া, মনোমধ্যে একটী বিষম সমস্যা উত্থিত হইবে। কারণ তখন কোনটীর উপরই আর আমার বলিবার অধিকার থাকিবে না। তখন তাঁহার সমীপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি কি দিব? আপনার প্রদত্তই এই অতুল ভুবন আমি ভোগ করিতেছি। তখনই দান সাব্যস্ত হইয়া গেল! তখনই ভগবানের আমি হইতে পারিলাম; আর আমি আমার রহিলাম না। কিন্তু এ ভাব ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদীর ন্যায়, ক্ষণকাল আবির্ভূত হইয়াই, তিরোহিত হয়; কার্য্যে পরিণত থাকে না। কর্ম্মযোগী তাদৃশ ভাবের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার পক্ষে দান সামগ্রীর সংগ্রহের অপেক্ষা, প্রতিগৃহীতার সহিত সাক্ষাতের প্রধান প্রয়োজন। গয়াসুরের মস্তকে বিন্যস্ত ভগবচ্চরণে পিণ্ড-দানের দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার প্রার্থনা করিলাম বটে, কিন্তু পিতৃলোক উদ্ধার লাভ করিলেন কি না, সে বিষয়ে ত মনোযোগী হই নাই। কারণ লৌকিক দানের দ্বারা লৌকিক নিয়মই প্রতিপালন করা হইয়াছে; আন্তরিক নিয়মে নহে। তাহা

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ক্লেশাঃ অবিদ্যাদয়ঃ, কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি, আশয়াঃ চিত্তস্থাঃ সংস্কারাঃ তৈঃ অপরামৃষ্টঃ অমিলিতঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ক্লিশ্নন্তীতি ক্লেশা অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ বিহিত-প্রতিষিদ্ধব্যামিশ্ররূপাণি কর্ম্মাণি। বিপচ্যন্ত ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি। জাত্যায়ুর্ভোগা আফলবিপাকাচ্চিত্ত-ভূমৌ শেরত ইত্যাশয়ো বাসনাখ্য সংস্কারঃ তৈরপরামৃষ্টঃ ত্রিষপি কালেষু ন সংস্পৃষ্টঃ। পুরুষবিশেষঃ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ ঈশ্বর ঈশনশীল ইচ্ছা-মাত্রেণ সকলজগদুদ্ধরণক্ষমঃ। যদ্যপি সর্ব্বেষামাত্মনাং ক্লেশাদিস্পর্শো নাস্তি তথাপি চিত্তগতাস্তেষামুপদিশ্যন্তে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষপি কালেষু তথাবিধোঽপি ক্লেশাদিপরামর্শো নাস্তি। অতঃ সবিলক্ষণ এব ভগ-বানীশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধমৈশ্বর্য্যমনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ তস্য সত্ত্বোৎকর্ষস্য প্রকৃষ্টাৎ

সাধারণ জীবের ন্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশ, শুভাশুভ কর্ম্ম,

আভাস।

সেরূপ হইলে প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারিতাম। কর্ম্ম-যোগী কেবল অন্তঃসারশূন্য কাল্পনিক ভক্তিতে তুষ্ট নহেন; তিনি কেবল গোধূমচূর্ণাদি দ্বারা পিণ্ডদান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি অন্নময় দেহকেই পিণ্ড বলিয়া সাব্যস্ত রাখেন এবং ভগবানের পাদপদ্মে দেহ দ্বারা সম্পাদিত যাবদীয় কর্ম্মকে সমর্পণ করিবার নিমিত্তই উৎসুক। তিনি হৃদয়ে স্থির ধারণা করেন যে, মদীয় পিতৃ-পিতামহগণ পথিকের ন্যায়, এই পান্থনিবাসে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করিয়া, পথ-প্রদর্শকের পথের অনুসরণে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন; আমাকেও সত্বর প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু সে পথ-প্রদর্শক কোথায় গেলেন! বলিয়া তাঁহারই অন্বেষণ করিতে থাকেন। কিন্তু জাগতিক মূর্ত্তিতে তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া দুরূহ। কারণ পদার্থ অনন্ত; এবং স্থানও অনন্ত! বিশেষত বহুকালের বিরহে এবং পরের সহবাসে অকস্মাৎ তাঁহাকে চিনিয়া লওয়াও দুঃসাধ্য। একটী নির্দ্দিষ্ট আপনার আয়ত্তাধীন স্থানে অন্বেষণ করিতে পারিলে, যদি সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন একবার চিনিয়া লইতে পারিলে, ঐ প্রকারের পথ-প্রদর্শককে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন; এই প্রত্যাশায় কর্ম্মযোগী পিণ্ডীকৃত স্বীয় দেহের প্রত্যেক স্তরে সেই পথ-প্রদর্শকের

জ্ঞানাদেব। ন চ অনয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরিতরেতরাশ্রয়ত্বং। পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ। তে দ্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যে ঈশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানে অনাদিভূতে তেন তথাবিধেন সত্ত্বেন তস্যানাদিরেব সম্বন্ধঃ। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-বিয়োগয়োরীশ্বরেচ্ছা-ব্যতিরেকেণানুপপত্তেঃ। যথেতরেষাং প্রাণিনাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া পরিণতং চিত্তং নির্ম্মলে সাত্ত্বিকে ধর্ম্মানুপ্রখ্যে প্রতিসংক্রান্তং চিচ্ছায়াসংক্রান্তং সংবেদ্যং ভবতি নৈবমীশ্বরস্য তস্য কেবল এব সাত্ত্বিকঃ পরিণাম উৎকর্ষবান্ অনাদিসম্বন্ধেন ভোগ্যতয়া ব্যবস্থিতঃ অতঃ। পুরুষান্তরবিলক্ষণতয়া স এব ঈশ্বরঃ। মুক্তাত্মনাস্তু পুনঃপুনঃ ক্লেশাদিযোগস্তৈস্তৈঃ শাস্ত্রোক্তৈরুপায়ৈর্নিবর্ত্তিতঃ। অস্য পুনঃ সর্ব্বদৈব তথাবিধত্বান্ন মুক্তাত্মতুল্যত্বম্ ন চেশ্বরাণামনেকত্বং তেষাং তুল্যত্বে ভিন্নাভিপ্রায়ত্বাৎ কার্য্যস্যৈবানুপপত্তেঃ। উৎকর্ষাপকর্ষযুক্তত্বে য এবোৎকৃষ্টঃ স এবেশ্বরঃ। অত্রৈব কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাদৈশ্বর্য্যস্য ॥২৪॥ এবমীশ্বরস্য স্বরূপমভিধায় প্রমাণমাহ।

কর্ম্মের ফল, ভোগ এবং ভোগবাসনা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষই ঈশ্বর ॥২৪॥

আভাস।

চরিত্র অনুসন্ধানোপলক্ষে ঋষির নির্দ্দিষ্ট গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড-দানের দ্বারা ভগবচ্চরণে দেহাদির ক্রিয়া সমর্পণ করিতেছেন। আত্মগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যথাগাধনিধের্লাভে নোপায়ঃ খননং বিনা। মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্তা ন চাপরঃ॥ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ নিধিকে পাইতে হইলে, যেমন খনন করা ব্যতীত কেবল ভ্রমণে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আমার ন্যায় নিধিকে সংগ্রহ করিতে হইলে, আত্মচিন্তা ব্যতীত ঘটে না। রত্নাকরের রত্ন কখন তরঙ্গে ভাসমান থাকে না; তরঙ্গায়িত দেহের অন্তরে ক্রমশ প্রবেশ করিলেই, ভুবনের সারনিধি ভগবৎস্বরূপ মানব পাইয়া থাকে।

সূত্রকার কেবল ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ সমর্পণ করা মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইচ্ছাশক্তির পূর্ণত্ব যেখানে আছে, বিনা অনুরোধে এবং নিষেধ না মানিয়া, স্বয়ংসিদ্ধের পরিচয় যিনি দিতেছেন, যোগী তাঁহারই অনুসন্ধান করত আত্ম সমর্পণ কর। এই বলিয়া ইঙ্গিতমাত্র করিলেন। কর্ম্মযোগীর তখন ঋষি-বাক্যের অনুসরণে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন; কোথায় তাদৃশ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞানবান্ শক্তির পরিচয় পাইতে পারেন, যিনি কাহারও অনুরোধাদির অপেক্ষা না করিয়া,

তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বজ্ঞত্বস্ত বীজং নিরতিশয়ং কাষ্ঠাংপ্রাপ্তং এব ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যদ্বীজং অতীতানাগতাদিগ্রহস্যাল্পত্বং মহত্বঞ্চ মূলত্বা-দ্বীজমিব বীজং তৎ তত্র নিরতিশয়ং কাষ্ঠাং প্রাপ্তং দৃষ্টা হ্যল্পত্বমহত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ। যথা পরমাণাবল্পত্বস্য আকাশে পরমমহত্বস্য এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাঃ তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ ক্বচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি। যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ। যদ্যপি সামান্যমাত্রেঽনুমাননাত্রন্য পর্য্যবসিতত্বাৎ

সেই পরমেশ্বর অপেক্ষা কেহ জ্ঞানবান্ নাই। অতুলনীয়
আভাস।

স্বয়ংই কার্য্য করিতেছেন। নৈসর্গিক জগতের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলে অনুমান করা যায় বটে যে, একটী অনির্ব্বচনীয় এবং অকুণ্ঠা-শক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের উপর প্রভুত্বের পরিচয় দিতেছেন। এবং কার্য্যের দ্বারা আপন অস্তিত্বেরও পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু স্বরূপত পৃথক্ ভাবে দেখা দেন না; সুতরাং আমাদের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধরা পড়েন না। মানবাদির পরিবর্দ্ধিত দেহ যেন অন্য কাহারও ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, বাল্য যৌবন ও জরাদি ভাবে পরিণত হইতেছে; এক ক্ষণকালের জন্য ও আমার ইচ্ছার অনুগমনে চির-যৌবনাদি সংরক্ষণে সমর্থ হয় না। অতিস্থূল নখ কেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি সূক্ষ্ম অন্ত্র-নাড়ী, স্নায়ু, শিরা, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং মস্তিষ্কাদি দেহের সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সেই প্রাণের প্রসারণে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। প্রাণ কাহারও উপদেশের অপেক্ষা রাখেন না; কোন্ স্থানে কি করা প্রয়োজন, তাহা তিনি সকলই জানেন এবং সকলই করেন। মাতা যে কি প্রকারে গর্ভধারণ করিলেন, তাঁহার পাদচারণে গমনকালে নিম্নমুখী গর্ভ নিম্নে কেন পতিত হইতেছে না এবং তথায় সন্তানকে কি প্রকারে গঠন করিতে হইবে; তাহা মাতা পিতার অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া, যথাকালে সূতিবায়ুর উদ্রেকে ভূমিষ্ঠ ক্রিয়াদি সকল ব্যাপার এক প্রাণের দ্বারা সাধিত হইতেছে। পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছরক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ। প্রাণঃ। দেহের অণু পরমাণু প্রভৃতি প্রাণের বশবর্ত্তী থাকিয়া, যেন প্রাণ-সমুদ্রে সমস্ত ভাসিতেছে। অতএব বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক যোগীর ধারণা করা কর্ত্তব্য যে, প্রাণই সর্ব্বেসর্ব্বা; এই দেহগৃহ সম্পূর্ণ প্রাণেরই আয়ত্তাধীন; সুতরাং

ন বিশেষাবগতিঃ সম্ভবতি তথাপি শাস্ত্রাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো বিশেষা অবগন্তব্যাঃ। তস্য স্বপ্রয়োজনাভাবে কথং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগবিয়োগৌ আপাদয়তীতি নাশঙ্কনীয়ং তস্য কারুণিকত্বাৎ ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনং কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু নিঃশেষান্ সংসারিণ উদ্ধরিষ্যামীতি তস্যাধ্যবসায়ঃ যদ্যস্যেষ্টং তত্তস্য প্রয়োজনমিতি ॥ ২৫ ॥

এবমীশ্বরস্য প্রমাণমভিধায় প্রভাবমাহ।

সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিত্য নিরতিশয় ভাবে তাঁহাতে চির বিদ্যমান॥ ২৫ ॥

আভাস।

আমরাও প্রাণের অধীন। প্রাণ যদবধি দেহে বিরাজ করেন, তদবধি আমরা জীবিত; প্রাণের ত্যাগে আমরা মৃত। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের বহির্মুখ গতির আশ্রয়ে আমরা বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করি; এবং প্রাণের নিরোধে চিত্তসহ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যগতির অপগমে আমরা সংযত হইতে পারি। সেই সংযত কালেই আমরা প্রাণের সর্ব্বদেহব্যাপী স্পন্দন প্রত্যক্ষত অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি। মিষ্ট রসাদির উপলব্ধি আমরা যেমন অন্তরে বিলক্ষণ বোধ করি, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রাণের ক্রিয়াদি গতিভাব ও বলমূর্ত্তি আমরা সেইরূপ বিলক্ষণ প্রতীতি করিতে পারি। যেন দেহ ভুলিয়া প্রাণময় দেহে অবস্থান করিতেছি; এই প্রতীতি স্থির হইলে, যোগী প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলেন। এদিকে আমরা যেমন প্রাণের অধীন, প্রাণও আমাদের কথা শুনেন। আমরা ইচ্ছা করিলে, প্রাণকে আমাদের হস্তের মধ্য দিয়া নিয়োগ করত, বস্তু ধরিতে পারি এবং ত্যাগ করিতেও পারি। তখন প্রাণও কিছু পরিমাণে আমাদের আয়ত্ব। অতএব যখন কিছু কথা শুনেন, তখন তাঁহার শুনা অভ্যাস আছে। শুনাইতে জানিলেই, সকল কথা শুনান যায়। সেই শুনাইতে জানা বা ক্ষমতার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম যে কেবল শ্বাসরোধের দ্বারাই হয়, তাহা নহে। কুম্ভকাদি প্রাণায়াম যোগে দীর্ঘকালের আয়ত্বে দেহের লঘুত্ব সাধনে প্রাণের গুরুত্ব রক্ষিত হইয়া, বায়ু-শক্তি আকাশাদিতে গমন-শক্তিরই কেবল উৎকর্ষ-সাধন হয় মাত্র। আন্তরিক কোন প্রকার উন্নতিলাভ হয় না। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণশক্তির সর্ব্বদেহময় ভাবের উপলব্ধি করাই প্রয়োজন। তখন উক্ত প্রাণের দেহ-সম্পর্কে কেবল বলময়ী

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃকালানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥

কালেন অনবচ্ছেদাৎ অবিনাভাবাৎ সঃ ঈশ্বরঃ পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং অপি গুরুঃ ॥২৬॥

আদ্যানাং স্রষ্টৄণাং ব্রহ্মাদীনামপি স গুরুঃ উপদেষ্টা যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। তেষাং ব্রহ্মাদীনাং পুরাণাদিমত্ত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ ॥২৬॥ এবং প্রভাবমুক্ত্বা উপাসনোপযোগায় বাচকমাহ।

কালক্রমে সকলেরই অভাব হয়, কিন্তু তাঁহার হয় না; সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মাদিরও তিনি গুরু ॥ ২৬ ॥

আভাস।

মূর্ত্তির অন্তরে সূক্ষ্মা ইন্দ্রিয়গণের প্রেরকরূপে অবস্থিতা ইচ্ছাময়ী-মূর্ত্তিতে আমরা উপনীত হইতে পারি। সে ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা হইতে অনেক পৃথক্। আমাদের ইচ্ছা বিষয় ভোগে বা ত্যাগে নিবদ্ধা; প্রাণের ইচ্ছা আমার দেহস্থ মস্তিষ্কাদি স্নায়ু, লোহিত, মাংস, মজ্জাদির সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণাদির দ্বারা উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংসের ব্যাপারে অতি সূক্ষ্মা মূর্ত্তিতে নিমগ্না। জীবাত্মার আবাস-মন্দির দেহ স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে উত্তরোত্তর পঞ্চ আবরণে আবৃত, এইরূপ শ্রুতি প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ অন্নাদভ্যন্তরঃপ্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ। ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥ অর্থাৎ এই পাঞ্চভৌতিক মাংস মজ্জাদি-বিশিষ্ট স্থূল দেহ অন্নরসময় পিতৃবীর্য্যে জন্মগ্রহণ করত, মাতার অন্নরসময় শোণিতে আকারিত এবং ভুক্ত অন্নরসে পরে পরিবর্দ্ধিত বলিয়া অন্নময় নামে আখ্যাত। এই অন্নময়াদি দেহকে উত্তরোত্তর কোষবৎ আবরকত্ব-নিবন্ধন কোষ-নামেই শাস্ত্র আখ্যা করিয়াছেন। কোষকার কৃমী (গুটিপোকা) যেমন বাহিরে স্বীয় লালা দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিয়া, তাহার অন্তরে অবস্থান করে, সেইরূপ জীবাত্মা আপনার আবরক রূপে প্রথম যে সূক্ষ্ম অবিদ্যার আবরণে আপনাকে আবৃত করেন, ক্রমশঃ তদপেক্ষা উত্তরোত্তর স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম ভেদে পাঁচটী আবরণে উপর্য্যুপরি আবৃত হইয়া, সেই সেই আবরণের গুণাদিতে আপনি পরিচিত হন। সর্ব্বশেষ স্থূল আবরণ এই অন্নময় দেহ; তাহার অন্তরে এই দেহেরই অনুরূপ প্রাণময় দেহ বা কোষ আছে। প্রাণের অন্তরে মনোময়, তদন্তরে বিজ্ঞানময় এবং তাহার অন্তরে আনন্দময় কোষ; সেই আনন্দময় কোষে বিম্বভূত আনন্দেরও সাক্ষীরূপ চির বিদ্যমান চৈতন্যস্বরূপই জীবের আত্মানামে অভিহিত। যেমন একটী কৌটা

বলিয়া বাহিরে পরিলক্ষিত হইলেও, তাহার অভ্যন্তরে আর একটী, আবার তাহার অন্তরে অপরটী এইরূপ উত্তরোত্তর ক্ষুদ্রাকারে পঞ্চমটীর অভ্যন্তরে গৃহিণীগণ লক্ষ্মীর স্বর্ণমুদ্রাটী রক্ষা করেন, সেইরূপ পর পর পঞ্চ-দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা বাস করিতেছেন। এই পাঁচটী দেহকে বেদান্ত মোট তিন নামে ও ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ এবং কারণদেহ। অন্নময় দেহকে স্থূলদেহ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনকে এক পর্য্যায়ে লিঙ্গদেহ এবং চিত্ত উপকরণে নির্ম্মিত আনন্দময় দেহকে কারণ-শরীর নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দেহপঞ্চক পুরী শব্দেও কথিত থাকায়, যে জীবাত্মা তদন্তরে শয়ান আছেন, তিনি পুরুষ-নামে উক্ত। পরমাত্মজ্ঞানে বঞ্চিত করত, এই উত্তরোত্তর তিনটী পুরীকে বিরুদ্ধ-সম্পর্কে ভোগের অভিপ্রায়ে যে বহির্মুখ বৃত্তিবিশিষ্ট করে, সেই ভীষণ অজ্ঞান-নামক ত্রিপুরাসুরকে নিহত করত, পুরত্রয়ের আসক্তি ছেদনে জীবাত্মাকে অনুকূল সম্পর্কে যিনি পরমাত্মাতে বিলীন করেন, তাঁহারই নাম ত্রিপুরারী মহাদেব। উক্ত অন্নময়াদি পঞ্চবিধ দেহই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয়। যদিও অন্নময় স্থূল দেহের অভ্যন্তরস্থ দেহকে প্রাণময় নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তথাপি তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রাণন-শক্তি নহে। ইহা প্রাকৃতিক পদার্থ; ইহাও স্থূল দেহের ন্যায়, স্বীয় গতি প্রভৃতি কার্য্যে অন্য একটী জ্ঞানময় শক্তির অপেক্ষা করে। স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সর্ব্বাবভাসক-রূপে যেমন প্রাণন-শক্তির স্পন্দনাদি উপলব্ধি করা যায়, এই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরেও যোগী উক্ত প্রাণন-শক্তির বিশেষরূপে প্রতীতি করিয়া থাকেন। সাংখ্যকার উক্ত প্রাণময় কোষকে তন্মাত্রায় কোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তত্ত্ব-কৌমুদীতেও উক্ত আছে—"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বদ্বিনাবিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং॥" চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্‌ নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌, পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই স্বতন্ত্র ত্রয়োদশ করণ চিত্তস্থ চিদানন্দ পুরুষকে আবরণ করত, তাঁহার লিঙ্গদেহরূপে থাকিতে পারে না; তাহাদিগকে একত্র রাখিতে হইলে, তদপেক্ষা অপর কোন স্থূল আবরণের প্রয়োজন। চিত্র যেমন বস্ত্রাদিকে স্বীয় আশ্রয়রূপে অপেক্ষা করে, সেইরূপ লিঙ্গদেহও নিজ আবরণার্থ আশ্রয়রূপী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ নামক পাঁচটী সূক্ষ্ম তন্মাত্রকে দেহরূপে গ্রহণ করে। উত্তর-মীমাংসা তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে

বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন যে, "রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীব এই স্থূল অন্নময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চতন্মাত্রার দ্বারা পরিবেষ্টিত লিঙ্গদেহস্থ থাকিয়া, অন্যত্র গমন করে। অতএব স্থূল দেহের অভ্যন্তরে যে দেহ, তাহা সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রময়। তবে স্থূল অপেক্ষা অধিক বল ও সামর্থ্যবিশিষ্ট এবং প্রাণের ন্যায় কার্য্য করে বলিয়াই শাস্ত্রাদিতে প্রাণময় কোষ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত দেহ পঞ্চই মূল প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জড়; তাহাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদিগের অপেক্ষা অন্য একটী চেতন শক্তিকে প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। সেই চেতন শক্তিই প্রাণ। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে,—"পিত্তঃ পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে ইত্যাদি; অর্থাৎ পিত্ত কফ এবং যাবতীয় মল ও ধাতু সমস্তই জড় পদার্থ; সুতরাং সকল কার্য্যেই অক্ষম; বায়ুর দ্বারা যে স্থানে নীত হয়, তথায় আত্ম পরিচয়ে কার্য্য করে। এ বায়ুর অর্থ শক্তি; কিন্তু শক্তি-ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। সামঞ্জস্য কেবল জ্ঞানে সম্ভব। সুতরাং শক্তি এবং জ্ঞানের একত্র আবির্ভাবের নামই প্রাণন-শক্তি। এ প্রাণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহেন; ইহা সৃষ্টিস্তরে সেই পরমেশেরই পরম উন্মেষণ ভাব। যেমন অনতিদূর দিয়া কোন ব্যক্তি চলিয়া গেলে, তাঁহাকে স্পষ্টত দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার ছায়ামাত্র অবলোকন করিয়া, একজন কেহ চলিয়া গেল বলিয়া ছায়াই তাহার প্রতীতি করায়, সেইরূপ আমরা সেই পরমেশকে স্পষ্টত উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তাঁহার প্রতিভূ প্রাণ-শক্তিই তাঁহার প্রতীতি করাইতেছে। আমরা প্রাণ-শক্তিকে ধরিয়া, তাঁহার নিকট যাইতে পারিব এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিব। প্রাণই তাঁহার ছায়া বা ক্রিয়াশক্তি।

তিনি এতই মধুর এবং হিতকারী যে, যখন যে স্তরে তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, তিনি তখন সেই স্তরে তদনুরূপের পরিচয়ে যেন তৎস্বরূপেই প্রতীত হন। স্থূল দেহে তিনি প্রাণ, সূক্ষ্ম দেহে তিনি ইচ্ছাময়শক্তি এবং কারণ দেহে কর্ত্তা সাজিয়া সকল দেহের সকল কার্য্য সাধিত করিতেছেন। ভাগীরথী যেমন হিমালয়-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করত, সমগ্র উত্তর ভারতকে রসময় ও উর্ব্বরা করিয়া, ক্রমশ সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন, আমরা সেই সাগর-সঙ্গমে ভাগীরথীতে স্নান করিয়া, কৃতার্থ ও পবিত্র হই; দেখি মা জাহ্নবী তথায় শতমুখী হইয়া নামিয়াছেন; আমরা তাঁহার কোন একটী শাখাকে অবলম্বন করত, উজান গতিতে অগ্রসর হইলে, নিশ্চয়ই হিমাদ্রি-শিখরে উপনীত হইতে পারি। সমুদ্র সমীপে মাতার কর্দ্দমক্লিষ্ট

অঙ্গ দেখিয়া ভীত বা সন্দিগ্ধ না হইয়া যদি তদভিমুখে ধাবিত হই, তাহা হইলে হিমাদ্রি সন্নিধানে তাঁহার পবিত্র এবং স্নিগ্ধভাব অবলোকনে কৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই; সেইরূপ সেই পরমেশের ক্রিয়া-শক্তি প্রাণমূর্ত্তিতে প্রবাহিত হইয়া, ইন্দ্রিয়াদি করণনিচয়কে চেতন ও কার্য্যক্ষম করত, পরিণামে সাগর সদৃশ আমাদের স্থূল দেহের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। আমরা ইহার অনুভূতি-শক্তিরূপ কোন একটী প্রাণন-শাখাকে আশ্রয় করিয়া, অন্তর্মুখী গতিতে অগ্রসর হইলে, পরমেশের পবিত্র ক্রোড়ে উপনীত হইতে পারিব। তথায় আর দেহাদি সংসর্গ-নিবন্ধন স্পন্দনাদি থাকিবে না। পরমানন্দের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিব। উপনিষদে উক্ত আছে;

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতম্। মাতেব পুত্রান্‌রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি॥ ১৩॥

যে অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি জীবনী-মূর্ত্তিতে এই স্থূল দেহে বিরাজ করিতেছেন, সূক্ষ্মাকারে তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণমূর্ত্তিতে সমষ্টিভাবে অবস্থান করত প্রত্যেক বিরাট্ তত্ত্বের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কারণ এই সংসারে সকলেই প্রাণের বশবর্ত্তী। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এক প্রাণেরই কার্য্যের পরিচয় মাত্র। ত্রিদিবালয়ে দেব-ভোগ্য বিষয়ের কর্ত্তা ও নেতা এক প্রাণ। অতএব হে প্রাণ! জননী যেমন সন্তানগণকে প্রতিপালন করেন, আপনি আমাদিগকে তদ্রূপ প্রতি-পালন করুন্! আপনারই আনুকূল্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়ের বল, বৈশ্যের শ্রীঃ এবং শূদ্রের মেধা সংসাধিত হইতেছে। এই প্রকার যে সাধক বাগাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের দ্বারা সেই জগৎপ্রাণকে আরাধনা করত তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রজাপতির স্থান প্রাপ্ত হন।

অথ হৈনং কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠত্যে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি॥ ১॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনো-কৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে॥ ৩॥

যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্বিনিযুঙ্‌ক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠ-স্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণঃ। ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥ ৪॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি॥ ৫॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৬॥

এই জীবনীরূপে বিদ্যমান প্রাণশক্তি পরমপুরুষ পরমাত্মারই কার্য্যপ্রকাশক শক্তি; সুতরাং যাহার ক্রিয়াশক্তি, সেই চৈতন্যমূর্ত্তি ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া, তাঁহারই সংকল্প মাত্রে উক্ত প্রাণ মায়ার কারণ-সলিলে মূর্ত্তির গঠন আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশ অবয়বের বিকাশে এই বিরাট্ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। সর্ব্বাধিপ রাজা যেমন স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে নিজের মত কার্য্য করাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এক একটী কার্য্যে এক এক জনকে নিযুক্ত করেন স্বয়ং প্রাণও সেইরূপ আপানাকে বিভক্ত করত প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক অনুচর-প্রাণ সমূহকে বিভিন্ন স্থানের আধিপত্য প্রদানে কার্য্যের আদেশ করিলেন। পায়ু এবং উপস্থে অপান-শক্তি; চক্ষু শ্রোত্র মুখ এবং নাসিকাতে প্রাণশক্তি এবং প্রাণ ও অপান ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমান-শক্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ভুক্ত অন্ন-পানাদিকে এই সমান বায়ু সমীকরণের দ্বারা সপ্তঃঅর্চ্চি নামক জ্বালার উদয়ে দেহকে রক্ষা করিতেছেন। দেহ মধ্যে পদ্মাকারে অবস্থিত একটী মাংস-ময় হৃদয়পদ্মে প্রাণ স্বয়ং অবস্থান পূর্ব্বক, প্রথমত এক শত এক সংখ্যক শিরাতে, প্রাণাদির প্রচার করেন। সেই একশত একটী নাড়ীর প্রত্যেকটী হইতে দ্বাসপ্ততি সহস্র সংখ্যক নাড়ী নির্গত হইয়া, সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হইতেছেন। সেই সকল নাড়ীতে ব্যান-বায়ু বিচরণ করিতেছেন। আদিত্য হইতে যেমন কিরণ-জাল বিস্তীর্ণ হইয়া, সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়, প্রাণ সেইরূপ এক ব্যান বায়ুর মূর্ত্তিতে সমগ্র দেহ এবং বিরাট্ জগতে ব্যাপ্ত হইতেছেন।

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত একশত এক নাড়ীর মধ্যে একটী নাড়ী উর্দ্ধাধো ব্যাপ্ত থাকিয়া, সুষুম্না নাম ধারণে উদান-বায়ু আপাদ-তল-মস্তক স্থানে সঞ্চরণ করিতেছেন। ইনি জীবাত্মাকে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পবিত্র উর্দ্ধলোকে এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন অপবিত্র নরকাদি তির্যগ্‌যোনিতে লইয়া যাইতেছেন; এবং পুণ্য পাপ-মিশ্রিত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যলোকে প্রেরণ করিতেছেন।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

আধ্যাত্মিক প্রাণের ন্যায় বাহ্যজগতে ঐ প্রাণই সূর্য্যমূর্ত্তিতে আকাশে বিরাজ করিতেছেন। এক্ষণে বাহ্যজগতের সহিত অভ্যন্তর জগতের সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত সূর্য্য-স্বরূপ প্রাণ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান নামক বায়ু-বৃত্তিরূপ প্রাণ-শক্তি দেবতার মূর্ত্তি লইয়া স্ব স্ব অধিকারানুরূপ দেহের স্থান ও ক্রিয়াদির সম্পাদনে বাহ্য জগৎ এবং জীবদেহকেও কৃতার্থ করিতেছেন। অর্থাৎ দিবাকরের প্রাণমূর্ত্তি চক্ষুকে প্রকাশ-শক্তি প্রদানে রূপাদি উপলব্ধির ব্যাপারে সামর্থ্য প্রদান করিতেছেন; পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতা অপান-শক্তি জীবের অপান-বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে ভূমির অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন; নতুবা সূর্য্যের আকর্ষণে জীবদেহ সূর্য্যাভিমুখেই আকৃষ্ট হইয়া যাইত। সূর্য্য এবং পৃথিবীর অন্তরালে সমান বায়ু সমগ্র আকাশে ব্যাপ্ত থাকিয়া, দেহস্থ সমান বায়ুর সমীকরণ ব্যাপারে অনুগ্রহ করিতেছেন। এদিকে বাহ্য বায়ুর মূর্ত্তিতে ব্যান-বায়ু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, আভ্যন্তরিক দেহস্থ ব্যানকে সাহায্য করিতেছেন।

তেজো হ বৈ উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥৯॥
যশ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

বহির্জগতে যে তেজঃ স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই উদান বায়ু। এই উদান বায়ু আভ্যন্তরিক বিস্ফারণমূর্ত্তিতে তেজকে প্রতিপালন করিতেছেন। যখন এই তেজোমূর্ত্তি উদান আর সাহায্য করেন না; বা অন্তরস্থ উদান তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তখনই দেহের অবসন্ন কাল উপস্থিত হয়। তখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয় গ্রামকে সঙ্গে লইয়া, দেহান্তরের জন্য পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করেন এবং মনের মধ্যে প্রবেশ করেন। মনও পুনরায় জীবাত্মা সহ চিত্ত-ভূমিকায় প্রবেশ করে। এই চিত্তই প্রাণের আধার। সুতরাং চিত্তস্থ সংস্কার অনুসারে প্রাণ জীবাত্মাকে সঙ্কল্পিত লোকে ভোগার্থ প্রেরণ করেন। জীবের চিত্ত ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মূর্ত্তিতে অবস্থান করে; কিন্তু তুষার কণার সমষ্টিকে যেমন মেঘ বলা যায়, ঐরূপ অনন্ত চিত্তের একত্রী-করণে একটী সমষ্টি চিত্ত এবং তাহার প্রেরক রূপে একটী সমষ্টি প্রাণ আছেন, যিনি সেই জগচ্চিত্তকে সংসার-রচণার্থ নিয়োজিত করিতেছেন। এই প্রাণকে আয়ত্ব করিবার জন্য বেদোক্ত যাবদীয় কর্ম্ম-কাণ্ড ও উপাসনা-কাণ্ডের তাৎপর্য্য। আমরা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের সাহায্যে অতি নিম্নস্থ দেহচারী প্রাণকে অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইলে, ক্রমশ বিরাট্ প্রাণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি; সুতরাং যোগীর অসাধ্য কিছুই নাই।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ। ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষঃ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ইতি ॥ ১২॥

অতএব পরমাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, মনঃকৃত সংকল্পের দ্বারা এই দেহে প্রাণের আগমন, পায়ু উপস্থাদি স্থান-ভেদে অবস্থিতি, বিভিন্ন কার্য্যভেদে ও বিচিত্র প্রাণাপানাদি নামে এক প্রাণেরই ক্রিয়ার ব্যবস্থা, ভূতজগতে আদিত্যাদি-রূপে এবং অন্তর্জ্জগতে চক্ষুরাদি রূপে এক প্রাণের অবস্থানের বিষয় যে যোগী অবধারণ করিতে পারেন, তিনি অমৃত লাভে সুখী হন। এ অমৃত শব্দে মোক্ষ নহে। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা এবং যোগের দ্বারা যে অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতির কথা শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সমস্ত এই এক প্রাণন-শক্তির আশ্রয়ে নির্ভর করে।

এই প্রশ্নোপনিষদের প্রারম্ভে উক্ত আছে যে, "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ সঃ তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ যে বহুধাঃ প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা। রয়ির্বা এতৎসর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ। তস্মাৎ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।

সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞানবান্ পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যের উপলক্ষে নিজস্বরূপের বিকাশে দুইটী ভাবের উদ্ভাসন করিলেন। জ্ঞানময় ভাবে প্রাণ, শক্তিময় ভাবে রয়ি অর্থাৎ অন্ন। এই উভয়ের পরস্পর সম্পর্কে বিবিধ প্রজা এবং লোক-সমূহের সৃষ্টি হইল। সেই প্রাণশক্তিই সূর্য্য এবং অন্নশক্তিই চন্দ্রমা। অন্নের অংশে মূর্ত্তি এবং প্রাণের অংশে গঠন ব্যাপার। অতএব মূর্ত্তিমান্ বা অমূর্ত্ত যাবদীয় পদার্থই অন্ন বা রয়ি এবং তাহার বৈচিত্র-সাধনের শক্তিই প্রাণ। প্রাণে চৈতন্যভাব এবং অন্নে জড় ভাব। বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কিম্বা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে এক প্রাণ এবং রয়ির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত রহিয়াছে। স্থূল পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া, লতা পাদপ জীবদেহ দেবদেহ, স্থূল পৃথিবী এবং সূক্ষ্ম জন তপ ও সত্য-লোকাদি সমস্তই সেই পরমাত্মার উভয় প্রাণ ও রয়ি শক্তির মিলনের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহারা এই দেহনিষ্ঠ স্থূল প্রাণে সমাহিত হইয়া, ক্রমশ ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সূক্ষ্ম প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারেন, তাঁহারাই ভুবনবিজয়ী পরমাত্মার সাক্ষাৎ-সন্দর্শন লাভে কৃতার্থ হন; সন্দেহ নাই।

অতএব জাগতিক যে কোন পদার্থ আমরা নয়ন-গোচর করি, তাহার প্রত্যেকের অন্তরে তাহার কারণরূপে বিদ্যমান একটী অনন্ত জ্ঞানবান্ পরম শক্তিকে অনুভব-বলে প্রতীতি করিবার অভ্যাস করিলে, এই স্থূল দৃশ্যভাব ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়া, উক্ত সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময় জ্ঞানমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবেন। এই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময় ভাবের উপলব্ধির দ্বারা, স্বীয় ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যেক প্রাণ-কর্ম্মে তাঁহার স্বরূপের প্রতীতিই ঈশ্বর-প্রণিধান। কারণ তখন নিজের প্রত্যেক চেষ্টাকে সেই অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে, আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। তখনই "প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিসন্ নিমিষন্ অপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ এই শ্লোকটী মনে প্রাণে মিলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্মোপাসনার ব্রহ্মগায়ত্রী, আদ্যাশক্তি কালীর গায়ত্রী এবং কৃষ্ণমন্ত্রের গায়ত্রী সকলে একবাক্যে এবং এক পদ্ধতিতে সেই অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির প্রতীতির নিমিত্ত সাধককে তদভিমুখেই আকর্ষণ করিতেছেন। উক্ত প্রত্যেক গায়ত্রীতে ঈশ্বরস্বরূপের ত্রিবিধ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ("কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশান-বাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ") এই গায়ত্রীর প্রথম ভাগ "কালিকায়ৈ বিদ্মহে"। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা। কলন করা অর্থে কালীশব্দের প্রয়োগ। কোন একটা দ্রব্য গঠিত হইবার পূর্ব্বে বস্তুর গঠনের উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি বা আকাশ বা ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইবার আদি উপকরণ কারণ-বারি নিস্তব্ধ অচঞ্চল মূর্ত্তিতেই ছিল। কিন্তু কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডকে ঘটাদি মূর্ত্তিতে প্রস্তুত করে, সেইরূপ যে শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান উক্ত কারণ-বারিতে স্বকীয় তেজ প্রদানে বিশ্বের রচনা করিয়াছেন, তিনিই "কালী"। তাঁহার করা সামগ্রীকে কেবল বুঝিবার মাত্র ভার আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কত সৃজন করিয়াছেন, তাহা চিনিতেই পারিলাম না; তখন আর বুঝিব কি! তাঁহার রচিত একটী গোদেহ দেখিয়াই, বালক সন্তুষ্ট হইল; আর তাহার দেখিবার আবশ্যক রহিল না; কিন্তু সাধক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। গোদেহের প্রত্যেক শিরা, নাড়ী, অণু, পরমাণুগুলি পর্য্যন্ত পৃথক্ অস্তিত্বের পরিচয়ে সেই কলন-কারিণী কালীরই পরিচয় দিতেছে। দৃশ্যমান জগৎ-কার্য্য দেখিয়া সর্ব্বকলন-কারিণী কালীকে "বিদ্মহে" চিনিলাম। "শ্মশান-বাসিন্যৈ ধীমহি" এই দ্বিতীয় পদের অভিপ্রায় এই যে, জগতে যাহা কিছু সত্য বলিয়া মনে ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে, সকলই মিথ্যা; কেবল তাঁহার নৃত্যেরই পরিচয় মাত্র! সমস্তই মৃত! শ্মশান তুল্য

জীবন-হীন অনন্ত মূর্ত্তিতে একা তিনিই মাত্র জীবন। তৎ নঃ অস্মান্ ঘোরে ভয়ানকে সংসারগতির বৈপরীত্যে নিবৃত্তির অভিমুখে প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ইতি প্রার্থনা। তাঁহার শক্তিকে উল্লঙ্ঘন করে, এ সামর্থ্য ত কাহারও নাই! অতএব ভোগে ভুলিয়া, তিনি যে এরূপ, তাহা বুঝিতেই পারি নাই! এক্ষণে অতীব ভীত হইয়াছি। তিনিই ইহার ব্যবস্থা করুন! ব্রহ্ম-গায়ত্রীরও প্রথম পদ "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ভূঃ স্থূল, ভুবঃ সূক্ষ্ম, স্বঃ কারণ-স্থানীয় জাগতিক সমস্ত পদার্থের সবিতা অর্থাৎ প্রসব-কর্ত্তার "ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি" অর্থাৎ ভর্গঃ জ্ঞান-সম্পন্ন মহাশক্তিকে চিন্তা করিতেছি! ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, সেই ভর্গ নামক মহাশক্তি আমাদিগকে মুক্তির পথে প্রেরণ করুন! ব্রহ্মোপাসনায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও উক্ত আছে; "পরমেশ্বরায় বিদ্মহে, পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ"। পূর্ব্বের কালীশব্দ এবং এখানকার পরমেশ্বর শব্দ এক অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ অচেতন; সুতরাং জড়; অতএব ক্রিয়াহীন। যিনি জড় মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া, পরস্পর একত্রে সম্বন্ধ অবয়বীভূত ও কার্য্যকারী বেশে রচিত করত পরস্পরের সহিত পরস্পরের ক্রিয়াদির সম্পর্ক করিতেছেন, অণু হইতে পরম বৃহৎ পর্য্যন্ত যাঁহার আয়ত্বাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞানবান্ অন্তর্যামী শক্তি পরমেশ্বর নামে অভিহিত। পরতত্ত্ব বলিলে, সেই স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির করা প্রয়োজন, যিনি পূর্ব্বে জড় জগতকে স্বীয় মূর্ত্তিরূপে পরিগ্রহ করত, নানা ভাবে পরিচিত হইয়া পরমেশ্বর নামে অভিহিত ছিলেন, এক্ষণে সেই আবরণ-স্থানীয় বাহ্যভাবকে উন্মোচন করত, শক্তিময় ও চিন্ময় ভাবে মাত্র বিরাজিত। পরে পাছে সন্দেহ হয় যে, চিন্ময় ভাব যাহার অন্তরে থাকিয়া এই জড় জগতের প্রতীতি হইতেছিল, সে জড় কোথা হইতে আসিল! তাহার উত্তরে প্রকাশ করা হইল যে, তৎ ব্রহ্ম নঃ অস্মান্ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষের অভি[illegible]খে প্রেরণ করুন! কারণ তিনিই ব্রহ্ম। বৃংহণাৎ পোষণাৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ আকাশ আপাত-দৃষ্টিতে অবকাশময় হইলেও, ক্ষণকালের মধ্যে যেমন মেঘাদির উদয় করাইয়া অন্তর্নিহিত ভাবের পরিচয় দেন, সেইরূপ এই প্রকাশমান জড়-জগৎ যাহার শক্তিরূপে অন্তরে নিহিত থাকে এবং কার্য্যকালে যেন পৃথকের ন্যায় পরিচিত হয়, সেই পূর্ণ চৈতন্যময়ই ব্রহ্ম। অতএব জগৎ সংসারে শক্তিময় মূর্ত্তিতে এবং জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, জগৎকে অবলম্বন করত জগৎ ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ ভাবের অবধারণ পূর্ব্বক সাধক যখন জগত ছাড়িয়া, উক্ত শক্তিময় এবং চিন্ময় এই উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ

চিত্তেতে অবধারণ করিতে পারিবেন, তখনই পতঞ্জলি ঋষির ঈশ্বরে প্রণিধান করা হইল। তখন সাধক বুঝিতে পারিবেন যে, সে জ্ঞানের সীমা নাই; কারণ কোন পদার্থ বা ভোগকে অবলম্বন করিয়া, সে জ্ঞানের উদয় হয় নাই; সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই, পদার্থের এবং ভোগের উদয় হয়। সেই জ্ঞানের অন্তর্নিহিত শক্তি পদার্থরূপে বহির্গত হইলে, জগতের রচনা হইল; এবং ভোগরূপে তাহাতে প্রতীতি হইলেই, জীবত্বের রচনা হইল। অতএব ভোগের প্রতীক্ষায় যে অবিদ্যা নামক ক্লেশ, তদনুরোধে সদসৎ কর্ম্ম, তাহার অভিব্যঞ্জক জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এবং এই সমস্তের সংস্কারময় সূক্ষ্ম চিত্ত-নিহিত ভাবসমূহ জীবস্বরূপেই সম্ভব। তাদৃশ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমচৈতন্যে অসম্ভব। তিনি যখন জীবত্বের আশ্রয় ও সর্ব্ব-কারণের কারণরূপে বিদ্যমান, তখন অতি নিকৃষ্ট কীট পতঙ্গাদি জীবভাব হইতে অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মভাব পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার জীবভাবেরও প্রকাশক গুরু বলিয়া তিনি অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ সকল জীবভাবের উদয়, স্থিতি এবং লয় তাঁহারই জ্ঞানের প্ররোচনায় তদীয় শক্তিকার্য্যের বিকাশ বা অবিকাশ ভাবের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব ঋষিবাক্য "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ" এই সূত্রটীর সামঞ্জস্য হইল।

জীবমাত্রেরই হৃদয়ে একটী সর্ব্বজ্ঞতার শক্তি আছে; অর্থাৎ সমস্ত জানিবার শক্তি আছে। এখানে এই সর্ব্ব শব্দেরও সঙ্কোচ আছে। আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিলে, বুঝিতে হইবে যে, আমার চিত্তাদি আধারে যে সর্ব্ববিষয় আছে, তাহার সমস্ত জানিবার শক্তিই আমার সর্ব্বজ্ঞভাব। আমার চিত্তাদি আধারকে অতিক্রম করিয়া যে সকল পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ আছে, তাহাকে জানিবার সামর্থ্য আমার নাই; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতার অধিকার এবং আধার অনুসারে অনেক বৈচিত্র্য আছে। আমার অপেক্ষা প্রশস্ত হৃদয়ের জীবে সর্ব্বজ্ঞতা অনেক অধিক স্বীকার্য্য; কিন্তু যাঁহার শক্তির বিকাশে ক্ষুদ্র এবং প্রশস্ত ভেদে অনন্ত চিত্তের উদয় হইতেছে, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ যে কত! তাহা মানব হৃদয়ে কেন? ব্রহ্মার হৃদয়েও অবধারণ করা অসম্ভব। এই সূত্র কয়েকটীর দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং প্রভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৪।২৫ ॥

সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞানবান্ পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং প্রভাব চিত্তে অবধারিত হইলেই, কৃতার্থ হওয়া যায় না; তৎস্বরূপে তন্ময়ের ন্যায়, নিমগ্ন হওয়া প্রয়োজন। তাহারই উপায় স্বরূপে প্রণবকে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। বৃক্ষের শিরোভাগে

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

প্রণবঃ ওঙ্কারঃ এব তস্য ঈশ্বরস্য বাচকঃ। বাচ্যবাচকয়োঃ সম্বন্ধঃ নিত্যএব ॥ ২৭ ॥

ইত্থমুক্তস্বরূপেশ্বরস্য বাচকোঽভিধায়কঃ প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তেঽনেনেতি নৌতিস্তৌতীতি বা প্রণবঃ ওঙ্কারস্তয়োশ্চ বাচ্যবাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধো নিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রকাশ্যতে নতু কেনচিৎ ক্রিয়তে যথা পিতাপুত্রয়ো বিদ্যমান এব সম্বন্ধোঽস্যায়ং পিতাঽস্যায়ং পুত্র ইতি কেনচিৎ প্রকাশ্যতে ॥২৭॥ উপাসনমাহ।

ওঁকার মূর্ত্তি প্রণবই তাঁহার বাচক অর্থাৎ নাম ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সুপক্ব ফল পরিদৃষ্ট হইলে, পথিকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না ; ফলটীকে ভোজনোপলক্ষে হস্তে পাওয়া প্রয়োজন ; সেইরূপ সংসার ভাব নিবারণ করিবার জন্য ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্পর্ক করা প্রয়োজন ; অতএব এরূপ একটী পদার্থের আবশ্যক যেটি তাঁহাকে এবং আমাকে স্পর্শ করাইতে পারে। প্রণবই সেই পদার্থ, যে ঈশ্বরের দিকে ঈশ্বর-তুল্য এবং মানবের নিকট মানবোচিত মূর্ত্তিতে পরস্পরকে সম্বদ্ধ করে। ইহা ভাবে ভগবান্ এবং কার্য্যে মানবকে স্পর্শ করে। কিন্তু ভগবানের সহিত ইহার নিত্য সম্বন্ধ আছে। একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের উন্নত শাখা হইতে বড় নামিয়া যেমন ভূমিকে স্পর্শ করে এবং ক্রীড়া-বিশারদ বালকগণের পক্ষে উক্ত বড়েরই অবলম্বনে বৃক্ষারোহণের সুগম উপায় হয়, সেইরূপ ওঁকার মূর্ত্তি প্রণব ভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্বের পরিচয় আমাদের নিকট প্রদান করিতেছেন। অ পালন-শক্তি বিষ্ণু, উ সংহার-শক্তি শিব এবং ম্ সৃজন-শক্তি ব্রহ্মা, শক্তিরূপে যাঁহার অন্তর হইতে অবভাসিত হইয়া, জগতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর। কেবল প্রণবের উল্লেখ করাতে বেদাদিতে উক্ত অন্যান্য মন্ত্রের অযোগ্যতা বলা হয় নাই। তবে সকল মন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে মাত্র। কুম্ভকার প্রতিমা গঠনকালে নিম্ন অঙ্গাদির গঠনকার্য্য পূর্ব্বে শেষ করিয়া, পরিশেষে মুখখানি বসাইয়া কোন্ দেবতার মূর্ত্তি গঠিত হইল, তাহার পরিচয় দেয় ; অন্যান্য মন্ত্রও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু প্রণব মূল অধীশ্বরের বাচক। সেইরূপ প্রথম সাধকের পক্ষে স্থূল-শক্তির পরিচায়ক স্থূল মন্ত্রের আশ্রয়ে অগ্রসর হইয়া, উত্তরোত্তর সূক্ষ্মকে অতিক্রম করত, সর্ব্বসূক্ষ্ম প্রণবে চিত্তবিন্যাস করা কর্ত্তব্য। উচ্চাধিকারী সাধকের পক্ষে আর নিম্নস্তরের জন্য যত্ন

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

তস্য প্রণবস্য জপঃ যথাবদুচ্চারণং তদর্থস্য চ ভাবণং চেতসি চিন্তনং এব উপাসনং ॥ ২৮ ॥

তস্য সার্দ্ধত্রিমাত্রিকস্য প্রণবস্য জপো যথাবদুচ্চারণং তদ্বাচ্যস্য চেশ্বরস্য ভাবনং পুনঃ পুনশ্চেতসি নিবেশনমেকাগ্রতায়া উপায়ঃ। অতঃ সমাধিসিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপ্যস্তদর্থ ঈশ্বরশ্চ ভাবনীয় ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৮॥ উপাসনায়াঃ ফলমাহ।

প্রণবার্থ হৃদয়ে চিন্তা করত, শাস্ত্র-বিধানানুসারে যথাবৎ উচ্চারণের দ্বারা প্রণব জপ করিলে, পরমেশের উপাসনা করা হয় ॥ ২৮ ॥

আভাস।

করিবার আবশ্যক হয় না। চিত্র-লেখকের পক্ষে হস্ত পদাদির চিত্র প্রথমে অঙ্কিত করা উচিত নহে; সর্ব্বাগ্রে মুখের চিত্রেরই প্রয়োজন! তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিত্র পরে সুগম হয়; উচ্চাধিকারীর পক্ষে মুখ্য-প্রণবে সাধনের দ্বারা অধিকার লাভ হইলে, অন্যান্য অধিকার সহজেই লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য অন্যান্য মন্ত্রাদির উল্লেখ না করিয়া, কেবল প্রণবেরই উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্র-জপ করিলে, সাধকের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন, ইহাই সাধারণত ধারণা; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, দেবতা চির-প্রসন্ন; কিন্তু তাঁহার প্রসন্নভাব আমাদের চিত্তে আসিবার অবসর পায় না। ভোগীর বিষয়াভিমুখের দ্বার সর্ব্বদা উন্মোচিত থাকায়, ঈশ্বরাভিমুখের দ্বার আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং দেবতায় প্রেম থাকিয়াও না থাকার মধ্যে গণ্য। পুত্র কলত্রাদি বিষয় বৈভবের উপাদেয় ভাবের নিরন্তর পরিচিন্তনে চিত্তের বিষয়াভিমুখের দ্বার উন্মোচিত হয়, প্রেমময় সর্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ঈশ্বরস্বরূপের ঐরূপ নিরন্তর পরিচিন্তনে চিত্তের ঈশ্বরাভিমুখের দ্বারও উন্মোচিত হয়। সুতরাং প্রণবার্থ হৃদয়ে ধারণা রাখিয়া, অবস্থান করাই জপ। যেমন পুত্রটী নয়নের অন্তরালে গেলেই আগ্রহ সহকারে আহ্বান করত, নিকটে আনয়ন করা হয়, তদ্রূপ হৃদয় হইতে ঈশ্বরভাব অন্তর্হিত হইবামাত্র, পুনর্ব্বার মন্ত্র উচ্চারণে নিজের চিত্তকে তাঁহার সমীপস্থ করাই জপ। অতএব নিরন্তর বিষয়-চিন্তায় চিত্তের বিষয়রসাসিক্ত ভাবে বিষয়াভিমুখে গতির ন্যায়, ঈশ্বর-চিন্তার বলে চিত্তের গতি বিপরীত স্রোত-বিশিষ্ট হইয়া, চিন্ময় ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধি কালে, উপলব্ধির স্রোতে ভাসমান

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

ততঃ তস্মাৎ অর্থ-ভাবনা-পূর্ব্বকাৎ জপাৎ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ (প্রতি ভোগপ্রাতিকূল্যেন অঞ্চতি গচ্ছতি যা চেতনা অনুভূতিরূপা তস্যাঃ। অধিগমঃ প্রাপ্তিস্তথা অন্তরায়াঃ বাধাঃ তেষাঞ্চ অভাবঃ চ ভবতি ॥ ২৯ ॥

তস্মাজ্জপাত্তদর্থভাবনায়াশ্চ যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমো ভবতি বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্‌চেতনা তদধিগমো জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। অন্তারায়া বক্ষ্যমাণাস্তেষামভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধোঽপি ভবতি ॥২৯॥ অথ কে অন্তরায়াঃ ? ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।

প্রণবার্থ চিন্তনে জপ করিলে, চিত্তের বিষয়াভিমুখী স্রোতের নিবারণে আত্মাভিমুখী স্রোতের উদয়ে চিৎস্বরূপের প্রতীতি ঘটে এবং চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ সমূহও নিবারিত হয় ॥ ২৯ ॥

আভাস।

বিষয়সংস্কারগুলিই সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছিল, এক্ষণে ঈশ্বরবাচক প্রণবাদি মন্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরস্বরূপের প্রতীতি হইলে ত আর বক্তব্য কিছু থাকে না। যদি তাহা না হয়, বিষয় রসের অভাবে যে বিষয়কে উপলব্ধি করিতেছিল, সম্প্রতি শূন্য গৃহে সেই উপলব্ধি স্রোতেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহারই নাম প্রত্যক্ চেতনার উদয়। বিষয়ের বৈপরীত্যে আত্মার অভিমুখে প্রবাহিত কেবল চেতনার উদয় হইলে, ভোগের প্রতিবন্ধক আর যোগীকে আক্রমণ করিতে পারে না। চিররুগ্ন কামিনীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিয়া, বলবান্ নিরোগ পতিরও রোগভাব ও রোগ চিন্তার সীমা থাকে না; পত্নীর মৃত্যুতে তিনি নিশ্চিন্ত। দুঃখসঙ্কুল বিষয়ের সংস্রব পরিত্যক্ত হইলে, পুরুষও সেইরূপ প্রতিবন্ধকের অভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ॥ ২৭। ২৮ ॥

পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহবাসের শক্তি অনির্ব্বচনীয়! যে কোন সম্পর্কের দুইটী বস্তু কিছু কাল একত্র অবস্থিতি করিলে, পরস্পরের গুণ আদান প্রদানের-দ্বারা উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। তন্মধ্যে প্রবলের ধর্ম্মে দুর্ব্বল অভিভূত হইয়া, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; দুর্ব্বল কখন প্রবলের উপর আধিপত্য বিস্তারে আপন ধর্ম্মে প্রবলকে পরিণত করিতে পারে না; বরং প্রবলের গুণাদিভাবে স্বয়ং পরিণত হইয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র লৌহ-খণ্ড অপেক্ষাকৃত বিপুল ও বৃহৎ

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥

ব্যাধিঃ শরীরপীড়া, স্ত্যানং চিত্তস্য কর্ম্মানর্হতা, সংশয়ঃ, প্রমাদঃ সাধনেষু ঔদাসীন্যং, আলস্যং জড়তা, অবিরতিঃ বিষয়-প্রবণতা, ভ্রান্তিদর্শনং বিপরীত-বোধঃ, অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেঃ অলাভঃ, অনবস্থিতত্বং অস্থিরতা চ এতে চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ অন্তরায়াঃ বিঘ্নাঃ নব ॥৩০॥

নবৈতে রজস্তমোবলাৎ প্রবর্ত্তমানা শ্চিত্তস্য বিক্ষেপা ভবন্তি। তৈরেকাগ্রতা-বিরোধিভি শ্চিত্তং বিক্ষিপ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র ব্যাধির্ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো জ্বরাদিঃ। স্ত্যানমকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। উভয়কোট্যালম্বনং জ্ঞানং সংশয়ঃ যোগঃ সাধ্যো ন বেত্তি। প্রমাদোঽনবধানতা সমাধিসাধনেষ্বৌদাসীন্যম্‌। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং

রোগ, চিত্তের অক্ষমতা, সংশয়, প্রমাদ, আঁলস্য, বিষয়াকাঙ্ক্ষা,

আভাস।

চুম্বুক প্রস্তরের উপর কিছুক্ষণ রাখিলে, লৌহখণ্ড চুম্বুকের গুণ প্রাপ্ত হয়; তৎ-কালে সেই লৌহখণ্ড চুম্বুকের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাপ্তে অপর লৌহখণ্ডকে নিজের সমীপে আকর্ষণ করে। অতএব চিত্ত ও তাহার চিন্তিত বিষয়ের পরস্পর একত্র সহবাসেও ঐরূপ পরস্পরের ফল অবশ্য স্বীকার্য্য। স্থূল জড় পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র সর্ব্বশক্তিমান্‌ চৈতন্য-মূর্ত্তির সঙ্গ বহুদিন করিলে, চিত্তকে বাধ্য হইয়া চিন্তনীয় সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন চৈতন্যমূর্ত্তিতে পরিণত হইতে হইবে; সুতরাং বিষয়ভাবে ভাবাপন্ন অবস্থার বৈপরীত্যে কেবল চৈতন্যময় ভাবেরই বিকাশ হয়। স্রোতস্বতীতে ভাসমান নৌকাগুলি প্রথমত দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু নৌকার অপগমে কেবল নদীই প্রতীত হয়, সেইরূপ প্রতিবিম্বিত বিষয়-সংস্কার এবং তাহার গ্রহণ-সামর্থ্য অপনোদিত হইলে, চিত্তে উপলব্ধি-সূচক কেবল জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপেরই স্ফুরণ হইতে থাকে। অর্থাৎ বিষয়ের অনু (পশ্চাৎ) অঞ্চতি গচ্ছতি যা চেতনা সা অন্বক্ পরমেশ্বর চিন্তার প্রতি বিষয় প্রতিকূলে অঞ্চতি (যায়) যে চেতনা, তাহাই প্রত্যক্ চেতনা। সুতরাং ভোগকালের ন্যায়, যোগকালে চিত্ত দেহের স্থূলভাবের অভিমান যতই উপেক্ষা করে, নিজে ততই নিশ্চিন্ত হয়; এবং স্থূলভাবের উপদ্রবও কমিয়া যায়। পরিজনবর্গের অত্যাচারিক আব্‌দার কমাইতে হইলে, তাহাদের প্রতি ভাল-বাসা কমাইতে হয় ॥২৯॥

এই বাহ্যিক পরিজনের ন্যায়, চিত্তেরও পরিজন প্রচুর এবং স্থান বিশেষে ও ভাব বিশেষে পরিজনেরও বৈশিষ্য যথেষ্ট। আমার বৈঠকখানার পরিজন অন্তঃপুরস্থ

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপ-সহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখং প্রতিকূল-বেদনীয়ং, দৌর্ম্মনস্যং মনসঃ ক্ষোভঃ, অঙ্গমেজয়ত্বং অঙ্গানাং প্রচলনং, প্রাণো যৎ বাহ্যং বায়ুমাচমতি সঃ শ্বাসঃ, যৎ কোষ্ঠ্যং বায়ুং রেচয়তি সঃ প্রশ্বাসঃ ; এতে বিক্ষেপসহভুবঃ বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তি। বিক্ষিপ্তচিত্তস্য এতে ভবন্তি এব ॥ ৩১ ॥

যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যভাবহেতুঃ । অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়-সংপ্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ । ভ্রান্তিদর্শনং শুক্তিকায়াং রজতবদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানম্ । অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ সমাধিভূমেরলাভঃ অসংপ্রাপ্তিঃ। অনবস্থিতত্বং লব্ধায়ামপি ভূমৌ চিত্তস্য তত্রা-প্রতিষ্ঠা। তত্র তে সমাধেরেকাগ্রতায়া যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাদন্তরায়া ইত্যুচ্যন্তে ॥ ৩০ ॥ চিত্তবিক্ষেপকারকানন্যানপ্যন্তরায়ান্ প্রতিপাদয়িতুমাহ।

কুতশ্চিন্নিমিত্তাদুৎপন্নেষু বিক্ষেপেষু এতে দুঃখাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। তত্র দুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামো বাধনালক্ষণঃ যদ্বাধাৎ প্রাণিনস্তদপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে।

বিপরীত বোধ এবং সমাধিলাভে বিফল-প্রযত্ন নিবন্ধন চিত্তের অস্থিরতা এই নয়টী চিত্তের বিঘ্নকারী বিক্ষেপ-নামে অভিহিত ॥ ৩০ ॥

এতদুপলক্ষে দুঃখ, মানসিক ক্ষোভ, দেহের চাঞ্চল্য এবং শ্বাস,

আভাস।

কন্যাপুত্র দাস দাসী, এবং শয়নাগারের পরিজন ধর্ম্মপত্নী, সকলেই পৃথক্ ভাবাপন্ন ; দেখিতে এক প্রকার হইলেও, পুর-ভেদে প্রকৃতি-ভিন্ন। স্নেহের প্রকাশে যখন যাহার নিকট যাই, তখনই তাহার তজ্জাতীয় আব্দার সহ্য করিতে হয়। চিত্তকেও এই দেহ-পুরীর সকল পরিজনের প্রেমে বদ্ধ থাকার কালে, যত প্রকার আব্দার এবং উপদ্রব সহ্য করিতে হয়, শাস্ত্রকার তাহাকে নয়-প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে দেহের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাহার চিত্তে যাদৃশ আসক্তির উদয় হয়; তদনুসারে বিক্ষেপেরও উৎপাত ঘটে। অতি নিম্ন বা স্থূল দেহে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিবন্ধন পীড়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। শ্লেষ্মা নিবন্ধন দেহের গুরুত্ব এবং ঘোর অজ্ঞান-নিবন্ধন চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকে স্ত্যান নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; মনো-ভূমিকাতে সংশয়, অহঙ্কার-ভূমিকাতে প্রমাদ ও আলস্য, বুদ্ধি-ভূমিকাতে বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন অবিরতি অর্থাৎ

দৌর্ম্মনস্যং বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ কারণৈর্ম্মনসো দৌস্থ্যম্‌। অঙ্গমেজয়ত্বং সর্ব্বাঙ্গিনো বেপথুরাসনমনঃস্থৈর্য্যস্য বাধকঃ। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃশ্বসিতি স প্রশ্বাসঃ। এভৈর্বিক্ষেপৈঃ সহ প্রবর্ত্তমানা যথোদিতাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যা ইত্যেষামুপদেশঃ॥ ৩১॥ সোপদ্রববিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমুপায়ান্তরমাহ।

প্রশ্বাসও পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপের সহিতই গণনীয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, এই কয়েকটীও তাহার সহকারী হইয়া থাকে॥ ৩১॥

আভাস।

ত্যাগ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিষয়-প্রেমের পুনরুদয়, সুতরাং প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্ধারণের অসামর্থ্যতা নিবন্ধন অলব্ধভূমিকত্ব, পরে চিত্তভূমিকাতে কোন একটী নির্দ্ধারিত বিষয়ে অবিরতির অভাবে অনবস্থিতত্ব দোষরূপ নয় প্রকার বিক্ষেপে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে হয়। ৩০॥

এই নববিধ বিক্ষেপের উপলক্ষে দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব এবং শ্বাস প্রশ্বাস মূর্ত্তিতে অপর চারি প্রকারের বিক্ষেপের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম দুঃখ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখও দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বৈষম্যনিমিত্ত পীড়াদিকে শারীরিক এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা নাশ নিমিত্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পার্থিব পদার্থের উৎপাতে উৎপন্ন, অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র, জল, রৌদ্র, বাত, বর্ষাদি এবং লোষ্ট্র পাষাণাদি জনিত উৎপাতে উৎপন্ন ক্লেশকে আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূতসম্পর্কজনিত বলা হয়; এবং গ্রহাবেশাদি নিবন্ধন দৈব-দুর্ঘটনাতে আধিদৈবিক দুঃখের উপস্থিতি ঘটে। এই দুঃখের উপস্থিতিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবের উদয়ে মানব দুর্ম্মনা হয়; তখন চিত্তস্থির করিবার কথা দূরে থাকুক, দেহকেও স্থির রাখিতে পারে না। চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং অস্থির হইয়া অঙ্গ পরিচালনে বাধ্য হয়; সুতরাং শ্বাস-প্রশ্বাসও ঘন হইয়া আইসে। অতএব এক অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিবন্ধন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে বিপরীত সম্বন্ধে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া, সংসার-পথে ভ্রমণ করিবার উপলক্ষে যত প্রকারে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার আদি হইতে অন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। এক্ষণে ইহার নিরোধের উপলক্ষে যোগীর অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, এই নিদারুণ রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, এক প্রান্তে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥

তেষাং বিক্ষেপাণাং প্রতিষেধার্থং একস্মিন্ অভিমতে তত্ত্বে অভ্যাসঃ চিত্তনিবেশনং, কর্ত্তব্যঃ ॥৩২॥

তেষাং বিক্ষেপাণাং প্রতিষেধার্থমেকস্মিন্ কস্মিংশ্চিদভিমতে তত্ত্বেঽভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃ পুনর্নিবেশনং কার্য্যঃ যদ্বলাৎ প্রত্যুদিতায়ামেকাগ্রতায়াং তে বিক্ষেপাঃ প্রণাশমুপযান্তি ॥ ৩২॥ ইদানীং চিত্তসংস্কারাপাদকপরিকর্ম্মকথনমুপায়ান্তরমাহ।

এই সমস্ত বিক্ষেপের নিবারণার্থ কোন একটী অভিমত বিষয়ের ধারণায় চিত্তের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ।। ৩২ ।।

আভাস।

সম্পূর্ণ ফল আশু পাইবার প্রত্যাশা নাই। চিকিৎসা-কার্য্যের ন্যায় নিরোধ-ব্যাপার উভয় প্রান্ত হইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। মূল ভিত্তি অজ্ঞানকে তিরোহিত করিবার জন্য, বিবেককে আনয়ন করিতে হইবে; এবং শেষ প্রান্তে চাঞ্চল্যকে নিবারণার্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরোধে প্রাণায়াম করিতে হইবে। চিত্ত স্থির হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না এবং প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইলে, চিত্তও নিরুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

আদ্যোপান্ত বিক্ষেপ সমূহের নিবারণে চিত্তকে নিরুদ্ধ করত, যোগী হইতে হইলে, বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা প্রয়োজন। বলপূর্ব্বক বা তীব্রতা সহকারে কোন কার্য্য সাধিত করা যায় না; একটী অশিক্ষিত অশ্বকে ব্যবহারোপযোগী গতি শিখাইতে হইলে, প্রথমত অশ্বচালককে অশ্বের বশে যাইতে হয়, পরে ক্রমশ তাহাকে আপন বশে আনিতে পারে; চঞ্চল চিত্তকেও সেইরূপ অকস্মাৎ অচল করা যায় না; তাহার অভিমত বিষয়ে আসক্ত থাকিতে দিয়া, চঞ্চল স্বভাবের বিদূরণে প্রথমত অচঞ্চল হইবার অভ্যাসকে আনয়ন করা প্রয়োজন; তখন বিষয়ের উত্তম বা অধম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নহে; চিত্তের স্বভাব পরিবর্ত্তনের প্রতি কেবল লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নিরন্তর নানাবিষয় চিন্তা করিয়া, তাহার স্বভাবই চঞ্চল হইয়াছে; সুতরাং ভাল বা মন্দ কোন বিষয়েই স্থির থাকিতে পারে না। যে কোন বিষয়ের অবলম্বনে স্থির থাকিবারই অভ্যাস করা প্রয়োজন। কু বিষয় অবলম্বনেও যদি স্থির হইতে অভ্যস্ত হয়, তখন সুবিষয়েও স্থির থাকিবে। এক আচার্য্যের সমীপে কয়েকটী শিষ্য পাঠ করিতেন; তন্মধ্যে একটী বালককে আচার্য্য পাঠে অনাবিষ্ট দেখিয়া, তাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অনাবিষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তখন উত্তর করিল যে, তাহার

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাত-শ্চিত্তপ্রসাদনম্॥৩৩॥

সুখিতেষু মৈত্রী, মিত্রভাবং দুঃখিতেষু করুণাং পুণ্যবৎসু মোদনং হর্ষং অপুণ্যবৎসু উপেক্ষাং ভাবনাতঃ চিত্তস্য প্রসাদনং মলাপনয়নং ভবতি॥ ৩৩॥

মৈত্রী সৌহার্দ্দম্। করুণা কৃপা। মুদিতা হর্ষঃ। উপেক্ষা ঔদাসীন্যম্। এতা যথাক্রমং সুখিতেষু দুঃখিতেষু পুণ্যবৎসু অপুণ্যবৎসু চ বিভাবয়েৎ। তথাহি সুখিতেষু সাধুষু এষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীং কুর্য্যাৎ নতু ঈর্ষাম্। দুঃখিতেষু কথং নু নামৈষাং দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব কুর্য্যাৎ ন তাটস্থ্যম্। পুণ্যবৎসু পুণ্যা-নুমোদনেন হর্ষমেব কুর্য্যাৎ নতু কিমেতে পুণ্যবন্ত ইতি বিদ্বেষম্। অপুণ্যবৎসু

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ বা পুণ্যবর্জ্জিত জনের সংস্পর্শ হইলে সরল হৃদয় সাধকের পক্ষে তাহার কোনরূপ বিপরীত চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। বরং সুখীর সুখে সুখী, দুঃখীর দুঃখে দুঃখী

আভাস।

বহুকালের পালিতা একটী মহিষীর মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় চিত্তের চাঞ্চল্য-নিবন্ধন পাঠে অমনোযোগিতা ঘটে। তখন আচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তোমার মহিষীর রক্ষণাবেক্ষণার্থ আমি অন্যকে নিযুক্ত করিলাম! তজ্জন্য তোমার চিন্তিত হইতে হইবে না; কিন্তু তুমি আমার পার্শ্বস্থ কুটীরে আসীন হইয়া, তোমার নিজ মহিষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আমার সমীপে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করিতে যাহাতে পার, কোনরূপ ত্রুটি না হয়, এরূপ ভাবে চিন্তনে প্রস্তুত হও! যদি না পার, অন্যকে ঐ মহিষী প্রদান করিব। তখন বালক একাগ্রতা সহকারে উক্ত মহিষীর মূর্ত্তিতে এরূপ চিন্তা আরম্ভ করিল যে, কয়েক দিবস পরে আচার্য্য অনুসন্ধানে জানিলেন, বালক মহিষী চিন্তায় তন্ময় হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়াছে। তখন তিনি বালককে মহিষী চিন্তায় নিরস্ত করত, যেমন পাঠে নিয়োগ করিলেন, অমনি বালক পাঠে মনোযোগী হইল। অতএব যে কোন অভিমত চিন্তার দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে স্থির করা প্রয়োজন। স্থির হইবার অভ্যাস হইলে, সকল বিষয়েই স্থির করিতে পারা যায়॥ ৩২॥

উপদ্রবের নিবারণার্থ মধ্যে আর একটী পরিকর্ম্মের প্রয়োজন বিবেচনায় এই সূত্রটীর সন্নিবেশ করা হইয়াছে। প্রবলবিক্রম বন্য হস্তীকে বশে আনিতে হইলে,

ঔদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ নানুমোদনং নবা দ্বেষম্। সূত্রে সুখদুঃখাদিশব্দৈস্তদ্বন্তঃ প্রতিপাদিতাঃ। তদেবং মৈত্র্যাদিপরিকর্ম্মণা চিত্তে প্রসীদতি সুখেন সমাধেরাবির্ভাবো ভবতি। পরিকর্ম্ম চৈতৎ বাহ্যং কর্ম্ম যথা গণিতে মিশ্রকাদিব্যবহারো গণিতনিষ্পত্তয়ে সঙ্কলিতাদিকর্ম্মোপকারকত্বেন প্রধানকর্ম্মনিষ্পত্তয়ে ভবতি। এবং দ্বেষরাগাদিপ্রতিপক্ষভূতমৈত্র্যাদিভাবনয়া সমুৎপাদিতপ্রসাদং চিত্তং সংপ্রজ্ঞাতাদিসমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে। রাগদ্বেষাবেব মুখ্যতয়া বিক্ষেপমুৎপাদয়তঃ তৌ চেৎ সমূলমুন্মূলিতৌ স্যাতাং তদা প্রসন্নত্বান্মনসো ভবত্যেকাগ্রতা ॥৩৩॥ উপায়ান্তরমাহ।

পুণ্যবানের পুণ্যে উৎসাহ এবং কদাচারীর অসদাচরণের আলোচনা না করিয়া, তাঁহাকে বরং উপেক্ষা করিলে চিত্ত অতি সহজে প্রসন্নভাব ধারণ করে ।। ৩৩ ।।

আভাস।

প্রথমতঃ তাহার আহারের সঙ্কোচ করত, দুর্ব্বল করা আবশ্যক; পরে শিক্ষা। চিত্তেরও আহার কমাইয়া দুর্ব্বল করিবার উপলক্ষেই মৈত্র্যাদি পরিকর্ম্মের ব্যবস্থা। পরসম্পদের উৎকর্ষ দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইয়া, নিজ সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য চিত্তে স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজনা আইসে; যাহার আশ্রয়ে মানব ঐহিক বা পারত্রিক উন্নতির জন্য যত্নবান্ হয়; এবং ফলেও সিদ্ধিলাভ করে। ধনীর ধন দেখিলে, যেমন ধনী হইবার উত্তেজনা আইসে, যোগীর যোগফল দেখিলেও, সেইরূপ যোগানুষ্ঠানে যত্ন হয় এবং তজ্জন্য ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষা বৃত্তি ত্যাজ্য নহে; গ্রাহ্য। আকাঙ্ক্ষাই চিত্তের জীবিকা; আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর দিয়াই চিত্ত জীবিত থাকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে চিত্ত অধিকতর পুষ্ট হইয়া, গুরুতর চাঞ্চল্যের যখন পরিচয় দেয়, তখন তাহার চাঞ্চল্য নিবারণের জন্য উপজীব্য আকাঙ্ক্ষার হ্রাস করা প্রয়োজন বিবেচনায়, "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভূতিকামীর পক্ষে আকাঙ্ক্ষা প্রধান অবলম্বনীয় হইলেও, মুক্তি-কামীর পক্ষে উপশমনীয়। কারণ আকাঙ্ক্ষা চিত্তের জীবনী শক্তির পরিবর্দ্ধনে স্বকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করে; সুতরাং চিত্ত উত্তরোত্তর চঞ্চলই হইয়া থাকে। এবং চাঞ্চল্য নিবারণের মূল ম[illegible]আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। অন্যের ঐশ্বর্য্যাদি সুখময় ভাব নয়নগোচর করিলে মনোমধ্যে যেন ঈর্ষাভাবের উদয় না হয়; বরং সুখী ব্যক্তির সুখময় ভাবের অনুশীলনে চিত্ত প্রসন্ন হয়। অন্যের দুঃখ দেখিলে, নিজের সুখময় ভাবে

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥৩৪॥

প্রাণস্য প্রচ্ছর্দ্দনং বহির্নিঃসারণং, বিধারণং গতিনিরোধঃ তাভ্যাং চিত্তবৃত্তিনিরোধো ভবতি ॥৩৪॥

প্রচ্ছর্দ্দনং যৎ কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ প্রযত্নবিশেষান্মাত্রাপ্রমাণেন বহির্নিঃসারণম্। মাত্রাপ্রমাণেনৈব প্রাণস্য বায়োর্ব্বহির্গতিবিচ্ছেদো বিধারণা। স চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং বাহ্যস্যান্তরাপূরণেন পূরিতস্য বা তত্রৈব নিরোধেন তদেবং রেচকপূরককুম্ভকস্ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ চিত্তস্য স্থিতিমেকাগ্রতায়াং নিবধ্নাতি সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বান্মনঃপ্রাণয়োশ্চ স্বব্যাপারপরস্পরমেকযোগক্ষেমত্বাৎ ক্ষীয়মাণঃ প্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধদ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতি। সমস্তদোষক্ষয়

শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুসারে বাহ্য-বায়ুকে নাসাপুটের দ্বারা অন্তরে পূরণ, তাহার ধারণরূপ কুম্ভক এবং মাত্রাদি পরিমাণে তাহার বাহিরে ত্যাগরূপ রেচক পদ্ধতি দ্বারা প্রাণায়ামের অভ্যাসে চিত্ত সহজে স্থির হয় ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

সাধারণত অহঙ্কার আসে, সুতরাং পতন অনিবার্য্য। অন্যকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উন্নতি করিতে দেখিলে, তাহার অনুমোদনে নিজ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়; তাহার দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। লোক অন্যায়াচরণে ধনাদি প্রাপ্তির দ্বারা উন্নতি করিতেছে মনে করিয়া তাহার অনুকরণ বা বিরুদ্ধাচরণ করা যোগীর কর্ত্তব্য নহে। তদ্বিষয়ে অন্ধের ন্যায়, বিনা আলোচনায় তাদৃশ কর্ম্মকে উপেক্ষা করিলে, মানবহৃদয়ের স্বচ্ছতালাভে প্রকৃত উন্নতি করিতে পারেন। তাঁহার চিত্ত অতি সহজে নির্ম্মলভাব ধারণে, যোগে উপযোগিতা লাভ করে ॥৩৩॥

তৃতীয় উপায় প্রাণায়াম। চিত্ত যখন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হয়, তখন শ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং চিত্ত যখন কোন একটী বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া স্তম্ভিত ভাব ধারণ করে। সুতরাং প্রাণবায়ু স্তম্ভনে চিত্তের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পূরক কুম্ভক ও রেচক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ, যাহার পদ্ধতি পরে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে। যোগীর অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, কেবল প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তনিরোধ হয় না। অভিমত কোন তত্ত্বে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার অভ্যাস, মিত্রভাবাদির চিন্তায় চিত্তের ঔদাসিন্য এবং প্রাণায়াম এই তিনটী ব্যাপার একত্রে অনুষ্ঠান করিলে, বিক্ষেপাদির নিবারণে চিত্তনিরোধ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসস্থিতিনিবন্ধিনী॥ ৩৫॥

বিষয়াঃ গন্ধাদয়ঃ ফলত্বেন বিদ্যন্তে যস্যাং সা বিষয়বতী; প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ সাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা সা উৎপন্না সতী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী চিত্তস্য স্থিতিহেতুঃ ভবতি ॥ ৩৫ ॥

কারিত্বস্যাগমে শ্রূয়তে দোষকৃতাশ্চ সর্ব্বা বিক্ষেপবৃত্তয়ঃ। অতো দোষনির্হরণদ্বারেণা-প্যস্যৈকাগ্রতায়াং সামর্থ্যম্ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীমুপায়ান্তরপ্রদর্শনোপক্ষেপেণ সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বাঙ্গং কথয়ন্তি।

মনস ইতি বাক্যশেষঃ। বিষয়াঃ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাস্তে বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাঃ সা বিষয়বতী প্রবৃত্তির্মনসঃ স্থৈর্য্যং করোতি। তথা হি নাসাগ্রে চিত্তং ধারয়তো

পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতির আশ্রয়ে চিত্তের চাঞ্চল্য অপনোদিত হইলে, চিত্তকে যথেচ্ছ নিয়োগের যোগ্যতা যোগীর হইয়া থাকে এবং

আভাস।

সমাহিত চিত্তের শক্তি অনির্ব্বচনীয়। আমরা যখন যে কোন বস্তুতে একা-গ্রতা সহকারে নিবিষ্টচিত্ত হই, তখনই যাহাকে অবলম্বন করিয়া একাগ্র হইয়াছিলাম, তাহার অভ্যন্তরে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতম যেন আর একটী বিষয় বা ভাব তাহার মধ্য হইতে দেখা দিতে থাকে। স্থূল ইন্দ্রিয় তাহা ধরিতে পারে না, সেটী কেবল সমাহিত বা একাগ্র চিত্তেরই বিষয় মাত্র। শব্দ স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ নামে, বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ নামে যে পঞ্চবিধ পৃথক্ পদার্থ বাহিরে আছে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য জীবদেহে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ নামে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও আছে। সকলেই স্ব স্ব অধিকারানু-রূপ পদার্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। একের গ্রাহ্য বিষয়কে অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ কখন কর্ণ বা নাসিকার গ্রাহ্য হয় না এবং নাসিকাদির গ্রাহ্য বিষয়ও কখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের একটী অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ আছে, যাহা অকস্মাৎ প্রকাশ না পাইলেও, বিলম্বে অর্থাৎ একটু চির সম্বন্ধে সেই সম্পর্ক প্রকাশ পাইয়া যায়; সে সম্বন্ধটী কি বলিয়া আমরা সামান্য অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিব যে, গ্রাহ্য বিষয় শব্দ এবং গ্রহীতৃ কর্ণ এতদুভয়ের উৎপত্তি স্থান শব্দতন্মাত্র এক। মধুরাদি রস, তদ্গ্রহীতা রসনা সূক্ষ্ম রস, তন্মাত্র হইতে প্রস্তুত; সেই নিমিত্ত জিহ্বা রসাতি-রিক্ত রূপাদি পদার্থে অধিকারের পরিচয় দিতে পারে না। অতএব শ্বেত, নীল

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬॥

জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ বিদ্যতে যস্যাঃ সা প্রবৃত্তিঃ সম্বিৎ বিশোকা বিগতঃ রজঃ পরিণামঃ সাঃ উৎপন্না সতী মনসঃস্থিতিনিবন্ধিনী ভবতি ॥ ৩৬ ॥

দিব্যগন্ধসংবিদুপজায়তে। তাদৃশ্যৈব জিহ্বাগ্রেরসসংবিৎ তাল্বগ্রে রূপসংবিৎ জিহ্বা-মধ্যে স্পর্শসংবিৎ জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ তদেবং তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারেণ তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে দিব্যে জায়মানা সংবিৎ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়া হেতুর্ভবতি। অস্তি যোগস্য ফল-মিতি যোগিনঃ সমাশ্বাসোৎপাদনাৎ ॥ ৩৫ ॥ এবংবিধমেবোপায়ান্তরমাহ।

প্রবৃত্তিরুৎপন্না চিত্তস্য স্থিতিনিবন্ধিনীতি বাক্যশেষঃ। জ্যোতিঃশব্দেন সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ উচ্যতে স প্রশস্তো ভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যা সা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিঃ। বিশোকা বিগতঃ সুখময়ত্বাভ্যাসবশাচ্ছোকো রজঃ পরিণামো যস্যা

যাহাতে নিয়োগ করা হয়, সেই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ভাবের সাক্ষাৎকার হইলে, চিত্তে সমাহিত হইবার শক্তি জন্মে ॥ ৩৫ ॥

জিহ্বাগ্রাদি বিষয়ে সমাহিত চিত্ত যেমন দিব্য রস উপলব্ধি করে, আবার উপলব্ধ দিব্য রসে সমাহিত হইল, উপলব্ধি স্বরূপ

আভাস।

বা পীতবর্ণ বিশিষ্ট কতকগুলি পরমাণু পুঞ্জের সমষ্টি চূর্ণক-রূপে জিহ্বাতে প্রদান করিবা মাত্র, সে তাহার বর্ণগত ও শব্দগতাদি ভাব গ্রহণ না করিয়া তাহাতে মধুর রস মাত্র গ্রহণ করিল। সুতরাং শর্করার অবয়ব বিভাগের মধ্য হইতে কেবল রস ভাগকে যখন জিহ্বা গ্রহণ করিয়াছে, তখন জিহ্বার মাংসময়াদি ভাবের অভ্যন্তরে সজাতীয় সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের সার শক্তি অবশ্য নিহিত আছে; যে বিচিত্র কটু অম্লাদি রসের মাতৃ মূর্ত্তি রূপে বিদ্যমান। ইহা ইন্দ্রিয়ের কারণস্থানীয় বলিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা কখন গ্রাহ্য নহে; কিন্তু যখন আছে, তখন অবশ্যই গ্রাহ্য; তবে সমাহিত চিত্তের গ্রাহ্য। অতএব যোগী যখন সমাহিত হন, তাঁহার স্থির চিত্তে ইন্দ্রিয়ে অতীত প্রচ্ছন্ন বিষয় সমূহের অবভাসনে চিত্ত চমকিত হইয়া ও আশ্বস্ত হইয়া, উত্তরোত্তর অধিকতর আগ্রহের সহিত যোগমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে পদার্থের সূক্ষ্ম গুণে সমাপত্তির বর্ণন করিয়া, এই সূত্র সেই সূক্ষ্ম গুণ যেখানে প্রকাশ পায়, চিত্ত মধ্যে সেই প্রকাশ-ভাবের যখন প্রতীতি হয়,

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বীতাঃ বিগতাঃ রাগাঃ যস্মাৎ তৎ চিত্তং এব বিষয়ঃ আলম্বনং যস্য তৎ চিত্তং চিন্তয়তঃ যোগিনঃ স্থিতৌ কারণং ভবতি ॥ ৩৭ ॥

সা বিশোকা চেতসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী। অয়মর্থঃ হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্ত-কল্লোল-ক্ষীরোদধি-প্রখ্যং চিত্তস্য সত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্ববৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে ॥ ৩৬ ॥ উপায়ান্তরপ্রদর্শনদ্বারেণ সম্প্রজ্ঞাতসমাধের্বিষয়ং দর্শয়তি।

মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনং ভবতীতি শেষঃ। বীতরাগঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাষস্তস্য যৎ চিত্তং পরিহৃতক্লেশং তৎ আলম্বনীকৃতং চেতসঃ স্থিতিহেতুর্ভবতি ॥ ৩৭ ॥ এবংবিধমুপায়ান্তরমাহ ॥

সাত্ত্বিক প্রকাশ-ভাবকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত শোকের পরপারে উপনীত হইতে পারে। কারণ বিষয়-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ উপলব্ধি-ভাবে আর ভয় বা শোকের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩৬ ॥

অনুরাগাদি-শূন্য নিশ্চিন্ত স্বীয় চিত্তকে চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, যোগীর চিত্ত অতি সহজে নিরুদ্ধ পদবীতে আরোহণ করিতে পারে ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

তখন চিত্তের আর চাঞ্চল্য থাকে না। কারণ চিত্তে যতক্ষণ ভাবিবার পদার্থ থাকে, ততক্ষণ চাঞ্চল্য থাকে; কারণ ভাবনীয় পদার্থ মাত্রেই ক্ষয়, ব্যয়, পরিণাম সুতরাং ভয় শোকাদির হেতু থাকায়, চাঞ্চল্য আইসে। কিন্তু পদার্থ ছাড়িয়া যে পদার্থকে বুঝিতে ছিল, সেই বুঝা ভাবকে যখন অবলম্বন করে, সেখানে আর ভয় শোকাদির কোন কারণ না থাকায়, চিত্তকে অগত্যা স্থির হইতে হয়। একটী অভিনব প্রকাশ-ভাব হৃদয়-পদ্মে সহস্রারে জাগিয়া যোগীকে নিরাময় ভাবে পর্য্যবসিত করে; ইহারই নাম বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী অর্থাৎ প্রকাশভাব ॥ ৩৬ ॥

উপায়ান্তরের উল্লেখে বর্ণন করা হইয়াছে যে, চিত্ত যৎকালে কোন ভাবনা করে না; এবং ভাবনা যে করে না, তাহা অনুভবের উপলক্ষে কেবল সাত্ত্বিক প্রকাশমান ভাবে অবস্থিতি করে, যোগী যদি সেই চিন্তাশূন্য চিত্তেতে ধারণার দ্বারা সমাহিত হন, তাহা হইলে অতি সুগমে তাঁহার চিত্ত স্থির হইয়া আইসে ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিনিরোধে যদা মনোমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ তদা স্বপ্নঃ, তাদৃশং স্বপ্নং, নিদ্রাং পূর্ব্বোক্তলক্ষণাং, তথা জ্ঞানং বা অবলম্ব্য চিন্তয়তঃ যোগিনঃ চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৮ ॥

প্রত্যস্তমিতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তের্মনোমাত্রেণৈব যত্র ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ স স্বপ্নঃ। নিদ্রা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা। তদালম্বনং স্বপ্নাবলম্বনং নিদ্রালম্বনং বা জ্ঞানমালম্ব্যমানং চেতসঃ

চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-গ্রামের বিষয়-সম্পর্কের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে, জীবাত্মা যখন কেবল মানস-সংস্কারের উপভোগে নিবিষ্ট থাকে, তখন চিত্তের স্বপ্নাবস্থা ; এই স্বপ্নাবস্থা, নিদ্রাবস্থা

আভাস।

তমোগুণের প্রভাবে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ শক্তির অভাবে যখন বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করিতে নিরস্ত হয়, অথচ গাঢ়নিদ্রার আবির্ভাব হয় নাই, সেই সময়ে মানবের স্বপ্ন-দর্শন ঘটে। তৎকালে মনোমধ্যে পূর্ব্ব-সংগৃহীত সংস্কারগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় মূর্ত্তি পরিগ্রহে জীবাত্মাকে জাগ্রতবৎ ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। জীবাত্মা তমোগুণের বশবর্ত্তী হইয়া, মনোরাজ্যের সুখ দুঃখাদি অনুভব করে। এই স্বপ্নাবস্থাতে, বা স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অলৌকিক ভাবে চিত্ত সমাহিত করিলেও, চিত্তকে জয় করা যায়। এতদ্ব্যতীত নিদ্রাবস্থার চিন্তাতেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ নিদ্রাও কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে মৃত্যু। ইন্দ্রিয়-বর্গের স্রোত জাগ্রৎকালের ন্যায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত না হইয়া, ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী গতিতে যখন মনোমধ্যে নিবিষ্ট হয়, এবং মনও নিষ্ক্রিয় হইয়া, অহঙ্কারে প্রবেশ করে; অর্থাৎ কিছুই করিতেছি না, কেবল আছিমাত্র ভাবিতে ভাবিতে, কিছু নাই ভাবের উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই নিদ্রা। এ নিদ্রা রজোমিশ্রিত তমঃ; সুতরাং পুনর্জ্জাগ্রতের সম্ভাবনা; যদি এই তমোগুণকে রজোগুণ আর উদ্রেক না করে, তাহা হইলে, এই নিদ্রাই চিরনিদ্রা, মৃত্যু। অতএব প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই নিদ্রিত হইবার পদ্ধতির প্রতি চিত্ত সচকিত রাখিলে, মৃত্যুর পদ্ধতিকেও অবধারণ করিবার যোগ্যতা জন্মে; এবং এই দৈনন্দিন নিদ্রার চিন্তায়, তিনি একজন অসাধারণ সংযত-চেতা যোগী হইতে পারেন। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং নিদ্রা এই তিনটাই আমার অবস্থা; সময় বিশেষে আমার দেহে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহা আমিই বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পৃথক্‌ভাবে অনুভব করিতেছি। সুতরাং এই ত্রিবিধ অবস্থা

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

যৎ এব অভিমতং তদেব ধ্যানাৎ তত্র লব্ধস্থিতিকং চিত্তং অন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৯ ॥

স্থিতিং করোতি ॥ ৩৮ ॥ নানারুচিত্বাৎ প্রাণিনাং যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি যোগিনঃ শ্রদ্ধা ভবতি তস্য ধ্যানেনাপীষ্টসিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ।

যথা অভিপ্রেতে বস্তুনি বাহ্যে চন্দ্রাদাবভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরীভবতি ॥ ৩৯ ॥ এবমুপায়ান্ প্রদর্শ্য ফলপ্রদর্শনায়াহ।

এবং তদপেক্ষা উচ্চতম কেবল বুঝিতেছি বলিয়া সেই বোধ-বস্থাকে অবলম্বন করত, সমাহিত হইলে, চিত্ত সহজেই বৃত্তিশূন্য হইতে পারে ।। ৩৮ ।।

অধিক কি ! যথারুচি যে কোন বিষয়ের আশ্রয়ে চিত্তকে সমাহিত করিলে, চাঞ্চল্য পরিহারে চিত্ত বৃত্তিহীন অচল ভাব ধারণ করিতে পারে ।। ৩৯ ।।

আভাস।

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এই তিন অবস্থার অনুভব কর্ত্তারূপে একটী চিরস্থায়ী জ্ঞানের অস্তিত্ব আমি সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু অমীমাংসিত ভাবে মাত্র। যোগী যদি ঐ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ পৃথক্ মীমাংসিত ভাবে ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলেই চিত্ত স্থিরের উত্তম উপায় অবধারণ করিতে পারিলেন ॥ ৩৮ ॥

এতদ্ব্যতীত চিত্ত স্থির করিবার যথেষ্ট উপায় আছে; চিত্তের গতি লক্ষ্য করিলেও, চিত্ত স্থির হইয়া আইসে। দেহের অভ্যন্তরে সূচীবিদ্ধের ন্যায় যদি কোন একটী যন্ত্রণা হয়, তাদৃশ তীব্র কোন একটী ভাবকে অবলম্বন করিয়া ক্ষণকাল থাকিলেও, চিত্ত অন্যমনস্ক না হইয়া, স্থৈর্য্য ধারণ করে। এই প্রকারে নাভি-চক্র, বক্ষের স্পন্দন, নাড়ীর গতি প্রভৃতি আভ্যন্তরিক কোন একটী ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া ভাবিতে পারিলেও, চিত্ত স্থির হয়। ইহা ব্যতীত বহির্জগতে আকাশ-পথে উদিত চন্দ্রে, সূর্য্যে বা নক্ষত্রাদিতে চিন্তা স্থির করিলেও, চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। চিত্ত স্থির করা কিছু বিচিত্র নহে; সামান্য চেষ্টাতেই স্থির করিতে পারা যায়; কারণ স্থির হওয়াই চিত্তের অভ্যাস এবং ধর্ম্ম; তবে চঞ্চল হইবার কারণ আর কিছুই নহে, যে অভিপ্রায়ে বা প্রত্যাশায় যাহার প্রতি চিত্ত নিপতিত হইল, তৎসকাশে তাহা না পাইলে বা আশা-ভঙ্গ হইলে, তৎক্ষণাৎ

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্থং লব্ধস্থিতিকং চিত্তং যস্য তাদৃশস্য অস্য যোগিনঃ সূক্ষ্মে পরমাণ্বন্তে স্থূলে আকাশাদি পরম মহত্ত্বান্তে বশীকারঃ ভবতি। কুত্রাপি ন প্রত্যাহন্যতে ॥ ৪০ ॥

এভিরুপায়ৈশ্চিত্তস্য স্থৈর্য্যং ভাবয়তো যোগিনঃ সূক্ষ্মবিষয়ভাবনাদ্বারেণ পরমাণ্বন্তো বশীকারঃ অপ্রতিঘাতরূপো জায়তে। ন কচিৎ পরামাণ্বন্তে সূক্ষ্মে বিষয়ে

বৃত্তিহীন অচল চিত্তের সামর্থ্য অসীম! অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ আকাশাদি পরম মহৎ পদার্থে ইহার প্রবেশাধিকার জন্মে; প্রবেশ বা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া, এমন কোন পদার্থ সৃষ্টিস্তরে থাকে না। সমগ্র সংসার প্রতিষ্ঠিত চিত্তের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ॥ ৪০ ॥

আভাস।

বিষয়ান্তরে নিপতিত হয়; সে স্থলেও পুনরায় পূর্ব্ববৎ আশাভঙ্গের দোষে অন্যত্র এবং অন্যত্র এইরূপে নিরন্তর যাইতে যাইতে চিত্ত চঞ্চল-স্বভাব প্রাপ্ত হয়! অতএব কোনরূপ প্রত্যাশা কাহারও নিকট না রাখিয়া, যাহাতেই চিত্ত সংলগ্ন করা যায়, তাহাতেই স্থৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। যদি কোন বালিকাকে প্রতিবেশীদের গৃহে নিরন্তর পর্য্যটনের অবসর দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে কখন প্রয়োজন কালেও অভ্যাসের দোষে গৃহে থাকিতে পারে না; এমন কি! বিবাহের পর উপযুক্ত বয়সে, স্বামী-গৃহও তাহার যমপুরীর ন্যায় প্রতীত হয়। সুতরাং তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার পিত্রাদি পরিজনবর্গ বলের প্রয়োগে তাহাকে স্বামীগৃহে আবদ্ধা রাখিবার চেষ্টা কিছু দিন করিলেই, তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তনে কন্যা (হুড়কো মেয়ে) কুলবধূতে পরিণত হয়। তখন আর সে স্বামীগৃহ পরিত্যাগে পিতৃসদনে আসিবার সাবকাশও পায় না; এবং অপ্রার্থিত স্বামীসুখে সে চিরসুখ জ্ঞান করে। ভোগীর চিত্তও সেইরূপ বিচিত্র বিষয়ের গৃহে গৃহে নিরন্তর ভ্রমণ করিবার দোষে, চঞ্চল-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাকে এক্ষণে বলের প্রয়োগে নিত্যানন্দ স্বামীর গৃহে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এক্ষণে সে স্বামীর সুখ না পাইলেও, ক্ষতি নাই! কেবল রুদ্ধ থাকিয়া চঞ্চল স্বভাবের পরিবর্ত্তন করুক! পরে কুলবধূভাব পাইবার ন্যায়, নিভৃতে অবস্থানের অভ্যাস হইলে, কুলবধূর পক্ষে স্বামীর সর্ব্বস্বের তুল্য অধিকারিণী হইবার ন্যায়, সংযত-চেতা যোগী সেই পরমেশের সর্ব্বস্বের

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র হীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ॥ ৪১॥

অভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকাদের্মণে স্তত্তদ্রূপাশ্রয়বশাত্তদ্রূপাপত্তি র্ভবতি তথা ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য তস্য চিত্তস্য গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষ, অস্মিতেন্দ্রিয়-বিষয়েষু তৎস্থত্বং তদেকাগ্রতা, তদঞ্জনতা তন্ময়তা এব সমাপত্তিঃ স্বরূপপরিহারেণ তদ্রূপতাপ্রাপ্তি র্ভবতি॥ ৪১॥

অস্য মনঃ প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। এবং স্থূলমাকাশাদিপরমমহত্ত্বপর্য্যন্তং ভাবয়ন্তো ন ক্বচিচ্চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে। সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ॥৪০॥

এবমেভিরুপায়ৈশ্চ সংস্কৃতস্য চেতসঃ কীদৃগ্রূপং ভবতীত্যাহ। ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য স ক্ষীণবৃত্তিঃ তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু আত্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তত্রৈকাগ্রতা। তদঞ্জনত্বং তন্ময়ত্বম্। ক্ষীণভূতে চিত্তে

স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল স্ফটিকাদি মণি যেমন নিকটস্থ পদার্থের বর্ণে উপরঞ্জিত হইয়া তত্তৎ স্বরূপেই প্রতীত হয়, যোগানুষ্ঠানে চিত্ত নির্ম্মল এবং বৃত্তিশূন্য হইলে, সাধারণের গ্রাহ্য অতি স্থূল পদার্থ, অতীন্দ্রিয় বস্তু পরমাণু এবং অন্তঃকরণ, অধিক কি! বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত সাক্ষাৎ চৈতন্য-বৃত্তি আমি-ভাব অস্মিতাতেও একাগ্র হইয়া তন্ময়তা লাভ করিতে পারে। যোগীর চিত্ত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে বিরাজমান

আভাস।

অধিকারী হইয়া তুল্য সম্ভোগে কৃতার্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। সৃষ্ট জগতে কোন পদার্থ যোগীর চিত্তকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। পরমাণু হইতে পরম মহৎ নভোমণ্ডলও যোগীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করে। যোগী স্বাধীন; জগৎ যোগীর অধীন। যোগী যথেচ্ছা গমন ও বিহারাদি করিতে পারেন।* অনন্ত সংসার যোগীর অধীনে থাকিয়া, তাঁহার ইচ্ছা সংসাধিত করিয়া থাকে॥ ৩৯। ৪০॥

স্থির চিত্তের শক্তি অনির্ব্বচনীয়। ইহা যে কেবল নিজেই স্বচ্ছতা লাভে সকলের সহিত মিলিতে পারে, তাহা নহে; ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ ভাবের মধ্যে

বিষয়স্য ভাব্যমানস্যৈবোৎকর্ষঃ। তথাবিধা সমাপত্তিঃ তদ্রূপঃ পরিণামো তবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ অভিজাতস্যেব মণে র্যথা অভিজাতস্য নির্ম্মলস্ফটিকমণেস্তত্তদুপাধিবশাত্তত্তদ্রূপাপত্তিঃ এবং নির্ম্মলস্য চিত্তস্য তত্তদ্ভাবনীয়বস্তূপরাগাত্তত্তদ্রূপাপত্তিঃ। যদ্যপি গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু ইত্যুক্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাৎ গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃষু ইতি বোধ্যম্। যতঃ প্রথমং গ্রাহ্যনিষ্ঠ এব সমাধিঃ। ততো গ্রহণনিষ্ঠঃ ততোঽস্মিতারূপো গ্রহীতৃনিষ্ঠঃ। কেবলস্য পুরুষস্য গ্রহীতুর্ভাব্যত্বাসম্ভবাৎ। ততশ্চ স্থূলসূক্ষ্মগ্রাহ্যোপরক্তং চিত্তং তত্র সমাপন্নং ভবতি এবং গ্রহণে গ্রহীতরি চ সমাপন্নং বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪১ ॥ ইদানীমুক্তায়া এব সমাপত্তেশ্চাতুর্ব্বিধ্যমাহ।

জগতের প্রত্যেক পদার্থের মূর্ত্তিতে আকারিত হইতে পারে সত্য! কিন্তু কখন সংস্কৃত হয় না। যোগীর সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি আগন্তুক ব্যক্তির রোগাদি, চিন্তিত বিষয়, এবং তাহার ভাবী ফল পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীতি করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ বা অভিভূত হন না ॥ ৪১ ॥

আভাস।

প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সত্যানৃত সকল ভাব গ্রহণে অধিকারী হয়। নির্ম্মল স্ফটিক যে কোন বর্ণের পার্শ্বে অবস্থান করে, তাহার সেই বর্ণে স্বয়ং রঞ্জিত পরিলক্ষিত হয়। যোগীর চিত্তও সকলের অন্তঃকরণের ভাব দর্পণে প্রতিবিম্বিতের ন্যায়, অবধারণ করিতে পারে; যোগীর নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না। স্থির-চিত্ত প্রথমত স্থূল জ্ঞেয় পদার্থ প্রতীতি করে; পরে ক্রমশ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বর্গ, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারভূত ভাবের অবধারণে পরিণামে স্বয়ং জ্ঞাতা জীবভাব অস্মিতাতেও প্রবেশ করিতে পারে। সংযত হইতে হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে উত্তরোত্তর পর্য্যায়ে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য; ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। কোন অপরিজ্ঞাত ব্যক্তি সন্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি কে? কি নিমিত্ত আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে? স্থিরচেতা যোগী প্রত্যক্ষের ন্যায়, সমস্ত অবগত হইতে পারেন ॥ ৪১ ॥

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২ ॥

তত্র তাসু সমাপত্তিষু, শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোটরূপো ধ্বনিঃ অর্থো জাত্যাদিঃ, জ্ঞানং সাত্ত্বিকবুদ্ধিবৃত্তিঃ, তৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাধি র্ভবতি ॥ ৪২ ॥

শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোটরূপো বা শব্দঃ। অর্থো জাত্যাদিঃ। জ্ঞানং সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। বিকল্প উক্তলক্ষণঃ তৈঃ সঙ্কীর্ণা যস্যাম্। এতে শব্দাদয়স্ত্রয়ঃ পরস্পরাধ্যাসেন বিকল্পরূপেণ প্রতিভাসন্তে গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং অনেন আকারেণ যা সা সবিতর্কা সমাপত্তিরুচ্যতে ॥ ৪২ ॥ উক্তলক্ষণবিপরীতাং নির্ব্বিতর্কামাহ।

সমাধির প্রারম্ভে চিন্তিত বিষয় বিস্পষ্ট ভাবে চিত্তে উদিত হয় না; বস্তুর নাম, তাহার মূর্ত্তি এবং তাহার প্রয়োজনীয় ভাবমূলক চিন্তায় পরস্পরে সংবিদ্ধের ন্যায়, সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। শব্দাত্মক নাম, জাত্যাদি মূর্ত্তি এবং তন্নিষ্ঠ উপকারী বা অপকারী ভাব এই তিনটী পর্য্যায়ক্রমে বা অনিয়ত ভাবে উদ্রিক্ত হওয়ায়, যোগীর চিত্ত কোন ভাবেই দৃঢ় হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

আভাস।

আমরা যখনই যে কোন বস্তু বা বিষয়ের অবলম্বনে সমাহিত হইতে চেষ্টা করি, তাহাতেই তিনটী ভাবের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গাভী এই শব্দ, তজ্জনিত গোদেহ, তজ্জনিত একটী দুগ্ধ প্রদানাদি প্রয়োজন জ্ঞান এই তিনটী ভাব একত্রে যেন মিলিত হইয়া হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে। ইহার কোন একটীকে আশ্রয় করিলে অপর দুইটী মিলিত থাকিলেও, অমিলিতের ন্যায় স্বরূপ আনয়ন করে। অর্থাৎ দুগ্ধ জ্ঞান হইলেই, তৎসঙ্গে কাহার দুগ্ধ, সেই গোদেহ; তাহার নাম গাভী, এই তিনটী পৃথক্ ভাবে হৃদয়ে উদিত যদবধি হয়, তদবধি তাহাকে সঙ্কীর্ণ সমাধি অর্থাৎ মিলিত সমাপত্তি বলা হয়। কিন্তু যখন যেটীকে আমরা চিন্তা করিব, তখন তাহার আনুষঙ্গিক অপর দুইটার বিনা সংশ্রবে কেবল সেইটী মাত্র অবভাসিত হয়, তখনই নির্ব্বিতর্ক-সমাধি। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনের একত্রে উপস্থিতিই সবিতর্ক। যখন কেবল অর্থের প্রতীতি হইয়া, চিত্ত শব্দের বা অর্থনিষ্ঠ উপকারিতা বা অপকারিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে না, কেবল গোপিণ্ডাদি অর্থের উপরই নিমগ্ন থাকিবে, তখনই নির্ব্বিতর্ক সমাধি ॥ ৪২ ॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে বাহর্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪৩॥

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণায়া স্মৃতেঃ পরিশুদ্ধৌ বৈচিত্র্যত্যাগে সতি অর্থমাত্রনির্ভাসা অবিকল্পিতার্থমাত্রং বিভাব্যমানা, স্বরূপশূন্যা গ্রাহ্যাকারাকারিতা ইব সমাপত্তি র্নির্বিতর্কা ইতি উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

শব্দার্থ[illegible]ত্তিপ্রবিলয়ে সতি প্রত্যাদিষ্টস্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিততয়া ন্যগ্‌ভূতজ্ঞানাংশত্বেন স্বরূপশূন্যেব নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥৪৩॥ ভেদান্তরং প্রতিপাদয়িতুমাহ ।

পরে ক্রমশ চিন্তার অভ্যাসে স্মৃতিশক্তির বিশুদ্ধি ঘটিয়া, নামাত্মক শব্দ এবং আশ্রিত ধর্ম্মাদিকে পরিত্যাগ করত, মূল ধর্ম্মী স্থানীয় গোপিণ্ডাদিকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয়, তখনই চিত্তের নির্ব্বিতর্ক-সমাধি ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

আমরা যখন যে কোন স্থূল বিষয় অবলম্বনে চিন্তার আরম্ভ করি, আমাদের অজ্ঞাতসারে স্মৃতি সেই অবলম্বিত বিষয়ের কোন্ অংশে যে পতিত হয়, প্রথমত তাহার নিরূপণ হয় না। পুস্তক এই শব্দটী শ্রবণ করিবা মাত্র, শব্দ যাহার পরিচয় দেয়, সেই চতুষ্কোণ মলাট-বিশিষ্ট কাগজ-গ্রথিত বস্তুর প্রতি মন ধাবিত হইয়াই, আর তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পায় না; তখন দেখি! মন পুস্তকস্থ বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। সুতরাং আমার পুস্তক চিন্তা সুস্পষ্ট হইল না; সুতরাং সঙ্কীর্ণ। কিন্তু শব্দ মাত্র শ্রবণ করিলেও, শব্দের লক্ষ্য চতুষ্কোণ বস্তু অবভাসিত হইবে, শব্দ বা তাহাতে কি লিখিত আছে, তদ্বিষয়ও স্মৃতিকে বিব্রত না করে, তখনই চিন্তিত বস্তুর স্থির করা হইল। এমন কি! আমি ইহা ভাবিতেছি বলিয়া, আমি ভাবেরও উদয় তখন থাকে না। ইহাকে বিতর্কশূন্য অসঙ্কীর্ণ সমাধি বলা হয় ॥ ৪৩ ॥

স্থূল চিন্তার ন্যায়, সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা অন্তঃকরণ চিন্তা কালেও, ঐরূপ সবিচার ও ও নির্ব্বিচার ভেদে সমাধি দুই প্রকার অনুভূত হয়। বুদ্ধিকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে বসিলে, আমরা দেখি! হস্ত পদাদি অন্য কোন অঙ্গে বুদ্ধির স্বরূপোলব্ধি হয় না; মস্তকের মধ্যে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে তাহার ক্রিয়া মাত্র। পরক্ষণেই স্মৃতি বুদ্ধির কখন উদ্ভাসন হয়

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

এতয়া স্থূলবিষয়য়া সবিতর্কয়া নির্বিতর্কয়া চ সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্বিচারা সমাপত্তি র্ব্যাখ্যেয়া ॥ ৪৪ ॥

এতয়ৈব সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ সমাপত্ত্যা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ ব্যাখ্যাতা কীদৃশী সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মস্তন্মাত্রেন্দ্রিয়াদির্বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা। এতেন পূর্ব্বস্যাঃ স্থূলবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি। সা হি মহাভূতেন্দ্রিয়ালম্বনা শব্দার্থবিষয়ত্বেন শব্দার্থবিকল্পসহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা

অতএব স্থূল-বিষয়াবলম্বী সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাধির পার্থক্যের ন্যায়, সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাধিরও পরস্পরের পার্থক্য অবধারণ এবং মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণাদি সূক্ষ্ম-বিষয়কে অবলম্বন করত যোগী চিন্তায় প্রবৃত্ত হন, প্রথমে সেই মূল ধর্ম্মীকে পূর্ণমাত্রায় ধরিতে না পারিয়া দেশ, কাল ও ধর্ম্মের আশ্রয়ে তাঁহার চিত্ত দোলায়মান থাকে; পরে স্মৃতির পরিস্ফুরণে দেশ, কাল ও ধর্ম্মকে উপেক্ষা করত, মূল ধর্ম্মীকে চিত্ত ধারণা করিতে পারে, তখনই তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলে ॥ অর্থাৎ দয়া বা দ্বেষের উদয়ে আমার মস্তিস্কস্থ হৃদয়ে (ফুস্ ফুস্ মধ্যে নহে) যে ক্রীয়াশীল চিন্তা-শক্তির কখন উদয় হয় এবং কখনও বা নাই বলিয়া উপলব্ধ হয়, অন্তঃকরণের তাদৃশ অহঙ্কার-মূর্ত্তিতে চিত্ত যখন স্থির হয়, তখন নির্ব্বিচার; এবং যদবধি স্থির নিশ্চল না হইয়া, চিত্ত একবার এটী

আভাস।

কখন হয় না, বলিয়া কালের প্রতি নিপতিত করি এবং তৎপরক্ষণেই পুনঃ বুদ্ধির ধর্ম্মের প্রতি চিত্তকে চালিত করিয়াছি। সুতরাং চিত্তের তখনও বিষয় স্থির হয় নাই। তবে কাষ্ঠ-পাষাণাদি না ধরিয়া, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহার দেশ, কাল এবং ধর্ম্মের উপর আন্দোলিত হইতেছে। এই প্রকারে আন্দোলিত হইতে হইলে যখন বিশেষ তীক্ষ্ণতা সহকারে স্মৃতি বুদ্ধির স্থান, ধর্ম্ম ও কালের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বিচারাত্মক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করাইয়া

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সবিচার-নির্বিচারয়োঃ যৎসূক্ষ্মবিষয়ং উক্তং তৎ অলিঙ্গে প্রধানে পর্য্যবসানং তৎ পর্য্যন্ত মেব ॥৪৫॥

সবিচারা। দেশকালধর্ম্মাদিরহিতো ধর্ম্মমাত্রতয়া সূক্ষ্মার্থস্তন্মাত্রেন্দ্রিয়স্বরূপঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা ॥ ৪৪ ॥ অস্যা এব সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ কিং পর্য্যন্তঃ সূক্ষ্মবিষয় ইত্যাহ।

সবিচারনির্ব্বিচারয়োঃ সমাপত্তো র্যৎসূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তদলিঙ্গপর্য্যবসানং। ন ক্বচিল্লীয়তে ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গতি গময়তীত্যলিঙ্গং প্রধানং তৎপর্য্যন্তং সূক্ষ্ম-বিষয়ত্বম্। তথা হি গুণানাং পরিণামে চত্বারি পর্ব্বাণি বিশিষ্টলিঙ্গমবিশিষ্টলিঙ্গং

আবার ওটী বলিয়া অহঙ্কারের অবয়বের উপর পর্য্যটন করে, তদবধি সবিচার। অর্থাৎ বহু হইলেই বিচার থাকে, বহু একে পরিণত হইলে, বিচারের সমাপ্তিতে নির্ব্বিচার ভাবের পরিণতি ঘটে ॥ ৪৪ ॥

সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাধির ধ্যেয় সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা।

আভাস।

নিশ্চিন্ত থাকে, তখন নির্ব্বিচার সিদ্ধ হইল। স্থূল বিষয় অবলম্বনে যেরূপ প্রথম সঙ্কীর্ণ পরে অসঙ্কীর্ণ সমাধি হয়, ঐরূপ সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বনেও সবিচার এবং নির্ব্বিচার রূপে দ্বিবিধ সমাধির নিরূপণ করিয়াছেন ॥৪৪ ॥

স্থূলের সাধারণ মূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, সূক্ষ্ম মূর্ত্তির সীমাকে নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। দর্শনকার এতদর্থে অলিঙ্গপর্য্যবসানং বলিয়া সূত্র করিয়াছেন। যে ঐশ্বরী শক্তি ক্রম-পর্য্যায়ে ক্রমশ স্থূল হইয়া, আমাদের ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্য পদার্থরূপে পরিণত রহিয়াছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তনের ক্রমকে নিরূপণ করা সম্পূর্ণই দুঃসাধ্য। তবে নানারঙ্গে রঞ্জিত রামধনুর বর্ণ-বিভাগ কেবল ঘনীভূতত্বাদির উপরই নির্ভর করে, পরস্পরের বৈলক্ষণ্য কোথায়ও সুস্পষ্ট প্রতীত হয় না। সেইরূপ মায়াময় প্রকৃতির স্তরকে পৃথক্ নিরূপণ করাও অসম্ভব। কেবল আমাদের ব্যব-হারোপযোগী ভাবের উল্লেখে ধারণার মধ্যে আনিয়া, বিভাগের পরিচয় দিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৈষম্যে প্রকৃতির শক্তি চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত। আমাদের ব্যবহারিক স্থূল মূর্ত্তিতে তিনি পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়স্বরূপে যে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই বিশেষ ভাব; ইহার কারণরূপে বিদ্যমান সূক্ষ্ম পঞ্চ

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ নির্ব্বিচারান্তাঃ সমাপত্তয়ঃ এব সবীজঃ বীজেন অবলম্বনেন অতঃ সংসার-কারণ-বীজভূতেন সহ বর্ত্তমানঃ সমাধিরুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গং চেতি। বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতেন্দ্রিয়াণি অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রান্তঃ-করণানি লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ অলিঙ্গং প্রধানমিতি নাতঃপরং সূক্ষ্মমস্তীত্যুক্তং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ এস্তেষাং সমাপত্তীনাং প্রকৃতে প্রয়োজনমাহ।

তা এব উক্তলক্ষণাঃ সমাপত্তয়ঃ সবীজঃ সহ বীজেনালম্বনেন বর্ত্তন্তে ইতি সবীজঃ

মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত। প্রকৃতিই সকলের অন্ত মূল, তাহার উৎ-পত্তির জন্য অন্য মূলান্তর নাই ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প, সবিচার এবং নির্ব্বিচার ভেদে সমাধি চতুষ্টয়ই সবীজ; অর্থাৎ চিন্তার বিষয় থাকে; সুতরাং

আভাস।

তন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং মন ও অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় স্তরকে অবিশেষ ভাব; পরে এই সমস্ত তত্ত্ব বিপরীত পদ্ধতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাকে তৃতীয় স্তর বুদ্ধিনামে সংজ্ঞা করিয়াছেন। সৃষ্টিকালে এই বুদ্ধিতত্ত্বের ক্রম-বিকাশে এই বিচিত্র নামরূপাত্মক ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় এবং বিপরিণামের পদ্ধতিতে ক্রমশ লীন হইতে হইতে, শেষ এক অনন্ত বুদ্ধিতে এই অনন্ত সংসারের লয় হইয়া যায়। সুতরাং ইহার নাম লিঙ্গমাত্র। এই বৈচিত্র্য-সাধক শক্তিও যাঁহার শক্তিরূপে অবস্থিত, সেই সকলের মূলভূতাই অলিঙ্গ প্রকৃতি। তিনি স্বয়ংসিদ্ধা এবং নিত্যা। তাঁহার লীন হইবার আর স্থান নাই। অতএব সাক্ষীভূত চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের সন্নিধানে গ্রাহ্য মূর্ত্তিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণ-কারন-বেশে স্বয়ং প্রকৃতি উক্ত চারি মূর্ত্তিতে বিরাজ করি-তেছেন। ইহাদের প্রতীতি পর্য্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ॥ ৪৫ ॥

অতএব সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার এবং নির্ব্বিচার ভেদে সমাধি চারি প্রকার বর্ণিত হইল। তন্মধ্যে সবিতর্ক সমাধি একান্ত নিকৃষ্ট; প্রায় ভোগ-দশার তুল্য; কারণ সমাধি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র। তদপেক্ষা নির্ব্বিতর্ক শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বিতর্কের অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তনে আরব্ধ সবিচার উত্তম এবং তদপেক্ষা নির্ব্বিচার উৎকৃষ্ট। কিন্তু নির্ব্বিচার সমাধি পর্য্যন্ত ভাবিবার বিষয় আছে; সুতরাং

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে অধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্ব্বিচারস্য বৈশারদ্যে অতিনৈর্ম্মল্যে অধ্যাত্মপ্রসাদঃস্বাত্মসাক্ষাৎকারঃ ভবতি ॥ ৪৭ ॥

সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে সর্ব্বাসাং সালম্বনত্বাৎ ॥ ৪৬॥ অথেতরাসাং সমাপত্তীনাং নির্ব্বিচারফলত্বাৎ নির্ব্বিচারায়াঃ ফলমাহ ।

নির্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাতং বৈশারদ্যং নৈর্ম্মল্যং সবিতর্কাং স্থূলবিষয়ামপেক্ষ্য নির্ব্বিতর্কায়াঃ প্রাধান্যং ততোঽপি সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ সবিচারায়া স্ততোঽপি নির্ব্বিচারায়াঃ

তদ্দ্বারা যে সংস্কার হৃদয়ে জন্মে, তাহাতে পুনর্জ্জন্মের বীজ বা কারণ থাকিয়া যায় ।। ৪৬ ।।

নির্ব্বিচার সমাধিতে পরিপক্কতা লাভ হইলে, ধ্যেয় বিষয়া-আভাস ।

বিষয়ের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ ভেদে ফলেরও তারতম্য আছে। এই সমাধি চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠানে সংসারের সীমা অতিক্রম করা হয় না, তবে উর্দ্ধগতিতে সংসার বিদ্যমান থাকে; ইত্তিমধ্যে আর পতন সহজে ঘটে না। অবলম্বনীয় বিষয়ের উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতার উৎকর্ষে, চিত্তেরও উন্নতিলাভ হইয়া থাকে ; এবং নির্ব্বিচার অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের অবলম্বনের সমাপ্তি-ভাগে চিত্তে একটী জ্ঞানালোকের উদয় হয় ; যাঁহার শক্তি অসীম এবং যিনি যোগীকে অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে উপনীত করাইয়া দেন। পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি অনুসারেই চিত্তের গতির পরিবর্ত্তন হয়। ভোগের অভিসন্ধিতে যোগ হয় না ; এবং যোগের অভিসন্ধিতেও ভোগ হয় না। ভোগের অভিপ্রায়ে চিত্ত বিষয়-প্রবণ হয় এবং যোগের অভিপ্রায়ে চিত্ত আত্মপ্রবণ হয়। বিষয়াভিমুখে প্রবণ থাকিবার কালে চিত্তে তাহারই উপযোগী উপকরণ অবিদ্যাদিকে পোষণ করিতে হইয়াছিল ; এক্ষণে যোগে প্রবৃত্ত চিত্ত বিষয় ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়ায়, প্রমাণাদি বৃত্তি-সমূহেরও পোষণের প্রয়োজন হয় না। বরং যোগীর পক্ষে উক্ত প্রমাণাদি বৃত্তি-পঞ্চকের সাক্ষীভূত অবস্থায় থাকিবার অভ্যাসে চিত্তে একটী অমিলিত সাক্ষীচৈতন্যের নিরন্তর জাগরূক থাকা ভাবের বোধ হইতে থাকে। ভোগকালে এই সাক্ষীচৈতন্য ভোগের অবভাসক ছিলেন, এক্ষণে ভোগ্য বা ভোগের প্রকাশক মূর্ত্তিতে না থাকায়, স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকেন ॥ ৪৬॥

জীবাত্মার পক্ষে এই সাক্ষীভূত নিস্তরঙ্গ চৈতন্যজ্যোতিই সমাধি-জনিত প্রজ্ঞা। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে স্থলে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, জীব-সম্বন্ধে

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

আধ্যাত্মপ্রসাদে সতি ঋতংসত্যং বিভর্ত্তি ইতি তথাপ্রজ্ঞা উৎপদ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তস্যান্তু নির্ব্বিকল্পরূপায়াঃ প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাদ্বৈশারদ্যে নৈর্ম্মল্যে সত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ সমুপজায়তে। চিত্তং ক্লেশবাসনারহিতং স্থিতিপ্রবাহযোগ্যং ভবতি এতদেব চিত্তস্য বৈশারদ্যং যৎ স্থিতৌ দার্ঢ্যম্ ॥ ৪৭ ॥ তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ।

ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েণাচ্ছাদ্যতে সা ঋতংভরা প্রজ্ঞা তস্মিন্

তিরিক্ত একটী নির্ম্মল ধ্যেয়াবভাসক আত্মনিষ্ঠ ভাবের উদ্ভাসন হইতে থাকে ॥ ৪৭ ॥

আত্মভাবের উদ্ভাসন আরম্ভ হইলে, তথা হইতে একটী

আভাস।

এই প্রজ্ঞাই সেই সর্ব্বজ্ঞ ভাব; ধনীর নাট্যমন্দির আলোকে সমুজ্জ্বল থাকিলেও, যদবধি গায়ক, বাদক এবং দর্শকগণের যাতায়াত থাকে, তদবধি গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোকের প্রতি গৃহস্বামীরও দৃষ্টি পতিত হয় না। আলোকে আলোকিত আগন্তুক ব্যক্তিগণের প্রতিই তাঁহার অভ্যর্থনাদির উপলক্ষে মন ব্যস্ত থাকে; যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন আলোকের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়া, তাহার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। যোগীও নির্ব্বিচার সমাধির সহায়ে চিত্তস্থ যাবদীয় বিষয়-আবর্জ্জনা অপসারিত করিয়া, সর্ব্বসাক্ষী নিরাময় আত্মচৈতন্যে আত্মাবভাসক ভাবে প্রতীত হন। অর্থাৎ যাহার দ্বারা সমস্ত বুঝিতে বা দেখিতে ছিলেন, এক্ষণে তাহাকেই দেখিতেছেন। এবং যে এতকাল অন্য সকলকে আলোকিত করিবার উপলক্ষে মূল গৃহস্বামীকেও অবভাসিত করিতেছিল, অবভাসিত অন্যকে উপলব্ধি করিবার উপলক্ষে, নিজের অবভাসক আলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই; এক্ষণে অন্য সকলের অভাবে আলোকে দেখা এবং আলোকের দ্বারা অবভাসিত হইবার মত, জীব সাক্ষীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি করেন এবং চৈতন্যস্বরূপও জীবের অস্মিতাভাবের অবভাসকরূপে বিদ্যমান থাকেন। তৎকালে অবিদ্যাদির অভাবে দৃষ্টিরও কোন দোষ থাকে না; সত্য পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত বলিয়া, ঋষি প্রজ্ঞায় নাম ঋতম্ভরা দিয়াছেন। ঋত অর্থাৎ সত্যই সম্বল; মিথ্যায় কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহার সংস্রবও নাই। শ্রবণশক্তির আশ্রয়ে শব্দের দ্বারা আমরা যেমন বস্তুকে উপলব্ধি করি, কিম্বা অনুমানের দ্বারা যেরূপ উপলব্ধি করি প্রত্যক্ষের দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক উপলব্ধি হয়।

শ্রোতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাং সামান্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

বিশেষ-বিষয়ত্বাৎ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা শ্রুতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যাং অন্যবিষয়া ॥ ৪৯ ॥

ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টং যোগং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৮ ॥ তস্যাঃ প্রজ্ঞান্তরাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ।

শ্রৌতমাগমজ্ঞানম্ অনুমানমুক্তলক্ষণম্ তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্য-বিষয়া। ন হি শব্দলিঙ্গয়োরিন্দ্রিয়বদ্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যং ইয়ং পুনর্নির্ব্বি-

---

অপূর্ব্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়, যাহাতে প্রকৃত সত্য নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশ পায় ॥ ৪৮ ॥

এ প্রজ্ঞার শক্তির সহিত ব্যবহারিক প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। শব্দমূলা শ্রুতি বা অনুমান-মূলক প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া যে আভাস।

বস্তুর উপলব্ধির পক্ষে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে যথেষ্ট হইলেও, যোগ-জীবনের পক্ষে কিছুই নহে। যোগীর বিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক গুরু। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষও দূষিত; যোগীর প্রজ্ঞায় কোন দোষ নাই। কারণ যে প্রজ্ঞা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বিষয়ের সম্বন্ধ করিলে, ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ হয়, যোগীর প্রজ্ঞা তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা না করিয়া, নিজের স্বরূপ-শক্তিতেই সমস্তকে অবভাসন করিয়াই অবগত হন। গঙ্গোত্রীর বারিধারা সমস্ত অপবিত্র স্থান স্পর্শ করিয়া সাগরে মিলিত হইলে, যদিও গঙ্গানাম বিস্মৃত হন না, তথাপি রূপের কিছু তারতম্য হইয়া পড়ে। নদীর উৎপত্তি-স্থানের বারির পবিত্রতার সহিত, সমুদ্রে সঙ্গত কালীন তাহার পবিত্রতার অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রজ্ঞাও ইন্দ্রিয়াদির দ্বার দিয়া প্রবাহিত হইবার সময়, রূপান্তরিত হইয়া যায়; সুতরাং যোগীর প্রজ্ঞা কিন্তু স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, ব্যবহার দশার অপেক্ষা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; সুতরাং সূক্ষ্ম, প্রাচীরাদির ব্যবধানে অবস্থিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) সকল পদার্থ সুস্পষ্ট দর্শন বা অনুভব করিতে পারে। অতএব প্রজ্ঞা লাভের জন্য সকলেরই যোগী হইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৬। ৪৭। ৪৮ ॥

জীবের স্বরূপকে নির্ব্বাচন করিতে হইলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাগতিক কতকগুলি দ্রব্যের উপর মমতা করিয়া তাহার ভোক্তারূপে বা অধিকারী রূপে যেমন বাহিরে প্রতীত থাকি, আবার ঐ বিষয়গুলির সংস্কার মাত্রের অধিকারী

তজ্জঃসংস্কারোঽন্যসংস্কারবিরোধী ॥ ৫০ ॥

তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ স অন্যসংস্কারাণাং বিরোধী ॥ ৫০ ॥

চার-বৈশারদ্যসমুদ্ভবা প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা বিশেষবিষয়ত্বাৎ। অস্যাং হি প্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টানামপি বিশেষঃ স্ফুটেনৈব রূপেণ ভাসতে। অতস্তস্যামেব যোগিনা পরপ্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি॥ ৪৯ ॥ অস্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ ফলমাহ।

তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ সোঽন্যান্ সংস্কারান্ ব্যুত্থানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যকারণাক্ষমান্ করোতীত্যর্থঃ। যতস্তত্ত্বরূপতয়া জনিতাঃ সংস্কারা বলবত্ত্বাদতত্ত্বরূপপ্রজ্ঞাজনিতান্ সংস্কারান্ বাধিতুং শক্নুবন্তি। অতস্তামেব প্রজ্ঞানভ্যসেদিত্যুক্তং ভবতি॥ ৫০ ॥ এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমভিধায় অসম্প্রজ্ঞাতং বক্তুমাহ।

প্রজ্ঞার উদয় হয়, প্রত্যক্ষ জনিত প্রজ্ঞা তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও সুস্পষ্ট। কিন্তু আত্মপ্রসাদে উপচিত প্রজ্ঞা নির্দোষ ও স্বরূপগ্রাহী ।।৪৯।।

এ প্রজ্ঞাতে যে সংস্কার জন্মে, সে অন্যান্য সকল সংস্কারকে বিদূরিত করে ।। ৫০ ।।

আভাস।

ভাবে অন্তরে বিরাজ করি; পরে যোগস্থ হইলে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া যোগ করি, সেইটীকেই নিজের সর্ব্বস্ব জ্ঞানে সংস্কৃত হইয়া অবস্থান করি। কিন্তু প্রজ্ঞার উদয় হইলে, প্রজ্ঞার সংস্কারমাত্র বিদ্যমান থাকে; অন্য যাবতীয় ভোগের বা যোগের সংস্কার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রজ্ঞা কিন্তু পরম তত্ত্ব। ইহার ক্ষয়, ব্যয় বা উপচয় নাই। কারণ ইহার আশ্রয়েই সকল সংস্কারের উদয়। সুতরাং অন্যান্য সকল সংস্কারের বিলোপ হওয়া সম্ভব; ইহার আর লোপাপত্তি সম্ভব নহে ॥৪৯।৫০॥

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রজ্ঞারও বোধ থাকে; কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রজ্ঞা ও বোধ এই দুইটী আর পৃথক্ থাকে না; উভয়ে এক হইয়া যায়; এই মাত্র অসম্প্রজ্ঞাতের স্বরূপ। যতপ্রকারের বোধ এযাবৎ একে একে উদিত হইতেছিল, সেই সকল প্রকারকে বিসর্জন করত, কেবল বোধ মাত্রে বিশ্রামের নামই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখনই পুরুষ স্বরূপ-নিষ্ঠ এবং শুদ্ধভাব ধারণে চিরশান্তি লাভে বিশ্রাম করেন ॥ ৫১ ॥

দর্শনকারের যোগ ব্যাখ্যার অভিপ্রায় তাঁহার সমাধি-পাদোক্ত সূত্রগুলির দ্বারা সুস্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথমত যোগের স্বরূপ, চিত্তবৃত্তি নিরোধকে

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১॥

ইতি সমাধি-পাদঃ ।

তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং বিলয়ে নির্ব্বীজঃ সমাধি র্ভবতি ॥ ৫১ ॥

তস্যাপি সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে বিলয়ে সতি সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং কারণে প্রবিলয়ান্ন সংস্কারারমাত্রা দৃষ্টিরুদেত্তি তস্যাং নেতি নেতি কেবলং পর্য্যুদসনান্নির্ব্বীজং সমাধির্ভবতি যস্মিন্ সতি পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি ॥ ৫১ ॥ তত্রাধিকৃতস্য যোগস্য লক্ষণং চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানাং ব্যাখ্যানমভ্যাসবৈরাগ্যলক্ষণস্যোপায়দ্বয়স্য স্বরূপং ভেদঞ্চাভিধায় সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভেদেন যোগস্য মুখ্যামুখ্যভেদমুক্ত্বা যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ব্বকং বিস্তারেণোপায়ান্ প্রদর্শ্য সুগমোপায়প্রদর্শনপরতয়া ঈশ্বরস্য স্বরূপপ্রমাণপ্রভাব-বাচকোপাসনানি তৎফলানি নির্ণীয় চিত্তবিক্ষেপাংস্তত্‌সহভুবশ্চ দুঃখাদীন্ বিস্তারেণ চ তৎপ্রতিষেধোপায়ানেকতত্ত্বাভ্যাসমৈত্র্যাদিপ্রাণায়ামাদীন্ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাত-পূর্ব্বাঙ্গভূতবিষয়বতী প্রবৃত্তিরিত্যাদীনাখ্যায় উপসংহারদ্বারেণ চ সমাপত্তিলক্ষণফলসহিতাং স্বস্ববিষয়সহিতাং চোক্ত্বা সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতয়োরুপসংহারমভিধায় সবীজপূর্ব্বকনির্বীজসমাধিরভিহিত ইতি ব্যাকৃতো যোগপাদঃ॥

ওঁ তৎসৎ ।

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেব বিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ যোগপাদোনাম প্রথমঃ পাদঃ ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নিরোধে চিত্তস্থ যাবদীয় বৃত্তির বিলয় হইয়া, নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হয় ॥ ৫১ ॥

আভাস ।

বুঝাইবার উপলক্ষে বৃত্তির স্বরূপ, নিরোধের উপায়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদের স্বরূপ, লক্ষণ, ভেদ এবং সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ এবং সুগম উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান, সাধনার পদ্ধতি এবং উপাসনার ফল এবং সমাধির প্রতিবন্ধকাদির উল্লেখে ও তৎপ্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া, মহর্ষির অভিপ্রায় সুব্যক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে সংসার-দগ্ধ মানব সেই ঋষি-প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিলে, ঋষির পরিশ্রম সার্থক হয়। সুতরাং তাঁহারা ঋষি-ঋণ হইতে কেবল মুক্তিলাভ করেন যে তাহা নহে, দুঃখের পরপারে আনন্দের এবং শান্তির পরম নিকেতনে চির বিশ্রাম লাভে সুখী হইতে পারেন ; সন্দেহ নাই ।

ইতি. শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত সমাধি-পাদের আভাস সমাপ্ত।

অথ সাধন-পাদঃ ।

তে তে দুষ্প্রাপযোগর্দ্ধিসিদ্ধয়ো যেন দর্শিতাঃ ।
উপায়াঃ স জগন্নাথ স্ত্র্যক্ষোঽস্ত প্রার্থিতাপ্তয়ে ॥

তদেবং প্রথমে পাদে সমাহিতচিত্তস্য সোপায়ং যোগমভিধায় ব্যুত্থিতচিত্তস্যাপি কথমুপায়াভ্যাসপূর্ব্বকো যোগঃ স্বাত্ম্যমুপযাতীতি তৎসাধনানুষ্ঠানপ্রতিপাদনায় ক্রিয়াযোগমাহ—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

(চান্দ্রায়ণাদি তপঃ প্রণবাদিষ্ট মন্ত্রাণাং জপঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়ঃ । তথা সর্ব্বক্রিয়াণাং ফলনিরপেক্ষতয়া ভগবতি সমর্পণং ঈশ্বরপ্রণিধানং . এতানি ত্রীণি ক্রিয়াযোগঃ, ক্রিয়ৈব যোগঃ যোগ সাধনত্বাৎ ॥ ১ ॥)

তপঃ শাস্ত্রান্তরোপদিষ্টং চান্দ্রায়ণাদি । স্বাধ্যায়ঃ প্রণবপূর্ব্বাণাং মন্ত্রাণাং জপঃ । ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপেক্ষতয়া সমর্পণম্ । এতানি ক্রিয়াযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১ ॥ স কিমর্থমিত্যাহ ।

কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং একাদশ্যাদি নিমিত্তক উপবাসাদি তপস্যা, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাদির অধ্যয়ন এবং প্রণবাদি ইষ্টমন্ত্রের জপরূপ স্বাধ্যায় এবং পরমগুরু অভীষ্টদেবে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ভাবে স্বকীয় পুণ্য কর্ম্মাদির অর্পণ ব্যাপারই যোগমার্গের ক্রিয়াযোগ ॥ ১ ॥

আভাস ।

সমাহিত-চেতার পক্ষে যোগের স্বরূপ, উত্তরোত্তর ক্রম, পর পর ভূমিকা তাহার পরিণাম এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ বর্ণনে মুক্তির স্বরূপও সমাধিপাদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের কথা বিশেষরূপে বর্ণন না থাকায়, পরবর্ত্তী সাধনপাদে যোগানুষ্ঠানের পদ্ধতির বর্ণন উপলক্ষে প্রথম ক্রিয়াযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। যোগিগণ কেবল আত্মার বিশুদ্ধির নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অবশ্য জ্ঞানই

মুক্তির হেতু ; কিন্তু বাক্য-প্রসূত জ্ঞানে কার্য্য হয় না ; কল্পনার বিস্তার হয় মাত্র। কার্য্য-প্রসূত জ্ঞানই অপরোক্ষানুভূতি নামে কথিত এবং সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু স্বীকার্য্য। সেই অপরোক্ষানুভূতি কেবল বাক্যে হয় না। যে উপায়ে বা অনুষ্ঠানের বলে মানব সেই পরম বা চরম জ্ঞানকে অধিকার করিতে পারেন, সেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতিই মহর্ষি পতঞ্জলির "ক্রিয়াযোগ"। অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণগুলি বিদ্যারম্ভ কালে গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিখিত হইলেও, বালক যেমন তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে বর্ণগুলি লিখিয়া দেখাইতে পারে না ; বহুকাল অভ্যাসের দ্বারা বর্ণবিন্যাস হস্তে আয়ত্ব হইলে, পরে আর কোন চিন্তা থাকে না। সেইরূপ জ্ঞানের বা পরমার্থের বিষয় কল্পনায় অবধারণ করিলেই কার্য্য হয় না, অভ্যাসের দ্বারা কায়-মনোবাক্যকে জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজন। এতদুপলক্ষে ঋষি ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়াছেন। তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান নামক ত্রিবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব দেহেন্দ্রিয়, মন ও অন্তঃকরণের শুদ্ধি করিতে পারেন। কারণ মানব যখন এই ত্রিবিধ আবরণে আবৃত হইয়া আত্ম-পরিচয় দেয়, তখন সেই আবরণের পরিশুদ্ধি না হইলে, আবৃত আত্মস্বরূপের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না ; এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই অপরোক্ষানুভূতি এবং শিক্ষার চরম মীমাংসা বা পরিসমাপ্তি। এই অপরোক্ষানুভূতির স্পষ্টীকরণ উপলক্ষে ক্রিয়াযোগকে তিনটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। তপঃ কার্য্যটী স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ; স্বাধ্যায় দ্বারা মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির পরিশুদ্ধি ঘটে ; এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি লাভে জীবাত্মা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভোগব্যাপারও যোগব্যাপারেরই অনুরূপ। কারণ অনুষ্ঠান ব্যাপার একই প্রকার ; উভয়ত্র কেবল লক্ষ্যের বৈচিত্র্য মাত্র। যো[illegible]কে নিজ লক্ষ্যানুরূপ কার্য্য করাইবার জন্য যে অনুষ্ঠান করেন, [illegible] মূর্ত্তিকে যেমন তপঃ শব্দে উল্লেখ করা হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিজ উদ্দেশ্য অনুসারে স্বীয় দেহকে বল লাভার্থ শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবার পদ্ধতিকে ব্যায়াম নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব সাধারণতঃ সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, আমরা মানব যে সকল উপকরণ লাভে মনুষ্য যোনিতে প্রবেশ করিয়াছি, সেই প্রত্যেক উপকরণেরই লক্ষ্যভেদে শুদ্ধিভেদের প্রয়োজন আছে। স্ব স্ব প্রয়োজন বা লক্ষ্য অনুসারে আপন উপকরণ বর্গকে যিনি যত তৎপরতা সহকারে গঠিত করিতে পারেন, তাহার মনোবাসনা তত শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া থাকে। যে সকল উপকরণের আশ্রয়ে আমরা

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥২॥

(স হি ক্রিয়াযোগঃ সমাধিভাবনার্থঃ সমাধের্যোগস্য ভাবনার্থঃ তথা ক্লেশানাং বক্ষ্যমাণানাং অবিদ্যাদীনাম্ তনূকরণার্থঃ তত্তৎ কার্য্য প্রতিবন্ধায় অনুষ্ঠাতব্যঃ ॥ ২ ॥)

ক্লেশা বক্ষ্যমাণাস্তেষাং তনূকরণং স্বকার্য্যকারণপ্রতিবন্ধঃ। সমাধিরুক্তলক্ষণস্তস্য ভাবনা চেতসি পুনঃপুনর্নিবেশনং সোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথোক্তঃ। এতদুক্তং

এই ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান-বলে চিন্তিত বিষয় চিত্ত-আভাস।

মানব হইয়াছি, তাহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে তিন প্রকার। স্থূল অন্নময় দেহ ও তাহার অব্যবহিত মধ্যবর্ত্তী স্থূল ভোগ্যকে স্পর্শ করিবার উপযোগী দশবিধ ইন্দ্রিয় মানবের স্থূল উপাধির পর্য্যায়ে অবধারিত। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্র পঞ্চ ও অন্তঃকরণ [illegible] তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বা কারণ-স্থানীয় জীবের অস্মিতা বা আমিভাব। এই ত্রিবিধ উপাধিরই সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। সাধু অসাধু, যোগী ভোগী, সরল কপটী, রাজা প্রজা, সকলেরই স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার ব্যাপারের বিশেষ আবশ্যক। যদবধি এই তিনের সংস্কার কার্য্য সাধিত না হয়, তদবধি মানব উক্ত তিনের বশবর্ত্তী থাকিয়া, তাহাদের প্রয়োজন মত ভৃত্যবৎ তাহাদের সেবাতেই নিরন্তর নিরত থাকে। অতএব স্বীয় উদ্দেশ্য-মত উক্ত উপাধিত্রয়কে যিনি সংস্কৃত করিতে পারেন, উক্ত উপাধিত্রয় তাঁহার অনুগত থাকিয়া, ভৃত্যবৎ কার্য্য সম্পাদনে উপযোগী হয়।

লোকসমাজে পরিচয় কালে আমরা প্রকাশ করি যে, আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় এবং মন অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বগ্রাম আমার অন্তরে আছে, ইহারা সকলেই যখন আমিভাব জীবাত্মাকে অবলম্বন করত আত্ম-পরিচয় প্রদান করে, তখন সকলগুলিই আমার অধীন। কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিহিতমনা হইয়া অবলোকন করিলে, স্পষ্টত অনুভব করা যায় যে, যদবধি স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে ইহাদের সংস্কার কার্য্য না হয়, তদবধি তাহাদের অধীন জীবাত্মা; তাহাদের প্রয়োজন মত জীবাত্মাকে কার্য্য করিতে হয়; জীবাত্মার প্রয়োজন মত কোন কার্য্যই ঘটে না। অভীষ্টদেবের অর্চ্চনার কামনায় দেবগৃহে নির্জ্জন-বাসের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার অসংস্কৃত দেহ উদরাময়ের আনয়নে পুরীষাগারে লইয়া চলিল; উৎকট পিপাসার প্রকোপে শৌচাবশিষ্ট পাত্রস্থ উদকেই পান-প্রবৃত্তি জন্মাইল;

ভবতি। এতে তপঃপ্রভৃতয়োঽভ্যস্যমানাশ্চিত্তগতান্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ শিথিলীকুর্ব্বন্তঃ সমাধেরুপকারকত্বং ভজন্তে। তস্মাৎ প্রথমং ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যমিত্যুপদিষ্টম্ ॥ ২ ॥ ক্লেশতনূকরণার্থ ইত্যুক্তং তত্র কে ক্লেশা ইত্যাহ।

মধ্যে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে এবং হৃদয়ের প্রতিবন্ধকস্থানীয় অবিদ্যাদি ক্লেশনিচয়ও ক্রমশ ক্ষীণভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

আভাস।

সুতরাং মৃত্যুর আশঙ্কায় কাতর হইয়া দেবারাধনায় নিবৃত্তি এবং অসার ক্ষণভঙ্গুর পিতামাতা বা স্ত্রীপুত্রাদির সাহায্যার্থ তাঁহাদের আরাধনাতেই আসক্তির পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করি। অতএব "আমার দেহাদি" বলা সম্পূর্ণ ভ্রম; অসংস্কৃত জীবন অনন্তের দাস; তাহার অনুগত কেহ নহে; সে অনন্তের অনুরত। সুতরাং জীবাত্মা স্বপ্রধান হইয়াও, অপ্রধান! কিন্তু সংস্কৃত জীবনের শক্তি অসীম। যোগী সংস্কারের বলে নিজ কলেবরাদিকেই যে স্বাধীনে আনেন, তাহা নহে, স্বীয় উপাধি সংস্কৃত হইলে, তিনি অনন্তের উপর আধিপত্য স্থাপনে স্বীয় প্রভুত্বের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হন। সূচিচ্ছিদ্রে সূত্র প্রবেশ করাইতে হইলে, সূত্রাগ্রেরই সংস্কার বিধেয়। ব্রহ্মানন্দে চিত্তের প্রবেশ করাইতে হইলে, উপাধি সমূহেরই সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধি সাধারণত তিন প্রকার; সুতরাং সংস্কার ব্যাপারও তিন প্রকার। প্রথম স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সংস্কার করিতে হইলে, তপস্যার প্রয়োজন। এই তপঃ শব্দ যে কেবল কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, একাদশ্যাদি উপলক্ষে উপবাস এবং ব্রহ্মচর্য্যাদিতেই সীমাবদ্ধ; তাহা নহে। দেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামকে যোগের অনুকূলে বলবান্ করিবার উপলক্ষে যে যে নিয়মকে আশ্রয় করা আবশ্যক, সেই সেই নিয়মই তাদৃশ যোগীর পক্ষে তাঁহার তপঃ। যাহার দেহ ত্রিসবন স্নানে তৃপ্তিলাভ করত ব্যাধিহীন হইয়া যোগের আনুকূল্য করে, তাহার পক্ষে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় স্নানও তপস্যার অঙ্গ। কিন্তু যাহার দেহে স্নান সহ্য হয় না, তাঁহার পক্ষে তপস্যার মধ্যে স্নানের ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহা ত্যাজ্য। বরং অস্নাত অবস্থায় যদি দেহ সুস্থ এবং যোগানুকূল হয়, তাহাই তাহার পক্ষে তপঃ। সকলের দেহ একপ্রকার নহে; সুতরাং একরূপ পদ্ধতির অনুসরণে সকলের দেহ আয়ত্ত হয় না। তবে যে সকল নিয়ম সাধারণত প্রযোজ্য, সাধক যেন তাহারই অনুসরণ করেন। আর্য্য ঋষিগণ এই উপাধিত্রয়ের প্রত্যেকের সংস্কার উপলক্ষে অনন্ত

প্রকারের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সকলগুলি সকলের অনুষ্ঠেয় নহে। যাহাতে যিনি উপকার পাইবেন, সেইটাই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। যাহাতে তাঁহার উপকারবোধ হয় না, তাহা অনুষ্ঠেয় নহে। সুতরাং সকল কার্য্যই বিচার পূর্ব্বক করিতে হয়। সে বিচার ব্যাপার নিজের বুদ্ধিতে না কুলাইলে, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

পাঠবাক্ মূর্ত্তিতে বলময়ী সর্ব্বদেহব্যাপী তন্মাত্র পঞ্চ ও অন্তঃকরণকে আপন অনুগত করিবার পদ্ধতিই স্বাধ্যায়। প্রণবাদি ইষ্টমন্ত্র জপ এবং অধ্যাত্ম গ্রন্থের অনুশীলনে অন্তঃকরণের বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইয়া, প্রতিলোম পরিণামে অন্তঃকরণাভিমুখী বৃত্তির উদয়ে বাহ্য বৃত্তির নিরোধ হয়। সুতরাং চিত্তের প্রশান্তবাহী স্রোতের সন্দর্শন ঘটে। ভোগের পদ্ধতিও যোগেরই অনুরূপ। অন্তঃকরণের ভোগকালে ভোগ্য বিষয়ের নাম ও মূর্ত্তির নিরন্তর স্মরণে চিত্তে বহির্মুখী বৃত্তি যেমন জন্মে, ভগবানের নাম জপ এবং ভাবের অনুশীলনেও সেইরূপ অন্তর্মুখী বৃত্তির উদয় হয়। সুতরাং ভোগের পদ্ধতি এবং যোগের পদ্ধতি একই প্রকার।

তৃতীয় ঈশ্বর-প্রণিধান। স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্রের প্রতি একান্ত নির্ভরতা সহকারে নিজকৃত সকল কর্ম্মফল যেমন তাহাদের উদ্দেশেই সমর্পণ করা হয়, কামুক ব্যক্তি যেমন কামিনীময়-ভাবে তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়, যোগী সেইরূপ আপনার যাবদীয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক ফলনিরপেক্ষায় পরিশ্রম করিলেই, ঈশ্বর-প্রণিধান করা হয়। কামুকাদি বিষয়-লম্পটের লক্ষ্য যেমন তীক্ষ্ণ, যোগীর ঈশ্বর-বিষয়ের লক্ষ্যও সেইরূপ তীক্ষ্ণ। কামুক যেমন বিষয়-চিন্তায় ঈশ্বর-চিন্তা বিস্মৃত হয়, যোগী সেইরূপ ভগবচ্চিন্তায় ও ইষ্টমন্ত্র জপে বিষয়চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, ভগবচ্চিত্ত হইতে পারেন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ সমূহ এবং অন্তরায় আর থাকে না।

ক্রিয়াযোগের শক্তির প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণের কোন নূতন শক্তি বা গুণের আবির্ভাব হয় না; তবে তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। মন বা অন্তঃকরণের শক্তি অসীম; ইহা প্রবেশ করিতে পারে না, সৃষ্টিস্তরে এমন কোন পদার্থই নাই; নিমেষের মধ্যে ইহাকে ব্রহ্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্যও অবধারণ করান যায়; তবে দোষের বিষয় এই যে, যেমন নিমেষ মধ্যে বুঝে, আবার নিমেষ মধ্যে তাহা ভুলে; এই দোষকে দূরীভূত করিবার জন্যই ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠান প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানে, পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কোন একটী বিষয়ের অবলম্বনে চিত্তের অভ্যাস এবং অন্যত্র বৈরাগ্যের অনুশীলন করাই ক্রিয়াযোগ।

আমাদের মন কোন একটী পদার্থে নিয়োজিত থাকিতে অনায়াসে পারে, যদি তদপেক্ষা কোন গুরুতর চিন্তা বা সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিহত না হয়। ইষ্টদেবের মূর্ত্তি চিন্তা করিবার কথা দূরে থাকুক্! সর্ব্বদা যাহাদের সহ একত্র অবস্থান করি, সেই প্রিয়তমা ভার্য্যারও মূর্ত্তি চিন্তনে চিত্তকে অনুরোধ করিলে, প্রথমত চিত্ত যথেষ্ট পারিবেন মনে করিয়া অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে অন্য চিন্তা উপস্থিত হইয়া স্ত্রীমূর্ত্তির আংশিক অপলোপ করে। পরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যেন কি যে চিন্তা করিতেছি, তাহার কোন ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেন অসম্বদ্ধ অসংখ্য চিন্তা মনের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কোন চিন্তার উপর মনের আধিপত্য নাই। বারবনিতার ন্যায়, মন চিন্তার পথে দাঁড়াইয়া আছে; অনেককে দেখিল এবং আকাঙ্ক্ষাও করিল, কিন্তু কেহই তাহার গৃহে আসিয়া অধিকার ভুক্ত হইল না। পিঙ্গলা নামে কোন এক বেশ্যা এই প্রকারে উপপত্তি লাভে বঞ্চিত হইয়া, বিশেষ দুঃখিতা হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, যৌবনের প্রভাবে সর্ব্বসাধারণের তুষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া, কাহারও সন্তোষের পাত্র হইতে পারে নাই। তখন সে বুঝিল যে, যৌবন পুরুষকে আকর্ষণ করে বটে; কিন্তু যত্ন তাহা রক্ষা করে। সূচিকা তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা সর্ব্বত্র বেধন ব্যাপারে বিলক্ষণ পটু হইলেও, পশ্চাৎ সংলগ্ন কোমল ও অচ্ছিন্ন সূত্রের সাহায্যে দুইখানি বস্ত্রকে পরস্পর মিলাইয়া একখানিতে পরিণত করে! সেইরূপ যৌবন অকস্মাৎ সাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারে বটে, কিন্তু পশ্চাৎ সংলগ্ন সূত্রাকারে অবিচ্ছিন্নভাবে চির-বিদ্যমান একটী যত্ন বা প্রেমসূত্রের প্রয়োজন, যে দুই হৃদয়কে এক করিয়া চির-বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেই প্রেমের অনুরোধেই কুল-কামিনী সুন্দরী বা সুরূপা না হইয়াও এবং যৌবনের অপগমেও বৃদ্ধাবস্থায় পতির সোহাগ লাভে চির কৃতার্থী হইয়া থাকেন। যৌবন অনেককে দেওয়া যায়; কিন্তু প্রেম একজন ব্যতীত দুই জনকে দেওয়া চলে না। প্রেমের লক্ষ্য জীবকে নিরূপণ করিতে হইবে। সুতরাং আয় ব্যয়, সুখ দুঃখ, হ্রাস বৃদ্ধি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং ইহকাল ও পরকাল; অধিক কি! বন্ধন এবং মুক্তিও এই এক প্রেমের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং প্রেমের বিনিয়োগ অতি ধৈর্য্য-সহকারে বিচার-বুদ্ধিতে করিতে হয়। প্রেম আবরণের উন্মোচনে অন্তরকে ফুটাইয়া দেয় এবং উভয়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরবদ্ধ করে। প্রেমের প্রারম্ভে লক্ষ্যে অভ্যাস এবং সঞ্চিত বস্তুগুলির উপর বৈরাগ্য আনয়ন করত, অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিয়া দেয়। যত্ন আদর ও সম্ভাষণাদি ব্যাপারই প্রেমের

বীজ। অভ্যাসে প্রেম পুষ্ট হইয়া প্রণিধানকে আনয়ন করে। এই প্রণিধান ব্যাপার জাগতিক স্ত্রী রত্নাদির উপর পতিত হইয়া, তিমি প্রভৃতি অগণ্য হিংস্র জীব-সঙ্কুল, সাক্ষাৎ মৃত্যুপ্রদ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করাইয়া, রত্নাদির সংগ্রহোপলক্ষে ভূচর মানবকে জলচরের কার্য্য করাইতেছে; এবং ঈশ্বরে প্রণিধান করাইয়া, ভূতলবাসী স্থূল-দেহধারী মানবকেও স্বর্গবাসী অমরবৃন্দের দুর্লভ সুপবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বানন্দের আকর চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-সাগরে প্রবেশ করাইয়া, প্রেম কি অদ্ভুত কার্য্যেরই পরিচয় দিতেছে। এই অনন্ত সংসার প্রেমেই গঠিত এবং প্রেমেই চালিত। সৌর জগতে প্রেমেরই পূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষে উপলব্ধ হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এবং পৃথিবী প্রেমেরই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, পরস্পরে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক করত, সৌর জগতের পরিচয় দিতেছে; প্রেম না থাকিলে, কে কোথায় চলিয়া যাইত, কে তাহার অনুসন্ধান করে; প্রেমেই পরমাণু পর্ব্বতে পরিণত হইতেছে এবং প্রেমের উৎসতেই পর্ব্বতের অন্তর্নিহিত পরমাণু সাগরে সঙ্গত হইতেছে। প্রেমই পরম পুরুষে অভেদ সমন্বয়ে প্রবেশ করত মহাপ্রলয়ের পরিচয়ে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিসার অনুসারে পরম অদ্বৈতত্ত্বের সমাধান করিতেছে। প্রেমের পরিসমাপ্তিই প্রণিধান। অতএব প্রণিধানের প্রতি বিজ্ঞতা সহকারে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোন না কোন বিষয়ের প্রতি কোন এক ভাবে প্রণিধান না করিয়া, আমাদের জীবন যাত্রাই চলিতে পারে না; তবে অধিকাংশই অবিবেক পূর্ব্বক এবং অসার ক্ষণধ্বংসী পদার্থের আশ্রয়ে প্রণিধানের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না; আশ্রয়ের নাশে আশ্রিত জনের দুঃখের আর সীমা থাকে না। সকল পরিশ্রম ও ব্যয় নিরর্থক হইল বলিয়া, আশ্রিত জন অকূল পাথারে উপেক্ষিতের ন্যায় ভাসিতে থাকে। বাল্য-জীবনে পিত্রাদি গুরুজন কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া, যৌবন পদবী হইতে প্রৌঢ়ত্বের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত পত্নীতেই প্রণয়-বন্ধনে প্রণিহিত চিত্ত ছিলেন, কিন্তু কাল অকিঞ্চিৎকর সুতরাং অযোগ্য পদার্থে প্রণিধানের উপযুক্ত ফল উৎপাদন না করায়, মানব-বৃদ্ধজীবনে কি বিপদেই পতিত হয়। কিন্তু বিবেক সহকারে এই প্রণিধান ব্যাপারটা যদি কোন উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত রাখিত, তাহা হইলে আর বিপন্ন হইতে হইত না।

অতএব এই সংসার ক্ষেত্রে মানব জীবনে প্রণিধানই মূল মন্ত্র; ইহারই প্রকটনোপলক্ষে তপঃ এবং স্বাধ্যায়। তপস্যা যে কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে

কার্য্যোপযোগী করিবার পদ্ধতিকে অনুসরণ করা, তাহা নহে; দেহ ও ইন্দ্রিয়কে অভিপ্রেত কার্য্যে নিযুক্ত করা এবং নিয়োজিত কর্ম্মে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা সম্পাদন করাই তপস্যা। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং প্রণিধান সকলেই করিতেছে; ইহা কাহারও অবিদিত নাই; তবে ভ্রমের দোষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কার্য্য চলিতেছে; সুতরাং বিপরীত ফল প্রসূত হইতেছে। প্রতি কর্ম্মেই তপস্যা হইতেছে। তপস্যার প্রসার অসীম, একটী পাঠ কণ্ঠস্থ করা, জলে সন্তরণ শিক্ষা, বক্তা হইবার চেষ্টা, গানবিদ্যার আয়ত্ব করা, বাদ্যযন্ত্রে হস্তের দক্ষতার আনয়ন এবং ব্যায়ামাদিতে নৈপুণ্য লাভ করা প্রভৃতি সমস্তই তপস্যার ব্যাপার। অর্থাৎ অনিযুক্ত বা বহুব্যাপ্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে অভিলষিত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োগ করত, অক্ষমতা বা উদাসীনতার অপসারণে যে শক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই তপস্যার ফল। অতএব কার্য্যান্তর পরিহারে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে শক্তিলাভের জন্য উৎসাহ সহকারে যে যত্ন তাহারই নাম তপঃ। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব গতি অনুসারে যথেচ্ছ কর্ম্ম করিয়া, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তাহাদিগকে যথেচ্ছ কর্ম্ম করিতে না দিয়া, তাহার শক্তিকে অভিলষিত বিষয়ে নিয়োগ করত, তাহার সামর্থ্যের পরিবর্দ্ধন ব্যাপারই তপস্যা। মনোনিবেশ পূর্ব্বক হস্তের দক্ষতা সম্পাদনে যেমন বাদ্যযন্ত্রে মধুর ধ্বনির উত্থাপন করিতে পারি, আবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক স্বীয় সুস্থভাবের পরিচিন্তনে কেবল হস্তরূপ প্রদান-শক্তির সাহায্যে নিজ সুস্থভাব পরকীয় অসুস্থ দেহে চালাইবার পদ্ধতি আয়ত্ব করিলে, অসুস্থকে রোগমুক্ত করিতে পারি। অতএব শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থাই তপস্যা। নিম্নে প্রদত্ত হইলে, অতি অকিঞ্চিৎকর ভোগ আনায়ন করে বটে, কিন্তু শক্তির ক্ষয় হয়; সুতরাং তাহাকে আর তপস্যা বলা যায় না। তবে উচ্চস্তরে উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদির শক্তি প্রযুক্ত হইলে, ইন্দ্রিয়াদির বলবৃদ্ধি হয় এবং পাশবিক ভোগের পরিবর্ত্তে দৈবী ভোগের সম্বন্ধ ঘটে। তাহাকেই প্রকৃত তপোবল বলা হয়।

স্থূল দেহ হইতে চিত্ত পর্য্যন্ত জীবাধার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ভোগপদ্ধতির অনুসরণে স্থূলের অভিমুখের বাহ্যবৃত্তি সহকারে স্বভাব-সিদ্ধ ভাবের উল্লাসনে প্রধাবিত হইতে না দিয়া, প্রথমত স্ব স্ব স্বরূপ শক্তিতে প্রত্যেককে অবস্থাপিত করাইবার চেষ্টাই তপস্যার উপক্রম এবং যে সূক্ষ্মশক্তি হইতে স্থূল শক্তির উদয় হইয়া ভিন্নাকারে কার্য্য করিতেছে, সেই বিভিন্ন শক্তি সমূহকে স্বীয় মাতৃস্থানীয় পরম শক্তিতে সন্নিবেশই তপস্যার উপসংহার। চক্ষু কর্ণাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়

স্ব স্ব বিভিন্ন শক্তির পরিচয়ে বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্ক করে বটে, কিন্তু যদবধি মাতৃশক্তি মনের বল পায়। মানসিক বল না পাইলে, চক্ষু কর্ণাদি বিষয়ের অভি-মুখে প্রশস্ত থাকিয়াও, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের পক্ষে মনই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া প্রথমত বুঝিতে হইবে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপশক্তি উপলব্ধি সহকারে অবধারণ করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়-জয় করা হয়; ইহাতে তপস্যার উপক্রম। পরে বিভিন্ন চক্ষুকর্ণাদি শক্তিগ্রামের সাধারণ মাতৃ-শক্তি মনের উপলব্ধি করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়ের-তপস্যার উপসংহার হইল। কারণ ক্ষুদ্র বিষয়ে পতিত হইবার উপলক্ষে, মনন-শক্তিকে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় প্রণালিকার দ্বার দিয়া বাহিরে আসিবার অভ্যাসে নিজে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধ পরিহার করিবার গুণে নিজের ক্ষয়ের অভাবে, উপযুক্ত রূপ পুষ্টিলাভ করে। তখন পুষ্ট মনও প্রয়োজন হইলে, যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া প্রবাহিত হইয়াই হউক বা ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়াই হউক, জগতে তপোবলের অলৌকিক পরিচয় দেয়; কিম্বা নিজ মাতৃশক্তি অহঙ্কারে প্রবেশ করত, অহঙ্কার মূর্ত্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অর্থাৎ তৎকালে অহঙ্কারের স্বকীয় স্বরূপের বিকাশ পায়। নিম্নগামিত্ব দোষের অনুরোধে অহঙ্কার আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না; কারণ আপনি যে কি, তাহা সে জানে না। কোন একজন অপরিচিত ধনবান্ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন সৎকুল-সম্ভূত পদস্থ ব্যক্তিকে সমক্ষে উপনীত দেখিয়া, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মহাশয় আপনি কে? তিনি ঘোর অহঙ্কারী হইলেও, আত্মপরিচয় দিতে পারেন না। কারণ তাঁহার আমিভাব অহঙ্কার মলিন এবং পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজে যে কে, তাহা বলিতে পারেন না; কেবল অমুকের পুত্র, অমুকের পিতা, অমুকের ভৃত্য বা অমুক গৃহের কর্ত্তা বা এই ধনের অধিপতি বলা ব্যতীত তিনি নিজে যে কি? তাহা কিছুই বলিতে পারেন না। কি দুঃখের বিষয়! মনে মনে মহাদর্পী হইয়া, সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিবার সামর্থ্য অন্তরে রাখি বলিয়া ধারণা করিলেও, ভোগী আত্মপরিচয়টা পর্য্যন্ত দিতে শিখে না; পর পঞ্চকে ধরিয়া আপনার আপনাকে বুঝিয়া বা ধারণা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন। যোগী কিন্তু আপনাকে চিনেন; সুতরাং পরকেও চিনেন; এবং পরমেশ্বরকেও চিনেন। কারণ তাহার অহঙ্কার বিমল ও সরল। একটী সরোবর তীরস্থ বন, উপবন, পুষ্প, লতা এবং বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাদি-শোভিত অট্টালিকার প্রতিচ্ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া, সুদৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু

যাহার কল্যাণে সরোবর পূর্ব্বোক্ত তীরস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, সেই সর্ব্বাবভাসক দিবাকরের প্রতিচ্ছায়ায় সে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। কারণ সূর্য্য উদিত হইয়া সরোবরকে আলোকিত করিয়াছেন, আপনিও তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন; সুতরাং আলোকিত হইবার গুণে জল অন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য প্রতিবিম্বে অন্তরস্থ মূল সূর্য্য-প্রতিবিম্ব আবৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্ত্তৃক আনীত বিষয়-সমূহের প্রতিবিম্ব যখন চিত্তে প্রতীত হয়, তখন বিষয়াবভাসক মূর্ত্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং তাহাই জীবের অহঙ্কার। কিন্তু সে অহঙ্কার প্রকৃত অহঙ্কার নহে। তাহা তমোময় এবং দূষিত। সূর্য্যপ্রতিবিম্ব লাভে আলোকিত স্বচ্ছসলিল সরোবরেই যেমন তীর-তরুর ছায়া পতনে দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব গ্রহণের পরিচয় দেয়, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রতিচ্ছায়ায় চেতনায়মান চিত্তই মূল অহঙ্কার বা আমিশব্দের লক্ষ্য বা বাচ্য ভাব। কিন্তু নিকৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গ পরে প্রাপ্ত হওয়ায়, মূল চৈতন্যের সঙ্গ বিস্মৃত হইয়া, স্থূল বিষয়ের সঙ্গকেই আত্মপ্রতীতির আশ্রয় জ্ঞানে অহঙ্কার করে। সেই অহঙ্কারকে উপশমিত করিয়া, মূল অহঙ্কারে উত্থিত হইবার চেষ্টাই তপোবল। অতএব বহির্গতি পরিহারে অন্তর্গতির আশ্রয়ে প্রত্যেক তত্ত্বের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টাই তপোবল। ইহা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা নিয়মে বদ্ধ করা নাই; আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে বহির্বৃত্তির নিরোধ করত, স্থূল দেহ হইতে চিত্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক তত্ত্বগ্রামের স্বরূপনিষ্ঠ গতিলাভের দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধক যাবদীয় কর্ম্মকেই তপস্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্ব স্ব অভিপ্রেত বা স্বকপোল-কল্পিত অনুষ্ঠানকে আদর না করিয়া, অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের উপর নির্ভর করত স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সকল কর্ম্মই তপোমধ্যে গণ্য। তপস্যার সাহায্যকারী স্বাধ্যায়; অর্থাৎ শ্রবণ এবং মনন। শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় ইতি দর্শনহেতবঃ॥ ভ্রম বা প্রমাদশূন্য অপৌরুষেয় বেদবাক্যের সাহায্যে পরমপুরুষের স্বরূপ ও লক্ষণাদি প্রথম শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; পরে একাগ্রতা সহকারে তদ্বিষয়ের মনন করা প্রয়োজন। মননের পরাকাষ্ঠাই মন্ত্রজপ। মন্ত্রজপের প্রভাবে চিত্তে ভাবনীয় বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হইতে থাকে; এবং দুঃখাদি সাংসারিক প্রতিবন্ধক ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যায়।

যদবধি বস্তুর স্বরূপ প্রকৃত প্রস্তাবে উপলব্ধ না হয়, তদবধি তাহার প্রতি নির্ভরতা হয় না। ঈশ্বর পরম মহান্ সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞানবান্

বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সমাধিপাদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সে বর্ণন পরোক্ষভাবে; অপরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতীতি না হইলে, সাধনা হয় না। অমানিশার সর্ব্বব্যাপী নিবিড় অন্ধকার বিষম ঘনীভূত হইয়া, চক্ষুকে প্রতারিত করিতেছে সত্য; কিন্তু অন্ধকারের স্বরূপ চক্ষু বা মন নিরূপণ করিতে পারে না, যদবধি উক্ত অন্ধকার কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ না হয়। যদি কোন বস্তু অসীম হয়, অর্থাৎ বিজাতীয় পদার্থের দ্বারা কোথাও বিচ্ছিন্ন বা সীমান্তরিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে জ্ঞানেরও অতীত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি তরঙ্গায়িত না হইয়া, বিশাল বিস্তৃতি লইয়া যদি বিদ্যমান থাকে এবং নভোমণ্ডলের দ্বারা সীমান্তরিত হইয়াও পরিচয় না দেয়, তাহা হইলে তাদৃশ সমুদ্রভাবকে অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, মানবের জ্ঞানও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ যে কোন পদার্থ অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, জ্ঞান তাহারই নিকট সঙ্কুচিত হয়; এবং জ্ঞেয় পদার্থ যে মুহূর্ত্তে কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ হয়, জ্ঞান অমনি তাহাকে গ্রহণে নিজের অসীমত্বের পরিচয় দেয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জ্ঞেয় পদার্থ অসীম হইলে, জ্ঞান সঙ্কুচিত এবং জ্ঞেয় সীমাবদ্ধ হইলে, জ্ঞান অসীমত্বের পরিচয় দেয়। অতএব জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞান যেমন উপলব্ধিবলে পরিমাণ করিতেছে, জ্ঞেয় শক্তিও সেইরূপ আত্মস্বরূপের সঙ্কোচনে এবং প্রসারণে জ্ঞানের পরিমাণ করিতেছে। পিপীলিকা অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর আকারে জ্ঞেয় দণ্ডায়মান থাকিলে, জ্ঞান তাহার বাহ্যাকারে এবং অন্তরাকারে আকারিত হইবার উপলক্ষে পরিমাপিত হইতেছে, আবার বৃহত্তে বৃহদ্ভাব ধারণ করিতেছে। অতএব ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ জ্ঞেয়কে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানের জীবভাব বলিয়া অভিহিত হয় এবং বৃহৎ বা অসীম বস্তুর অবধারণে ক্রমশঃ প্রসারিত জ্ঞানই অনন্তে পর্য্যবসিত হয়। একার্ণবীকৃত কারণবারি নামে অভিহিত অনন্ত মহাশক্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে খণ্ডিত হইয়া, বৃত্তের অন্তরে উৎপন্ন মণ্ডের ন্যায়, যখন বিন্দুর আকারে পরিণত এক একটী ক্ষুদ্র দেহ রচনা করে, ভূমজ্ঞানও তদবভাসক ভাবে যেন খণ্ডিত হইয়া, তদন্তরে সেই সেই ভাবের উপলব্ধি-কর্ত্তা-রূপে প্রতীত সংসারী জীবভাবে আত্ম-পরিচয় দেন। অতএব জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব-সাধন বা সীমান্তরিত করাই সংসার, এবং সর্ব্বপ্রকার সীমাকে অতিক্রম করাইয়া পরম মহত্তে পর্য্যবসিত করানই মোক্ষ। কিন্তু জ্ঞানের স্বগত কোন পরিণাম নাই। শ্রুতিতে উক্ত আছে; অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানমূর্ত্তি আত্মা অণু অপেক্ষা অণু হইতে পারেন এবং যতই বৃহৎ পদার্থ হউক না, তিনি তাহাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া, স্বীয় অপার মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন। তাঁহাকে অবধারণ করা বিশেষ দুরূহ নহে; তপঃ ও স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠানে দেহাদি উপাধির ধাতুবৈষম্যের নিবৃত্তিতে সর্ব্বাবভাসক আত্মা স্বয়ং অবভাসিত হন। ইহার মূল মন্ত্রই নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্মের অনুষ্ঠান; সুতরাং জগতে কিছুতে যাঁহার মনোমধ্যে কিছু যায় আসে না, তিনিই প্রকৃত অধিকারী।

কিন্তু এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, যে অণুস্বরূপে বা মহত্তে পরিণত হইবার কালে নিজ কলেবরের হ্রাস বৃদ্ধির উপলক্ষে আত্মা কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন কি না? তদুত্তরে শ্রুতি দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিচয় দিয়াছেন যে, "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব॥ আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে, একটী ক্ষুদ্র প্রদীপজ্যোতিঃ যতই বৃহত্তম আশ্রয় পায়, ততই বৃহদাকারে আত্মপরিচয় দিতে পারে; তজ্জন্য বহ্নি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন; সেইরূপ এক অসীম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধি স্বরূপ জীব-হৃদয়কে আশ্রয় করত, তাহার অবভাসক রূপে যেমন প্রতীত হন, আবার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং স্থূলদেহের শোণিত মাংসাস্থি পরমাণুতে পর্য্যন্ত তদ্ভাবে পরিচিন্ত থাকিয়া, সেই সেই ভাবের পরিচয় দিতেছেন। উপাধির বা জ্ঞেয় পদার্থের তারতম্যেই কেবল জ্ঞানের তারতম্য ঘটে। জ্ঞানের স্বরূপত কোন তারতম্য নাই। জ্ঞান নিত্য এবং বিভু পদার্থ। তবে সঙ্কোচে থাকাই সংসার; এবং বিভুত্বে থাকাই মোক্ষ বা পরমানন্দ স্বরূপ মুক্তি। সুতরাং জ্ঞানের সঙ্কোচক ভাবের অপসারণে, পূর্ণ প্রশস্ত একটী জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের সম্মুখে ধরা প্রয়োজন; যাহার আশ্রয়ে জ্ঞান জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইবে। কিন্তু প্রাকৃতিক জ্ঞেয় বিচিত্র; তাহাতে জ্ঞান বরং বিব্রতই হইতেছে। তবে এমন কোন জ্ঞেয় বস্তু দেখাইতে হইবে, যাঁহার অপেক্ষা আর মহান্ জ্ঞেয় নাই; অথচ আমার অশিক্ষিত বা অপ্রস্তুত জ্ঞানের উপযোগিতা অনু-সারে জ্ঞেয় রূপ ধারণ করত, আমার জ্ঞানকে শিক্ষিত করিয়া, ক্রমশঃ অসীমে উপনীত করাইতে পারেন। মহর্ষি পতঞ্জলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞেয়রূপে এক ঈশ্বরকেই নিরূপণ করিয়াছেন। কেবল ঈশ্বর-স্বরূপে প্রণিধান করিতে পারিলে, মানবের জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রশস্ত হইয়া, অনন্তে উপনীত হইতে পারে, সন্দেহ নাই॥ ২॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩॥

বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ অবিদ্যাদয়ঃ (অবিদ্যা অস্মিতা রাগশ্চ দ্বেষঃ অভিনিবেশঃ) ইতি পঞ্চএব ক্লেশ-শব্দেন উক্তাঃ ॥ ৩॥

অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ পঞ্চ তে বাধনালক্ষণং পরিতাপমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশ-শব্দবাচ্যা ভবন্তি। তে হি চেতসি প্রবর্ত্তমানাঃ সংস্কারলক্ষণং গুণপরিণামং দ্রঢ়-য়ন্তি ॥ ৩ ॥ সত্যপি সর্ব্বেষাং তুল্যক্লেশত্বে মূলভূতত্বাদবিদ্যায়াঃ প্রাধান্যং প্রতি-পাদয়িতুমাহ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ নামে অভিহিত করা হয় ॥ ৩॥

আভাস।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভগবৎস্বরূপের অপার মহিমা আমাদের নয়নের সমক্ষে নিরন্তর বিদ্যমান থাকিতেও, আমরা তাহা নিরীক্ষণ করি কই! আমরা যেন ইচ্ছা করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সরাইয়া, অতি অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ এবং দুঃখপ্রদ ভোগে আসক্ত থাকিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমরা দেখিয়াও দেখিব না, ধরিয়াও ধরিব না! তিনি যত প্রকারে এবং যত ভাবে দেখা দিতেছেন, আমি ততবার হৃদয়ের কবাট রুদ্ধ করিয়া, ততবারই নিজেকে সামলাইতেছি। দেখি এক, ভাবি অন্য। বুঝি এক, দেখি অন্য। এই দারুণ মত্ততার যদবধি নিবারণ না হয়, তদবধি আমি বুঝিব কেন! এবং যদবধি না বুঝিব, তৎকাল সেই মত্ততা নিবারণের চেষ্টাও আমার আসিবে না! আতুর-গৃহে সদ্যোজাত পুত্রের বদন-কমল নিরীক্ষণ করত, কতই আনন্দ লাভ করি! কিন্তু একবারের নিমিত্ত ভাবি না যে, যাহাকে পুত্রবোধে প্রেম করিতেছি, সে প্রকৃত প্রস্তাবে কে? কারণ বিংশতি বৎসর পরে দেখি যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু-কলেবর ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া দীর্ঘশ্মশ্রু ও কেশাদিবিশিষ্ট একটী বলবান্ বিরাট্ কলেবরে পরিণত হইয়াছে। তখন আমার চিন্তা করা প্রয়োজন যে, প্রসব-কালে যাহাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, সে এক্ষণে কোথায় গেল? বিংশতি বৎসরের পরে তাহাকে কোথায় পাই? এক্ষণে উত্তরোত্তর নিরন্তর পরিণামের মূর্ত্তিতে আত্মপরিচয় দিতেছে, আমরা কিন্তু নিজের প্রয়োজন অনুসারে পরিণত ভাবগুলিকে এক একটী বস্তু-বোধে তাহার সহিত প্রেমাদি শৃঙ্খলে নিরন্তর বদ্ধ হইয়া রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধাদির পরিচয় দিতেছি। অতএব জগতে বস্তু বলিয়া একটীকেও

উপলব্ধ হয় না। উষাকালে একটী পত্রকে নবীন নধর মূর্ত্তিতে দেখিলাম, আবার অপরাহ্নে তাহার সে মাধুরীর পরিবর্ত্তনে শ্যামল মূর্ত্তির উদ্ভাসন দেখিতে পাই! অতএব উহা প্রকৃত পত্র নহে; ইহা সেই লীলাময়ের লীলা এবং ঐশ্বর্য্যের বিকাশ মাত্র। তিনি প্রতিক্ষণে প্রতিভাবে বিচিত্র বেশে স্বীয় স্বরূপেরই পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মত তাঁহাকে পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যাভাবেই গ্রহণ করিতেছি! অথচ যাবদীয় মিথ্যার অন্তরে সকলের আশ্রয়প্রদ অধিষ্ঠানভাবে এক সত্যই যে তিনি, তাহা আমরা কল্পনাতেও ধরিতে চেষ্টা বা যত্ন করিতেছি না। ইহাই আমাদের ভীষণ অবিদ্যা বা ভ্রম। এই ভ্রমের উৎস একবার উত্থিত হইলে, সহজে বিনিবৃত্ত হয় না; বরং তাহার আনুসঙ্গিক ভাবে একে একে চারি প্রকার ভ্রমের উদয়ে আমরা মানব হইয়াও, পশুর প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতেছি। ঐশীশক্তির ক্রম-পর্য্যায়ে বিশ্ব সংসার নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু তাহা না বুঝিয়া, যেমনই পদার্থ বলিয়া অবধারণ করিলাম, অমনি আমার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? বলিয়া, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইল। যদি তাহা তৎকালে আমার অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমার অনুরাগ ভাবের উদয় হইতে থাকে এবং যদি তাহা অনুকূল না হয়, প্রতিকূল বোধ হয়, তাহা হইলে একটী দ্বেষ ভাবের উদয় হয়। এই প্রকারে উদিত রাগ বা দ্বেষের সংস্কার-সমূহ স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া, স্মৃতিমূর্ত্তিতে অভিনিবেশের আকারে সংস্কারান্তরের উদ্ভাসন করিতেছে। কোন সময়ে সর্পদর্শনে তাহার দোষাবহ ভাব হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল; সম্প্রতি অন্ধকার-গৃহে একটী রজ্জু দর্শনে পূর্ব্বসঞ্চিত সর্পের সংস্কার তথায় আরোপ করত, ভয়ে পলায়ন করা হয়; এবং পলায়নোপলক্ষে পদস্খলিত হইয়া পতিত ব্যক্তির বিবিধ ক্লেশেরও উদয় হয়। অতএব সঞ্চিত সংস্কারও ভাবি ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে অজ্ঞান-গ্রন্থির শৈথিল্য লাভে, অভিপ্রেত বিষয়ের চিন্তাকে স্থির করিতে পারা যায়। এক্ষণে যোগীর কিন্তু অবধারণ করা বিধেয় যে, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ত্রিবিধ ব্যাপারকে একত্র উল্লেখ করায়, একত্র এককালে অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রকার পরিচয় দিয়াছেন। এই তিনের কোনটীকে উপেক্ষা করিলে, অপর দুইটীর অনুষ্ঠান হইবে না। শিবরাত্রি ব্রতে উপবাস, প্রহরে প্রহরে পূজা জপ এবং কথা শ্রবণ উপলক্ষে রাত্রি জাগরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যের কোন একটীর উপেক্ষা করিলে, অপর দুইটী সুসিদ্ধ হয় না ॥ ২।২॥

সংসারোৎপত্তির মূল কারণ অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, মিথ্যারূপা অবিদ্যাই মূল হেতু। প্রতিযোগী দ্বয়ের অন্তরে যাবৎ মিথ্যা ক্রোড়ীকৃত থাকে, তাবৎই পরস্পরে কলহ থাকে; সত্যের উদ্ভাসন হইলে, কলহ আর স্থান পায় না। যিনি মিথ্যাকে আশ্রয় দেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিতে পারেন, সংসারে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা তাঁহার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। মিথ্যাই যাবদীয় অনিষ্টের মূল! যদি কেহ মনে করেন যে, মিথ্যা বলিয়া বিশেষ তিনি একটা লাভ করিয়াছেন; অতএব মিথ্যার প্রশংসা অবশ্য আছে। কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, মিথ্যা ব্যবহারে কুফল ব্যতীত কখন সুফল পাইবার প্রত্যাশা নাই। তিনি যে সুফল পাইলেন, সেটী মিথ্যার পুরস্কার নহে; তিনি চিরকাল সত্যের ব্যবহারে জগতে সত্যবাদী বলিয়াই পরিচিত। এক্ষণে সত্যের ফল মিথ্যার বিনিময়ে পাইলেন। জগৎবাসী তাঁহার দ্বারা বঞ্চিত হইল না; তিনিই সত্য ব্যবহারে বঞ্চিত হইলেন। অদ্য যে লাভ সত্য বিক্রয় করিয়া পাইলেন, তাদৃশ শত সহস্র গুণ লাভ প্রদান করিয়াও, সে জীবনে পুনরায় আর সে সত্যকে ক্রয় করিতে পারেন কি না, সন্দেহ! সত্যে কোন কলহ থাকে না, কারণ তাহার মূর্ত্তি এক; এবং অনন্ত। যেমন অনন্ত আকাশ হইতেই মেঘের উদয় হইয়া, মাতৃস্থানীয় আকাশকে সেই মেঘই আবরণ করে, সেইরূপ সত্যপূর্ণ হৃদয়ের আশ্রয়েই মিথ্যারূপা অবিদ্যা জন্ম গ্রহণ করত, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ক্রমশ রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশের উৎপাদনে মানব হৃদয়ে অনন্তকালবাসী ঘোর সংসার-স্রোতের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে কত রকমই উপদ্রবের অনুমান ঘটে; কিছুতেই তাহার প্রতিকার হয় না। কিন্তু সামান্য একটী দীপজ্যোতির প্রকাশে তমোনিবারণ হইবা মাত্র, সকল উপদ্রবের নিবারণ তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়; বিপক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেবল সত্যটী দেখা দিলেই, যাবদীয় বিরোধী এবং মানসিক বিকার দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ সৎস্বরূপ পরমাত্মার উদ্ভাসন হৃদয়মধ্যে উদিত হইবা মাত্র, অবিদ্যাগ্রন্থি কোথায় যে অন্তর্হিত হয়, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতেও পারে না। অতএব মিথ্যার আয়োজনই যখন সংসার, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইলে, এরূপ ভাবে পরীক্ষার দ্বারা তৎস্বরূপের অবধারণ করা প্রয়োজন যে, সে আর সত্যের ভাণ করিয়াও পুনরায় হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে। সুতরাং মিথ্যার সকল অবয়বকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক।

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥৪॥

তেষু ক্লেশেষু মধ্যে প্রথমোক্তা অবিদ্যা এব উত্তরেষাং অস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশানাং প্রত্যেকং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং চতুর্ব্বিধানাং ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ। একস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং অস্মিতাদীনামুদ্ভবো ভবতি তত্র শক্তিরূপেণ স্থিতাঃ প্রসুপ্তাঃ। বাসনারূপেণ তনবঃ, বলবতা কেনচিৎ সংস্কারেণাভিভূতাঃ বিচ্ছিন্নাস্তথা স্বকার্য্যজনন-সমর্থা উদারাঃ ইতি ॥ ৪ ॥

অবিদ্যা মোহ অনাত্মন্যাত্মাভিমান ইতি যাবৎ। সা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিরিত্তরেষাং অস্মিতাদীনাং প্রত্যেকং প্রসুপ্ততন্বাদিভেদেন চতুর্ব্বিধানাম্। অতো যত্র অবিদ্যা-বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপা শিথিলীভবন্তি তত্র ক্লেশানাং অস্মিতাদীনাং নোদ্ভবো দৃশ্যতে বিপর্য্যয়জ্ঞানসদ্ভাবে চ তেষামুদ্ভবদর্শনাৎ স্থিতমেব মূলত্বমবিদ্যায়াঃ। প্রসুপ্ততনু-বিচ্ছিন্নোদারাণামিতি তত্র যে ক্লেশাশ্চিত্তভূমৌ স্থিতাঃ প্রবোধকাভাবে স্বকার্য্যং নারভন্তে তে প্রসুপ্তা ইত্যুচ্যন্তে যথা বালাবস্থায়াং বালস্য হি বাসনারূপাঃ স্থিতাঃ অপি ক্লেশাঃ প্রবোধসহকার্য্যভাবে নাভিব্যজ্যন্তে। তনবো যে স্ব স্ব প্রতিপক্ষ-ভাবনয়া শিথিলীকৃতকার্য্যসম্পাদনশক্তয়ে বাসনাবশেষতয়া চেতস্যবস্থিতাঃ প্রভূতাং সামগ্রীমন্তরেণ স্বকার্য্যমারব্ধুমক্ষমাঃ যথাভ্যাসবতো যোগিনঃ। তে বিচ্ছিন্না যে

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অবিদ্যাই অন্যান্য অস্মিতাদি চতুর্ব্বিধ ক্লেশের আকর-ভূমি। কেবল একা অবিদ্যার আবির্ভাবেই অন্যান্য সকল ক্লেশেরই উদয় হইয়া থাকে। উক্ত ক্লেশ সমূহও প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার-ভেদে চারি প্রকার। যে সকল সংস্কার আপাতত কোনরূপ প্রবাহের পরিচয় না দিয়া, কেবল

আভাস।

পূর্ব্বে সমাধিপাদে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বহুরূপী যেমন অবসর মত আপন বর্ণের পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, মানবের চিত্তও সেইরূপ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি নামক পঞ্চভাবে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরি-বর্ত্তন চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সে যে উপকরণে প্রস্তুত, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ ক্ষণকালের জন্যও পরিণত না হইয়া, থাকিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ উপকরণে গঠিত চিত্তও নিরন্তর পরিণত না হইয়া, ক্ষণকালের জন্যও অপরিণত সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে না। ইহার উপর আবার মিথ্যার প্রবাহ ছুটিয়া, উক্ত প্রমাণাদি প্রত্যেক বৃত্তির উপর অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশের উদয়ে বিষম

কেনচিদ্বলবতা ক্লেশেনাভিভূতশক্তয় স্তিষ্ঠন্তি যথা দ্বেষাবস্থায়াং রাগঃ রাগাবস্থায়াং বা দ্বেষঃ। ন হ্যনয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্যুগপৎসম্ভবোঽস্তি। উদারা যে প্রাপ্তসহকারি-সন্নিধয়ঃ স্বং স্বং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি. যথা সদৈব যোগপরিপন্থিনো ব্যুত্থানদশায়াং এষাং প্রত্যেকং চতুর্ব্বিধানামপি মূলভূতত্বেন স্থিতাপ্যবিদ্যান্বয়িত্বেন প্রতীয়তে ন হি ক্বচিদপি ক্লেশানাং বিপর্য্যয়ান্বয়নিরপেক্ষাণাং স্বরূপমুপলভ্যতে তস্মাৎ মিথ্যাজ্ঞান-রূপায়াং অবিদ্যায়াং সম্যগজ্ঞানেন নিবর্ত্তিতায়াং দগ্ধবীজকল্পানামেষাং ন ক্বচিৎ প্ররোহোঽস্তি। অতোঽবিদ্যানিমিত্তত্বমবিদ্যান্বয়শ্চৈতেষাং নিশ্চীয়তে। অতঃ সর্ব্বেঽপি অবিদ্যাব্যপদেশভাজঃ সর্ব্বেষাং চ ক্লেশানাং চিত্তবিক্ষেপকারিত্বাৎ যোগিনা প্রথমমেব তদুচ্ছেদে যত্নঃ কার্য্য ইতি ॥ ৪ ॥ অবিদ্যা লক্ষণমাহ।

শক্তিরূপে চিত্তে বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে প্রসুপ্ত; অপর কোনরূপ বলবান্ ভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া কার্য্য না করিয়া চিত্তে অবস্থিত থাকে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন; বাসনা মূর্ত্তিতে অবস্থিত সংস্কারগুলিকে তনু এবং কার্য্যার্থ মুখর সংস্কারগুলিকে উদার নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

আভাস।

গোলযোগের উপস্থিতি ঘটে। প্রমাণ-বৃত্তির উদয়কালে যদিও কামিনী বা কাঞ্চনাদি বাহ্য বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি হৃদয়-মন্দিরে হইল বটে, কিন্তু দেখা যায় যে, উক্ত মূর্ত্তিখানি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ রসে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়াছে। নদীর পরপারাদি বিশেষ দূরবর্ত্তী স্থানে একটী বস্তু দর্শনে সন্দেহ করত, তাহাকে নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ নিকট হইলে, একটী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা রূপযৌবন-সম্পন্না কামিনী বলিয়া নয়নগোচর করত হৃদয়ে নারীভাবের প্রতীতি হইল বটে, কিন্তু সেই প্রমাণ ব্যাপারের সঙ্গে আরও অনেক প্রকার ভাবের উপস্থিতি হইল, যাহার সহিত উক্ত কামিনীর কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত কামিনীর মূর্ত্তি লইয়া চিত্তের অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ভাব নানাভাবে জীবহৃদয়কে আলোড়িত করিতে থাকে।

প্রথম অবিদ্যা আসিয়া বস্তুর স্বরূপ অবধারণে প্রতিবন্ধক ঘটায়। কামিনী কলেবর স্বরূপতঃ অপবিত্র কৃমী, কীট্‌ ও ভস্ম সজ্ঞিত হইলেও, আপাততঃ মনোরম নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে অবভাসিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অতথাভূতে অর্থে অতথোৎপদ্যমানং জ্ঞানং অবিদ্যা, যথা অনিত্যেষু ঘটাদিষু নিত্যবোধঃ। অশুচিষু কায়াদিষু শুচিবোধঃ দুঃখেষু বিষয়েষু সুখচিন্তনং তথা অনাত্মসু দেহেষু আত্মাভিমানং। এতেন অবিদ্যাতু ন প্রমাণং নাপি প্রমাণাভাবরূপা অপিতু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরমেব ॥ ৫ ॥

অতস্মিংস্তৎপ্রতিভাসোঽবিদ্যা ইত্যবিদ্যায়াঃ সামান্যলক্ষণম্। তস্যা এব ভেদপ্রতিপাদনং অনিত্যেষু ঘটাদিষু নিত্যত্বাভিমানোঽবিদ্যা ইতি উচ্যতে এবমশুচিষু কায়াদিষু শুচিত্বাভিমানঃ দুঃখেষু বিষয়েষু সুখাভিমানঃ অনাত্মশরীরে আত্মাভিমানঃ এতেন অপুণ্যে পুণ্যভ্রমোঽনর্থেঽর্থভ্রমো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥ অস্মিতাং লক্ষয়িতুমাহ।

যে যাহা নহে, তাহাকে সেই পদার্থ বলিয়া স্থির করাই অবিদ্যা। যথা, অনিত্য পদার্থকে নিত্য জ্ঞানে অবধারণ করা, অশুচি শরীরকে শুচিজ্ঞানে সঙ্গ করা, দুঃখময় পদার্থকে সুখময় বোধে অনুরক্ত হওয়া, কিম্বা প্রকৃত জড়দেহকে আত্মা জ্ঞানে অভিমান করাই অবিদ্যার বিশেষ পরিচয়। এতদ্দ্বারা বিদ্যা বা জ্ঞান যদ্দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেই বিদ্যার বিপরীত বলিয়া অবিদ্যাকে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে; তবে উচিতের জ্ঞান না হইয়া, অনুচিত ভাবের উদ্ভাসনকেই অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

আভাস।

স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতাহ্যশুচিংবিদুঃ ॥

দেহের জন্মভূমি মাতৃগর্ভ, উৎপত্তির বীজ পিতৃবীর্য্য ও মাতৃশোণিত, দেহোপকরণ অতি কুৎসিৎ সপ্তধাতু, তাহারও আবার নিরন্তর পরিবর্ত্তন এবং পরিণামে ধ্বংসাদির বিষয় আলোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণ দেহের অপবিত্রতা দোষ সমূহেরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভোগী অবিদ্যান্ধ মানব কিন্তু তাদৃশ অপবিত্র-এবং ক্ষণধ্বংসী অধম দেহকে সম্পূর্ণ উত্তম জ্ঞানে ও আপন-বোধে চিরস্থায়ী সম্পর্কের সূচনা করে। এই আপন বোধই অস্মিতা, প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রী কখন স্বামী

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥
সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

দৃক্‌শক্তিশ্চৈতন্যস্বরূপঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তির্বুদ্ধিঃ। পৃথক্‌রূপয়োস্তয়োরভেদেনাবস্থানমেবাস্মিতা ॥৬॥
সুখে তৎসাধনে যোহনুশয়ঃ অনুস্মৃতিঃ স রাগঃ ॥ ৭ ॥

৬। দৃক্‌শক্তিঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তী রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ সাত্ত্বিকঃ পরিণামোঽন্তঃকরণরূপঃ। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃত্বেন জড়াজড়ত্বেন চাত্যন্তভিন্নরূপয়োরেকতাভিমানোঽস্মিতেত্যুচ্যতে। যথা প্রকৃতিবতা কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিতেনাপি কর্তাহং ভোক্তাহমিত্যভিমন্যতে। সোঽয়মভিমানোঽস্মিতাখ্যো বিপর্য্যাসঃ ক্লেশঃ। ৬ ॥ রাগস্য লক্ষণমাহ—

সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী সুখজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ সুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপো গর্দ্ধঃ রাগসংজ্ঞকঃ ক্লেশঃ ॥ ৭ ॥ দ্বেষলক্ষণমাহ।

দৃক্‌শক্তি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এবং যাহার দ্বারা বা যাহার আশ্রয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বস্তু অবভাসিত হয়, সেই দর্শনশক্তিই সত্ত্বগুণ-প্রধানা বুদ্ধি। ইহারা উভয়ে চিৎ-জড়ভেদে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও, অভেদ-ভাবনায় উভয়ের একত্ব ভাবে অবস্থানকেই অস্মিতা নামে উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

সুখময় পদার্থ বা ভাবের উপলব্ধিতে চিত্তে যে সুখময় ভাবের প্রতি অনুসন্ধান-ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাগ ॥ ৭ ॥

আভাস।

নহেন এবং স্বামীও কখন স্ত্রী নহেন; কিন্তু প্রেমের বন্ধনে উভয়ে এরূপ মিলিত হন, যেন উভয়ের এক স্বার্থ, একের অভাবে যেন উভয়েরই অভাব হইবে এবং এক সম্পত্তিতে উভয়ের তুল্যাধিকারিত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে অবস্থান করাই অস্মিতা। দর্পণে আত্মসমর্পণ করত দিবাকর দর্পণাকারে আকারিত এবং দর্পণও সূর্য্যভাবে প্রণোদিত হইয়া সূর্য্যভাবের উদ্‌বোধন করে, এইভাবে পতি-পত্নী এক হইয়া সংসার করে, ঐরূপ জড় চিত্ত এবং সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ একাকার হইয়া বৃত্তির উত্থাপনে সংসার পথের উন্মোচন করে। উভয়ের এই একত্র ভাবে এবং অভেদে অবস্থানই প্রকৃত অস্মিতা। এই অস্মিতাই

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮॥
স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯॥

দুঃখে তৎসাধনেচ যোঽনুশয়ঃ অনুস্মৃতি-পূর্ব্বকো জিঘাংসা ক্রোধঃ সঃ দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

বিদুষঃ জ্ঞানিনঃ অপি ইতি জ্ঞানহীনস্য কৃমেরপি স্বরসবাহী স্বরসেন স্বভাবেন বাসনারূপেণ বহনশীলঃ ন পুনরাগন্তুকঃ অতঃপূর্ব্বজন্মানুভূতভাবানাং স্মৃতিরূপাণাং বাসনারূপেণ তথারূঢ়ঃ পূর্ব্ব-জন্মানুভূতঃ সংস্কারবৎ রূঢ়ঃ প্রসিদ্ধঃ চেষ্টাবিশেষঃ এব অভিনিবেশঃ ক্লেশাখ্যঃ। যতোঽয়ং অহিতকর্ম্মাদিনা জন্তুর্ন ক্লিশ্যাতি ইতি ক্লেশঃ ॥ ৯॥

দুঃখমুক্তলক্ষণং তদভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং তৎ সাধনেষু অনভিলষতো যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ ক্রোধঃ স দ্বেষলক্ষণঃ ক্লেশঃ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভববাসনাবলাদ্ভয়রূপঃ সমুপজায়মানঃ শরীরবিষয়াদি-ভির্মম বিয়োগো মাভূদিতি অন্বহমনুবন্ধরূপঃ সর্ব্বস্যৈব আক্রিমেব্র্হ্মপর্য্যন্তং নিমিত্ত-মন্তরেণ প্রবর্ত্তমানোঽভিনিবেশাখ্যঃ ক্লেশঃ ॥ ৯॥ তদেবং ব্যুত্থানস্য ক্লেশাত্মকত্বা-

এবং দুঃখ-সংসর্গে অতৃপ্তির উদয় হইয়া, দুঃখময় ভাবের পরিহারার্থ বা দুঃখপ্রদ বিষয়ের উন্মূলনার্থ যে পরিহার ভাব তাহাকে দ্বেষ নামে শাস্ত্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

বিষয়ের সম্পর্কে রাগ বা দ্বেষ ভাবের উদয় সাধারণত চিত্ত মধ্যে উদিত হয় বটে, কিন্তু আপাতত বিষয়ের সম্পর্কের অপেক্ষা না করিয়া, স্বতঃসিদ্ধ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ভোগের দ্বারা বর্ত্তমান জন্মে

আভাস।

বুদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ে আপন এবং পর ভাবের সংস্থাপনে রাগ ও দ্বেষের পরিচয় দেয়। সুতরাং কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়াও তৎপ্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, স্বকীয় বা পরকীয় ভাবের উদ্ভাসনে কামাদির স্রোতে ভাসমান চিত্ত কোথায় যে চলিয়া যায়, এবং কি যে দেখে, চিন্তাশীল পুরুষ মনোমধ্যে তাহার বিশেষ বিচার করিতে পারেন॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের দশম মন্ত্রে উক্ত আছে যথা, মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ। ঈশ্বরের শক্তির নাম মায়া বা প্রকৃতি এবং শক্তির অধিষ্ঠাতা জ্ঞান বা শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বান্তর্যামীই পরমেশ্বর বা পূর্ণব্রহ্ম। গানশক্তি বিশিষ্ট পুরুষ যখন নিরবে অবস্থান

দেকাগ্রতাভ্যাসকামেন প্রথমং ক্লেশাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। ন চাজ্ঞাতানাং তেষাং পরিহারঃ কর্ত্তুং শক্য ইতি তজ্জ্ঞানায় তেষাং উদ্দেশ্যং লক্ষণং ক্ষেত্রং বিভাগঞ্চাভিধায় স্থূলসূক্ষ্মভেদভিন্নানাং তেষাং প্রহাণোপায়বিভাগমাহ।

স্রোতরূপে বিদ্যমান রাগ বা দ্বেষ ভাবের সংস্কারকে অভিনিবেশ নামে অভিহিত করা হয়। যথা মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত মৃত্যুক্লেশ স্মরণ করত, চিত্তে ব্যাকুলতা জন্মে। পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইয়া, মানব গর্হিত কর্ম্মে অগ্রসর হয়, সুতরাং অভিনিবেশও ক্লেশমধ্যে গণনীয়॥ ৯॥

আভাস।

করেন, তখন গানশক্তি তাঁহার অন্তরে নিহিত থাকিয়া, একজন জ্ঞানী পুরুষমাত্রেরই পরিচয় থাকে। তখন জ্ঞানের গর্ভে শক্তি। আবার সেই পুরুষ হইতে শক্তির উদয়ে গানভাবের যখন প্রকাশ হয়, তখন জ্ঞানরূপী গায়ক গানশক্তির অন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক, শক্তির প্রসারণে আত্মহারার পরিচয় দেন এবং স্বয়ংও অন্তর্যামী এবং উপলব্ধি কর্ত্তারূপে প্রত্যেক শক্তি-বিভাগে বিদ্যমান থাকিয়া, প্রতিবিম্বাকারে বহুভাবে পরিচিত হন। গানকালে জ্ঞান গানের মাধুর্য্য সম্পাদনার্থ আত্মহারা হইয়া গানভাবেই যেমন মিলিয়া যান, মেঘ বিগলিত বিদ্যুজ্জ্যোতিঃ যেমন প্রকাশমান হইয়া স্বীয় আধার জলদকেও লুক্কায়িত করে, সেইরূপ অনন্তশক্তি মহামায়া সৃষ্টির অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইলে, কালরূপী মহাদেব অন্তর্যামী মূর্ত্তি ধারণে যেন অধীনের ন্যায় অবস্থান করেন। সেই নিমিত্ত আমরা চিত্রাদি প্রতিমাতে শয়ান মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা আদ্যাশক্তি মহাকালীর মূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া সৃষ্টির প্রকরণ মনোমধ্যে ধারণ করি। পূর্ণ শক্তি তখন সর্ব্বজ্ঞানময় ভাব অন্তরে লুক্কায়িত করত সর্ব্বশক্তিময়ী ভাবের বিকাশে সাধককে কৃতার্থ করেন। ইহাই বিরাট্ মূর্ত্তির অস্মিতা। তখন দৃক্শক্তি পুরুষ দর্শনশক্তি প্রকৃতির অনুগত হইয়া, আত্মহারাভাবে সৃষ্টিকার্য্যেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ব্যষ্টি সংসারে মানবাদি প্রত্যেক জীবও ঐরূপ প্রকৃতি স্থানীয় সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট চিত্তের অনুগত থাকিয়া, চিত্তস্থভাবের অনুকরণে আত্মহারা হইয়া যখন ভোগের অভিমুখে ধাবিত হয়, তখনই তাহার ক্ষুদ্র অস্মিতা। তৎকালে চৈতন্যরূপী জীবাত্মা

শুদ্ধ সক্রীভাব পরিহারে চিত্তস্বভাবে ভাবিতের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে থাকেন। তখনই অনুকূল বিষয়ে চিত্তের রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে চিত্তের দ্বেষভাব পরিস্ফুট হয়। এ দিকে আবার মহাশক্তি দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ভক্ত সাধককে অভয় এবং বর দানে অনুরাগ এবং বাম হস্তদ্বয়ে কৃপাণ ও ছিন্নমুণ্ড ধারণে উৎপথগামী অসুর-কুলের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন। অভিনিবেশও এক জাতীয় হৃদয়ের গতি, যাহা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারের অবলম্বনে উদিত হইয়া, পরবর্ত্তী ভোগ্য বিষয়ের সম্পর্কে চরিতার্থ হয়। এ অভিনিবেশ যে কেবল ক্ষুদ্র মানবেই আছে, তাহা নহে; সূর্য্যাশ্চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। এই বেদমন্ত্রে আদিস্রষ্টা ব্রহ্মার হৃদয়েও উক্ত অভিনিবেশের পরিচয় প্রতীত হয়। কারণ তিনিও পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ-লোকাদির সৃজনে সৃষ্টিমার্গে অভিনিবেশের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। যদিও অস্মিতা, রাগ, এবং অভিনিবেশ প্রত্যেকেই গুণভাবের পরিচয়ে সংসার-রসোদ্দীপক ক্লেশেরই উপস্থিতি ঘটায় এবং সকলেই সংসার-কার্য্যে একই প্রকার, তথাপি সকলেই অজ্ঞানমূলক বলিয়া অবিদ্যারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। এ অবিদ্যা যে কি! এবং কোথা হইতে আগমন করে? কেহ তাহার অনুসন্ধান বলিতে পারে না। গানবিশারদ সুদক্ষ ব্যক্তি আপনার গানশক্তির যথেষ্ট পরিচয় নিজে জানিয়াও, কেন যে গান-শক্তির পুনঃ পরিচয়ার্থ নির্জ্জনে বসিয়া গান করেন, কে তাহার উত্তর দেয়! যিনি যে বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী, তিনি বিনা অনুরোধে একবার তাহার পরিচয় লহেন; এবং পরক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া, সকল বিদ্যার বিসর্জ্জনে নিজানন্দে নিমগ্ন থাকেন। একবার সর্ব্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি কালী মহাদেব-মূর্ত্তির হৃদয় হইতে প্রকটিত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, আবার পরক্ষণে জ্ঞানগর্ভে প্রলীন হইয়া, স্বর্ণরেখাকারে শ্রীহরির বক্ষোপরি শোভা পাইয়া থাকেন। অতএব বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিবার প্রবৃত্তিই মায়া বা অবিদ্যা এবং প্রতিলোম পরিণামে সৃষ্টির বৈপরীত্যে জ্ঞানাভিমুখে পরিণতিতেই বিদ্যা ॥ ৫-৯ ॥

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

তে সূক্ষ্মা অবিদ্যাদয় ক্লেশাঃ প্রতিপ্রসবেন প্রতিলোম-পরিণামেন হেয়া ত্যক্তব্যাঃ ॥ ১০ ॥

তে সূক্ষ্মাঃ ক্লেশা যে বাসনারূপেণৈব স্থিতাঃ স্ববৃত্তিরূপং পরিণামমারভন্তে তে প্রতিপ্রসবেন প্রতিলোমপরিণামেন হেয়াস্ত্যক্তব্যাঃ স্বকারণেঽস্মিতায়াং কৃতার্থং সবাসনং চিত্তং যদা প্রবিষ্টং ভবতি তদা কুতস্তেষাং নির্মূলানাং সম্ভবঃ ॥ ১০ ॥ স্থূলানাং হানোপায়মাহ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ নামক চিত্তের সূক্ষ্ম ক্লেশ সমূহকে স্ব স্ব কারণে লয় করিবার পদ্ধতিতে নিবারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, অস্মিতা হইতে রাগ, রাগ হইতে দ্বেষ এবং দ্বেষ হইতে যেমন অভিনিবেশের উদয় হয়, ধ্বংসের অভিপ্রায়ে অভিনিবেশকে দ্বেষে, দ্বেষ রাগে, রাগ অস্মিতাতে এবং অস্মিতাকে অবিদ্যাতে প্রলীন করত মূল অবিদ্যাকে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

আভাস।

অতএব চিত্তের চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তি-বিশিষ্ট, অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ-সঙ্কুল এবং জন্মজন্মার্জ্জিত অনন্ত সংস্কার-পূর্ণ চিত্তকে সম্পূর্ণ ধৌত এবং সম্মার্জ্জিত করিতে না পারিলে, চিদানন্দের কখন আসন হইতে পারে না। আকাশপথে পূর্ণজ্যোতিতে উদিত লোকাবভাসক দিবাকর যতই সমুজ্জ্বল হউন, মালিন্যাদি ক্লেদ-বিশিষ্ট চঞ্চল জলে যেমন সুস্পষ্ট প্রতীত হন না, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ কখন ক্লেশাদি মালিন্য-বিশিষ্ট চঞ্চল চিত্তে স্বকীয় চিদানন্দ মূর্ত্তিতে অবভাসিত হন না। অতএব চিত্তের দোষ বিদূরিত করা প্রয়োজন। তখন যোগীর চিন্তা করা উচিত যে, চিত্তের পরিণামে ত্রিবিধ বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে; প্রথম পরিণাম, প্রমাণাদি বৃত্তি-পঞ্চক। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিভেদে বিচিত্র ভাবাপন্ন হয়, দেহ যেমন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও জরা ভেদে চারি অবস্থাতে পরিণত হয়, সেইরূপ চিত্তও প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি নামক ভাবে অবস্থান্তরিত হয়। এই অবস্থাবিশিষ্ট ভাবে বিদ্যমান চিত্তকেই পুরুষ অনুভব করেন। কিন্তু এই অবস্থা কয়টী যাহার, সেই মূল চিত্তকে ধরিতে পারিলে, মূল চাঞ্চল্যের

অপগমে চিদানন্দ পুরুষকে স্বরূপে প্রতীত করা যায়। এই বৃত্তিপঙ্কের নিবারণকল্পে সূত্রকার বলিয়াছেন যে "তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ"। অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা তাহাদিগের ক্ষয় করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমত প্রমাণাদি পাঁচটী বৃত্তির ক্রিয়া-ব্যাপারাদি ভাব এবং পরস্পরের পার্থক্য মনোমধ্যে সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে হইবে। পরে এই পৃথক্ ক্রিয়াশীল ভাবগুলি কাহার মূর্ত্তি বলিয়া প্রশ্ন পূর্ব্বক, মন যখন মূল চিত্তের স্বরূপকে একবার অবধারণ করিল, তখন ক্রমশঃ সেই চিত্ত-স্বরূপ চিন্তনের অভ্যাসে মূল চিত্তে স্থিরত্ব লাভ করে। এই ক্রিয়াযোগের উপলক্ষে সমাধি পাদেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা;" অর্থাৎ স্বপ্ন, নিদ্রা এবং জ্ঞানকে অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যাস করিলেও চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হয়। ভগবান্ লক্ষ্মণদেব বনবাসকালে চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রিত হন নাই, মুচুকুন্দ এবং কুম্ভকর্ণ অন্যান্য বৃত্তিকে জয় করত, ইচ্ছাধীন নিদ্রিত থাকিতে পারিতেন। যদিও কেবল চিত্ত-বৃত্তির উপরই সংসার নির্ভর করে এবং সাধারণ ব্যাপারে ইহাকে জয় করা যেন চিন্তারও অতীত; বরং এই পঞ্চ-বৃত্তির অধীনতা স্বীকারেই সমগ্র জীবজগৎ ক্রিয়া করিতেছে, তথাপি মানব যে ইহাকেও জয় করিতে পারেন, তাহারই পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল। যেমন জলে কটু, কষায়, অম্ল, মধুর, লবণ এবং তিক্ত প্রভৃতি ষড়্ রসের উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তে অবিদ্যাদি ক্লেশের উদয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিভাগ সংস্কারমূর্ত্তি। এই দুই বিভাগকে বিনষ্ট করিতে হইলে, বিপক্ষ চিন্তার প্রয়োজন। যাহাকে বিনষ্ট করিতে হইবে, প্রথমত তাহার স্বরূপকে চিন্তার দ্বারা হৃদয়ে সুস্পষ্ট উপলব্ধ করিয়া, পরে তাহার বিপক্ষকে চিন্তা করা প্রয়োজন। যেমন কোন রমণীর প্রেমে বদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমত তৎপ্রতি স্বীয় অনুরাগের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; সেই কারণগুলি অবধারিত হইলে, পরে তাহাতে তদ্বিপরীত দ্বেষের কারণ সমূহ অনুসন্ধান করিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুরাগ অন্তর্হিত হয়। কারণের অনুসন্ধান না করিয়া, অন্ধের ন্যায় অবস্থান করিলে. অনুরাগ স্থায়ীভাব লাভ করত চিত্তকে অবসন্ন করিয়া ফেলে; সুতরাং সামান্য উত্তেজনাতে চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; সন্দেহ নাই। অতএব মুক্তি বা চিরশান্তির প্রার্থনায় যোগীকে সর্ব্বদা বিচারকে সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিতে হইবে। বিচারের অভাবে মিথ্যা ভাবসমূহ সত্যবৎ প্রতীত হয়। সম্পূর্ণ অপবিত্র নানা ক্লেদাদি বিশিষ্ট পূতিগন্ধ-পূর্ণ ক্ষণধ্বংসী দেহকে নিত্যশুচি সুখময় এবং চৈতন্য মূর্ত্তি আত্মা বলিয়া

যে ভাগ হওয়া, সে কেবল অবিচারের অনুরোধে মাত্র। এই অবিদ্যার আশ্রয়ে হৃদয়-মধ্যে বাসনা-মূর্ত্তিতে যে সকল সূক্ষ্ম সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পুনঃ প্রবৃত্তির উদ্দীপনে স্ব স্ব বৃত্তির চরিতার্থতা করিবার অভিপ্রায়ে মানবকে সংসার পথে প্রেরণ করে, তাহাদিগকে তৎ তৎ কারণের অনুসন্ধানে বৈরাগ্যের উদয় করত, বিপরীত স্রোতে প্রতিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। বাসনাপূর্ণ চিত্ত পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিবলে স্বকীয় অস্মিতা বা আমিভাবে প্রলীন হইলে, অর্থাৎ কেবল আমি ভাবের উদ্ভাসন হইলে, বাসনার আর উদ্রেক থাকে না।

প্রাণীমাত্রই স্ব স্ব স্বভাবের অনুসারে ভাবী জীবনে প্রবৃত্ত হয়; সে স্থলে তাহাদের কোন নূতন শিক্ষার অপেক্ষা করে না। বাবুই পক্ষীকে বাসা নির্ম্মাণের জন্য কোন শিক্ষা দিতে হয় না; সর্প দেখিবামাত্র নকুলকে হিংসা করিতে শিখাইতে হয় না, কিম্বা গাভী প্রভৃতি জন্তুগণকে প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে উপদেশ প্রদানেরও প্রয়োজন হয় না। ইহারা কেহ বর্ত্তমান জীবনে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তত্তদ্ভাবের পরিচয় বা উপদেশ না পাইয়াও, অন্তর্নিহিত ভাবের বশবর্ত্তী থাকিয়াই কার্য্য করিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত জীবের স্বভাব। বর্ত্তমান জীবনে যাহাকে সুখময় বা দুঃখময় বলিয়া একবার প্রতীত করা হয়, ভবিষ্যতে তজ্জন্যই প্রার্থনা বা পরিহারে যত্ন হয়। কিন্তু যাহার ভাব আদৌ উপলব্ধি করা হয় নাই, তজ্জন্য আগ্রহ বা উপেক্ষাও আসে না। সুতরাং যাহার প্রাপ্তি বা পরিহারের জন্য আগ্রহ বা উপেক্ষা আইসে, তাহাকে পূর্ব্বে কোন সময়ে অবশ্য কোন প্রকারে অনুভব করা হইয়াছে এবং তাহা সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে; সম্প্রতি সহকারী কারণের উপস্থিতিতে প্রসুপ্ত, তনু ও বিচ্ছিন্নাকারে বিদ্যমান স্বভাবই উদার বা প্রকাশভাবের পরিচয়ে জীব-হৃদয়ে প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। বালক যদি একবার অগ্নিস্পর্শে অঙ্গুলিতে ক্লেশ অনুভব করে; তবে পুনরায় আর অগ্নি স্পর্শে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব পূর্ব্বের অনুভূতিই পরবর্ত্তী কার্য্যের প্রবৃত্তি-দাতা। এই অনুভবই সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে বিদ্যমান থাকিয়া, স্বকার্য্যে প্ররোচনা করে। এরূপ অনুভূতি নিত্য নূতন বেশে নিত্য নূতনের সংসর্গে কত অনন্ত যে জীব-হৃদয়ে সংগৃহীত আছে, কেহ তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন না। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, যে পূর্ব্বানুভূত জ্ঞান পরে বিদ্যামূর্ত্তিতে কার্য্যে সাহায্য করে, সে পূর্ব্বশব্দের সীমা কত? এই জন্মে পূর্ব্ব শব্দের মীমাংসা সহজে করা যায়; কিন্তু জন্ম হইতেই যে স্বভাব বা সংস্কারের পরিচয়

হয়, তাহার উৎপত্তি পূর্ব্বজন্মে বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। গোবৎস প্রসূত হইবার কিছুক্ষণ পরেই, স্তন্য-পানার্থ মাতার দুই পদের সংলগ্ন মধ্যবর্ত্তী স্থানে মস্তক সঞ্চালনে মুখ প্রদান করে। অবশ্য দুই একবার সম্মুখ ভাগেও যায়, কিন্তু পশ্চাৎ চরণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্তন্য পাইবা মাত্র স্তন্যপানে চেষ্টা করে। এ শিক্ষা তাহার এ জীবনের নহে ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের বিবিধ সংস্কার ধারাবাহিক ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, সম্প্রতি যে সংস্কার প্রবল হইয়া, গোভাবের উদয় করিয়াছে,এক্ষণে সেই সংস্কার বর্ত্তমান স্বভাবের পরিচয়ে, গোজাতির উচিত প্রবৃত্তি সমূহের প্ররোচনা করে। এই বাসনামূলক স্বভাবই অভিনিবেশ।

টীকাকারগণ এক মরণ-ত্রাসকেই যে অভিনিবেশ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা একটী উপযুক্ত দৃষ্টান্ত-স্থল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ; কারণ ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষার্থ যত্ন করে; অতএব দেহের বিয়োগে যে মরণ ঘটে, তাহা এ জীবনে আর কখন অনুভব না করিলেও, তাহার দুঃখময়ী মূর্ত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বারংবার অনুভব করা ছিল, সেই জন্যই এ জীবন যতই নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তথাপি মৃত্যুপরিহারার্থ যত্ন আইসে ; সেই নিমিত্ত প্রাণভয়ের অপেক্ষা আর ভয় নাই! তাহাকে অভিনিবেশ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অভিনিবেশ শব্দটী কেবল মরণ-ত্রাসে নিবদ্ধ না রাখিয়া, পরবর্ত্তী ত্রাস বা আসক্তির কারণরূপে বিদ্যমান পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার-রসই অভিনিবেশ ; এবং ভাবী দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতএব ভোগভাবের কোন মূর্ত্তিই সুখকর নহে; বরং ভাবী দুঃখের জনকরূপে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাদৃশ ক্লেশ সমূহকে সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করাই প্রয়োজন ; এই নিমিত্ত ক্লেশের স্বরূপ, বিভাগ, উৎপত্তির ক্ষেত্র, এবং তাহার উদ্দেশ্যের বর্ণন করিয়া, কোন্ উপায়ে তাহাদিগের নিবারণ হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, এই ক্লেশও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করে ; সুতরাং দুই প্রকার উপায়ে তাহার নিবারণ করা প্রয়োজন। সূত্রকার পরে স্বয়ংই ব্যক্ত করিবেন যে, চিদানন্দের জীবভাবে পরিণতির কারণই এক অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে যেমন স্বপ্রধান ভাবে পর পর অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশের উদয়ে পাঁচটী ক্লেশের উদয় হয়, আবার প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতিরূপ চিত্তের পঞ্চবিধ ব্যাপারের দ্বারা উক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশেরই লঘু ক্রিয়ার পরিচয় হইয়া থাকে। অবিদ্যাই সকলের প্রসব-ভূমি। সুতরাং

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

তদ্‌বৃত্তয়ঃ তেষাং আরব্ধকার্য্যাণাং ক্লেশানাং সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ বৃত্তয়ঃ স্থূলব্যাপারাঃ ধ্যানহেয়াঃ ধ্যানেন হাতব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তেষাং ক্লেশানামারব্ধকার্য্যাণাং যাঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকা বৃত্তয় স্তা ধ্যানহেয়া ধ্যানেন চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেয়া হাতব্যা ইত্যর্থঃ। চিত্তপরিকর্ম্মাভ্যাসমাত্রেণৈব স্থূলত্বাত্তাসাং নিবৃত্তির্ভবন্তি যথা বস্ত্রাদৌ স্থূলো মলঃ প্রক্ষালণমাত্রেণৈব নিবর্ত্ততে যস্তত্র সূক্ষ্মাংশঃ স তৈস্তৈরূপায়ৈরনলপ্রভৃতিভিরেব নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ॥ ১১ ॥ এবং ক্লেশানাং তত্ত্বমভিধায় কর্ম্মাশয়স্য তদভিধাতুমাহ।

উক্ত ক্লেশপঞ্চকের সুখ, দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত স্থূল বৃত্তিসমূহ একাগ্রতা ধ্যানের দ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

আভাস।

অবিদ্যা বিনিবৃত্ত হইলেই, জীবের সংসার-ভাবের নিবারণে মোক্ষ স্বরূপের উদয় হইতে পারে।

যোগীর লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, অস্মিতা হইতে রাগ, রাগ হইতে দ্বেষ এবং দ্বেষ হইতেই অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের যেমন পর পর উদয় হইয়া থাকে, ইহাদিগের ক্ষয় করিতে হইলে, ঐরূপ স্ব স্ব কারণে লয় করিবার পদ্ধতির অনুসরণই বিধেয়। জঙ্গল পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে লতা পাদপাদির ছেদন করিবার সময় সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য যেন, তাহাদের বীজ তথায় আর পতিত না হয়; তাহা হইলে, পুনঃ পাদপাদির প্ররোহে স্থান জঙ্গলপূর্ণ হইবে। অতএব অভিনিবেশকে দ্বেষে, দ্বেষকে রাগে, রাগকে অস্মিতাতে এবং অস্মিতাকে মূল অবিদ্যাতে লীন করা হইলেই, পন্থা সুগম হইল; তখন কেবল অবিদ্যাটীকে চিত্তে লীন করিতে হইবে; এবং চিত্তকে স্বীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টি না করাইয়া, দর্পণের সূর্য্যাকারা কারিত্বের ন্যায়, চিদানন্দাকারাকারিত ভাবের অভিমুখে প্রণোদিত করিতে পারিলেই, সংসার-রোগের নির্মুক্তি ঘটিল ॥ ১০ ॥

অবিদ্যাদি ক্লেশ পাঁচটীকে সূক্ষ্ম নামে অভিহিত করত, তদোৎপন্ন বৃত্তি ও সংস্কারগুলিকে স্থূল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সংস্কার গুলিকে নষ্ট করা প্রয়োজন; কারণ ইহারাই এক্ষণে সংসার-ভাবের পরিবর্দ্ধনে ঘোর অশান্তির গর্ত্তে আমাদিগকে নিপাতিত করে। স্বাদু আম্র খাইবার কালে যে সংস্কারটী চিত্তে

অঙ্কিত হয়, সেই অঙ্কিত ভাবই এক্ষণে পুনরায় তাদৃশ স্বাদ প্রাপ্তির কামনায় একবার বাজারে পুনরায় বাগানে, এবং তদুপলক্ষে কতস্থানে ও কত লোকের উপাসনায় আমাকে যে নিযুক্ত করে, তাহার ইয়ত্বা করা বড়ই দুরূহ। অতএব বাসনা-মূর্ত্তিতে অবস্থিত স্থূল ক্লেশ সংস্কার-রাশিকে বিনষ্ট করিতে হইলে, ধ্যানই তাহার উত্তম উপায়। কারণ ধ্যানের দ্বারাই সংস্কারের জন্ম; তখন ধ্যানই তাহার নির্ম্মূলনের উত্তম উপায়। আম্র ভোজনকালে, চিত্ত যদি তদ্বিষয়ের চিন্তা না করিত, তাহা হইলে স্বাদ সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে স্থান পাইত না। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সমূহ প্রতিক্ষণ কত বিবিধ বস্তুর সম্বন্ধ করিতেছে; কিন্তু সকল বিষয়ের সংস্কারত জন্মে না; অতএব তদ্বিষয়ক ধ্যানই যখন সংস্কারের উৎপত্তির কারণ, তখন সেই ধ্যান বলেই তাহার উচ্ছেদ করা সুগম। দুগ্ধ উথলিয়া কটাহের বাহিরে পতিত হইবার উপক্রম দেখিলে, জ্বাল নিবাইলেই কেবল পতন বারণ হইবে না; আলোড়নে অক্ষম হইলে, কেবল শীতল জলের প্রক্ষেপই পতনের নিবারণ করে; তদ্রূপ সংস্কার-দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, মূল হেতু অবিদ্যার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া, আপাতত কারণ ধ্যানের দ্বারাইতাহার প্রতিকার হয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "কর্ম্মময়োঽয়ং লোকঃ"; অয়ং লোকঃ কর্ম্মময়ঃ: এই পরিদৃশ্যমান লোকে যাহা কিছু নয়নগোচর করা যায়, বা অনুভবের দ্বারা পদার্থ ভাব বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, সমস্তই কর্ম্মময়; অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে ইহাদের জন্ম এবং জন্মগ্রহণে পুনরায় কর্ম্ম করিতেই বাধ্য হয়। অকস্মাৎ বিনা কারণে আসিল এবং নিরবে চলিয়া গেল, এরূপ হইতে পারে না। তাহা হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের কোন মর্য্যাদা বা নিয়ম থাকিত না। মনুষ্যগর্ভে শৃগালাদির এবং বৃক্ষে মনুষ্যদেহের জন্ম বা উৎপত্তি না হইয়া, ধারাবাহিক নিয়মে যখন সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে, তখন সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তরে একটী গূঢ় রহস্য চির বিদ্যমান স্বীকার করিতে হয়। এই গূঢ় রহস্যের অন্তরে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বা অনুভব-বলে পদার্থের প্রতীতি করিতে অসমর্থ হইলে, সনাতন বেদ বা বেদ-মূলক শাস্ত্রের সহায়ে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, যুক্তি দ্বারা সমাধান করা যায়; সন্দেহ নাই। পরমাণু হইতে পরম মহৎ পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিরর্থক আসে নাই! কোন একটী কার্য্য তাহার দ্বারা যাবৎ নিষ্পাদিত না হয়, তাবৎ তাহাকে প্রয়োজন মত মূর্ত্তি-ধারণ করিয়াই হউক বা সেই এক মূর্ত্তিতেই হউক, অবস্থান করিতে হইবে। কার্য্যের সমাপনান্তে তাহারও অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। বৃক্ষ বীজ

উৎপাদন করিয়া এবং বীজ বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া যেমন ক্ষান্ত হয়, ঐরূপ মানব দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মূল মানব শরীরে সহায়তার উপলক্ষে জন্ম পরিগ্রহ করত, দেহকার্য্য সমাপনান্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইরূপ মনুষ্য-কলেবরও কোন একটী কার্য্য-সম্পাদনার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সে কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহাকেও আবার অন্তর্হিত হইতে হয়। এই প্রকারে কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, হস্তী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ স্ব স্ব কর্ম্মভার লইয়া, জগতে দেখা দেয়; এবং কর্ম্মান্তে চলিয়া যাইতেছে। কেহ আপনার নিমিত্ত আবির্ভূত হয় নাই। একখানি ইষ্টকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বুঝা যায় যে, নির্ম্মাতা তাহাকে নিরর্থক পতিত থাকিবার জন্য প্রস্তুত করেন নাই; অট্টালিকাদির সাহায্যের পর তাহাকেও দেহান্তরিত হইতে হইবে। অতএব অভিপ্রায় অনুসারেই মূর্ত্তির গঠন হয়। জল আনয়নের অভিপ্রায়ে কলসী এবং অন্নরক্ষার্থ থালা। সুতরাং মূর্ত্তি সমস্তই অভিপ্রায়ের কার্য্য সম্পাদক ভাব মাত্র। অভিপ্রায়-ভাবই কার্য্যকরী মূর্ত্তি। এই অনন্ত মূর্ত্তিময় জগৎ কোন এক অপরিমেয় অপরিশ্রান্ত অনুপম ও অনন্ত অভিপ্রায় মূলক ভাবেরই কার্য্যকরী মূর্ত্তি, যাহার সংসাধনার্থ সকলেই পৃথক পৃথক্‌ভাবে স্ব স্ব অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে; এবং অভিপ্রায়ের সাধন হইলে, অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। অতএব বাহিরে আমরা যাহা দেখি, তাহা অন্তরস্থ একটী সূক্ষ্ম ভাবের পরিচয় মাত্র। একটী বীজ হইতে বৃক্ষের অভিব্যক্তি দেখিলে, সুস্পষ্ট অনুমিত হয় যে, সূক্ষ্মাকারে একটী ভাবের বৃক্ষ উক্ত বীজ মধ্যে ছিল, উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্থূল বৃক্ষবেশে বাহিরে প্রকটিত হইয়াছে। এইরূপ মানবের স্থূল দেহও স্বাধীন বা সম্পূর্ণ নহে; অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র! যে অভিপ্রায়ের সংসাধনার্থ ইহার স্থূলে পরিণতি, তাহার সমাপনান্তে চলিয়া যায়; সুতরাং এ দেহও নিত্য নহে; ইহার প্রেরক ভাবই বরং নিত্য ও অধিক-কাল-স্থায়ী; সুতরাং প্রারব্ধ মূর্ত্তিতে প্রকাশমান দেহের সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ভয় ব্যাধি প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সম্প্রতি তত সুগম নহে। কারণ উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থ ভাব যখন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর সংশোধন হয় না। একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে দিক্ নির্ণয় করা উচিত; নিক্ষেপের পর দিক্‌নির্ণয় নিরর্থক; সেইরূপ প্রারব্ধে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ভাবের চিকিৎসা সহজ-সাধ্য। মহর্ষি কপিলদেব তদীয় তত্ত্বকৌমুদীতে স্থূল বেশকে লিঙ্গ নামে, এবং তাহার কারণরূপে বিদ্যমান সূক্ষ্ম মূর্ত্তিকে ভাব নামে অভিহিত করিয়া,

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২॥

দৃষ্টজন্মনি বেদনীয়স্তথাদৃষ্টজন্মনি বেদনীয়ঃ অনুভবনীয়ঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ আশয়ঃ ক্লেশমূলঃ ক্লেশনিমিত্তকঃ এব ॥ ১২ ॥

কর্ম্মাশয় ইত্যনেন স্বরূপং তস্যাভিহিতম্। অতো বাসনারূপাণ্যেব কর্ম্মাণি, ক্লেশমুল ইত্যনেন কারণমভিহিতং। যতঃ কর্ম্মণাং শুভাশুভানাং ক্লেশা এব নিমিত্তং। দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় ইত্যনেন ফলমুক্তং। অস্মিন্নেব জন্মনি অনুভবনীয়ো দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। জন্মান্তরানুভবনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তথাহি কানিচিৎ পুণ্যানি দেবতারাধনাদীনি তীব্রসংবেগেন কৃতানি ইহৈব জন্মনি জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং ফলং প্রযচ্ছন্তি। যথা নন্দীশ্বরস্য ভগবন্মহেশ্বরারাধনবলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদয়ো বিশিষ্টা প্রাদুর্ভূতাঃ। এবমন্যেষাং বিশ্বামিত্রাদীনাং তপঃ প্রভাবাৎ জাত্যায়ুষী। কেষাঞ্চিজ্জাতিরেব তথা তীব্রসংবেগেন দুষ্টকর্ম্মকৃতাং নহুষাদীনাং জাত্যন্তরাদি পরিণামঃ। উর্ব্বশ্যাশ্চ কার্ত্তিকেয়বনে লতারূপতয়া এবং ব্যস্তসমস্তরূপত্বে যথাযোগ্যং যোজ্যমিতি ॥ ১২ ॥ ইদানীং কর্ম্মাশয়স্য স্বভেদভিন্নস্য স্বভেদভিন্নং ফলমাহ।

অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে উৎপন্ন ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের আশয় রূপে বিদ্যমান সংস্কার-সমূহ বর্ত্তমান এবং ভাবী জীবনে জাত্যাদি ফলরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

আভাস।

স্মৃতিরই দুইটী মূর্ত্তি পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবের স্মৃতিই অভিব্যক্তিতে লিঙ্গ। অভিনব কর্ম্মের প্রবর্ত্তক সংস্কাররূপী কর্ম্মাশয়ই কর্ম্ম ॥ ১১ ॥

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। এই সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কর্ম্মাশয়ই কর্ম্ম। একটী কোন কামিনীকে শ্রদ্ধা সহকারে ও মনোযোগিতার সহিত যদি আমরা দেখি, তৎক্ষণাৎ উক্ত কামিনীর মূর্ত্তিখানির ছায়া আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয়। তখন কামিনীমূর্ত্তির আর অপেক্ষা না করিয়া, কামিনী-দর্শন ব্যাপারটী যাহা চিত্তে অঙ্কিত হয়, তাহাই আবার কামিনী-দর্শনের প্রবৃত্তি আনয়ন করে বলিয়াই, উহা কর্ম্মের আশয় নামে অভিহিত। এরূপ অঙ্কিত ভাব চিত্তে অনন্ত আছে। এদিকে মরণে দেহের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং বাল্য জীবনে অনুভূত সংস্কারগুলি স্মৃতি সহকারে যেমন যৌবনে বা প্রৌঢ়ে উদিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরও কর্ম্ম-সংস্কার ধারাবাহিক

ভাবে বিদ্যমান চিত্তে অঙ্কিত থাকায়, তাহার কার্য্য আমরা বর্ত্তমান বা ভাবী জীবনে অনুভব করিতে বাধ্য। সূত্রকারের এস্থলে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাহিরের জগৎ জীবের বন্ধন-কারণ নহে; অনন্ত সংস্কাররূপে চিত্তে বিদ্যমান অন্তর জগৎই জীবের বর্ত্তমান ও ভাবী অনন্ত জন্মের এবং সুখ দুঃখ ও বন্ধন মুক্তির কারণ। মনোযোগিতা সহকারে বা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিষয়ের সম্পর্ক করাই চিত্তে অঙ্কিত হইবার কারণ। চিত্তস্থ অনুরাগ এবং দ্বেষই মনোযোগিতাকে গাঢ় করে; এই রাগ ও দ্বেষ আমিভাবের সম্পর্কেই উদিত হয়; যে স্থলে আমার সম্পর্ক নাই, তথায় যে আসে বা যায়, তাহার সহিত চিত্ত কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় না। অতএব পরমানন্দ-স্বরূপ পরমপুরুষের প্রতি চিত্ত প্রশস্ত না রাখিয়া, অবিদ্যাবশে যাহারা চিত্তকেই আমিজ্ঞান করে, তাহারাই কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ॥১২॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥" অসতঃ অবিদ্যমানস্য ভাবস্য উৎপত্তিঃ সত্তা ন ভবতি তথা সতঃ সূক্ষ্মরূপেণ ভাবরূপেণ সংস্কারমূর্ত্ত্যা বীজরূপেণ বা বিদ্যমানস্য বস্তুনঃ অভাবঃ অনুৎপত্তিঃ ন ভবতি ইতি ন॥ একটী আম্রবীজ রোপণ করিলে, আম্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ভাব যাহা সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে উক্ত বীজের অন্তরে বিদ্যমান ছিল, তাহারই বাহ্যভাবের প্রকাশে প্রথমতঃ আম্র বৃক্ষ, তাহার স্কন্ধ, শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফল এবং মধুর ও অম্লাদি রসের উদ্ভাসন হয়; অন্য কোন হরিতকী বা আমলকী বৃক্ষাদির উদ্ভব তাহা হইতে দেখা যায় না। সুতরাং যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতে তাহারই উদ্ভব হয়; যাহা না থাকে, তাহা হয় না। তবে সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে ছিল; পরে স্থূলভাবে প্রকটিত হয়। এই সূক্ষ্মমূর্ত্তির নাম ভাব, এবং স্থূলমূর্ত্তির নাম লিঙ্গ। কিন্তু উভয় ব্যাপারকেই সাংখ্যাচার্য্য সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তজ্জন্য বলিয়াছেন যে, "ন বিনা ভাবৈ র্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যা ভাবাখ্যা তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।" অর্থাৎ বীজের অন্তরে ভাবের বৃক্ষবৎ, হিরণ্যগর্ভ-মূর্ত্তি পরমেশ্বরে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে কখন নিবিষ্ট থাকে এবং পরক্ষণে স্থূল লিঙ্গ অর্থাৎ নামরূপাদি লইয়া বাহিরে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। স্থাবর যোনির ন্যায়, জঙ্গম জগৎও একবার সূক্ষ্ম ও পরক্ষণে স্থূল মূর্ত্তির প্রকাশে দ্বিবিধ সৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব বাহিরের মূর্ত্তি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মানব কলেবরও, সেইরূপ অন্তরস্থ সূক্ষ্ম মনোময় ভাবের পরিণতি ক্রিয়ার পরিচয় মাত্র; সুতরাং

অন্তরে গঠিত সংস্কারবেশে বিদ্যমান মনোময় মানব-ভাবই বাসনাবলে বাহিরে প্রকটিত হয়; ভাবের জগৎই পরিণত হইয়া, এই বিরাট্ মূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব ভাবের আমিই স্থূল মাংসাস্থি-বিশিষ্ট লক্ষণে পরিচিত হইয়া থাকি। বৃক্ষাদিতে যেমন বীজ, বৃক্ষ এবং ফল এই তিন ভাবের পরিণাম স্পষ্টত উপলব্ধ হয়, মানব জীবনেও কর্ম্মসংস্কার, ভোগায়তন মনুষ্যাদি কলেবর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ এই তিন ভাবেরই পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু ফলের অভ্যন্তরেই যেমন পুনরায় বৃক্ষোৎপাদনের বীজ নিহিত থাকে, সেইরূপ সুখদুঃখাদি ভোগের অভ্যন্তরেই পুনর্জ্জন্মের বীজ কর্ম্মাশয় মূর্ত্তিতে নিহিত থাকে।

প্রত্যেক মানবের বিশেষ বিচার সহকারে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহারই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে। একজনের কর্ম্মে অন্য ব্যক্তি কখন দায়ী নহে। (যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফলভোগার্থ তদনুরূপ জীবন লাভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অতএব সঞ্চিত বীজভূত কর্ম্মাশয়ই প্রকৃত আমি), সেই কর্ম্মাশয়ের চরিতার্থতার উপলক্ষেই কেবল তদনুকূল দেহ ধারণ করা। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" কৃষকেরা জানে যে ধান্যাদি বীজ যথাকালে সংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা পর বৎসর ভোজন সংগ্রহ হইবে না। কিন্তু বীজ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চিন্তা করিতে থাকে যে, উক্ত বীজ কোন্ ক্ষেত্রে রোপণ করিলে, উত্তম ফসল হইবে; বর্ত্তমান বীজের বীর্য্য এবং প্রকার ভেদে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়। কারণ ধান্যের ক্ষেত্রে গোধুম এবং শরিষা এক সময় রোপণে কখন উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না; বীজ অনুসারে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। গীতা বলিয়াছেন, " যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ যে ভাবের চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করা হয়, উক্ত চিন্তিত ভাবই পরে ভাবী জীবনের জন্য ক্রমশঃ স্থূল পরিণামে ভোগায়তন দেহে পরিণত হয়। এই শ্লোকে প্রধান বক্তব্য যে, আমরা যখন যাহা চিন্তা করি, আমাদের মনোমৃত্তিকায় গঠিত চিন্তিত বিষয়ের মূর্ত্তির অন্তরে তখন প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ি; অর্থাৎ চিন্তার স্রোত যতই অকপট, সুতরাং প্রবল হয়, তখন যে তাহাকে চিন্তা করেন, তিনি তন্ময় হইয়া, নিজের তদতিরিক্ত ভাবকে আর রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং পূর্ব্ব দেহাদিকে বিস্মৃত হইয়া, বর্ত্তমান চিন্তিত ভাবেই নিমগ্ন হন। কিন্তু এই সময় যদি প্রারব্ধ-দেহের পতন-সম্ভাবনা ঘটে, তখন

জীবাত্মা ক্রমশ তীব্র আসক্তি সহকারে সঞ্চিত ভাবকে যতই চিন্তা করিতে থাকেন, চিন্তিত ভাব ততই পুষ্টিলাভ করিতে থাকে; এবং যেমন ভূসংলগ্ন বীজ ভূমির রসেই পুষ্ট এবং বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ আমাদের চিত্তস্থ কর্ম্মবীজ আমাদের আসক্তিপূর্ণ চিত্তরসেই পুষ্টিলাভ করত. ক্রমশ পরিপক্ক স্থূল দেহরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। দুগ্ধ যেমন অগ্নি-সংযোগে সরে পরিণত হয়, সেইরূপ সংস্কারময় ভাব সকলও আসক্তি-রসে পুষ্ট এবং ঘনীভূত হইয়া, ক্রম অনুসারে জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, "স্বকৃত-পুরেষু" অন্য কাহারও ইচ্ছায় আমার দেহ গঠিত হয় নাই; আমার মনের সংস্কার, তদনুরূপ পুনরায় ভোগের বাসনা এবং তৎপ্রবৃত্তি গতি অনুসারেই আমার দেহ লাভ হইয়া থাকে। রাজা ভরত ঘোরতর তপস্বী হইয়াও, মৃত্যুকালে পূর্ব্ব-পালিত হরিণ-শিশুর মূর্ত্তি-চিন্তনে একাগ্র থাকায়, হরিণ-মূর্ত্তিতে তাঁহার চিত্ত আকারিত হইল; সুতরাং অন্তস্থ হরিণ-মূর্ত্তিকে তাহার চিত্ত অন্যান্য স্বল্পবল সংস্কার সহ প্রবিষ্ট হইয়া, হরিণ-মূর্ত্তিরই পুষ্টি-সাধনে, তিনি হরিণ-গতি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে যে, আসক্তি সহকারে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেই চিত্তে যে সংস্কারের উদয় হয়, তাহাই আবার ভোগের অভিমুখে চিত্তকে পুনঃ ধাবিত করে। সুতরাং পুনঃ ভোগ, পুনঃ সংস্কার, পুনঃ ভোগ পুনঃ সংস্কার, এই ভাবে অনন্ত সংস্কার এবং তাহার ভোগানুরোধে অনন্ত ভোগায়তন দেহ, ভোগ্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সম্পর্ক থাকিবার কালরূপ পরমায়ুঃ লাভে অনন্ত জন্মের কারণ ঘটিতেছে।

এই অনন্ত সংস্কারই পুনঃ কর্ম্মের সূচনা করে, বলিয়াই কর্ম্মাশয় নামে অভিহিত। ধর্ম্মমূলক কর্ম্ম-সংস্কার উন্নতির সাধক এবং সুখপ্রদ; অধর্ম্মমূলক কর্ম্মসংস্কার পতন-সাধক এবং দুঃখ-প্রদ। এ জীবনে আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করি, তাহাও তৎপূর্ব্বে সংগৃহীত সংস্কারের ফল। সর্প-দংশনে লোককে মরিতে দেখিয়া, সাবধান হইতে শিখিয়াছি। সংস্কারই বৈষয়িক জ্ঞান, যাহা পুনঃ বিষয় ভোগে রত বা বিরত করে। সংস্কারও নিরর্থক নহে; ইহা যে কেবল জন্মজন্মান্তরের কারণ হইয়া, জীবকে কষ্ট দেয়, তাহা নহে; ইহাও জীবের বিশেষ হিতকারী। ইহা যেমন আপাত-দৃষ্টিতে সংসার-কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু পরিণামে ইহাই আবার মোক্ষ প্রদানের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কারণ সত্ত্বের পক্ষপাতী বুদ্ধি; যে কোন পদার্থ বিষয়-মূর্ত্তিতে বুদ্ধির নিকট পরিদৃষ্ট হয়, জ্ঞান তাহার

প্রত্যেক স্তর অবধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করে; যেমনই তাহা পূর্ণ মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইল, অমনি জ্ঞান তাহাকে পরিত্যাগ করে; আর সংস্কাররূপে সে বিষয়ের মূর্ত্তিকে চিত্তে রাখে না। তবে অবিলুপ্ত জ্ঞানই বিষয়কে ক্রোড়ীকৃত রাখে, যদবধি তাহার সম্পূর্ণ ভাব অবগত হইতে না পারে। যে কোন পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করি, স্বকীয় অনুকূল সম্পর্কে তাহার আপাতত মনোরম ভাবটী মাত্র অবলম্বনে হৃদয়ে অঙ্কিত করত, অবশিষ্ট ভাবসমূহের অবগতির জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকি। এই অঙ্কনই সংস্কার। একটী মাকাল ফল দেখিয়া, বালক তাহার মনোহর বর্ণাদির প্রতি লক্ষ্য করত, অবশিষ্ট ভাবের প্রাপ্তির আশায় মাকালের মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া থাকে, কিন্তু যখনই মাকালের অন্তরস্থ কুৎসিত অংশের পরিচয়ে তাহার ভিতর বাহির সকল জানা হইল, অমনি বালক মাকাল-সংস্কার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিল। যদিও মাকালের জ্ঞান হৃদয়ে থাকে, তথাপি অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে আসক্তি মাকাল প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব আত্মোৎকর্ষ যদি না থাকে, সংস্কারের কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জ্ঞানকে পূর্ণ করাইবার জন্যই, সংস্কার-মূর্ত্তির আবশ্যকতা। বিষয় না থাকিলেও, বিষয়ের সংস্কার ক্রমান্বয়ে স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশে জ্ঞানকে পূর্ণত্বে পরিণত করে। সুতরাং বিষয়-ভোগ না করিলেও, বিষয়ের স্বরূপাবধারণে জ্ঞান প্রশস্ত হয় না; অতএব সংস্কারও বিষয়-রসের সম্পর্ক ঘটাইয়া, জ্ঞানকে পূর্ণস্বরূপে আনয়ন করে। বাজীকরের বাজী দেখিয়া বিস্মিত হই এবং তৎকার্য্যগুলি সংস্কার-মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অঙ্কিত রাখি; কিন্তু সংস্কারের সহায়ে বাজী-কার্য্যের কৌশলগুলি জ্ঞানের নিকট ক্রমশ অভিব্যক্ত হইবা মাত্র, সে সংস্কারের প্রতি আসক্তি সরিয়া যায়; পুনরায় বাজী দর্শনে আর প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব সংস্কার অনিষ্টের কারণ নহে; বরং জ্ঞানের উৎকর্ষপ্রদ। অজ্ঞানই অনিষ্টের কারণ; যেহেতুক সেই কেবল জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে আসক্তির উদ্দীপনে পুনঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনয়ন করে। এই প্রবৃত্তি তীব্র হইলে, সংস্কার এই দেহেই ফল প্রসব করে; মৃদু হইলে, জন্মান্তরে বা বিলম্বে ফল প্রসব করে।

বহু জন্মের অনন্ত সংস্কার একত্র সংগৃহীত থাকিলেও, একত্র এক সময়ে সকল সংস্কারের যুগপৎ কার্য্যোদ্গম হয় না। সহকারী কারণ, কাল এবং সংস্কারের পরিপক্কতার অপেক্ষা করে। প্রথম বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমরা এ জীবনে যে কোন কর্ম্মই করি, সহকারী কারণের অভাবে সম্প্রতি যদিও তাহার ফল লাভ

না হয়, কর্ম্মটী কিন্তু মনে প্রাণে অভ্যস্ত রহিল ; পুনরারম্ভ কালে সহকারী কারণের সদ্ভাবে সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। সহপাঠী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে কোন বালক পাঠে উদাসীন; কেহবা লব্ধজ্ঞান হয়। তখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব জন্মে যাহার বিদ্যার সংস্কার কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত ছিল, সম্প্রতি উপদেশের সাহায্যে উদ্‌বোধিত হওয়ায়, অন্যান্য বালকের অপেক্ষা সে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিল। পূর্ব্বজীবনে বিশেষ প্রেম ও আসক্তি সহকারে কৃত যে কোন ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বিষয়ের সংস্কার হৃদয়ে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল, এ জন্মে তদনুরূপ সহকারী কারণের উপস্থিতিতে যেন স্মৃতিপথে আরূঢ়ের ন্যায়, পূর্ব্ব সংস্কার তাৎকালিক কার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। পূর্ব্বজীবনে যাঁহারা জপ তপস্যাদির যথেষ্ট অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু সহায়তার অভাবে এবং নানা প্রতিবন্ধক নিবন্ধন কৃতকার্য্য হন নাই, পরজীবনে শ্রীমান্ ভোগীর গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেও, পূর্ব্ব-সংস্কার অনুসারে ভোগের বিরুদ্ধে যোগের অভিমুখেই তাঁহার চিত্ত প্রসারিত হয় ; এবং সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার হইলেই, তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া, এক জীবনেই কৃতার্থ হন। কোন সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত আচরণের দ্বারা পিতা মাতা ও পুত্র কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অসমর্থতা নিবন্ধন বিশেষ দুঃখিত হইলেন ; এবং কোন্ উপায়ে পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিবেন, তচ্চিন্তায় উন্মনার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, প্রায় নিশীথকালে একটী শ্মশানের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া একজন সাধক ব্রাহ্মণ উন্মত্তের ন্যায় উচ্চরবে হাস্য করত, উক্ত শ্মশানভূমি হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন। তদ্দর্শনে অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে শ্মশানাভিমুখে গমন করত, তিনি একটী দীপজ্যোতিঃ নয়নগোচর করিলেন। এবং নিকটে উপনীত হইয়া, আসনাদি পূজার উপকরণ দ্রব্য সমস্তই প্রস্তুত আছে, কেবল উপাসক নাই দেখিয়া, ব্রাহ্মণ মনের বেগে এবং ভক্তি সহকারে স্বয়ংই আসনস্থ হইয়া, স্বীয় ইষ্ট-চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অতি সামান্যকাল জপ করিবার ফলে, তাঁহার ইষ্টদেবতা বরগ্রহণার্থ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন পরমানন্দে পুলকিত হইয়া প্রার্থনা করত বলিলেন, "মা!" এত আয়োজন ও বিপুল চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া, উক্ত ব্রাহ্মণ উন্মাদের ন্যায়, চলিয়া যায় কেন? এবং আমি বিনা আয়োজনে ও বিনা পরিশ্রমে তোমাকে সত্বর পাই কেন? অগ্রে এই রহস্য বুঝাইয়া, সন্তানকে প্রবোধ দাও! তবে বর

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

মূলে ক্লেশে বিদ্যমানে সতি, তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ ফলং জাতিঃ আয়ুঃ ভোগাশ্চ ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

মূলমুক্তলক্ষণাঃ ক্লেশাঃ। তেষনভিভূতেষু সৎসু কর্ম্মণাং কুশলাকুশলরূপাণাং বিপাকঃ ফলঃ জাত্যায়ুর্ভোগা ভবন্তি। জাতির্মনুষ্যত্বাদি আয়ুশ্চিরকালং একশরীর-সম্বন্ধঃ। ভোগা বিষয়া ইন্দ্রিয়াণি সুখসম্বিৎ দুঃখসম্বিচ্চ। সুখদুঃখাদীনি কর্ম্ম-

অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকের সহায়েই উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার

আভাস।

দিবেন! জগজ্জননী বলিলেন, বাবা! ওরূপ পাগলের মত কতবার যে তুমিও গিয়াছ! এক্ষণে তোমার কর্ম্ম কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই আমাকে পাইলে। গোলাপের মুকুল বৃন্তবিনির্গত যে দিন হয়, সেই দিবসেই কি মনোহর সাজে প্রস্ফুটিত হইয়া, দিক্ সমূহ গন্ধে আমোদিত করে! অতএব ক্রমোন্নতির বিশেষ অপেক্ষা। তখন সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া, প্রার্থনা করিলেন; "মা" আর আমার বরের প্রয়োজন নাই; তোমার এই ফুলটী যেন এই রকমের হাসি নিরন্তর হাসিতে পায়! যেন তাহাকে আর ম্লান হইতে না হয়।" এতদ্দ্বারায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের সংস্কার উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া, যেমন উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে, অধর্ম্মের সংস্কারও আনুসঙ্গিক কারণে ঘনীভূত হইয়া, বিবিধ দুঃখপ্রদ ফল প্রসব করে; সন্দেহ নাই। অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে। উৎকট প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মাশয় বর্ত্তমান জীবনেই ভোগ প্রদান করিয়া থাকে; এবং সাধারণত অনুষ্ঠিত হইলে, জন্মজন্মান্তরেও ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। মহাদেবের আরাধনা প্রবল একাগ্রতা সহকারে করিবার ফলে, রাজপুত্র নন্দীশ্বর মনুষ্য-কলেবরেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনুষ্য দেহ দেবদেহতে পরিণত হইয়াছিল। এবং রাজা নহুষ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু শচী-লাভার্থ উগ্র লোভ করিবার ফলে, মহর্ষির অভিশাপে দেব-শরীরেই সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া, মর্ত্ত্যে ভোগার্থ পতিত হন। উর্ব্বসী দেবশরীরী হইয়াও, মর্ত্তে লতারূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং অহল্যা গৌতম-শাপে ভজ্জন্মেই পাষাণী হইয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মই পরিণাম লাভের একমাত্র সোপান ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর-সৃষ্ট বাহ্য জগৎ কখন সংসারের কারণ নহে, জগৎ পরিদর্শনে বরং জগ-জ্জীবনেরই অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং সংসার-পথে প্রাকৃতিক প্রত্যেক

করণভাব-বোধনব্যুৎপত্ত্যা ভোগশব্দস্য ইতরত্র তাৎপর্য্যং চিত্তভূমৌ অনাদিকাল-সঞ্চিতাঃ কর্ম্মবাসনা যথা যথা পাকমুপয়ান্তি তথা তথা গুণপ্রধানভাবেন স্থিতা জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং স্বকার্য্যমারভন্তে ॥ ১৩ ॥ উক্তানাং কর্ম্মফলত্বেন জাত্যাদীনাং স্বকারণকর্ম্মানুসারিণাং কার্য্যকর্ত্তৃত্বমাহ।

সমূহ মনুষ্যাদি জাতি, সুখ দুঃখাদি জনিত ভোগ এবং ভোগোচিত একদেহ-নিষ্ঠ পরমায়ুর উদয় হইয়া থাকে ॥১৩॥

আভাস।

পদার্থই উন্নতি বা মুক্তি-লাভের বরং সাধক। কিন্তু পদার্থ-সংসর্গে সুখের প্রত্যাশা করিলেই, আসক্তির উদয় হয়; যাহা সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে সংগৃহীত থাকিয়া, পুনরায় বাসনার আকারে জন্ম-জন্মান্তর আনয়ন করে। সুতরাং আসক্তিমূলক কর্ম্মাশয়ই শান্তি বা মুক্তিলাভের বাধক। অতএব বাহ্য সংসার, সংসার নহে; মানসিক জগৎই প্রকৃত সংসার। বাহ্য জগৎকে আয়ত্ত করায়, কোন ফললাভ নাই; কারণ ইহা জীবনির্ম্মিত নহে; সুতরাং জীবেচ্ছার বশীভূতও ইহা নহে। যিনি ইহাকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মত ইহার উপস্থিতি বা অন্তর্ধান ঘটিতেছে। জীবের উৎকট ইচ্ছা তাহার প্রতিরোধে সমর্থ হইবে না। অতএব যাহা স্বতঃসিদ্ধ, জীবের অধীনে নহে, তজ্জন্য যত্ন বা পরিশ্রম করা সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীনতারই পরিচয়। যথায় ইচ্ছা ফলবতী হয়, তথায় যত্ন করাই জ্ঞানবান্ বা পণ্ডিতের পরিচয়। অতএব জগৎ যখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধীন, তখন তাহাকে নিজের অধীনে আনয়নার্থ যিনি যত্ন করেন, তিনিই প্রকৃত অনভিজ্ঞ। বিশেষ প্রণিধানের সহিত মানবের বিচার করা কর্ত্তব্য যে, অধিকার-ভুক্ত বস্তুর উপরই প্রতিপত্তি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। নীতিকর্ত্তা বলিয়াছেন, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য চাধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি হ্যধ্রুবং নষ্টমেবহি॥" নিশ্চয় আমার বলিবার অধিকার যাহাদের উপর আছে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরের সম্পর্ককে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, তল্লাভার্থ যত্ন করে, সে আপন পর উভয় ভাবেই বঞ্চিত হয়; সন্দেহ নাই। আমাদের নিজের সংগৃহীত সংস্কার বা কর্ম্মাশয়ই নিজের সম্পত্তি। ইহার আশ্রয়ে স্বর্গ নরক, উত্তম দেবযোনি, মধ্যম মনুষ্য-যোনি এবং অধম তির্য্যক্ বা স্থাবরাদি যোনি এবং ভোগোপযোগী পরমায়ুঃ নারক কাল প্রাপ্ত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি।

তে হ্লাদপরিতাপ-ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ॥ ১৪॥

তে জাত্যায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুত্বাৎ হ্লাদফলাঃ অপুণ্যহেতুত্বাৎ পরিতাপফলাশ্চ ভবন্তি॥ ১৪॥

হ্লাদঃ সুখং পরিতাপো দুঃখং তৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম তদ্বিপরীতমপুণ্যং। তে কর্ম্মণি কারণং যেষাং তেষাং ভাবস্তস্মাৎ এতদুক্তং ভবতি পুণ্যকর্ম্মারব্ধা জাত্যায়ুর্ভোগা হ্লাদফলাঃ। অপুণ্যকর্ম্মারব্ধাস্তু পরিতাপফলাঃ এতচ্চ প্রাণিমাত্রাপেক্ষয়া দ্বৈবিধ্যম্॥ ১৪॥ যোগিন স্তুৎসর্ব্বং দুঃখমিত্যাহ।

অধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ জীবের দুঃখের কারণ এবং ধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত হইলে, উহারাই আবার আহ্লাদেরই পরিচয় দিয়া থাকে॥ ১৪॥

আভাস।

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কামং যঃ কাময়তে মন্তমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তে কামাঃ॥ কাম অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ই আমাদের চেষ্টা বা অনুষ্ঠানের বলে, অতি সূক্ষ্ম বা তুচ্ছবেশে কর্ম্ম-সংস্কার মূর্ত্তিতে আমাদের চিত্তে স্থান পায় বটে, কিন্তু কালক্রমে বাসনা-রসে পুষ্টিলাভ করিলে, উক্ত কর্ম্মাশয়ই আমাদের আশ্রয় স্থান হইয়া, আমাদের জাতি আয়ুঃ এবং ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমার দেহ, সুখ দুঃখাদি ভোগ এবং স্বল্প দীর্ঘাদি ভোগ-কালের জন্য আমি নিজে দায়ী; অন্যের উপর দোষারোপ করা নিরর্থক। এই কর্ম্ম-সংস্কার আমাদের দ্বারা সংগৃহীত; সুতরাং আমাদের নিজস্ব বলিয়া চির পরিচিত। ইহাদিগকে আমরা যেমন লালন-পালনাদির দ্বারা সুরক্ষিত করি; ইহারাও লালন-পালনাদির দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন করে। আমার কর্ম্মাশয়; এবং কর্ম্মাশয়ের আমি। কর্ম্মাশয় কারণ; জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ এই তিনটী স্থূল কার্য্যরূপে উক্ত কর্ম্মাশয়ই পরিণত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

একটী অতি ক্ষুদ্র আম্র বীজ মৃত্তিকাতে পতিত হইলে, পৃথিবীর রসে পুষ্টিলাভ করত, প্রকাণ্ড আম্র-বৃক্ষে পরিণত হয়; এবং ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখা পত্রপুষ্প ও ফলাদির উদ্গমে তত্তদ্রূপেই আত্ম-পরিণতির পরিচয় প্রদান করে; সেইরূপ আমাদের চিত্তস্থ কর্ম্মাশয় অতি ক্ষুদ্র অলক্ষিতের ন্যায় অবস্থান করিলেও, চিত্তের অবিদ্যারসে পুষ্ট হইয়া, তাদৃশ কর্ম্মবাসনার ভোগ হইতে পারে, এরূপ মনুষ্যাদি দেহ, ভোগোচিত কাল এবং ভোগ্য সুখ দুঃখাদিরূপে পরিণত হয়। স্বপ্নদর্শন

কালে, স্বপ্ন-দৃষ্ট রাজপুত্র কলেবরকে নিতান্ত প্রিয়বোধে চিন্তা করত, আমাদের চিত্ত যখন তদন্তরে প্রবেশ করে, তখনই আমি রাজপুত্র বলিয়া আপনাকে প্রতীতি করত, পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হই এবং রাজপুত্র বলিয়া আপনাকেই জ্ঞান করি এবং তদুচিত রাজ-বনিতাদি ভোগে এবং তজ্জনিত সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হই। সেইরূপ চিত্তস্থ কর্ম্মবীজের প্রতি যখন আমাদের বাসনা উদ্রিক্ত হয়, তখনই উক্ত বীজ তৎক্ষণাৎ পুষ্টিলাভে এরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় যে, আমরা চিত্ত সহ তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হই; তখন সেই পুষ্টভাবই জীবের আধারভূত দেহোপাধিরূপে পরিণত হইলে, সর্প যেমন নূতন ত্বক্ অন্তরে প্রস্তুত করত, পুরাতন ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পুরুষ ভাবময় দেহের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক, পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। স্বপ্নে রাজপুত্র হইলে, রাজদেহ, রাজভোগ এবং রাজোচিত বল ও বিক্রমাদির সংস্কার প্রকটিত হইয়া, পূর্ব্বদেহনিষ্ঠ রুগ্ন, দরিদ্র, কাণ ও কুষ্ঠাদি ভাবের বিস্মৃতি আনয়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যুকালে ভাবময় দেহের ও তদুচিত সংস্কারাদির প্রকটনে, পূর্ব্ব দেহের যাবতীয় ভাব বিস্মৃতির গর্ভে প্রলীন হইয়া যায়। তখনই নূতন জীবনের সৃষ্টিতে, বৃক্ষ হইতে অভিনব পত্রপুষ্প ও ফলাদির প্ররোহের ন্যায়, নূতন দেহে ক্রমানুসারে নূতন ভাব, উদ্যম ও বাসনাদির বিকাশ হইতে থাকে।

বাসনা সহকারে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বিষয়ের সহিত চিত্তের প্রতি স্পর্শে একটী করিয়া সংস্কারের উদয় হয়। এরূপ স্পর্শ মুহূর্ত্ত-মধ্যে যে কতবার হইতেছে, সুতরাং কত অনন্ত সংস্কারের যে জন্ম হইতেছে, কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এদিকে জীব-জগতে কত অনন্ত মূর্ত্তির যে রচনা রহিয়াছে, তাহাও কেহ নিরূপণ করিতে পারেন না। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকটনই যখন মূর্ত্তি, তখন অনন্ত মূর্ত্তিতে পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ কোন এক অপরিমেয় অসীম সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বিরাট্ পুরুষেরই ভাবের উন্মেষণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আমরা স্ব স্ব সংস্কার-জাল-সমন্বিত চিত্তের স্বরূপকে অবগত হইতে পারিলে, যেমন আমাদের স্বকৃত সংসারের উপর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারি, সেইরূপ বিরাট্ চিত্তের সহিত সম্পর্ক করিতে পারিলে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপরও মানব প্রতিপত্তি স্থাপনে মানব-জীবনেও লোকপালদ্বের পরিচয় দিতে পারেন। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের সম্পর্কে উক্ত কর্ম্মাশয়ও দুঃখপ্রদ নিকৃষ্ট যোনি এবং সুখপ্রদ দেবাদি উৎকৃষ্ট যোনি এবং পাপ পুণ্যের মিশ্রণে মধ্যম মনুষ্য-যোনির রচনা করিয়া থাকে। উত্তর-গীতাতে অভিহিত আছে; সুখস্ত দুঃখস্ত ন

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫॥

বিবেকিনঃ জ্ঞাততত্ত্বস্য তু সর্ব্বং (সুখং দুঃখম্বা যৎকিমপি) পরিণাম-দুঃখ-তাপ-দুঃখ সংস্কার-দুঃখৈঃ মিলিতত্বাৎ তথা গুণানাং সত্ত্বাদীনাং সুখদুঃখমোহরূপাঃ যাঃ বৃত্তয়ঃ তাসাং বিরোধাৎ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বাৎ) দুঃখমেব ॥ ১৫ ॥

বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য দৃশ্যমাত্রং সকলমেব ভোগসাধনং সবিষং স্বাদ্বন্নমিব দুঃখমেব প্রতিকূলবেদনীয়মেবেত্যর্থঃ । যস্মাদত্যন্তাভিজাতো যোগী

কিন্তু জ্ঞাততত্ত্ব যোগীর পক্ষে যাবতীয় ভোগই দুঃখপ্রদ

আভাস ।

কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা । অহং করোমীতি বৃথাভিমানং স্বকর্ম্ম-সূত্র-গ্রথিতো হি লোকঃ ॥ এ জীবনে কেহ কাহারও উপকার বা অপকার করিতে পারে না ; কাকতালীয় সংযোগের দ্বারা পরকৃত উপকার বা অপকারের কল্পনা মাত্র করা যায় । কোন একটী তালবৃক্ষে ফল এত উত্তম সুপক্ক হইয়াছে যে, সে আর বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিতে পারে না ; পতিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে ; এমন সময়ে একটী কাক সেই পক্ক তালের উপর উপবিষ্ট হইয়াছে , সেই সময়ে একটী বালক বলপূর্ব্বক হস্তে তালি দিবা মাত্র, কাকটী লম্ফ প্রদানে যেমন উড়িয়া গেল, অমনি তালটী নিম্নে পতিত হইল। একটী বালক বলিল, কাকের ভরে তাল পড়িয়াছে, অপর বালক বলিল, হস্ততালিতে সে তাল ফেলিয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে পতনোন্মুখ পক্ক তালের পতনটী হস্ততালির শব্দে ভীত কাক তালোপরি লম্ফ করায়, কিছু সত্বর ঘটিয়াছে মাত্র। সেইরূপ ফল প্রদানার্থ উন্মুখ সংস্কার কাল ও পুরুষকারের সাহায্যে প্রশস্ত বা সঙ্কুচিত হয় মাত্র। এতদর্থে স্মৃতি বলিয়াছেন যে, অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ॥ বর্ত্তমান বা অতীত জন্মে কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। পুণ্যপ্রদ সৎকর্ম্মের ফলে দেবযোনি এবং সুখের সম্বন্ধ জীব প্রাপ্ত হয় ; পাপ-প্রদ দুষ্কর্ম্মের ফলে শূকরাদি তির্য্যক্‌ যোনির প্রাপ্তিতে জীব দুঃখ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাই সাধারণ দৃষ্টিতে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য । কিন্তু যোগী সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধকেই দুঃখ-প্রদ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥১৪ ॥

ভোগে দুঃখ ব্যতীত সুখ আদৌ নাই। ভোগী যাহাকে সুখ বলিয়া মনে

দুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে। যথাক্ষিপত্রমূর্ণাতন্তুস্পর্শমাত্রেণৈব মহতীং পীড়ামনুভবতি নেতরদঙ্গং তথা বিবেকী স্বল্পদুঃখানুবন্ধেনাপি উদ্বিজতে। কথমিত্যাহ। পরিণাম-তাপসংস্কারদুঃখৈর্বিষয়াণামুপভুজ্যমানানাং যথাযথং গর্দ্ধা বিবৃদ্ধেস্তদপ্রাপ্তিকৃতস্য সুখদুঃখস্য অপরিহার্য্যতয়া দুঃখান্তরসাধনত্বাৎ নাস্ত্যেব সুখরূপতেতি পরিণাম-দুঃখত্বং। উপগৃহ্যমাণেষু সুখসাধনেষু তৎপ্রতিপন্থিনং প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবাব-স্থিতত্বাৎ সুখানুভবকালেঽপি তাপদুঃখং দুষ্পরিহরমিতি তাপদুঃখতা। সংস্কারদুঃখন্তু অভিমতানভিমতবিষয়সন্নিধানে সুখসম্বিৎ দুঃখসম্বিচ্চোপজায়মানা তথাবিধমেব স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে সংস্কারাচ্চ পুনস্তথাবিধসম্বিদনুভব ইত্যপরিমিতসংস্কারোৎ-

জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ ভোগমাত্রেই তৃষ্ণার পরিবর্দ্ধনে পরিণাম দুঃখ এবং বিরোধী জন্য পরিতাপ ও সংস্কার

আভাস।

করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সুখ নহে, এক জাতীয় দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তিতে অন্য যে কোন ভোগ আইসে, তাহাকেই আপাততঃ শান্তিপ্রদ বলিয়া অনুভূত হয় মাত্র; কিছুক্ষণ ভোগের পর, তাহার নূতনত্ব অপসারিত হইলেই, পুনরায় সেইটীই আবার দুঃখপ্রদ ও ত্যাজ্য হইয়া উঠে। প্রকৃত সুখ যে কোথায়? ভোগী অনন্তকাল নিরন্তর বিষয়-সম্পর্ক করিয়াও, তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন না। কারণ ভোগ্য বিষয় আপন প্রতিকৃতি চিত্তে অঙ্কিত করিয়া, সুখমূর্ত্তির অপসারণ করায়। নায়ক নায়িকা পরস্পরের আলেখ্য দর্শনে পরস্পরে প্রেম-শৃঙ্খলে আকৃষ্ট হয়, সত্য! কিন্তু আলেখ্য পরস্পরকে মিলিত করে না; পরস্পরের পরিচয় পরস্পরকে প্রদান করত, মিলিত হইবার ইঙ্গিত করে মাত্র। তখন আলেখ্যকে আলিঙ্গন করত প্রেমিকের সাধ মিটাইতে গেলে, মিলনেই বরং ব্যাঘাত হয়; প্রেমের পরিবর্ত্তে বিরহই উপস্থিত হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মহিমার পরিচয় মাত্র, সেই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অংশ বা মূর্ত্তিকে আগ্রহ সহকারে আলিঙ্গন করিলে, যাঁহার ইহা মহিমার পরিচয় আলেখ্য-স্থানীয়, তাঁহাকে কি-প্রকারে পাওয়া যাইবে? বরং তৎপ্রাপ্তির ব্যাঘাতই ঘটিবে। যোগী জগৎকে সেই পরমানন্দের মহিমার পরিচায়ক বলিয়া অবধারণ করত, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে পাইবেন, তজ্জন্যই প্রাণপনে যত্ন করিতে থাকেন। যোগী বুঝেন যে, ভোগ তাঁহাকে চিনাইয়া দেয় মাত্র; সুতরাং ভোগের নিকট আবদ্ধ থাকিলে, চলিবে না।

পত্তিদ্বারেণ সর্ব্বস্যৈব দুঃখানুবেধাদ্দুঃখত্বং। এবমুক্তং ভবতি ক্লেশকর্ম্মাশয়-বিপাক-সংস্কারানুচ্ছেদাৎ সর্ব্বস্যৈব দুঃখত্বং গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চেতি। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহরূপাঃ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বেন বিরুদ্ধা জায়ন্তে তাসাং সর্ব্বত্রৈব দুঃখানুবেধাদ্দুঃখত্বং। এবমুক্তং ভবতি ঐকান্তিকীমাত্যন্তিকীঞ্চ দুঃখ-নিবৃত্তিমিচ্ছতো বিবেকিন উক্তরূপকারণচতুষ্টয়া সর্ব্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তি তস্মাচ্চ সর্ব্বকর্ম্মবিপাকো দুঃখরূপ এবেত্যুক্তং ভবতি॥১৫॥ তদেবমুক্তস্য ক্লেশ-কর্ম্মাশয়বিপাক-রাশেরবিদ্যাপ্রভবাদ্ অবিদ্যায়াশ্চ মিথ্যাজ্ঞানরূপতয়া সম্যগ্জ্ঞানো-চ্ছেদ্যত্বাৎ সম্যগজ্ঞানস্য চ সসাধন-হেয়োপাদেয়াবধারণরূপত্বাৎ তদভিধানমাহ।

দুঃখের উপস্থিতি ঘটে। বিশেষত চিত্তস্থ সুখ, দুঃখ ও মোহরূপা বৃত্তিত্রয় কখনই প্রকৃত সুখের আনয়ন করে না দেখিয়া, তাঁহারা সুখময় ভোগকে ও দুঃখপ্রদ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন॥১৫॥

আভাস।

ভোগের উপদেশ অনুসারে ভোগদাতা ভগবানের অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি ক্ষুধার উদ্দীপন না হইত, অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইত না। অন্ন ভোজন করিয়া যে অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হইল, তাহা কিন্তু অন্নে নাই; অন্ন সেই তৃপ্তিটীকে দেখাইয়া সরিয়া গেল। এই তৃপ্তিটীই দুর্লভ বস্তু; যাহা ক্ষুধার তাড়নায় এবং অন্নের সুসংযোগে মানব চিনিয়া থাকেন। আবার অতি ভোজন বা নিষ্প্রয়ো-জনের ভোজনেও সেই তৃপ্তির সন্দর্শন লাভ হয় না। অতএব ক্ষুধা বা অন্ন কখন দুঃখ ও তৃপ্তির বিষয় নহে; কিন্তু এতদুভয়ই এক তৃপ্তিকে চিনাইবার জন্য, জগতে বিচরণ করিতেছে। ইহাদের সংগ্রহ করা প্রয়োজন নহে; তবে সঙ্গ করাই প্রয়ো-জন। কারণ ইহাদের সংসর্গে পরমানন্দকে বুঝিতে পারি এবং উপভোগ করি। এই তৃপ্তি-স্বরূপ পরমানন্দের পরিচয় এবং উপভোগই যখন প্রার্থনীয়, তখন সেই আনন্দময় ভাবের সংরক্ষণ ও তাহার পুষ্টি-সাধনের জন্য চিন্তাশীল মানব মাত্রেরই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ক্ষুধা এবং অন্নরূপ আশ্রয়ে উপেয়ভূত আনন্দের সাক্ষাৎকার এবং প্রাপ্তি যখন ঘটে, তখন তাহাদের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন রাখিতে হইবে সত্য, কিন্তু উপেয় আনন্দকে পাইবার উপলক্ষে মাত্র; ইহা অবধারণ করা বিধেয়; কিন্তু মূল আনন্দকে ধরিবার এবং ব্যাপ্তভাবে রক্ষা করিবার প্রতি মনোযোগী না হইয়া, উপায়ভূত ভোগের প্রতি যদি যত্নবান্ হওয়া হয়, তাহা হইলে

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, দুঃখময় সংসার-ভাবেরই শ্রীবৃদ্ধি করা হয়। প্রয়োজনানুরূপ ভোগের সংগ্রহ করা উচিত; ভোগের জন্য ভোগের সংগ্রহ বিধেয় নহে। কারণ ভোগ স্বরূপত ভোগ্য নহে। প্রয়োজন হইলে, ত্যজ্যও ভোগ্য হয় এবং প্রয়োজন না হইলে, আদরাতিশয়ে সংগৃহীত ভোগ্যও ত্যজ্য হইয়া যায়। সর্পবিষ সুস্থাবস্থায় ত্যজ্য হইলেও, বিষম জ্বরাদি বিকারক্ষেত্রে আদরাতিশয়ে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যে অন্নের দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, অসুস্থ রুগ্নাবস্থায় তদ্দ্বারাই বিষের কার্য্য হয়। কোন সময়ে কামিনী শক্তিমূর্ত্তি রমণী, পরক্ষণে তিনিই প্রাণক্ষয়-কারিণী বাঘিনী হইয়া থাকেন। অতএব চিরকাল কোনটী ভোগ্য থাকে না। বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপিপাসা-সমাকুলে। রোগ-শোক-ভয়ানর্থে গচ্ছন্তি পশবোঽব্যয়াঃ॥ সেই অনন্তদেব অনন্ত প্রয়োজন বিশিষ্ট এই দেহযন্ত্রে আমাদিগকে আরোহণ করাইয়া, তাঁহার রচিত অনন্ত ভোগের সহিত প্রয়োজন মত সম্বন্ধ ঘটাইয়া, স্বীয় বিশ্বম্ভরত্বের পরিচয় দিতেছেন; আমরা যদি ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভার ন্যায়, ভোগের ক্ষণস্থায়ী উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করত, ভোগ্য বিষয়-কুলেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকি, তাহা হইলে সেই পরমানন্দের কুলে আর গমন করা হইল না। এই অনন্ত মায়া-মরীচিকার কুহক-পূর্ণ কুলেই নিরন্তর ভাসমান রহিলাম। কখন কে যে, কি মূর্ত্তিতে আমাকে গ্রাস করিবে, কিছুই নিরূপণ করা হইল না। কুহকিনীর কোন মূর্ত্তিই কল্যাণদায়িকা হয় না। বিবেকী যোগিগণ তজ্জন্য "পরিণাম-তাপ-সংস্কারদুঃখৈ-গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বংবিবেকিনঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ-মিশ্রিত স্বাদু অন্ন আপাতত রুচিকর হইলেও, পরিণামে প্রাণনাশেরই কারণ হয়। পরিদৃশ্যমান ভোগের যাবদীয় মূর্ত্তিই আপাতত প্রয়োজন মত মধুর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, পরিণামে গরলই উদ্গীরণ করিয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার অনুপমত্বের পরিচয় হইলেও, বিচার-দৃষ্টিতে হেয়ত্বেরই প্রতিপাদন হইয়া থাকে। স্থূল দেহে চামর বীজনে সুখবোধ হইলেও, অক্ষিপত্র কিন্তু অতি সূক্ষ্ম উর্ণাতন্তুর সম্পর্কও সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং ভোগীর সুখময় ব্যাপার বিবেকীর ক্লেশপ্রদ হয়, সন্দেহ নাই। স্বচ্ছসলিল সরোবরে পূর্ণ-মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত দিবাকরের ন্যায়, কাম ক্রোধাদি বর্জ্জিত যোগীর স্বচ্ছ হৃদয়ে চিদানন্দের নিরন্তর উদ্ভাসন হইতে থাকে। অতি সামান্য কারণে সে ভাবের ব্যাঘাত হইলেই, তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। বিচার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে, ভোগের সুখময়ত্ব ভাব আদৌ উপলব্ধ হয় না। ভোগ্য

বিষয়ই যদি প্রকৃত সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে, তাহা হইতে চিরকালই সুখের উদয় হইত; কিন্তু তাহা হয় না। প্রয়োজন মত কোন ভোগ্য হইতে বিশেষ সুখের প্রাপ্তি ঘটিলেও, প্রয়োজন না থাকিলে, তাহারই উপস্থিতিতে বরং দুঃখেরই প্রাপ্তি ঘটে। ক্ষুধাকালে পলান্ন উপযোগী এবং তৃপ্তিকর হইলেও, ক্ষুধাহীন পীড়িতাবস্থায় সেই স্বাদু অন্নই দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। এক সময়ে অতি স্বাদু সুমিষ্ট আম্র ভোজনে তৃপ্তির উদয় হইল বটে, কিন্তু সেই তৃপ্তির প্রত্যাশায় পুনরায় আম্র ভোজন করিতে গিয়া, অম্লত্বের পরিচয়ে পূর্ব্ব-সংস্কার অনুসারে তাহা ক্লেশকর হইল। সুমিষ্টের স্বাদ না পাওয়াতে, একটী পরিণাম দুঃখের উপস্থিতি হইল। পূর্ব্বে স্বাদু সুমিষ্ট আম্রভোজনই পরে দুঃখ আনয়ন করিল। প্রচুর ধন বা সুন্দরী স্ত্রীর সংগ্রহ হইল বটে, কিন্তু তাহা নষ্ট হইবার বিবিধ কারণ তৎসঙ্গে নিরন্তর বিদ্যমান থাকায়, তচ্চিন্তায় তাপ-দুঃখ অপরিহার্য্য। একবার ভোগে তৃপ্তিলাভ করিলেই, তজ্জনিত সংস্কার অভিমত এবং অনভিমত বিষয়ের আলোচনায় চিত্ত নিরন্তরই বিব্রত থাকে। সুতরাং ভোগে তৃপ্ত হইবার সংস্কারই যখন অভিমত অনভিমতের আলোচনায় অনন্ত সংস্কার উদিত করে, তখন ভোগই সংস্কার-নিবন্ধন দুঃখের কারণ হয়। চতুর্থত গুণবৃত্তির বৈপরীত্য-নিবন্ধন সংগৃহীত কোন পদার্থই সুখকর হয় না। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক সুতরাং নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল যেমন ভোগ্য বিষয়, সেইরূপ যাহার প্রয়োজন অনুসারে তাহার সুখকরত্ব বা দুঃখকরত্ব হইবে, সেই দেহও ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং ভোগ্যবৎ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়েই পরিবর্ত্তনের পথে আলোড়িত হইতেছে। কাকতালীয় সম্বন্ধের ন্যায়, ভোক্তার সত্ত্বগুণের উদয়কালে যদি ভোগ্যের সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবেই পরস্পরের মিলন সুখাবহ; নতুবা দুঃখেরই উপস্থিতি ঘটে। পরম ভোগ্য কামিনী এবং কাঞ্চনও অকালে উপস্থিত হইলে, সুখোৎপত্তির বৈপরীত্যে জীবন-নাশেরই সম্ভাবনা ঘটে। সকলেই আপনার পথে পরিণত হইয়া চলিয়া যাইতেছে; পরের প্রয়োজনের অপেক্ষা কেহ কখন করে না। সুতরাং অভিভাব্য অভিভাবক ভাবের মিলন দুরপরাহত। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ চতুষ্টয় নিবন্ধন ভোগ্যমাত্রই দুঃখপ্রদ। যাঁহারা ত্রিবিধ দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তির প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভোগাতিরিক্ত যোগের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। কারণ ভোগের আর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিচার নাই। ব্রহ্মার মূর্ত্তি বা লোক হইতে তৃণ পর্য্যন্ত উত্তমাধম ভাবে অবস্থিত সকল যোনি এবং সকল ভোগ্যই দুঃখপ্রদ। ইহার মূল কারণ অবিদ্যা। জ্ঞানের

হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥ ১৬॥

অনাগতং (বীজরূপেণ চিত্তভূমৌ অবস্থিতং ভাবিফলপ্রদং) যৎ দুঃখং তদেব হেয়ং (অনুষ্ঠানেন ত্যক্তব্যম্॥ ১৬॥

ভুক্তস্যাতিক্রান্তত্বাদনুভূয়মানস্য ত্যক্তুমশক্যত্বাদনাগতমেব সংসারদুঃখং হাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি॥ ১৬॥ হেয়হেতুমাহ।

ভাবি দুঃখের প্রতিকারার্থই যত্ন করা বিধেয়॥ ১৬॥

আভাস।

দ্বারাই কেবল অজ্ঞানের নিবারণ হয়। এই অজ্ঞান নিবারণের নিমিত্ত, তাহার সাধন পদ্ধতি এই শাস্ত্রে বিবৃত হইতেছে॥ ১৫॥

সূত্রকার কিন্তু "হেয়ং দুঃখমনাগতং" বলিয়া বুঝাইয়াছেন যে, অনাগত দুঃখই কেবল হেয় অর্থাৎ উপেক্ষণীয় বা পরিহর্ত্তব্য। সুখ এবং দুঃখ উভয়েই এক সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইলেও, সুখের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। কারণ দুঃখই কেবল অভিনব ভাব, যাহা ঘটে; সুতরাং তাহার অঘটাও হয়। সুখ কোন অভিনব উদিত ভাব নহে; ইহা কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেরই আনন্দময় ভাব। তবে দৈহিক উৎপাতের উপলক্ষে অভিনব দুঃখের উপস্থিতিতে যে ভাব লুপ্তপ্রায় ছিল, এক্ষণে সে উৎপাতের অপসারণে স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবা মাত্র, প্রচ্ছন্ন আনন্দ সুখ-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। দম্পতি যুগল একত্রাবস্থান কালে পরস্পরের মর্য্যাদা প্রণিধান করিতে পারেন না। কিন্তু স্বামীর প্রবাসে বিরহ হইলে, যে উৎকণ্ঠার উদয় হয়, তাহাতে সহ-বাসের সুখকরত্ব কেবল কল্পিত হয় মাত্র। কিন্তু পুন-র্ম্মিলনের সুখ পূর্ব্ব সহবাসের সুখের অপেক্ষা অনেক অধিক! কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; সেইরূপ ক্ষুধার উদয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া, স্বরূপের ব্যাঘাত করিয়াছিল, সম্প্রতি ভোজনের সাহায্যে ক্ষুধার অপগমে চিত্ত নিবৃত্ত হইবা মাত্র, স্বামীর আনন্দ-স্বরূপের উচ্ছাসে সুখোদ্গমের ন্যায়, তখনই ভোক্তা তৃপ্তোঽস্মি বলিয়া আনন্দের বা সুখের পরিচয় দিলেন। সুতরাং সুখের সকল মূর্ত্তিই উপাদেয়; হেয় নহে। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল সংসারে ভাবী দুঃখই হেয়। অতীতের জন্য চিন্তা নিরর্থক এবং বর্ত্তমান দুঃখও পরক্ষণে অতীতের গর্ভে স্বয়ংই প্রবেশ করে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টা অনাবশ্যক॥ ১৬॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা পুরুষঃ, দৃশ্যং বুদ্ধিতত্বং, তয়োঃ যোঽসৌ অবিবেকপূর্ব্বকঃ সংযোগঃ (ভোগ্যত্ব ভোক্তৃত্বরূপঃ সম্বন্ধঃ) সঃ এব হেয়স্য দুঃখস্য সংসারকারণস্য হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ দৃশ্যং বুদ্ধিতত্বং তয়োরবিবেকখ্যাতিপূর্ব্বকো যোঽসৌ সংযোগো ভোগ্যভোক্তৃত্বেন সন্নিধানং হেয়স্য দুঃখস্য গুণপরিণামরূপস্য সংসারস্য হেতুঃ কারণং। তন্নিবৃত্ত্যা সংসারনিবৃত্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগ ইত্যুক্তং। তত্র দৃশ্যস্য স্বরূপং কার্য্যং প্রয়োজনঞ্চাহ।

সাক্ষীভূত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের দর্শকবেশে এবং জড়স্বরূপ অন্তঃকরণের ভোগ্য-মূর্ত্তিতে উভয়ের একত্র অবস্থানই সংযোগ ; এবং সংসার-দুঃখের একমাত্র কারণ ॥ ১৭ ॥

আভাস ।

গীতাবাক্যের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদানার্থ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ। আগমাপায়িনো নিত্যাস্তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের যখন সম্পর্ক ঘটে, তখনই অনুকূল বেদনে সুখ এবং প্রতিকূল বেদনে দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রধান জিজ্ঞাস্য যে, অনুকূল এবং প্রতিকূল বেদন বলিয়া যে ভাবের উদ্‌বোধন হয়, সে কাহার ? চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া জগতে কিছু থাকিতে পারে না ! কারণ দীপজ্যোতিঃ সপ্তবিধ বর্ণকে তুল্য ভাবে প্রকাশ করে ; প্রকাশ-ব্যাপারে কোন বর্ণেই ইতর-বিশেষের পরিচয় প্রদান করে না। আলোকের নিকট প্রকাশ্য মূর্ত্তিতে সকল বর্ণই একরূপ। সুতরাং বর্ণভেদে প্রকাশক আলোকের সমীপে যেমন আক্ষেপিক কোন বৈচিত্র্য নাই. সেইরূপ সাক্ষী-ভূতজীব-চৈতন্যের সন্নিধানে সুখ দুঃখ, অভাব পূরণ, আয় ব্যয় বলিয়া কোন অভি-নব ভাবের উপস্থিতি স্বীকার্য্য নহে। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ। বিষ্ঠা বা চন্দন বলিয়া ভেদ-ব্যবহার সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য যেমন করেন না, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের নিকট আপন পর ভেদ-ব্যবহারও থাকে না। চৈতন্যের সমজাতি জগৎ নহে। চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান প্রকাশক ; সুখদুঃখাদি জ্ঞেয় ভাব সমূহ প্রকাশ্য মাত্র। সুখ বা দুঃখ বলিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতি বা বেদন সাক্ষী চৈতন্যে সঙ্গত নহে। অতএব যাহার সমজাতি এবং বিজাতি

অন্য পদার্থ আছে, তাহার পক্ষেই অনুকূল এবং প্রতিকূল সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত। আমরা যে দেহে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মপ্রতীতি করি, তাহারই অনুকূল এবং প্রতিকূল সম্বন্ধে অনন্ত বিষয় জগতে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ের সম্পর্কে দেহেরই অনুকূল এবং প্রতিকূল ভাবের উদয় হয়; চৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মার অনুকূল বা প্রতিকূল সম্পর্ক সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কিন্তু দেহ জড়-পদার্থ; বেদন-ব্যাপার চেতন পুরুষে; জড়ে নহে। কলহকারী দুইজনের কার্য্য সাক্ষী পুরুষ কেবল অবলোকন করেন মাত্র; কলহের কারণে তিনি লিপ্ত নহেন; সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত বাহ্য পঞ্চভূতের সংস্রবে আয় ব্যয়, অভাব পূরণ. সুতরাং সুখ দুঃখ বলিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল সম্বন্ধ ঘটিলেও, তাহার সাক্ষীস্বরূপ জীব চৈতন্য-নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান করেন। এরূপ অবস্থা হইলে, সংসার হওয়া দূরে থাকুক, কোন ব্যাপারই ঘটিতে পারে না। এক স্থানে একজন পঙ্গু বসিয়া কেবল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ মাত্র করিতেছে, উত্থানাদি ক্রিয়া তাহার শক্তি নাই; সুতরাং কোন ব্যাপারই তদ্দ্বারা সাধিত হইতেছে না। সুতরাং তাহার অবলোকন শক্তিও নিরর্থক। অন্যস্থানে তৎপার্শ্বে একটী অন্ধ বসিয়া আছে; তাহার গমন শক্তি সত্ত্বেও এক দর্শনাভাবে নিরর্থক উপবিষ্ট আছে। কিন্তু পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে পঙ্গুর দর্শন শক্তি এবং অন্ধের গমন শক্তির একত্র সংযোগে সর্ব্ব কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। অগ্নি এবং লৌহ খণ্ড অভেদ সম্পর্কে উভয়ে যখন মিলিত হয়, কৃষ্ণবর্ণ শীতল এবং কঠিন লৌহ উষ্ণ ও তেজোমূর্ত্তি ধারণে দ্রবীভূত হয়; এবং অগ্নিধর্ম্ম-লাভে দাহন ক্রিয়া ও ছাঁচের আকারে আকারিত হইবার শক্তি লৌহ প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণ-কর্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি" চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-শক্তির সহিত অচেতন দেহাদির সংযোগে, জড় দেহাদি চেতনবৎ ক্রিয়া করে এবং দেহাদির গুণের সংস্রবে উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত সাক্ষী চৈতন্যও গুণবানের ন্যায় হইয়া, দেহের আয় ব্যয়, হ্রাস বৃদ্ধি ও সুখদুঃখাদিতে আপনি তৎভাবে ভাবিতের ন্যায় উপলব্ধ হন। লোক-বিখ্যাত ধন-বানের পুত্র বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে অবস্থিতি কালে, পিতৃ-পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, পত্নীর পরিচয়ে তথায় জামতার ব্যবহারাদি স্বীকার করেন, সাক্ষী-চৈতন্যও দেহো-পাধিতে উপহত হইয়া, দেহ-ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করত, দেহনিষ্ঠ সুখ ও দুঃখকে স্বকীয় অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে অবধারণ করেন। অতএব সাক্ষী

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্‌ ॥ ১৮ ॥

দৃশ্যং পুনঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং (প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ জ্ঞানং, প্রবৃত্তিঃ ক্রিয়া, স্থিতিঃ নিয়মনং তাঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তৎ সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপং) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (স্থূলসূক্ষ্মভূতরূপেণ ইন্দ্রিয়রূপেণ চ পরিণামশীলং) ভোগাপবর্গার্থং (ভোগো বিষয়ানুভবঃ অপবর্গঃ মোক্ষঃ চ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তৎ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ। ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ, স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তত্তথাবিধমিতি স্বরূপমস্য নির্দ্দিষ্টম্‌। ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমিতি ভূতানি স্থূলসূক্ষ্মভেদেন পৃথিব্যাদীনি গন্ধতন্মাত্রাদীনি চ দ্বিবিধানি। ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্তঃকরণভেদেন ত্রিবিধানি।

দৃশ্যমাত্রই ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং সত্ত্বগুণে প্রকাশ, রজোগুণে ক্রিয়া এবং তমোগুণে স্থিরত্ব লাভে বিদ্যমান ভোগ এবং

আভাস।

স্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষের স্বকীয় অভেদ-ভাবনায় দৃশ্যস্বরূপ দেহাদির যে মিলন, ইহাই অনুকূল বা প্রতিকূল সুখ এবং দুঃখের উৎপত্তির হেতু ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা পুরুষের সহিত দৃশ্য প্রকৃতির সংযোগে দুঃখের উদয় হয়, স্বীকার করা হইয়াছে; সুতরাং দৃশ্যের স্বরূপ, কার্য্য এবং প্রয়োজন অবগত হওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত সূত্রকার, "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং বলিয়া দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং বলায় দৃশ্যের পরিণাম বা তদোৎপন্ন কার্য্য বর্গের বর্ণনে, পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গই দৃশ্যের প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য শব্দের স্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় শব্দ অনেক স্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন। সংসারে মোট দুইটী পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। একটী আমি যে বুঝে, অপরটী তুমি যাহাকে বুঝি। বুঝির বিষয় যদিও অনন্ত, কিন্তু বুঝির কর্ত্তা মোট একটী। বাল্যকাল হইতে কতই বুঝিলাম কতই দেখিলাম, কিন্তু যে বুঝিল, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, যাহা বুঝি বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অবধারণ করি বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই বা কৈ বুঝি! জানিব বলিয়া অগ্রসর হইলাম মাত্র, কিন্তু আমার প্রয়োজন মত তাহার কিঞ্চিৎ ভাগ অবধারণ করিতে না করিতে, চিত্ত অন্য পদার্থে সংযোজিত হইয়াছে।

উভয়মেতদ্‌গ্রাহ্যগ্রহণরূপমাত্মা স্বরূপাভিন্নঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধমিত্যনেনাস্য কার্য্যমুক্তং। ভোগঃ কথিতলক্ষণঃ। অপবর্গো বিবেকখ্যাতিপূর্ব্বিকা সংসারনিবৃত্তিঃ। তৌ ভোগাপবর্গৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্যমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥
তস্য দৃশ্যস্য নানাবস্থারূপপরিণামাত্মকস্য হেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যত্বাৎ তদবস্থাঃ কথয়িতুমাহ।

ভোগোপকরণ ইন্দ্রিয়সমূহ ভোক্তৃস্বরূপ পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকে॥ ১৮॥

আভাস।

এই দৃশ্য-ভাবকে যদি প্রণিধান পূর্ব্বক অবলোকন করা হয়, তাহা হইলে যোগের পূর্ণ সীমায় আরোহণ করত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকারে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। সুতরাং দৃশ্যের মূর্ত্তি বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। জগতে যাহাকে বস্তু বলিয়া নির্ণয় করিতে যাই, তাহার একটীকেও পদার্থ বলিয়া ধরিতে পারি না। জল দেখিয়া, স্রোতস্বতী বুঝিলাম; কিন্তু যে জল স্রোতস্বতীর পরিচয়ে চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পরিতৃপ্ত হইতে না হইতে, সে জল খরতর বেগে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে এবং সে স্থানে অন্য জল অধিকার করিয়াছে, চক্ষু তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। তবে স্রোতস্বতী মাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত হয়। বিশেষ প্রণিহিতমনা হইয়া, এই অনন্ত সংসারের যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা ধারণা করিতে পারি যে, প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক ভাব ঐরূপ খরতর বেগে অনন্তের অন্তরালে লুকাইতেছে এবং অনন্তের সমীপ হইতে নিত্য নূতন বেশ প্রাপ্ত হইয়া, আমার চক্ষুকে প্রতারিত করিতেছে। যাহাকে একবার দেখি, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার গন্ধ মাত্রও থাকে না, নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তিতে অভিনব ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছে। সূতিকাগৃহে সদ্য-প্রসূত পুত্রের মুখাবলোকনে স্বীয় পুত্রবোধে কতই তৃপ্তি অনুভব করা যায়, কিন্তু কিছু দিন পরে সে পুত্র-কলেবর কোথায় গেল! দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্মশ্রুকেশাদি বিশিষ্ট বলবান্ বিরাট্ কলেবরে পরিণত দেখিয়া, পুত্রত্বের অনুমান মাত্র করি। কারণ বিশেষ যত্ন ও আগ্রহাতিশয়ে প্রার্থনা করিলেও, পূর্ব্ব-কলেবর আর নয়ন-গোচর করিতে পাই না। ক্রমান্বয়ে ভাবের পরিবর্ত্তনে অনন্ত মূর্ত্তির উদয়ে কি যে পরিদৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে আমরা অতি অল্পই লক্ষ্য করিয়া থাকি। তবে দেখা যায়

যে, হারের অন্তরালবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ একটী অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মীস্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে নিরন্তর নূতন মূর্ত্তির প্রকাশ, অবস্থিতি এবং বিলোপে সংসারে নিরন্তর পরিবর্ত্তনেরই পরিচয় দিতেছে। নূতন বেশের আনয়নে রজোগুণের, সংস্থাপনে বা প্রকাশনে সত্ত্বগুণের এবং অন্তর্ধানে তমোগুণের ক্রিয়া নিরন্তর যেন সমগ্র পদার্থে প্রকাশমান বলিয়া প্রতীত হয়। পরিদৃশ্যমান কোন পদার্থই এইরূপ নিরন্তর পরিবর্ত্তনের পদ্ধতি হইতে অব্যাহতি পায় না। এই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এক সময়ে সুস্থাবস্থা, পরক্ষণে ক্ষুধা এবং ভোজনের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি; এক সময়ে বাল্য, পরক্ষণে যৌবন, তৃতীয় ক্ষণে জরা; এক সময়ে অব্যক্ত ভাব হইতে জন্ম, দ্বিতীয় ক্ষণে দেহের বিকাশ, তৃতীয় ক্ষণে অন্তর্ধান; এইরূপ নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। সুতরাং দৃশ্যমাত্রই প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতিশীল বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কার্য্য বা উৎপন্ন স্থূলভাব পদার্থ সমূহ তাহার কারণস্থানীয় সূক্ষ্ম শক্তিরই অনুরূপ হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং কারণ-ভাবও স্থূল মূর্ত্তির প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল ভাবেরই অনুরূপ হইবে, সন্দেহ নাই। উদর মধ্যে অকস্মাৎ একটী গুরুতর বেদনার প্রকাশ হইয়া, কিছুক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা স্থিতিভাবের পরিচয় দিয়াই অন্তর্হিত হইল। এই বেদনা-ব্যাপার যেমন উদরের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই দেহের আশ্রয়রূপে একটী সূক্ষ্ম শক্তি নিরন্তর বিদ্যমান আছে, যাহা নিজে ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকিয়া, বিবিধ ধর্ম্মের প্রকাশে আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ হয়। দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া ক্ষীর ও সরে পরিণত হয়, তদ্রূপ যে শক্তির স্থূল পরিণামে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মাংসাস্থিময় দেহের পরিণতি হইয়াছে, সে শক্তিও প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল; সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়। এই প্রকার প্রতিলোম পরিণামের শেষ সীমায় উপনীত হইলে, যোগীর অবধারণ করা বিধেয় যে, একটী সর্ব্বসূক্ষ্মা অসীম শক্তিস্বরূপা মহাশক্তি আছেন, যিনি ক্রম-পরিণামে ক্রমশঃ স্থূল হইয়া, আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্রা, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত ও ভূতাত্মক দেহ এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে রচিত হইয়াছেন। এই পরমা শক্তিই প্রকৃত দৃশ্য; ইহার অন্তরে অনন্ত উৎপাদনের অচিন্ত্য শক্তি নিহিত আছে। ইনি সত্ত্বরজস্তমোময়ী বা প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মনশীলা বৃত্তিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। এই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোনামক গুণত্রয় গুণবতী উক্ত মূলা

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥১৯॥

গুণপর্ব্বাণি (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পর্ব্বাণি অবস্থাবিশেষাঃ ইতি) বিশেষা বিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি (বিশেষাঃ পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি ইতি ষোড়শ বিকারাঃ, অবিশেষাঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি অহঙ্কারঃ চ ইতি ষট্। লিঙ্গং মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ, অলিঙ্গং প্রকৃতিঃ ইতি চতুর্বিভাগাঃ ॥১৯॥

গুণানাং পর্ব্বাণ্যবস্থাবিশেষাশ্চত্বারো জ্ঞাতব্যা ইত্যুপদিষ্টং ভবতি তত্র বিশেষা মহাভূতেন্দ্রিয়াণি অবিশেষাস্তন্মাত্রান্তঃকরণানি লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিরলিঙ্গমব্যক্তমিত্যুক্তং

ত্রিগুণা প্রকৃতির পরিণাম স্রোতে উত্তরোত্তর স্থূল চারি প্রকার বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বিশেষ বিভাগ পঞ্চমহাভূত

আভাস।

শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান থাকে ; গুণ ও গুণীর কোন ভেদ নাই। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই সাংখ্যাচার্য্য-মতে মূলা প্রকৃতি।

এই মূলা প্রকৃতি অনুলোম পরিণামে অনন্ত বিষয়ের রচনা করত, গুণাতীত দ্রষ্টৃস্বরূপ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের ব্যবস্থা করিতেছেন। জ্ঞেয় পদার্থ যদি না থাকিত, জ্ঞাতা নিজস্বরূপের উপলব্ধিও করিতে পারিতেন না। আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিলেও, যদি তত্তদিন্দ্রিয়ের বিষয় না থাকে,ইন্দ্রিয়-স্বরূপেরই উপলব্ধি হইত না। ভোগ্য রূপ চক্ষুকে ভোগপ্রদানে যেমন পরিতৃপ্ত করে, আবার রূপের সম্বন্ধের দ্বারা চক্ষুস্বরূপেরও পৃথক্ অস্তিত্বের উপলব্ধি করায়। শব্দ যদি না থাকিত, আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে কি না, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতেও পারিতাম না। সাধারণত দেহকেই নিজের স্বরূপ বলিয়া, সকলে প্রথমে অবধারণ করেন। পীড়াদির উপলক্ষে দেহাদির কোন স্থানে যখন জ্বালা যন্ত্রণাদি বিশেষ উদ্‌বেগ উপস্থিত হয়, তখনই আমার দেহের অমুক স্থানে যে উদ্‌বেগ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতেছি ; সুতরাং আমি দেহ নহি ; দেহাতিরিক্ত বোধ-মূর্ত্তি যে আমি, তাহা অবধারণ করিতে পারি। সুতরাং জ্ঞেয় বিষয়ের আশ্রয়ে সুখ-দুঃখাদির ভোগ কেবল আসক্তির কারণ নহে, আত্মস্বরূপের অবধারণার্থ মূল মন্ত্র। অতএব ভোগে অভিভূত না থাকিয়া, আত্মাবধারণ-অংশের প্রশস্ত ভাব হইলেই জীবের মোক্ষ হয়। বিচারহীন মানব ভোগে অভিভূত হয় ; বিবেকী মানব ভোগের প্রতিস্পর্শে স্বকীয় জ্ঞপ্তিমূর্ত্তি চৈতন্যভাগকে চিনিয়াই মুক্তিলাভ করেন ॥ ১৮ ॥

জ্ঞাতা পুরুষ-চৈতন্য এবং জ্ঞেয় দৃশ্য-পদার্থ। এতদুভয়ের সংযোগেই যখন

সর্ব্বত্র ত্রিগুণরূপস্য। ব্যক্তস্যাস্বয়িত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদবশ্যং জ্ঞাতব্যত্বেন যোগকালে চত্বারি পর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টা ন॥ ১৯॥ এবং হেয়ত্বেন প্রথমং দৃশ্যস্য জ্ঞাতব্যত্বেন তদবস্থাসহিতং ব্যাখ্যায় উপাদেয়ং দ্রষ্টারং বক্তুমাহ।

ও একাদশ ইন্দ্রিয়; অবিশেষ যথা পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার; লিঙ্গমাত্র বুদ্ধি এবং মূলা প্রকৃতিই অপরিণত অলিঙ্গ নামে অভিহিত॥ ১৯॥

আভাস।

দুঃখের উদয় হয়, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃশ্যস্বরূপের অবগতি না হইলে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অবধারণে, জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব ক্রিয়াশীল যোগীর পক্ষে প্রকৃতি ও তাহার যাবদীয় বিকৃত ভাবের অবধারণ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই নিমিত্ত জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের বর্ণনাভিপ্রায়ে গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ বলিয়া মোট চারিটী বিভাগ করিয়াছেন। যদিও সাংখ্যাচার্য্যাদি প্রাচীন দর্শন-কর্ত্তাগণ ইহাকেই চতুর্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তথাপি এই চারিটী বিভাগের মধ্যেই উক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই অন্তর্নিহিত আছে এবং প্রথম যোগীর পক্ষে পাছে ধারণা করিতে অসুবিধা হয়, তজ্জন্য ইনি সুগম পন্থার অন্বেষণে মোট চারিটীর মধ্যে, উক্ত সকল তত্ত্বকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এক্ষণে কর্ম্মীর পক্ষে স্থূলের চিন্তাই সহজ; এই নিমিত্ত ইনি স্থূল বিশেষ বিভাগের প্রতিই যোগীর লক্ষ্য করাইয়াছেন। পরিদৃশ্যমান ঘট সরাবাদি বা গো পর্ব্বতাদি বা স্থূল ক্ষিত্যাদির ন্যায়, নিজ দেহকে আমা হইতে পৃথক্ বলিয়া বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। প্রথমত হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনাদির উপলব্ধিতে, আমার স্বরূপ হইতে ইহা পৃথক্ বলিয়া কর্ম্মীর অনুভবের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইচ্ছা মাত্রেই দেহকে আপন গৃহের ন্যায়, পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে সক্ষম হইলে, স্বকীয় কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ এই দশবিধ ইন্দ্রিয়কে ও তদধিষ্ঠাতা মনকে দেহজাতীয় হেহেরই সূক্ষ্মকার্য্য-কারিতা শক্তিজ্ঞানে আত্ম স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া, অবধারণের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এই অভ্যাস পরিপক্ক হইলে, যোগীর পক্ষে প্রকৃতির অতি স্থূল স্তর বিশেষ বিভাগের অবধারণে তদতিরিক্ত স্বীয় জ্ঞাতৃভাবের উপলব্ধিও ঐ সঙ্গে পরিপক্ক হইয়া আইসে।

তখন যোগী আপনাকে ইচ্ছাশক্তিময় ও বলময় বলিয়া অনুভব করিবেন। তখন বলময় আপনাকে বল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে, বলের প্রয়োগে নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রামকে ও দেহকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন; বা নিরবে পতিত রাখিতেও পারেন। তৎকালে তিনি ধারণা করিতে পারিবেন যে, দেহ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের অন্তরে একটী অহঙ্কার মূর্ত্তি বলময় দেহ আছে, যাহার গতির উপরই ইন্দ্রিয়গ্রাম বা দেহের গতি নির্ভর করে; নতুবা দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়ের ন্যায় পতিত থাকে। অতএব বলময় দেহই প্রকৃত দেহ; তাহার আবরণরূপে বা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণরূপে এই দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম বিরাজ করিতেছে। এই বলময় দেহই বেদান্তের অহঙ্কারমূর্ত্তি ও প্রাণময় কোষ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রার নির্বিশেষ স্বরূপ। ইহাকেই মহর্ষি প্রকৃতির অবিশেষ বিভাগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কারণ যদিও ইহা দেহাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামের ন্যায় স্থূল গ্রাহ্য পদার্থ নহে, তথাপি সূক্ষ্ম বল মূর্ত্তিতে গ্রাহ্য এবং চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করে না, সুতরাং অবিশেষ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই প্রকারে বলের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগে অভ্যস্ত যোগী বলময় বা প্রাণময় কোষের অন্তরালে আপনাকে দণ্ডায়মান অনুভব করিবার পর, ধারণা করিতে পারিবেন যে, ইচ্ছা করিলে, বলের প্রয়োগ হয় এবং ইচ্ছা না করিলে হয় না; তখন ইচ্ছা এবং অনিচ্ছারূপ আবরণের অন্তরে আমি বিদ্যমান রহিয়াছি। এই ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার উৎস যে স্থান হইতে উদিত হইতেছে, সেইটীই আমার গ্রাহ্য দেহ। পরে বুঝিতে পারিবেন যে, এই ইচ্ছা ও অনিচ্ছারূপ বিপরীত বৃত্তিদ্বয় বিচারশক্তি-সম্পন্না বুদ্ধিতে নিহিত আছে। কারণ বুদ্ধি যখন ভাল মন্দ বিচারে প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার উদয় করে, তখন বুদ্ধিই জীবের মূল দেহ বা আধার; সুতরাং বুদ্ধিও গ্রাহ্য বিষয়। বুদ্ধির স্বরূপকে অবধারণ করা যোগীর উত্তম কল্প। এই বুদ্ধিকে শাস্ত্রকার লিঙ্গনামে অভিহিত করিয়াছেন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ "লয়ং গচ্ছতি ইতি লিঙ্গং" অর্থাৎ যাহা তৎকারণে লীন হয়। মূলা প্রকৃতিতে বা চিত্তে বুদ্ধির লয় হয় বলিয়া, ইহার নাম প্রথম লিঙ্গ। এরূপ অর্থ করা দর্শনকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তদপেক্ষা স্থূল প্রাণাদি ও চক্ষুরাদি সকল তত্ত্বই যখন স্ব স্ব কারণে প্রতিলোম পরিণামে লীন হয়, তখন বুদ্ধির কোন বিশেষত্বের পরিচয় ওরূপ অর্থে হয় না। অতএব লিঙ্গশব্দে চিহ্ন অর্থটীই সুসঙ্গত। কারণ নিত্য, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য স্বরূপ আত্মারও ইহাই প্রথম

দ্রষ্টাদৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দ্রষ্টা পুরুষঃ দৃশিমাত্রঃ চিৎস্বরূপঃ শুদ্ধঃ ধর্ম্মরহিতঃ অপরিণামী অপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ (প্রত্যয়ান্ বুদ্ধিবৃত্তীঃ অনুসৃত্য শব্দাদীন্ পশ্যতি ইতি) ॥ ২০ ॥

দ্রষ্টা পুরুষো দৃশিমাত্রশ্চেতনামাত্রং মাত্রগ্রহণং ধর্ম্মধর্ম্মিনিরাসার্থং কেচিদ্ধি চেতনামাত্মনো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি স শুদ্ধোঽপি পরিণামিত্বাভাবেন সুপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি বিজ্ঞানানি তানি তু অব্যবধানেন প্রতি-সংক্রমাভাবেন পশ্যতি । এতদুক্তং ভবতি । জাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধিমাত্রেণৈব পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বমিতি ॥ ২০ ॥ স এব ভোক্তেত্যাহ ।

পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টা স্বরূপ পুরুষ স্বভাবত নির্গুণ ও পরিণামাদি ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইলেও, আরোপিত বুদ্ধি-বৃত্তির অন্তরঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকায়, বৃত্তির দর্শকরূপে অবভাসিত হন ॥ ২০ ॥

আভাস ।

জীবত্বের পরিচায়ক চিহ্ন । অর্থাৎ এই বুদ্ধিতত্ত্বই জীবত্বের সূত্রপাত করে । এই বুদ্ধিতত্ত্বকে পৃথক্‌ভাবে অবধারণের অভ্যাস স্থির হইলে, বিচারাত্মিকা বুদ্ধির বিচারের বিষয় কি ? এবং তাহারা কোথায়ই বা আছে, সে স্থানের অন্বেষণ করা প্রয়োজন । তখন তিনি অবধারণ করিতে পারিবেন যে, জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার বীজভাবে এক চিত্তক্ষেত্রে নিহত রহিয়াছে ; এবং সেই সংস্কার-সমূহকে অবলম্বন করিয়াই, উক্ত বুদ্ধির প্ররোহ জন্মে; যাহার প্রবাহের সহিত একত্রিত ভাবে সঙ্গতের ন্যায়, দ্রবীভূত লৌহসহ অগ্নির প্রবাহবৎ সাক্ষীভূত আত্মা সংসার-প্রবাহে প্রবাহিতের ন্যায় উপলব্ধ হন । উক্ত সংস্কার-পূর্ণ চিত্তই তাহার আশ্রয় বা প্রতি-বিম্বিত হইবার স্থান এবং জ্ঞেয়রূপে অবধারণের বিষয় । এই চিত্তই অন্যান্য সকল তত্ত্বের কারণ এবং জীবাত্মার অভেদে অর্থাৎ অলিঙ্গভাবে মূল দৃশ্য । ইহার সহিত সংযোগেই যাবৎ কার্য্য এবং তাহার প্রতি ঈক্ষণই যাবতীয় দুঃখের মূল ॥১৯॥

পরিণতি-ভাবাপন্ন দৃশ্য প্রকৃতির ন্যায়, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের কোন পরিণাম ঘটে না । ইহা চিরকালই নিত্য, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বরূপ । প্রকাশ স্বভাবই চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ ; প্রকাশ্য ভাবের প্রসারণ অনুসারে প্রকাশক চৈতন্যেরও প্রসারণের ন্যায় পরিচয় হয় মাত্র । অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের আকার বা ত্রিকোণাদি মূর্ত্তি, অন্তর ও বাহ্য ভেদে সেই সেই ভাবে আকারিত, অন্তরস্থ ও

বহিস্থ ভেদে পরিচিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্নির কোন আকার বা ভিতর বাহির বলিয়া কোন ভেদ নাই, জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাও জ্ঞেয় পদার্থের বহির্ভাগ ও অন্তর অবধারণে তত্তদাকারে আকারিতের ন্যায় অবভাসিত হন। আমি জনতা দেখি এবং জনতার অন্তর্গত প্রত্যেক মনুষ্য এবং তন্নিষ্ঠ আকার, বর্ণ ও প্রত্যঙ্গাদি অবলোকন করি; অথচ স্বয়ং উদাসীনবৎ অবস্থান করি; সেইরূপ একটী পরম চৈতন্য আমার আপাদ-মস্তক দেহে ব্যাপ্ত থাকিয়া, পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি, এমন কি! আমার দেহের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে প্রকাশ বা বুঝিবার ছলে, স্বয়ং তত্তদাকারে আকারিত হইয়া, তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যোদ্গমের শক্তি প্রদান করিতেছেন। অন্ধকার-গৃহে কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিও নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করে; কিন্তু দীপ-জ্যোতিতে গৃহটী আলোকিত হইবা মাত্র, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হয়। আলোক কিছু করে না; কিন্তু আলোকের সহায়ে, সকলে সব করে; সেইরূপ আমাদের এই অন্ধকারময় দেহ-গৃহে কেহ আলো করিয়া বসিয়া আছেন; যাঁহার কল্যাণে অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত অগণ্য অনন্ত কারখানা নিরন্তর চলিতেছে। আমি নিদ্রা যাই! কিন্তু আমার দেহ-কারখানার বিরতি নাই! আমি একমুখী হইয়া, কোন অভীষ্ট ব্যাপারে একাগ্রতার পরিচয়ে তন্ময় হই! আমার ধমনি কিন্তু শোণিত বহনে ক্ষান্ত নাই! অহো! তিনি এতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও সচকিতের ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন যে, পাদাঙ্গুষ্ঠে একটী পিপীলিকা দংশন করিলে, মস্তিষ্কে তাহার সংবাদ লইয়া যায়। দেহস্থ কোন তন্ত্রী স্ববশেই থাকুক্ বা অবসন্নই হউক! তাঁহার দৃষ্টিকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। অহো! পরিদৃশ্যমান সংসারে ভোগ্য কতই দেখিলাম! ও বুঝিলাম! কিন্তু যাঁহার অবলোকনে দর্শন-শক্তি পাইলাম! যদবধি তৎপ্রতি দর্শনে প্রবৃত্তি না আইসে, আমার সকল দর্শনই নিরর্থক! অহো! দেখার দেখাকে না দেখিলে, দেখা সাঙ্গ হইবে না! কিন্তু প্রত্যেক দেখাতেই তিনি কিন্তু দেখা দেন! আমি ভোগের বা কামের বশবর্ত্তী হইয়া, ভোগ্যকেই বুঝিলাম; কিন্তু বুঝিলামকে আর বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। তিনি "প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে বিষয় ব্যতীত জ্ঞানমূর্ত্তিতে তিনি দেখা দেন। সুতরাং বিষয়কামী মানব সে জ্ঞানমূর্ত্তিকে ধরিতে পারে না। যোগী কিন্তু উক্ত জ্ঞান-মূর্ত্তিকেই বুঝিবার অভিপ্রায়ে বিষয়ের সম্পর্ক করিয়া থাকে। চৈতন্যস্বরূপের পৃথক্ প্রতীতি হয় না; কারণ

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

দৃশ্যস্য ভোগ্যস্য আত্মা স্বরূপং তদর্থঃ এব, তস্য পুরুষস্য অর্থায় ভোগাপবর্গরূপ-প্রয়োজনায় এব ॥ ২১ ॥

দৃশ্যস্য প্রাগুক্তলক্ষণস্য য আত্মা যঃ স্বরূপঃ স তদর্থ এব। তস্য পুরুষার্থ-ভোক্তৃত্বসম্পাদনং নাম স্বার্থপরিহারেণ প্রয়োজনং। ন হি প্রধানং প্রবর্ত্তমানং আত্মনঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে কিন্তু পুরুষস্য * ভোক্তৃত্বং সম্পাদয়িতুমিতি। * ভোগং সম্পাদয়ামি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ * ॥২১॥ যদ্যেবং পুরুষস্য ভোগসম্পাদন-মেব প্রয়োজনং তদা সম্পাদিতে তস্মিন্‌ তৎ নিষ্প্রয়োজনং বিরতব্যাপারং স্যাৎ তস্মিংশ্চ পরিণামশূন্যে শুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বে দ্রষ্টারো বন্ধরহিতাঃ স্যুঃ ততশ্চ সংসারোচ্ছেদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা চতুষ্টয়-সম্পন্না দৃশ্যা প্রকৃতি দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের ব্যবস্থার দ্বারা, নিঃস্বার্থে কেবল পুরু-ষার্থেরই সম্পাদন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

আভাস।

পদার্থ-প্রতীতির প্রতীতিভাগই তিনি অতএব বুদ্ধিতে চৈতন্যের অনুসরণ-রূপ প্রতিবিম্ব হওয়ায়, বুদ্ধির যাবদীয় বৃত্তির সহিত একীভূত ভাবে বিষয়-সমূহকে তিনি অবগত হন। সুতরাং বৃত্তি-বিশিষ্ট সুখ ও দুঃখাদিতে যেন সুখী ও দুঃখীর ন্যায়, তিনি উপলব্ধ হন। ইহাই চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব। কিন্তু উক্ত বুদ্ধি যখন বৃত্তি-শূন্য হয়, তখনই আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে যে, "বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তি-রজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" দ্রষ্টৃস্বরূপ জ্ঞানের উদ্যম জানা এবং দৃশ্য-স্বরূপ জ্ঞেয়ের ক্রিয়া জানান। উভয়েরই উভয় শক্তি বা ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। অনভিজ্ঞ মূর্ত্তিতে জ্ঞান থাকিতে চায় না এবং জানিতে উৎসুক জ্ঞানের সমীপে জ্ঞেয় আত্মভাব প্রকাশ না করিয়া, থাকিতে পারে না। যদবধি জ্ঞান জানিবার জন্য উৎসুক থাকে, জ্ঞেয়ও আত্মপ্রকাশার্থ তদবধি যত্নবান্‌ থাকে। জ্ঞেয়স্বরূপা প্রকৃতির সকল ভাব জ্ঞান সন্নিধানে প্রকাশিত হইবা মাত্র, ঔৎসুক্যের নিবারণে জ্ঞান নিরস্ত হন এবং জ্ঞেয়া প্রকৃতিও নিবৃত্ত-প্রসবা হন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে অভিহিত হইয়াছে যে " রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

তৎপ্রধানং দৃশ্যং, কৃতার্থং লব্ধবিবেকং মুক্তং পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারং অপি অন্য-সাধারণত্বাৎ সকলভোক্তৃপুরুষান্ প্রতি ভোগদাতৃত্বেন তুল্যতয়া অবস্থিতত্বাৎ অনষ্টং এব। এতেন একস্য মুক্তৌ ন সর্ব্বমুক্তিরিতি ॥ ২২

যদ্যপি বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তাৎ ভোগসম্পাদনাৎ কমপি কৃতার্থং পুরুষং প্রতি তন্নষ্টং বিরতব্যাপারং তথাপি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণত্বাৎ অন্যান্ প্রত্যনষ্টব্যাপারমব-

লব্ধবিবেক কৃতার্থ পুরুষের সম্বন্ধে দৃশ্যস্বরূপ প্রধান ভোগপ্রদানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও, অপর সর্ব্বসাধারণ ভোগী পুরুষের

. আভাস।

নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।" একটি সভাতে নৃত্য-গীতাদি প্রদর্শনার্থ নর্ত্তকী এবং তৎ দর্শনার্থ দর্শকবৃন্দ এতদুভয়ই উপস্থিত আছেন; তথায় দর্শকের লক্ষ্য অভিনব নৃত্যগীতাদির পরিদর্শন এবং নর্ত্তকীরও লক্ষ্য নৃত্যগীতাদির প্রদর্শনে তাহাদিগের তৃপ্তিসাধন। নর্ত্তকী যদবধি নূতন ভাবের অভিনয় করে, তদবধি দর্শকের তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে; নূতনত্বের সমাপ্ত হইবামাত্র, দর্শক আর দেখিতে চায় না এবং নর্ত্তকীও জ্ঞাত-বিষয়ের পুনঃ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় না। পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনার্থই বিচিত্রভাবে পরিণত হইতেছে এবং দ্রষ্টা পুরুষও জ্ঞেয়ের সর্ব্বাবস্থা জ্ঞানগর্ভে সন্নিবেশিত করত, আত্মোৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে। যখন আর কিছু বুঝিবার বাকী নাই; তাঁহার সমস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া হইয়াছে, তখন নিবৃত্তোদ্যম জ্ঞানস্বরূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব অনভিজ্ঞ জড় হইলেও, জ্ঞেয় পদার্থ পুরুষার্থ-সম্পাদনের জন্যই নিরন্তর প্রস্তুত॥ ২১ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, চৈতন্যস্বরূপ একটী পুরুষ সমগ্র জ্ঞেয়ের অব-ধারণে পরিতৃপ্ত হইলেই যদি প্রকৃতি নিবৃত্ত-প্রসবা হন, তাহা হইলে তদুপলক্ষে অন্যান্য সকল পুরুষের মুক্তিও সেই সময়েই হইতে পারে। এতদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এক জনের বুঝায়, সকলের বুঝা হয় না; সুতরাং অন্য অনেকের জন্য প্রকৃতিকে প্রসবাদি কার্য্য করিতে হয়। একটী সভাতে দুই শত ব্যক্তি নৃত্যাদি সন্দর্শনার্থ উপনীত হইলেও, নর্ত্তকীর নৃত্য সকলে দেখে না। কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ তাহার মোহিনীমূর্ত্তি, কেহ বা আলাপাদি বিভিন্ন ভাব স্ব স্ব

তিষ্ঠতে ততঃ প্রধানস্ত সকলভোক্তৃসাধারণত্বাৎ ন কদাচিদপি বিনাশঃ। একস্ত মুক্তৌ বা ন সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং ভবতি ॥২২॥ দৃশ্যদ্রষ্টারৌ ব্যাখ্যায় সংযোগং ব্যাখ্যাতুমাহ।

ভোগ-প্রদানার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং একের মুক্তিতে অপর সকল পুরুষের মুক্তি সাধন হয় না ॥২২॥

আভাস।

ভাবের অনুসারে গ্রহণ করিতে থাকে। মনুষ্য-কলেবরে আবৃত পুরুষ বলিয়াই সমবেত সকলকে ধারণা করিলেও, সকলে এক নহে। দেহগত পার্থক্য প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে ; কেহ শীত-কাতর, কেহ গ্রীষ্ম-কাতর, কেহ কামাতুর, কেহ ক্ষুধাতুর, কেহ শোকাতুর এবং কেহ বা নিদ্রাতুর। অতএব স্থূলভাবে সকলকে একাকার পরিদৃষ্ট হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সকলে একাকার নহে। দেহের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকে প্রত্যেক কার্য্য বা প্রার্থনা করিতেছে। সাধারণের ধারণা যে, পুরুষেরই দেহ ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ বা উপাধিরই পুরুষ। পুরুষের উপাধি বা দেহ নহে। কারণ উপাধির স্বভাব অনুসারে উপহিত আত্মা অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই উপাধিই পুর ; এবং সেই পুরেতে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, উপাধির প্রয়োজনাদির প্রতি দৃষ্টি করাই আত্মা বা চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব বা পুরুষ ভাব। সুতরাং যাহাকে আপন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার দোষ বা গুণে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও দোষী বা গুণী বলিয়া আখ্যাত। মহাশক্তি মূলা-প্রকৃতির যে স্তরে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বৈষম্যে প্রথম উপাধির আরম্ভ হইয়াছে, সেই প্রত্যেক উপাধিও পরস্পরে ভিন্ন। একটী অপরটীর সহিত তুলনীয় নহে ; কোন না কোন অংশে পরস্পরের বৈচিত্র্য আছে। কারণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বৈষম্যে উৎপন্ন বিচিত্রতা কখন এক প্রকার হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক উপাধিতে উপহিত আত্মা স্বরূপত এক হইলেও, উপাধির অনুরোধে প্রত্যেকে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন এক জাতীয় দীপ-শিখা সাত প্রকার বিভিন্ন-বর্ণ কাচের মধ্যে থাকা নিবন্ধন, সাত রকম রঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধ হয় ; এবং শুভ্র বস্ত্রাদির উপর কাচ-বর্ণানুসারে স্বকীয় বর্ণ প্রদান করিয়া থাকে, দ্রষ্টা পুরুষও স্বীয় অভিমত উপাধির অন্তরে অবস্থান করায়, উপাধির গুণ অনুসারে স্বয়ং অভিব্যক্ত হন এবং

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥ ২৩॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ (স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তিঃ দৃশ্যত্বযোগ্যতা, স্বামীশক্তিঃ দ্রষ্টৃত্বযোগ্যতা তয়োঃ) স্বরূপয়োঃ ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ উপলব্ধিঃ প্রতীতিঃ তস্যাঃ হেতুঃ এব সংযোগঃ, ভোগ্যভোক্তৃ-ভাব-সম্বন্ধঃ॥ ২৩॥

কার্য্যদ্বারেণ অস্য লক্ষণং করোতি স্বশক্তির্দৃশ্যস্য স্বভাবঃ স্বামিশক্তির্দ্রষ্টুঃ স্বরূপং তয়োর্দ্বয়োরপি সংবেদ্য-সংবেদকত্বেন ব্যবস্থিতয়োঃ যা স্বরূপোপলব্ধিস্তস্যাঃ

প্রকৃতি অচেতন জড় হইলেও, ভোগ্য বিষয় হইবার যেমন যোগ্যতা আছে, বিশুদ্ধ জ্ঞপ্তি-ভাবাপন্ন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেও আভাস।

দৃশ্য জগতের প্রতি তদনুরূপ অনুরাগের প্রকাশ করেন। জীবের মূল উপাধি অন্তঃকরণ বা চিত্ত। এই চিত্তই ক্রমশঃ সংস্কার অনুসারে ঘনীভূত হইয়া, ভূর্জ্জ-পত্রের প্রকাশের ন্যায়, উত্তরোত্তর আবরণের স্বরূপে আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম কোষরূপ এই অন্নময় দেহের উৎপাদনে বিচিত্র কার্য্য এবং ভোগের পরিচয় দিয়া থাকে। এই ব্যষ্টি চিত্ত যেমন ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর ভাব গ্রহণে জীবের অন্নময় ব্যষ্টি দেহের রচনা হইয়াছে, সমষ্টি চিত্তও সেইরূপ স্থূল হইতে স্থূলতর ভাব গ্রহণে উত্তরোত্তর সৃষ্ট বা পরিণত হইয়াই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে। ব্যষ্টিচিত্ত যেমন চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনামে অভিহিত; বিরাট্ চিত্তও চৈতন্য-প্রতিবিম্ব প্রাপ্তে, ঈশনামে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিচিত্র আকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে জল-পূর্ণ শত শত সরাবে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব এক একটী বিচিত্র মূর্ত্তিতে যেমন প্রতিভাত হন, মায়ার বিচিত্র উপাধিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রতিপাদনে, বিচিত্র জীব নামে প্রতিপন্ন হইতেছেন। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায়, মায়োপাধিতে চৈতন্যের উপহিত হওয়াই, দ্রষ্টৃত্ব বা জীবত্ব। সুতরাং একটী উপাধিস্থানীয় চিত্ত সাধনার বলে পরিমার্জ্জিত হইলে, তদুপহিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার মোক্ষলাভ হয়, তজ্জন্য সকল উপাধির মার্জ্জনা হইতে পারে না এবং তত্তদুপহিত পুরুষেরও মোক্ষলাভ অসম্ভব॥ ২২॥

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ"। দুঃখের মূল কারণই প্রকৃতি-পুরুষের মিলন। এক্ষণে এই মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে

কারণং যঃ স সংযোগঃ। স চ সহজো ভোগ্যভোক্তৃভাবস্বরূপানন্যো ন হি তয়োর্নিত্যয়োর্ব্যাপকয়োঃ স্বরূপাদতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সংযোগঃ। সদেব ভোগ্যস্য

তদ্রূপ দর্শন বা ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে। উভয়ে ভোগ্য এবং ভোক্তৃভাবে অবস্থান করিলেই, পরস্পরের সংযোগ বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। নিরায়াস পুরুষে যখন প্রতীতি করি-

আভাস।

বুঝা যায় যে, সাধারণ লোষ্ট্র কাষ্ঠাদি পদার্থের মিলনের ন্যায়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ স্বীকার করা অসম্ভব। কারণ অপূর্ব্ব-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তির নামই সংযোগ। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কখন একত্র ছিল না; সম্প্রতি একত্র হইল; তখনই সংযোগ ঘটিল। প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপত সেরূপ মিলন হইতেই পারে না। কারণ উভয়েই বিভু পদার্থ। কখন কাহারও অভাব কোথায়ও ঘটে না; এবং একের আগমনে বা উপস্থিতিতে অন্যের অবসর প্রদান বা অভাব হয় না। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি এবং প্রকাশ শক্তি ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে একত্রই থাকে; গুণ পরিত্যাগ করিয়া, কখন গুণী থাকে না, সেইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থ; সুতরাং কাহারও অভাব কোন স্থানে বা কোন কালে যখন স্বীকার করা যায় না, তখন তাহাদের পরস্পরের সংযোগ কোন্ ভাবে অবধারণ করিতে হইবে, তাহারই পরিচয়ার্থে সূত্রকার "স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, পুরুষ প্রকৃতির পদার্থগত মিলন অসম্ভব হইলেও, ভাবের মিলন এবং ভাবেরই বিশ্লেষ হইয়া থাকে। পদার্থ বা বস্তুমাত্রেই একটী অভিব্যঙ্গা এবং একটি অন্তরঙ্গা, এই দুইটী ভাব বা স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। দীপজ্যোতিঃ অভিব্যঙ্গা শক্তিবলে গৃহকে এবং তন্নিকটবর্ত্তী সকল পদার্থকে যেমন প্রকাশ করে এবং অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিজেও নিঃসম্পর্কে আত্মভাবে বিরাজ করে। এ পদ্ধতি কি জড়! কি চেতন! সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। একবার দেখিব শুনিব বলিয়া, উৎসাহ হইল; আবার সুস্থ নিশ্চিন্তের ন্যায়, অবস্থানের চেষ্টা আসিল। কারণ এই দুইটী প্রয়োজন; এবং এই দুই লইয়াই আমি বা আমার ভাব। এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। একবার দিবা, একবার রাত্রি; একবার জাগ্রৎ, পরক্ষণে নিদ্রা; একবার সুখ, পরক্ষণে দুঃখ; একবার জন্ম,

ভোগ্যত্বং ভোক্তৃশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং স এব সংযোগঃ ॥২৩॥ তস্যাপি কারণমাহ।

বার ভাব উদিত হয়, প্রকৃতি ও তৎকালে প্রতীত হইবার ভাবে প্রণোদিত হন। পরস্পরের এই ভাবান্তর হওয়াই, পরস্পরের সংযোগ ॥ ২৩ ॥

আভাস।

পরক্ষণে মৃত্যু। এই অন্তরঙ্গ এবং অভিব্যঙ্গ স্বভাবকে তত্তৎ পদার্থের অধীন বা তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে বলিয়া, স্বীকার করিতে হয়। ইহা জড় প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক পদার্থে যেমন চির বিদ্যমান, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেও তাঁহার স্বভাবরূপে বিদ্যমান আছে। তবে এই স্বভাব পুরুষের অধীন; কিন্তু প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পদার্থ এই স্বভাবের অধীন। এই স্বাধীনতা এবং অধীনতা ভেদেই চেতন ও জড়ের পার্থক্য হইয়াছে। দেখিব এবং বিশ্রাম করিব; ইহা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেরই স্বভাব। যখন তিনি ভোক্তৃভাবের পরিচয়ে দৃশ্যের প্রতি আগ্রহের প্রকাশে মিলিত হন, তখনই তাঁহার সংসার-ভাব; এবং ভোক্তৃত্বের সমাপনে, অর্থাৎ যাহাকে ভোগ্যরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহার সমস্ত ভাব পরিজ্ঞাত হইবার পর, অসার ভোগ হইতে অবসর লাভে পুরুষ আপন-স্বরূপে নির্ব্যাপারীর ন্যায় বিশ্রাম করেন; তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা। একজন গানশক্তিতে বিশারদ ব্যক্তি নিজের অন্তরে গানশক্তি অদৃশ্যের ন্যায় নিহিত থাকিলেও, কখন তাহার পরিচয় গ্রহণ করেন এবং কখন উপেক্ষকের ন্যায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করেন। যখন স্বীয় অন্তরস্থ গানশক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আইসে, অমনি গীতির আরম্ভ এবং পুরুষের গায়ক ভাব; গানের সর্ব্বাঙ্গ সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইবা মাত্র, পুরুষের গায়কত্বের নিবারণে সুস্থভাবে বিশ্রাম আইসে। পুরুষের স্বীয় শক্তির প্রতি ঈক্ষণ এবং কার্য্যান্তে বিরতির ব্যাপার, এতদুভয়ই যেমন পুরুষের অধীন, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার যখন ভোক্তৃভাবের উদয় হয়, তখন প্রকৃতি স্বকীয় অন্তরস্থ বা বহিস্থ যাবতীয় শক্তি বা ভাবের উদ্ভাসন না করিয়া, থাকিতে পারেন না। সুতরাং তিনি স্বভাবের অধীন। পুরুষ যখন দ্রষ্টৃভাব এবং প্রকৃতি যখন দৃশ্যভাব ধারণ করেন, তখনই সংযোগ এবং উভয়ের উভয় ভাব ত্যাগের নামই মোক্ষ ॥ ২৩॥

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥
তদভাবে সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তস্য সংযোগস্য হেতুঃ কারণং এব অবিদ্যা। আত্মসাক্ষাৎকারাভাবঃ এব ॥ ২৪ ॥

তদভাবাৎ (তস্যাঃ অবিদ্যায়াঃ অভাবাৎ) সংযোগাভাবঃ সংযোগস্য অভাবঃ ভোগ্যত্ব-ভোক্তৃত্ব-ভাবাভাবঃ। তৎ এব হানং অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তিঃ অতঃ দৃশেঃ আত্মনঃ, কৈবল্যং স্বরূপেঽবস্থানং মুক্তিরিতি ॥ ২৫ ॥

যা পূর্ব্বং বিপর্য্যাসাত্মিকা মোহরূপাঽবিদ্যা ব্যাখ্যাতা সা তস্য বিবেকাখ্যাতি-রূপস্য সংযোগস্য কারণং হেয়ং হানক্রিয়া কর্ম্মোচ্যতে ॥ ২৪ ॥ কিং পুনস্তদ্ধান-মিত্যাহ।

তস্যা অবিদ্যায়াঃ স্বরূপবিরুদ্ধেন সম্যগ্‌জ্ঞানেন উন্মূলিতায়া যোঽয়মভাবস্তস্মিন্

পুরুষের আত্মস্বরূপের প্রতীতির অপনয়নে, বহি-র্দৃষ্টির উদয় এবং প্রকৃতিরও দৃশ্যভাবে পরিণাম এক অবিদ্যা-বশেই হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এই অবিদ্যার ধ্বংস হইলে, পূর্ব্বোক্ত সংযোগের আর সম্ভা-আভাস।

এই সংযোগের হেতুও পুরুষনিষ্ঠ অবিদ্যা। জানিবার স্বভাবই জানা ক্রিয়াকে অগ্রসর করে, জানা-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই, নিরস্ত হয়; অতএব জানিবার শক্তির সঙ্গেই জানা-ক্রিয়া অন্তর্নিহিত। যখন জানিবার কিছু বাকী না থাকে, তখনও জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না বটে, কিন্তু তখনও জানা বস্তুকে পুনঃ জানিয়াও তৃপ্তিলাভ হয়। জানিবার শক্তি আছে, কিন্তু জানিবার বিষয় উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং জানা হয় নাই; অতএব জানিবার আকাঙ্ক্ষা আছে; তাহারই নাম অবিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যার অনুপস্থিতি, সুতরাং অজ্ঞান। জানা ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই, বিদ্যার প্রাপ্তি এবং জীবের মুক্তি। কিন্তু জানা বস্তুকেও যে পুনঃ জানিবার ইচ্ছা, তাহাতে অবিদ্যা নাই; সুতরাং সে জানা ইচ্ছাধীন ॥ ২৪ ॥

জানা-ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ অবিদ্যা তিরোহিত হইলে, পুনঃ সংযোগের সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং পুরুষের নির্ব্যাপারাবস্থাই কৈবল্যভাব। এই কেবল ভাবে পুরুষের অবস্থিতি যে জ্ঞানহীন জড় পাষাণবৎ থাকা, তাহা নহে। ইহা জ্ঞানের চরম সীমা এবং আনন্দের পরাকাষ্ঠা। অবিদ্যাবস্থায় বুঝিবার জন্য

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অবিপ্লবা (বিপ্লবেন মিথ্যাজ্ঞানেন রহিতা বা ন বিদ্যতে বিপ্লবঃ বিচ্ছেদঃ যস্যাঃ সা) বিবেকখ্যাতিঃ (অন্যে গুণাঃ অন্যঃ পুরুষঃ এবম্বিধা খ্যাতিঃ সাক্ষাৎকারঃ) এব হানোপায়ঃ (হানস্য অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তেঃ উপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সতি তৎ কার্য্যস্য সংযোগস্যাপ্যভাবস্তদ্ধানমিত্যুচ্যতে। অয়মর্থঃ নৈতস্য অমূর্ত্তবস্তুনঃ বিভাগো যুজ্যতে কিন্তু জাতায়াং বিবেকখ্যাতৌ অবিবেক-নিমিত্তঃ সংযোগঃ স্বয়মেব নিবর্ত্তত ইতি তস্য হানং যদেব চ সংযোগস্য হানং তদেব নিত্য কেবলস্যাপি পুরুষস্য কৈবল্যং ব্যপদিশ্যতে তদেবং দৃশ্যসংযোগস্য চ স্বরূপং কারণং কার্য্যঞ্চাভিহিতম্ ॥ ২৫ ॥ অথ হানোপায়কথনদ্বারেণ উপাদেয়-কারণমাহ।

অন্যে গুণা অন্যঃ পুরুষ ইত্যেবম্বিধস্য বিবেকস্য যা খ্যাতিঃ সাহস্য হানস্য

বনা থাকে না; সুতরাং পুরুষের স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে যেমন কৈবল্য লাভহয় দুঃখেরও নিঃশেষে চির-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ইহা ভোগ্য এবং আমি ভোক্তা বলিয়া উভয়ের পার্থক্য আভাস।

লালসা ছিল; এক্ষণে সমগ্র বুঝিবার পর, বুঝা-ব্যাপার থাকিয়া যায়; কেবল লালসা বা উৎকণ্ঠা আর থাকে না। ললনাগণ বিবাহকালে প্রাপ্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি সুখসেব্য পদার্থসমূহ একবার বাহির করিয়া পরিধান করেন, আবার পেটিকার মধ্যে তুলিয়া, পরমানন্দ লাভ করে। প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যে উৎকণ্ঠা বা লালসার পরিচয় দিতে হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নাই; অথচ পরমানন্দ ভোগ নিত্যই করেন। কারণ তিনি জানেন যে সে সমস্ত তাঁহার সংগৃহীত এবং তাঁহারই অধীনে চির বিদ্যমান। মুক্ত পুরুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বের পূর্ণ বিকাশে নিরায়াসে ও নিষ্কণ্টকে এবং বিনা লালসায় সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ভাবই মোক্ষ ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই সংসার এবং সংযোগের বিশ্লেষে মুক্তি এইটীই সিদ্ধান্ত হইলেও, সংযোগের বিয়োগ কোন্ উপায়ে হয়, তদ্বিষয়ে যোগীর চিন্তার প্রয়োজন। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগ্রামের ভোগ্যত্ব এবং পুরুষের ভোক্তৃত্ব ভাবই যখন সংযোগের স্বরূপ, তখন উভয়ের উভয় ভাবের বিনিবৃত্তিতেই সংসারের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দৃশ্য বুদ্ধি প্রভৃতির ভোগ্যত্বের নিবারণ কখনই হয় না, কারণ ঈশ-কল্পিত জগৎ জীবের ইচ্ছার বশবর্ত্তী কখন নহে। যোগী

দৃষ্টদুঃখপরিত্যাগসোপায়ঃ কারণং কীদৃশী অবিপ্লবা ন বিদ্যতে বিপ্লবো বিচ্ছেদান্ত-রান্তরাভ্যুত্থানরূপো যস্যাঃ সা অবিপ্লবা। ইদমত্র তাৎপর্য্যং প্রতিপক্ষভাবনাবলাদ-বিদ্যাপ্রলয়ে নিবৃত্তকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানয়া রজস্তমোমলানভিভূতায়া বুদ্ধেরন্তর্মুখা যা চিচ্ছায়া-সংক্রান্তিঃ সা বিবেকখ্যাতিরুচ্যতে। তস্যাঃ সন্ততত্বেন প্রবৃত্তায়াং সত্যাং দৃশ্যস্যাধিকারনিবৃত্তের্ভবত্যেব কৈবল্যম্। ২৬।। উৎপন্নবিবেকখ্যাতেঃ পুরুষস্য যাদৃশী প্রজ্ঞা ভবতি তাং কথয়ন্ বিবেকখ্যাতেরেব স্বরূপমাহ।

প্রতীতি নিরবচ্ছেদে সুস্পষ্ট প্রতীত হইলেই, অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি বা পরমা-মুক্তির এক মাত্র উপায় ॥ ২৬ ॥

আভাস।

ইচ্ছা করিলে, জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। তবে সত্য বলিয়া তাঁহার যে প্রতীতি ছিল, সেই প্রতীতিই নষ্ট হইতে পারে মাত্র। প্রতীতির বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয় না। অবিদ্যাবস্থায় যেরূপ প্রতীতি হয়, বিদ্যাতে তাহারই পরিবর্ত্তন মাত্র ঘটে। অতএব প্রতীতির আশ্রয়গুলির মার্জ্জনা হইলেই,প্রতীতির পরিবর্ত্তন। প্রতীতির আশ্রয় কিন্তু স্থূল দেহ হইতে, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত। দেহ পিপাসার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, তাহার ক্রিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি পর্য্যন্ত উক্ত ভাবের প্রসারণ হইয়া,চিত্তস্থ চিদানন্দময় পুরুষেও পিপাসাদির প্রতীতি ঘটায়। কারণ পুরুষ এক চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইবার ফলে, চিত্ত হইতে ক্রম পরিণামে যতই স্থূল তত্ত্বের পরিণাম হউক্ না, চৈতন্যস্বরূপকে সর্ব্বত্র একীভূত ভাবে সেই সেই তত্ত্বস্থ সুখ দুঃখাদির প্রতীতি করিতে হয়। অতএব সংসারকে ত্যাগ করিলেই, ত্যক্ত হয় না; যিনি প্রতীতি করিতেছেন, সেই প্রতীতিস্বরূপ পুরুষ যখন প্রতীতির বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় প্রতীতি ভাব মাত্রকে অবিচ্ছেদে প্রতীতি করিবেন, তখনই অবিপ্লব বিবেক-সাক্ষাৎকার এবং দুঃখ-নিবারণের উপায়। আমরা যখন কোন একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন অন্যান্য সকলের প্রতি অন্ধ হই; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবের প্রতি মনোযোগী না হইয়া, যিনি সকল বুঝিতেছিলেন, সেই বুঝি-ভাবের প্রতি তন্ময় হই, তখনই আর ভোগ্য ভাবের প্রতি অগ্রসর হইবার আবশ্যক থাকে না। তৎকালে এই দেহ; এবং এই আমি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞাতা মাত্র, ইহা অবধারণ করিতে পারিলে, আর দেহের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইতে হয় না; তদ্রূপ এইগুলি চিত্তের গুণ এবং আমি সাক্ষীভূত চৈতন্যস্বরূপ

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

তস্য উৎপন্নবিবেকখ্যাতেঃ যোগিনঃ, প্রান্তভূমিঃ (প্রকৃষ্টঃ অন্তঃ অবসানং যাসাং তাঃ প্রান্তাঃ ভূময়ঃ অবস্থাঃ যস্যাঃ সা) প্রজ্ঞা সপ্তধা সপ্তপ্রকারা ভবতি ॥ ২৭ ॥

তস্যোৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য জ্ঞাতব্য-বিবেকরূপা প্রজ্ঞা প্রান্তভূমৌ সকলমালম্বন-সমাধিপর্য্যন্তং সপ্তপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ। তত্র কার্য্যবিমুক্তিরূপা চতুঃপ্রকারা। জ্ঞাতং ময়া জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিদস্তি। ক্ষীণা মে ক্লেশা ন কিঞ্চিৎ ক্ষেতব্যমস্তি। অধিগতং ময়া জ্ঞানং। প্রাপ্তা ময়া বিবেকখ্যাতিরিতি প্রত্যয়ান্তরপরিহারেণ তস্যা-মবস্থায়াং ঈদৃশ্যেব প্রজ্ঞা জায়তে। ঈদৃশীপ্রজ্ঞাকার্য্যবিষয়ং নির্ম্মলং জ্ঞানং কার্য্য-বিমুক্তিরিত্যুচ্যতে। চিত্তবিমুক্তিস্ত্রিধা। চরিতার্থা মে বুদ্ধিগুণা হৃতাধিকারা গিরিশিখরনিপতিতা ইব গ্রাবাণো ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি। স্বকারণে প্রবিলয়াভি-মুখানাং গুণানাং মোহাভিধানমূলকারণাভাবাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চামীষাং কুতঃ প্ররোহো ভবেৎ। স্বস্থীভূতশ্চ মে সমাধিঃ। তস্মিন্ সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠোঽহমিতি। ঈদৃশী প্রকারা চিত্তবিমুক্তিঃ। তদেবমীদৃশ্যাং সপ্তবিধভূমিপ্রজ্ঞায়ামুপজাতায়াং পুরুষঃ কেবল ইত্যুচ্যতে ॥ ২৭ ॥ বিবেকখ্যাতিঃ সংযোগাভাবহেতুরিত্যুক্তঃ তস্যাস্ত উৎপত্তৌ কিং নিমিত্তমিত্যাহ।

বিবেক সাক্ষাৎকারের দ্বারা যোগীর চিত্তে উৎপন্না প্রজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত সপ্তপ্রকারে চরিতার্থতার পরিচয় প্রদান করে ॥ ২৭॥

আভাস।

বোধে চিত্ত হইতে পৃথক্ আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়। তখন অভিমানের স্বগত বিশ্লেষণে দুঃখের চরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই বিবেক সাক্ষাৎকারে যোগীর যে প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহাতে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সাত প্রকারে আপনার কৃতকৃত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চারি প্রকারে কর্ত্তব্যের সমাপ্তি; যথা যাহা কিছু জানিবার ছিল, সমস্ত জানা হইয়াছে; আর জ্ঞাতব্য আমার কিছু নাই। অবিদ্যাদি ক্লেশ পঞ্চের ক্ষয় হইয়াছে, আর ক্ষীণ হইবার কিছু অবশিষ্ট নাই। আমি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছি; এবং বুদ্ধিগুণের সহিত চিত্তের পার্থক্য আমার অবধারণ করা হইয়াছে। এই চারী প্রকারের কৃতকৃত্যতা আইসে। চিত্তেরও চরিতার্থতা ত্রিবিধ উপলব্ধ হইয়া থাকে; যথা আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে; সংসারের মূল কারণ

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি-রাবিবেকখ্যাতে ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ (যোগাঙ্গানাং যমনিয়মাদীনাং অনুষ্ঠানাৎ আচরণাৎ) অশুদ্ধিক্ষয়ে (চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণনাশে সতি) আবিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং, জ্ঞানদীপ্তিঃ (জ্ঞানস্য শুদ্ধ-সত্ত্বপরিণামরূপস্য দীপ্তিঃ অভিব্যক্তিঃ প্রকাশঃ ভবতি ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি তেষামনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাদাবিবেকখ্যাতে-রশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণরূপক্লেশাত্মকাঽশুদ্ধিক্ষয়ে যা জ্ঞানদীপ্তিস্তার-তম্যেন সাত্ত্বিকঃ পরিণামো বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তস্তস্যাঃ খ্যাতের্হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ যোগাঙ্গানামনুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে ইত্যুক্তং কানি পুনস্তানি যোগাঙ্গানি ইতি তেষামুদ্দেশমাহ ।

যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা ক্রমশ অপসারিত হইয়া, বিবেক-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ক্রমশ জ্ঞানেরই উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

আভাস ।

মোহের নিবারণ হওয়ায়, কার্য্যকারক গুণসমূহ নিষ্প্রয়োজন বিধায়, স্ব স্ব কারণেই তাহারা লীন হইয়াছে ; সুতরাং স্থানচ্যুত গিরীশৃঙ্গ যেমন পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করত, কার্য্য করিতে পারে না, আমার কাম রাগাদি বুদ্ধির গুণগ্রামও বিচারে যখন একবার বৃথা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে, তখন ইহারা পুনরায় প্রবল হইয়া, আমার চিত্তে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইবে না। আমি সমাহিত হইতে সমর্থ হইয়াছি; এবং সমাধিও আমার আয়ত্ত হইয়াছে । আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে আমার অভ্যাস হইয়াছে। এই তিন প্রকারের চিত্ত-চরিতার্থতা হইলে, যোগী উক্ত সাত প্রকার ভাবের অন্ত ভূমিকাতে ক্রমশঃ উপনীত হইয়া, কৈবল্য লাভে কৃতার্থ হন। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়াই, বিবেকখ্যাতি। এই বিবেকের সাক্ষাৎকার হইলে, আর সংযোগ হয় না ॥ ২৭ ॥

এই বিবেক-সাক্ষাৎকার কোন্ উপায়ে হইতে পারে, তদুপায়-কল্পে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিধেয়, বলিয়া ঋষি উপদেশ দিয়াছেন। আত্মচৈতন্যের মার্জ্জন বা শুদ্ধির প্রয়োজন নাই। আবরণ বা উপাধিরূপে বিদ্যমান চিত্তাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেরই

যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যমঃ নিয়মঃ আসনং প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ধ্যানং সমাধিশ্চ এতানি অষ্টৌ যোগস্য অঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

ইহ কানিচিৎ সমাধেঃ সাক্ষাদুপকারকাণি যথা ধারণাদীনি ; কানিচিৎ প্রতিপক্ষভূতহিংসাদিবিতর্কোন্মূলন-দ্বারেণ সমাধেরুপকুর্ব্বন্তি। যথা যমনিয়মাদয়ঃ। তত্রাসনাদীনামুত্তরোত্তরমুপকারকত্বং তদ্‌যথা সত্যাসনজয়ে প্রাণায়ামস্থৈর্য্যমেবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্ ॥ ২৯ ॥ ক্রমেণৈষাং স্বরূপমাহ।

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণ ধ্যান এবং সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ ॥ ২৯ ॥

আভাস।

কেবল বিচার এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শোধনের প্রয়োজন। অতএব যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্তস্থ রজো ও তমোগুণের নিবারণে বা অভিভবে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে, জ্ঞানস্বরূপের সুষ্ঠু উদ্ভাসন হয়। পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চিত্তের মলিনতা কেবল বাহ্যিক পদার্থের সংস্কার-নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে ; বিষয়াভিমুখী স্রোতই তাহার প্রকৃত মালিন্য ; সুতরাং বৈরাগ্যের অভ্যাসে সংগৃহীত বিষয়-সংস্কারকে যেমন অপনোদিত করিতে হইবে, তৎসঙ্গে চিত্ত আর বিষয়ের অভিমুখে পুনঃ ধাবিত হইয়া বিকৃত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন। অতএব পূর্ব্ব সংগৃহীত সংস্কারগত এবং রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়ে প্রবৃত্তি-মূলক স্বগত, এই উভয়বিধ মালিন্য অপসারণার্থ যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান সাধকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্ত ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া, জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হয়। পর সূত্রে ক্রম অনুসারে তাহার উপায় সমূহেরও কীর্ত্তন করিয়াছেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি উত্তরোত্তর আটটীর উল্লেখ করত যথাযথ ক্রমেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী যোগের বহিরঙ্গ, এবং পশ্চাদুক্ত ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ। একাগ্রতা রূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ধারণা-ক্রিয়ার দ্বারা আরব্ধ হইয়া, সমাধিতে পূর্ণতা

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

অহিংসা, সত্যং অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং অপরিগ্রহশ্চ এতে পঞ্চ যমাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র প্রাণবিয়োগপ্রয়োজনং ব্যাপারো হিংসা। সা চ সর্ব্বানর্থহেতুস্তদভাবোऽহিংসা। হিংসায়াঃ সর্ব্বপ্রকারেণৈব পরিহার্য্যত্বাৎ। প্রথমং তদভাবরূপায়া অহিংসায়া নির্দ্দেশঃ। সত্যং বাঙ্মনসোর্যথার্থত্বম্। স্তেয়ং পরস্বাপহরণং তদভাবোऽস্তেয়ং। ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়মঃ। অপরিগ্রহো ভোগসাধনানামনঙ্গীকারঃ। তত্র তেऽহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমশব্দবাচ্যা যোগাঙ্গত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ ॥৩০॥ এষাং বিশেষমাহ।

তন্মধ্যে অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

আভাস।

লাভ করে। যমাদি পঞ্চ কিন্তু প্রকৃত যোগের স্বরূপ না হইলেও, উপকারী বলিয়াই বহিরঙ্গ। যেমন মূল গণিতের সিদ্ধি করিতে হইলে, যোগ, বিয়োগ, হরণ এবং পূরণকে পূর্ব্বে অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ যমাদির অভ্যাস না করিলে, চিত্ত যোগের উপযোগিতা লাভ করিতে পারে না। বীজ-বপন-ব্যাপার প্রকৃত কৃষি হইলেও, হল চালন ও কণ্টকাদি নিরাকরণ ব্যাপার দ্বারা ভূমির উর্ব্বরা-শক্তির উত্তেজনা এবং প্রতিবন্ধকের অপসারণ করা অগ্রে প্রয়োজন; সেইরূপ যে চিত্তে যোগশক্তি আনয়নের প্রয়োজন, তথায় যমাদির অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকাদির নিরসনের দ্বারা তাহাতে সামর্থ্য দেওয়া প্রয়োজন। ২৯ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটী ব্যাপার যম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা যথেচ্ছাচারকে নিবারণ করত, চিত্তে স্থৈর্য্য আনয়ন করে। যথেচ্ছাচার মানবকে পশু প্রকৃতিতে পরিণত করে; সুতরাং সমাহিত হইবার কোন শক্তি থাকে না। বিচার পূর্ব্বক আচরণই মনুষ্যত্বের পরিচয়। অতএব যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, চিত্ত বিচার পদ্ধতির বলে স্থির এবং ধীর হইতে পারে, তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা যম নামে অভিহিত করিয়াছেন। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া, অধোগতি লাভের প্রধান এবং প্রথম কারণ হিংসা। ভূতিকামী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাগ্রে ইহাকে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। যিনি পরের হিংসা করেন, অনন্ত সংসার তাঁহার হিংসা করে; জগতে কেহ তাহার বন্ধু হয় না, সুতরাং জগজ্জীবনের সমীপেও সে

তুচ্ছ ও হিংসার পাত্র হয়। প্রচুর বল এবং বিক্রমশালী ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিও এক হিংসা করিবার দোষে অতি নিকৃষ্টের ন্যায় বিনষ্ট হয়। কংসই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতএব সংসারকে জয় করত আত্মোন্নতির প্রার্থনা থাকিলে, সর্ব্বপ্রযত্নে অহিংসা-বৃত্তির অনুষ্ঠান করা বিধেয়। শ্রুতিও "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই হিংসা যে কেবল প্রাণনাশ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে; যে কোন ব্যাপারে অন্যের অনিষ্ট বা ক্লেশদায়ক কর্ম্ম করিলেই, হিংসা করা হয়। সুতরাং অপর কাহারও বিদ্বেষ-ভাজন না হইয়া, আদর এবং আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারিলেই, আপনা হইতে চিত্তে বল আইসে এবং স্থৈর্য্য লাভ হয়। হিংসার তুল্য যেমন পাপ নাই; সেইরূপ সত্যের তুল্যও ধন নাই। প্রাণ যেমন জীবনী-শক্তির সঞ্চারে জড়দেহকেও কার্য্যক্ষম এবং সচেতন করিয়া রাখে, এক সত্যই এই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যা জগৎকে নিত্যের ন্যায়, পরিচিত করাইতেছে। সত্যই ভগবানের মূর্ত্তি; অতএব কায়মনোবাক্যে সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সাধকের সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় অস্তেয়। জ্ঞাতসারেই হউক্ বা অজ্ঞাতসারেই হউক্, পরস্ব গ্রহণের চেষ্টা এবং প্রবৃত্তিও স্তেয় নামে অভিহিত। অন্যায় উপার্জ্জনে যে কেবল চিত্ত কলুষিত হয়, তাহা নহে; অন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধনও অন্যায় কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা কখন পুণ্য-সঞ্চয় হয় না। উপস্থ-সংযমনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মচর্য্যের অপলোপে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া, ধারণা শক্তিতে অক্ষম হয়। মাংসাস্থিময় দেহের চরম সূক্ষ্ম পদার্থ বীর্য্য; ইহা হইতে দেহের বল, ইন্দ্রিয়ের ওজঃ শক্তি এবং চিত্তের সহঃশক্তির উদয় হয়। অযথা স্ত্রীগ্রহণে সহ ওজঃ এবং বলের হ্রাসে ত্রিবিধ অনিষ্টপাত ঘটে। মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে বীর্য্য রক্ষার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজন। "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" শ্রুত্যুক্ত বিধিবাক্যানুসারে স্ত্রীগ্রহণে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হয় না। পুত্রোৎপাদনের উপযুক্ত কালে ভার্য্যা গ্রহণে বরং ব্রহ্মচর্য্যের রক্ষাই হয়। অতএব কামভোগের বশবর্ত্তী হইয়া, কেবল স্ত্রীগ্রহণেই যে অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, যে কোন ভোগই কামীর পক্ষে অনিষ্টকারক। এই নিমিত্ত যমের পঞ্চম উপদেশ অপরিগ্রহ। কামনা সহকারে যে কোন ভোগে অগ্রসর হইলেই, পরিগ্রহ করা হয়। এমন কি! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যদি কর্ত্তব্যের মাত্রাকে অতিক্রম করা হয়, তাহাতেও পাপস্পর্শ করে। পিতৃশ্রাদ্ধ,

তে তু জাতি দেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ (জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ দেশস্তীর্থাদিঃ, কালঃশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ, সময়ঃ ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিঃ, এতৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ) সার্ব্বভৌমাঃ সর্ব্বাসু ভূমীষু বিনিযুক্তাঃ অহিংসাদয়ঃ মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ দেশস্তীর্থাদিঃ কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ সময়ো ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদি-রেতৈশ্চতুর্ভিরনবচ্ছিন্নাঃ পূর্ব্বোক্তা অহিংসাদয়ো যমাঃ সর্ব্বাসু ক্ষিপ্তাদিষু চিত্তভূমিষু ভবা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে তদ্‌যথা ব্রাহ্মণং ন হনিষ্যামি তীর্থে ন কঞ্চন হনিষ্যামি চতুর্দ্দশ্যাং ন হনিষ্যামি দেবব্রাহ্মণপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ কমপি ন হনিষ্যামি ইত্যেবং চতুর্ব্বিধাবচ্ছেদব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদর্থে ন হনিষ্যামীত্যন-বচ্ছিন্না এবং সত্যাদিষু যথাযোগং যোজ্যম্ । ইত্থমনিয়তীকৃতাঃ সামান্যেনৈব প্রবৃত্তং মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ন পুনঃ পরকীয়পরিচ্ছিন্নাবধারণম্ ॥ ৩১ ॥ নিয়মানাহ ।

উক্ত অহিংসাদি যখন ব্রাহ্মণাদি জাতি, পীঠস্থানাদি দেশ, অমবস্যাদি কাল এবং কোন বিশেষ প্রয়োজনাদির অনুরোধেও খণ্ডিত না হইয়া, অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তাহাদের অনুষ্ঠানকে মহাব্রত নামে অভিহিত করা হয় ॥ ৩১ ॥

আভাস ।

দেবার্চ্চনা বা জপ হোমাদি কার্য্যেও নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত ভাবে উদ্‌যোগ করিলেও, পরিগ্রহ করা হয় । কারণ সে স্থলেও লোক-রঞ্জন, ঐশ্বর্য্যলাভ এবং আশু-ফলের প্রত্যাশায় আসক্তির পরিচয়ে চিত্তমালিন্য জন্মে । অতএব ভোগাদি সকল কর্ম্মই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক এবং প্রয়োজন মত নির্ব্বাহ করিলে, অপরিগ্রহের অনুষ্ঠান করা হয় । গীতাতে উক্ত আছে ; শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতিকিল্বিষং । দেহযাত্রা নির্ব্বাহের উপলক্ষে, অভিসন্ধিশূন্য হইয়া ভোগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপস্পর্শ হয় না । ইহাই প্রকৃত অপরিগ্রহ । এই পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট যম সাধনে অগ্রসর সাধক ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভে যোগের অধিকারী হন ॥ ৩০ ॥

নীতিকারাদি কর্ম্মশাস্ত্র কিন্তু এই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরি-গ্রহ নামক পঞ্চাঙ্গ যমের অনুষ্ঠানার্থে সার্ব্বভৌম উপদেশ দেন নাই । ব্যবহারিক

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥৩২॥

শৌচং সন্তোষঃ তপঃ স্বাধ্যায়ঃ ঈশ্বরপ্রণিধানং চ নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদিপ্রক্ষালনম্। আভ্যন্তরং মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনম্। সন্তোষস্তুষ্টিঃ। শেষাঃ প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানাঃ। এতে শৌচাদয়ো নিয়মশব্দবাচ্যাঃ॥ ৩২॥ কথমেষাং যোগাঙ্গত্ব-মিত্যাহ।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানকে নিয়ম নামে শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন ।। ৩২ ।।

আভাস।

জীবনে বা বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানোপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত যমানুষ্ঠানের ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। যথা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই সামান্য অর্থাৎ সাধারণত প্রযুজ্য নীতির বৈপরীত্যে "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" বলিয়া বিশেষ শাস্ত্রেরও ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশু বধ করা প্রয়োজন। এস্থলে পশুহিংসার দ্বারা যজ্ঞের সমাপন এবং তদ্দ্বারা ভূরি পুণ্যের সঞ্চয় হইলেও, পশুহিংসাজনিত পাপ যে হইবে না, তাহা স্বীকার করা হয় নাই। যোগীর পক্ষে তাদৃশ বৈধ হিংসা হইতেও প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে হইবে, ইহাই ঋষির পরামর্শ। ঐরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের অনুরোধে হিংসাদি পঞ্চাঙ্গের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ বা গোজাতির হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু "শ্বেত-ছাগল-মালভেত।" শ্বেত ছাগলের হিংসা যজ্ঞের উপলক্ষে, মহাপীঠস্থানাদি যাজ্ঞিক ভূমিতে এবং উপদিষ্ট তিথিতে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদির জীবন-রক্ষার অনুরোধে (সময়ে) বা পত্নীর মনোবিনোদনার্থ মিথ্যা উক্তিতে দোষস্পর্শ হয় না। তীর্থাদি পুণ্য ভূমি ব্যতীত হরিতালিকাদি নষ্টচন্দ্রোপলক্ষে সুবর্ণ ব্যতীত অন্য দ্রব্য অপহরণে দোষ নাই। পর স্ত্রী ব্যতীত স্বীয় পত্নী গ্রহণ বা কামপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত অপর আত্মীয়া নারী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের অনুরোধে উক্ত পঞ্চাঙ্গ যমের অন্যথাচরণের উপদেশ এবং ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। সাধকের পক্ষে কিন্তু অহিংসাদির অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত জাতি প্রভৃতির অনুরোধে অনুরুদ্ধ না হইয়া, হিংসাদি ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করাই বিধেয়। এইরূপ অনুষ্ঠানকে দর্শনকার সার্ব্বভৌম মহাব্রত নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন অনুরোধে

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কবাধনে বিতর্কাণাং হিংসাদীনাং বাধনে নির্ম্মূলনে প্রতিপক্ষভাবনং (প্রতিকূল চিন্তনং এব উপায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কা যোগপরিপন্থিনো হিংসাদয়স্তেষাং প্রতিপক্ষভাবনে সতি যদা বাধা ভবন্তি তদা যোগঃ সুকরো ভবতীতি ভবত্যেব যমনিয়মযোর্যোগাঙ্গত্বম্ ॥ ৩৩॥ ইদানীং বিতর্কাণাং স্বরূপং ভেদপ্রকারং ফলঞ্চ ক্রমেণাহ ।

পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি তামস বৃত্তি সমূহের নাম বিতর্ক ; হিংসা দ্বেষাদি প্রত্যেক বৃত্তিই যোগের বিঘ্নকারী । অতএব এই বিতর্কাদি বৃত্তিসমূহের নিবারণ-কল্পে তদ্বিরুদ্ধ অহিংসাদির স্বরূপাবধারণ করা বিধেয় । অহিংসাদির উপকারিতা ভাবের চিন্তনে, হিংসাদি দ্বেষভাব সমূহ ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

আভাস ।

বা কোন কালে অহিংসাদিকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া, সাধক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, তাঁহার চিত্ত ক্রমশ স্বচ্ছতা লাভে উন্নত হয় ; সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

অহিংসাদির অনুষ্ঠান সহ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মকেও যথানিয়মে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য । শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে নিয়ম নামে সংজ্ঞিত করা হইয়াছে । যেমন তাম্রাদির মল অম্লযোগে নিবারণ করা প্রয়োজন, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণের মল নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী মার্জ্জনোপায় নিয়মের প্রয়োগ করা প্রয়োজন । মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা দেহের বাহ্যমল এবং প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তর-মল নিবারিত হয় । সন্তোষকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য । ইহার সহবাসে দুঃখিত ভাব হৃদয়ে আর স্থান পায় না । তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে । কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং একাদশ্যাদির উপবাস প্রভৃতিকে তপঃ নামে অভিহিত করা হয় । এই তপঃ প্রভাবে মানব ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন ; ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে, তাঁহাকে অযথা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় না । স্বাধ্যায় শব্দে মোক্ষশাস্ত্রাদির অনুশীলন এবং প্রণবাদি ইষ্ট মন্ত্রের জপ । এই স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করিলে, মন যথেচ্ছ ব্যাপারে বিরত হইয়া, সত্য এবং পারমার্থিক পন্থার অনুসরণে সমর্থ হয় । ঈশ্বরপ্রণিধানের বলে চিত্ত নিশ্চিন্ত হইতে শিক্ষা করে ।

যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া, দুগ্ধপোষ্য শিশু নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, ভক্ত-সাধক কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মসমূহ ভগবচ্চরণে সমর্পণ করত, তাঁহারই আশ্রয়ে সতত আনন্দ-সহকারে কালাতিপাত করে। এতদ্দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া, ভব-ভাবনে নিবৃত্ত হয়। যোগীর স্মরণ রাখা উচিত যে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটীর মধ্যে কোন একটী বা দুইটীর অনুষ্ঠান করিলেই, যথেষ্ট করা হয় না। উহার প্রত্যেকটীর অনুষ্ঠান বিধেয়। কারণ প্রত্যেকটী প্রত্যেকটীর অপেক্ষা করে। দেহ শুদ্ধ হইলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে; কারণ অনেককে দেহের পবিত্রতা সাধনে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিষপূর্ণ। কোথায় কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সে দেহে শুদ্ধির কোন ফল হয় নাই। তাহা বরং "শুচিবায়ুগ্রস্ত" বলিয়া লোক নিন্দাই করিয়া থাকে॥ ৩২॥

যোগাঙ্গ যম এবং নিয়মের উল্লেখ করত, হিংসাদি প্রাণিবধ ব্যাপার যোগের প্রতিবন্ধক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। তাদৃশ পূর্ব্বাচরিত হিংসাদি যোগ-প্রতিবন্ধক কারণ সমূহের নির্মূলন কিরূপে সম্ভব; তদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থযুগল যেমন পরস্পরে পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান থাকে, অন্তঃকরণে ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্তিযুগলও পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। যেখানে আলোক, তাহার পার্শ্বেই অন্ধকার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিদ্যমান; যেখানে স্রোতস্বতীর জল, তৎপার্শ্বেই তীররূপী ভূমি; যথায় শীত, তৎপার্শ্বেই উষ্ণ যেমন ক্রীড়া করে, আমাদের চিত্তমধ্যেও যখনই সুখ, তৎপার্শ্বেই দুঃখ; যখনই হিংসা, তৎপার্শ্বেই অহিংসা; যখনই মিথ্যা দেখা দেয়, তৎপার্শ্বেই সত্য তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু এতদুভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থ বা ভাবের স্বরূপত কোন সামর্থ্য নাই। চিত্ত একাগ্রতা সহকারে যে বিষয়ের আলোচনা করে, তাহারই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হিংসা ব্যাপারের যতই আলোচনা মধুরভাবে করা হয়, ততই হিংসা-বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি; আবার অহিংসার মাধুর্য্যের প্রতি চিত্ত যতই আলোচনা করে, অহিংসা ভাবেরও ততই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অতএব বিপক্ষ বিষয়ের আলোচনা বা চিন্তা করিলেই, তৎপ্রতিপক্ষ হিংসাদি বৃত্তির অপগম হইয়া থাকে। অভ্যাসের শক্তি অনির্ব্বচনীয়! কায়মনোবাক্যে যাহার সহিতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করা হয়, কিছুদিন পরে, সেই বস্তুই প্রিয় হয় এবং তদ্বিপরীতটী অপ্রিয় ও ত্যাজ্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি লশুন বা পলাণ্ডু কখন ভোজন করেন নাই, তিনি তাহার গন্ধকে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ

করেন; এবং যদি অকস্মাৎ ভোজনের সহিত খাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে, তাহা বমন করিয়া শান্তিলাভ করেন। কিন্তু এই প্রকারে দুই এক দিবস বমন করিবার পর, মৃদুভাবে অগত্যা খাইতে আরম্ভ করিলে, ক্রমশ ঐ গন্ধই সুখসেব্য হইয়া যায়। এমন কি! পলাণ্ডুর গন্ধ ব্যতীত, ব্যঞ্জনের স্বাদই হয় না, বলিয়া তিনিই স্বীকার করেন। হিংসাদি কার্য্যেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ভিক্ষুকও যদি কিছুদিন নির্জ্জনে বন্য ফল মূলাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের অভ্যাস করে, পুনরায় আর সে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই প্রকার সকল কার্য্যেই হইয়া থাকে। অতএব কোন বৃত্তির জন্য ভীত হওয়া উচিত নহে। অভ্যাসের বলে মানব সমস্ত বৃত্তিরই পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। অসতের সংসর্গে সম্পূর্ণ অসদাচারী ব্যক্তিও সতের সংসর্গে অতি সহজে সাধু হইতে পারে। অতএব সঙ্গই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মৃত্তিকার সঙ্গ কিছুদিন পাইলে, অতি উৎকৃষ্ট লৌহও মৃত্তিকাতে পরিণত হয় এবং মৃত্তিকাখণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক লৌহপিণ্ডের সম্পর্কে কঠিন লৌহত্বে পরিণত হয়। মিলন বিজাতীয় উভয় পদার্থকে এক জাতিতে পরিণত করে; তবে যেটী পরিমাণাদিতে বৃহৎ, সেই ক্ষুদ্রকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে। ভাবনাও মিলন। চিত্ত যাহাকে ভাবনা করে, তাহার সহিত চিত্তের মিলন স্বীকার্য্য। চিত্ত হিংসা ব্যাপার ভাবিতে অভ্যাস করিলে, যেমন হিংসাময় বৃত্তিতে পরিণোদিত হয়, আবার তদ্বিপক্ষ অহিংসা ব্যাপারের ভাবনা আরম্ভ করিলে, অহিংসাময় মূর্ত্তিতে গঠিতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। যম এবং নিয়ম এই উভয় ভাবে চিত্তকে প্রণোদিত করিবার পদ্ধতি বা উপায়ই এক অভ্যাস বা ভাবনা; তজ্জন্য দর্শনকার বিপক্ষ অহিংসাদি ভাবনার দ্বারা হিংসাদি উক্ত যোগ-প্রতিবন্ধক বৃত্তির নিরোধ হয়, বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন॥ ৩৩॥

এই হিংসাদি যোগ-প্রতিবন্ধক কারণ সমূহের প্রসার অতি বিস্তৃত। আমি স্বয়ং কোন হিংসাদি কার্য্য করি নাই, ভাবিলে নিস্তার নাই। কারণ নিজে না করিলেও, অপরের দ্বারা যদি তাহা করান হয়, তাহা হইলেও কারিত-পাপে লিপ্ত হইতে হইল। অনেকে নিজে মৎস্য ধরেন না; কিন্তু মৃত মৎস্য বা মাংস ভোজন করেন। তখন তাঁহার চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, যদি তিনি মৎস্যাদি ভোজন না করিতেন, ধীবরেরা মৎস্য ধরা ব্যবসাই করিত না; বা তাঁহার জন্য তাঁহার বিধবা মাতা জীবিত মৎস্যকে স্বহস্তে ছেদন করিতেন না। মৎস্য ছেদনের

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাতিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্॥ ৩৪ ॥

বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতাঃ (কৃতাঃ স্বয়ং নিষ্পাদিতাঃ, অন্যেন কারিতাঃ, পরৈঃ ক্রিয়মাণাঃ নিষেধং বিনা অনুমোদিতাঃ) লোভক্রোধমোহপূর্ব্বিকাঃ লোভাদিত্রয়জন্যাঃ মৃদুমধ্যাতিমাত্রাঃ, স্বল্পমধ্যতীব্রাঃ ইত্যর্থঃ অবস্থাভেদাৎ সপ্তবিংশতিপ্রকারাঃ দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ, প্রত্যেকং দুঃখং নরকাদিকং, অজ্ঞানং স্থাবরাদিভাবং, অনন্তং ফলং যেষাং তে তথাবিধাঃ ইতি চিন্তনং এব প্রতিপক্ষভাবনং ।। ৩৪ ॥

এতে পূর্ব্বোক্তা হিংসাদয়ঃ প্রথমং ত্রিধা ভিদ্যন্তে কৃতকারিতানুমোদনভেদেন। তত্র স্বয়ং নিষ্পাদিতাঃ কৃতাঃ। কুরুকুর্ব্বিতি প্রযোজক-ব্যাপারেণ সমুৎপাদিতাঃ কারিতাঃ। অন্যেন ক্রিয়মাণাঃ সাধ্বঙ্গীকৃতা অনুমোদিতাঃ। এতচ্চ ত্রৈবিধ্যং পরস্পরং ব্যামোহনিরাকরণাবধারণায়োচ্যতে। অন্যথা মন্দমতিরেবং মন্যেত ময়াদ্বিয়ং ন কৃতেতি নাস্তি মে দোষঃ। এতেষাং কারণপ্রতিপাদনায় লোভক্রোধ-মোহা ইতি। যদ্যপি লোভঃ প্রথমং নির্দ্দিষ্টস্তথাপি সর্ব্বক্লেশানাং মোহস্য অনাত্মনি

বিতর্ক নামে অভিহিত হিংসাদির স্বরূপ আলোচনায় প্রতীত হয় যে, স্বয়ং হিংসার অনুষ্ঠান করিলে যেমন পাপী হইতে হয়, আবার উৎসাহ দানে অন্যের দ্বারা হিংসাদি করাই-লেও, পাপী হইতে হয়। এমন কি! অপরে হিংসা করিতেছে,

আভাস।

পাপ জননীর উপর ফেলিলে, সঙ্গত হয় না। তাঁহার ভোজনের উপলক্ষেই মাতার মৎস্যবধ ক্রিয়া। ইহাকে কারিত হিংসা বলে। পুত্র বড়শী প্রভৃতির দ্বারা মৎস্য ধরে; পিতা যদি তাহাকে নিষেধ না করিয়া, সহ্য করেন; তাহা হইলে তাঁহাকেও উক্ত পাপ-কর্ম্মের অনুমোদন করা হেতু পাপী হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হিংসার ন্যায়, মিথ্যা কথন, চুরি, ব্যভিচার এবং বিষয়াসক্তির বিচারের প্রতিও দৃষ্টি করা প্রয়োজন। স্বয়ং মিথ্যা না বলিলেও, অপরের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান, কিম্বা মিথ্যাবাদীকে প্রশ্রয় দেওয়া, এই তিনই অন্যায় এবং পাপজনক। স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণে অগ্নিস্পর্শ করেন না বটে, কিন্তু অপরের হস্তে ধূম্র পানে কি তাঁহার সন্ন্যাস-ব্রতের পালন সঙ্গত! অতএব, পাপকর্ম্ম কৃত,

আত্মাভিমানলক্ষণস্য নিদানত্বাৎ। তস্মিন্ সতি স্বপরবিভাগপূর্ব্বকত্বেন লোভ-ক্রোধাদীনামুদ্ভবাৎ মূলত্বমবসেয়ম্। মোহপূর্ব্বিকা দোষজাতিরিত্যর্থঃ। লোভ-স্তৃষ্ণা ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকোন্মূলকঃ প্রজ্বলনাত্মকশ্চিত্তধর্ম্মঃ প্রত্যেকং কৃতাদি-ভেদেন ত্রিপ্রকারা অপি হিংসাদয়ো মোহাদিকারণত্বেন ত্রিধা ভিদ্যন্তে। এষামেব পুনরবস্থাভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ। মৃদবো মন্দাঃ। ন তীব্রা নাপি মন্দা মধ্যাঃ। অধিমাত্রাস্তীব্রাঃ। পাশ্চাত্ত্যা নবভেদা ইত্থং ত্রৈবিধ্যে সতি

জানিয়া শুনিয়া যদি উক্ত হিংসাকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা না করা হয়, তাহাতেও অনুমোদন করিবার পাপ স্পর্শ করে। এতদ্ব্যতীত উক্ত হিংসা-কার্য্যও লোভ, ক্রোধ এবং মোহ অনুসারে ক্রমশ মৃদু (স্বল্প) মধ্য এবং তীব্রভেদে জগতে

আভাস।

কারিত ও অনুমোদিত ভেদে প্রথমত তিন প্রকার; তাহার উপর লোভ, ক্রোধ এবং মোহনিবন্ধনেও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার আবার নয় প্রকারে দেখা দেয়। অবশ্য লোভের নাম প্রথমে উল্লেখ করিলেও, মোহ সকলের আদি কারণ। এতদ্দ্বারা আমি সুখী হইব, বা আমার উপকার হইবে, এই মিথ্যা জ্ঞানেই লোভ বা ক্রোধাদি যাবতীয় অনর্থের উদয় হইয়া থাকে। এই হিংসাদির প্রয়োগও মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র অর্থাৎ উৎকট ভেদে ক্রিয়াও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। কেহ উৎকট অপরাধ করিলেও, তাহার প্রতিকারোপলক্ষে অতি মৃদু হিংসার প্রয়োগ করিলেন বটে; কিন্তু ফল গুরুতর ঘটিল। পথপার্শ্বে একটী বটবৃক্ষ-তলে একজন ফকির (নিমাজ) ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিলেন। ফকিরকে বারংবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও উপবেশন করিতে দেখিয়া, একটী দুষ্ট বালক তাহার উপবেশন করিবার স্থলে একটী তীক্ষ্ণ-কণ্টক শাখা তাঁহার অজ্ঞাতসারে রাখিয়া কৌতুক-দর্শনার্থ দূরে দণ্ডায়মান রহিল। ফকির উপবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহার নিতম্ব-ভাগে কণ্টক তীক্ষ্ণধারে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। বালক তখন হা হা শব্দে হাস্য করিতেছে দেখিয়া, ফকির তাহাকে মুখে তিরস্কারাদি কিছু না বলিয়া, বরং পুরস্কার-ভাবে একটী পয়সা বালকটীকে দিলেন। নির্ব্বোধ বালক ইহাকেই পয়সা পাইবার সহজ উপায় মনে করত, অপর একদিন অস্ত্রধারী একজন সৈনিক পুরুষের প্রতি পয়সা পাইবার

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥ ৩৫॥

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং (অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াং সিদ্ধৌ সত্যাং) তৎসন্নিধৌ (তস্য হিংসারহিতস্য মুনেঃ) সন্নিধৌ (সহজবিরোধিনামপি অহি-নকুলাদীনাং) বৈরত্যাগঃ শত্রুতাপরিহারঃ ভবতি॥ ৩৫॥

সপ্তবিংশতির্ভবতি। মৃদ্বাদীনামপি প্রত্যেকং মৃদুমধ্যাধিমাত্রভেদাৎ ত্রৈবিধ্যং সম্ভবতি। তদ্যথাযোগং যোজ্যম্। তৎ যথা মৃদুমৃদুর্মৃদুমধ্যো মৃদুতীব্র ইতি এষাং ফলমাহ। দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ দুঃখপ্রতিকূলতয়াঽবভাসমানো রাজসশ্চিত্তধর্ম্মঃ। অজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং সংশয়বিপর্য্যয়রূপং তে দুঃখাজ্ঞানে অনন্তমপরিচ্ছিন্নং ফলং যেষাং তথোক্তা ইত্থং তেষাং স্বরূপকারণাদিভেদেন জ্ঞাতানাং প্রতিপক্ষভাবনয়া যোগিনা পরিহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি॥ ৩৪॥ এষাং অভ্যাসবশাৎ প্রকর্ষ-মাগচ্ছতাং অনুনিষ্পাদিন্যঃ সিদ্ধয়ো যথা ভবন্তি তথা ক্রমেণ প্রতিপাদয়িতুমাহ।

তস্য অহিংসাং ভাবয়তঃ সন্নিধৌ সহজবিরোধিনামপ্যহি-নকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ

নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মের উদয়ে দুঃখপ্রদ নরকযোনি এবং ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ স্থাবর যোনি প্রভৃতি অনন্ত ক্লেশের কারণ ঘটিয়া থাকে। হিংসাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করাই, হিংসাদি ত্যাগের উত্তম উপায়॥ ৩৪॥

যে সাধকের চিত্তে অহিংসাবৃত্তি সম্যগ্রূপে এবং সর্ব্বতো-

আভাস।

প্রত্যাশায় কৌতুকচ্ছলে উক্ত প্রকারে কণ্টক প্রয়োগ করিল। কিন্তু সৈনিক পুরুষের হস্তে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে হতভাগ্য বালকের মস্তক ছিন্ন হইয়া, ভূপতিত হইল। ইহার নাম ক্রোধপূর্ণ মৃদু সংবেগে অধিমাত্র হিংসার পরিচয়। এই প্রকারে উক্ত যোগপ্রতিবন্ধক হিংসাদি দুষ্ট কর্ম্মের মৃদু, মন্দ ও তীব্রভেদে যেমন বিচিত্র ফল বাহিরে প্রকাশ পায়, অন্তর্জ্জগতেও ঐরূপ বিচিত্র পাপ-ফলের উৎ-পাদন করে। এইরূপ পাপচিন্তায় চিত্ত কলুষিত হইলে, অনন্ত অজ্ঞান এবং দুঃখ-দায়ক পথে ভ্রমণ করিতে হয়। উন্নতি-কামী ব্যক্তির পক্ষে হিংসাদি পাপ-কর্ম্ম এবং পাপ-চিন্তা হইতে বিরত থাকাই, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ৩৪॥

যোগাঙ্গ যম এবং নিয়মের মধ্যে চরিত্র গঠনের যে কয়েকটী পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর আয়ত্বে যে কেবল যোগেরই আনুকূল্য হয়, তাহা নহে; সংসারে তাহার প্রত্যেকটী হইতে এক এক প্রকার ঐশ্বর্য্যের বিকাশে

নির্ম্মৎসরতয়াবস্থানং ভবন্তি । হিংস্রভাবা অপি হিংসাং ত্যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫॥
সত্যাভ্যাসবতঃ কিং ভবতীত্যাহ ।

ভাবে জাগরূক্ থাকে, বাহ্যিক হিংসা ব্যাপার আর তাঁহার সমীপে স্থান পায় না । অধিক কি ! তাদৃশ হিংসাশূন্য যোগীর উপস্থিতিতে সহজ শত্রু অহি-নকুলও পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা-ভাব বিস্মৃত হইয়া সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয় ॥ ৩৫ ॥

আভাস ।

যোগীর বিশেষ বিভূতিরই পরিচয় হয় । সুতরাং যথোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ এবং নিয়মোক্ত শৌচাদি পঞ্চ পবিত্র বৃত্তির অনুশীলনে পরিপক্কতা লাভ হইলে, যে সকল বিভূতির পরিচয় প্রাপ্তে যোগী আশ্বস্ত হইয়া, উত্তরোত্তর উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহার পরিচয় পরবর্ত্তী সূত্র কয়েকটীতে গ্রন্থকর্ত্তা বিবৃত করিয়াছেন । অহিংসা বৃত্তির অনুশীলনে চিত্ত যে কেবল তদ্ভাবে ভাবিত এবং গঠিত হয়, তাহা নহে ; তাহার শক্তি বাহিরে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় । পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইয়া, স্বকীয় গন্ধে যে, কেবল আপনিই আমোদিত হয়, তাহা নহে ; নিকটস্থ সমস্ত বস্তু ও স্থানকে স্বীয় গন্ধে আমোদিত করে ; সেইরূপ যে আত্মীয় বৃত্তি চিত্তে পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী প্রাণীগণও তদনুরূপ ভাব হৃদয়ে অনুভব করে । ভোগীর চিত্ত বিষয়াভিমুখে সর্ব্বদা প্রশস্ত থাকায়, নিরন্তর ক্ষয় হয়, সুতরাং দুর্ব্বল ; এবং বাহ্যিক ভাবে সর্ব্বদাই অভিভূত হইয়া পড়ে । সংযত-চেতার হৃদয় বিষয়বৈমুখ্যনিবন্ধন ক্ষয়ের অভাবে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে ; সুতরাং তাঁহার হিংসা করিবার শক্তি পুষ্প-গন্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র প্লাবিত হইয়া অন্যকে অভিভূত করে । যে ব্যক্তি হিংসাপরায়ণ, অন্যের প্রতি হিংসাবৃত্তির প্রয়োগে সতত বিব্রত থাকে, সুতরাং তাহার হিংসা করিবার শক্তি অবশ্য ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু সর্ব্ব-পূরণকারিণী মহামায়া প্রকৃতিকে তাহার সেই অংশটীর পূরণার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয় । অতএব তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার রচিত যাবতীয় প্রাকৃতিক্ পদার্থের দ্বারা উক্ত হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি হিংসাভাবেরই প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । সেই নিমিত্ত, যে সকলের হিংসা করে, জগৎ সংসার তাহার উপর হিংসা-বৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকে । অতএব অপরকে হিংসা করা কিছুই নহে, তদ্দ্বারা অপরের হিংসাকে আকর্ষণ করা

হয়। ঐরূপ যে ব্যক্তি অহিংসাবৃত্তির পরিপোষণে হৃদয়কে পুষ্ট রাখেন, তাঁহার চিত্তস্থ অহিংসাবৃত্তির ভাব পরমাণুর আকারে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া, আলোক-জ্যোতিতে গৃহস্থ অন্ধকার-নিবারণের ন্যায়, সহজ শত্রু জীবনিচয়ের অন্তরস্থ হিংসাবৃত্তিও আবৃত্ত বা অপনোদিত হইয়া, অহিংসাময় ভাবে পরিপ্লুত হইয়া পড়ে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অহিংসার একটী পূর্ণ মূর্ত্তি; সুতরাং তাঁহার আশ্রমও অহিংসাময় ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। অধিক কি! সেই বায়ুতে যাহারা বিচরণ করিত, তাদৃশ হিংসাপরায়ণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও নকুলাদি জীব জন্তুগণও হিংসাভাব বিস্মৃত হইয়া, ঋষি-বৃত্তির অনুকরণে স্ব স্ব খাদ্যস্বরূপ মৃগ, গো এবং সর্প সহ সৌহার্দ্দ্যে অবস্থান করিত। ব্যাঘ্র অহিংসক হইলে, মৃগও তাহার বন্ধু হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র বনগমন কালে পথে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম নয়নগোচর করিলেন। এবং ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, সহজ শত্রু গো-ব্যাঘ্র, সর্প-নকুল, এবং শ্যেন-পারাবত, একত্র আহার বিহার করিতেছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একান্ত আগ্রহ সহকারে উক্ত আশ্রম সন্দর্শনার্থ অগ্রসর হইয়া, যে মুহূর্ত্তে তিনি আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি সেই সমস্ত জন্তুগণ ভয়ে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে রঘুবীর ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে বশিষ্ঠদেবকে তাদৃশ পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাবণ-বধের নিমিত্ত যে হিংসাবৃত্তি গোপনে হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, সরল পশু-সেবিত ঋষির আশ্রমে তাহার সূক্ষ্ম উৎকট ভাব প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্ম হিংসাভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বল পশুহৃদয়ে প্রবেশ করাতেই, সকলেই স্বজাত্যুক্ত কার্য্যের পরিচয়ে পলায়ন করিয়াছে। যোগীর হৃদয় অহিংসার অমৃতে যখন পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার নিকটস্থ প্রকৃত হিংস্র জীবও হিংসা পরিত্যাগে শান্ত-ভাব ধারণ করে। অতএব যাহার হৃদয়ে হিংসা নাই; কেহ তাহার প্রতি হিংসার পরিচয় দেয় না। বরং অহিংসা-বৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি জগৎ সংসার অহিংসা বৃত্তিরই পরিচয়ে বন্ধুত্বের কার্য্য করে। তাহার কেহ শত্রু থাকে না। অধিক কি! হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া, সহজ বিরোধীর সহিতও প্রেম-সম্পর্কে বদ্ধ হয়। এই প্রেম অনির্ব্বচনীয়! কারণ ইহা ক্রমশ ভগবৎ প্রেমের অধিকারী প্রস্তুত করে। সুতরাং শান্তিপ্রার্থী মুমুক্ষুর পক্ষে যোগাঙ্গ যম এবং নিয়মকে অভ্যাস করিবার জন্ত যত্ন করা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ব্ব ভূমিকা জয় করিয়া পর পর ভূমিকান্তে পদ বিক্ষেপে কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া আইসে॥ ৩৫॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং (সত্যস্য যথার্থ-বচনস্য প্রতিষ্ঠায়াং সত্যাং) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং ক্রিয়ায়াঃ ধর্ম্মা-ধর্ম্মরূপায়াঃ ফলং স্বর্গ-নরকাদি তস্য আশ্রয়ত্বং বাঙ্মাত্রেণৈব দাতৃত্বং যোগিনো ভবতি। বাকসিদ্ধি র্ভবতি ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তি। তস্য তু সত্যা-ভ্যাসবতো যোগিনস্তথা সত্যং প্রকৃষ্যতে যথা স ক্রিয়ায়ামকৃতায়ামপি যোগী ফলমাপ্নোতি। তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়ামকুর্ব্বতোহপি ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ অস্তেয়াভ্যাসবতঃ ফলমাহ।

যাঁহার হৃদয় সত্যপূর্ণ, আচার ব্যবহার বা উক্তিতে কখন মিথ্যার সংশ্রব হয় না, তাদৃশ সত্যসন্ধ্য যোগীর বাক্‌সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তিনি যাহা বলেন, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়া থাকে। অধিক কি! তাঁহার আশীর্ব্বাদে স্বর্গলাভ এবং অভিশাপে নরকাদি প্রাপ্তিরূপ ফল বিনা কর্ম্মে লোকের ফলিয়া থাকে ॥৩৬॥

আভাস।

সত্যের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। সত্য যে কি ফল প্রদানে অসমর্থ, তাহা স্বয়ং বেদও বলিতে পারেন না। কারণ সত্যই পরম পুরুষ পরমাত্মার কার্য্য-মূর্ত্তি। শ্রুতিতে উক্ত আছে, "সত্যং ব্রহ্ম ব্যজানাৎ" "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মপুরুষমিতি" "সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা। নান্যঃ পন্থা বিদতেঽয়নায়" সত্যই একমাত্র ধন যাহা লাভ করিয়া, মানব-জীবন কৃতার্থ হইতে পারে। এই সত্যের উপর নির্ভর দিয়াই, মিথ্যাভূত জগৎ সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে। এক শর্করার আশ্রয়ে হাতী, ঘোড়, উষ্ট্র এবং মনুষ্য মূর্ত্তির মট প্রস্তুত হয়। বালকগণ উক্ত মট ভোজন কালে পরস্পরে কলহ করত পিতৃমাতৃ সন্নিধানে, আপনাদের হাতী, ঘোড়া, মানুষ খাইবার, কথা লইয় বড়ই গোলযোগ করে। একজন বলে, দাদা হাতী খাইয়াছে, আমাকে মানুষ খাইতে দিয়াছে; হাতী দেয় নাই। তখন মাতা বলিলেন, বাবা! তোমরা দেখিয়াই কলহ করিতেছ! খাইলে আর কলহ থাকিত না! কারণ দেখিতে হাতী, ঘোড়া, মানুষ হইলেও, খাইতে এক চিনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সংসার দেখিতে বিচিত্র হইলেও, কার্য্যে এক সত্যের উদ্ভাসন মাত্র। এক সত্য মূর্ত্তিতায় সমস্ত গঠিত এবং উদ্ভাসিত। এক

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্॥ ৩৭॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং অস্তেয়ং চৌর্য্যত্যাগঃ তৎপ্রকর্ষে সতি যোগিনঃ সর্ব্বরত্নোপস্থানং (সর্ব্বেষাং দিব্যাদিব্যরত্নানাং উপস্থানং উপস্থিতিঃ প্রাপ্তিঃ) ভবতি ॥ ৩৭ ॥

অস্তেয়ং যদাভ্যস্যতি তদাস্য তৎপ্রকর্ষান্নিরভিলাসস্যাপি সর্ব্বতো দিব্যানি রত্নানি উপতিষ্ঠন্তে ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসস্য ফলমাহ।

যিনি মনে প্রাণে কখন পরস্বাপহরণের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দেন না, তিনি দিব্য অদিব্য সকল প্রকার রত্নের অধিকারী হন। তিনি ইচ্ছা না করিলেও, মহামায়া প্রকৃতি তাঁহার প্রয়োজন-মত তাহাকে সর্ব্বরত্নে বিভূষিত করেন॥ ৩৭॥

আভাস।

সত্যকে অবধারণ করিতে পারিলে, ভ্রমের পরপারবর্ত্তী পরমজ্ঞান পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়; এবং কার্য্যত সত্যের অনুষ্ঠান করিলে, সত্যশক্তি আয়ত্ব হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহার হৃদয় সত্য, ভূতভাবন ভগবান্ সেই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন; এবং যাঁহার ক্রিয়া সত্য, যাবদীয় কর্ম্মফল তাঁহার সত্যক্রিয়ার নিকট বাধ্য হইয়া থাকে। সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগীর বাণী কখন মিথ্যাকে প্রসব করে না। সত্যবাদীর বর এবং অভিশাপ সেই নিমিত্তই কার্য্যত ফল-প্রসব করে। ঋষিকুমার শৃঙ্গী সত্যপ্রতিষ্ঠ; স্বপ্নে বা ক্রীড়াচ্ছলেও কখন তিনি মিথ্যা বলেন নাই; সুতরাং রাজা পরীক্ষিতের প্রতি তাঁহার অভিসম্পাত বাণী প্রাকৃতিক জগতে সত্যক্রিয়ারই উদ্ভাসন করিল। পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণের যে অলৌকিক বাক্সিদ্ধির কথা শুনা যায়, সে কেবল সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে মাত্র। যিনি কখন মিথ্যা বলেন না, বা ভাবেন না, তিনি যাহা বলেন, মহামায়া তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া দিতে বাধ্য হন॥ ৩৬॥

পাঁচ সাতটী ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে কলহ করত, যে বলবান্ ভ্রাতা অন্য ভ্রাতা ও ভগিনীর খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া খায়, পিতামাতা সে পুত্রকে খাদ্য দ্রব্য দিতে আর চাহেন না। বরং যে পুত্র নিঃশব্দে নিরীহের ন্যায় খাদ্যের অভাবেও প্রসন্ন-বদনে অবস্থান করে, খাদ্য পাইবার জন্য লালায়িতও হয় না; বরং উপেক্ষা করে, পিতামাতা তাহার প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক লওইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ ও আদর করিয়া থাকেন। সংসারে যে সাধক চৌর্য্যাদি ধন-সংগ্রহের

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধৌ বীর্য্যনিরোধ শক্তিলাভে বীর্য্যলাভ দেহেন্দ্রিয়মনসাং সামর্থ্য মুপজায়তে ॥ ৩৮ ॥

যঃ কিল ব্রহ্মচর্য্যমভ্যস্যতি তদা অস্য তৎ প্রকর্ষান্নিরতিশয়ং বীর্য্যং সামর্থ্যমাবির্ভবতি। বীর্য্যনিরোধে হি ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রকর্ষাচ্ছরীরেন্দ্রিয়মনস্থবীর্য্যং প্রকর্ষভাগচ্ছতি ॥৩৮॥ অপরিগ্রহস্য ফলমাহ ।

ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস পরিপক্ক হইলে, সাধক শারীরিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং মানসিক্ বলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রকৃত বীর্য্যবানের পরিচয় দিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

আভাস ।

প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করত, নিরীহের ন্যায় অবস্থান করেন, সর্ব্বপূরণকারিণী পরমাশক্তি সাধকের বিনা প্রার্থনায় প্রয়োজনের অধিক সর্ব্ববিধ লুক্কায়িত ধন রত্নের দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিয়া থাকেন ; সন্দেহ নাই। সাধকের চিত্ত তুচ্ছ জগতের বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া, জগৎপ্রসবিনী শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বীর্য্যলাভ হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ এবং সহজে বোধগম্য। শারীরিক সপ্ত ধাতুর মধ্যে বীর্য্যই সর্ব্বসার ও সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহার সাহায্যে শারীরিক বল, ঐন্দ্রিয়িক তেজ এবং চিত্তশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অযথা বীর্য্য নষ্ট করিলে, দেহের বল, ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা এবং চিত্তের ধারণাশক্তি নষ্ট হইয়া, মানব সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং বীর্য্যরক্ষাই উন্নতি-লাভের প্রধান সোপান। স্ত্রীগ্রহণোপলক্ষে প্রচ্ছন্ন বীর্য্য দেহময় ব্যাপ্ত হইয়া প্রশস্তভাবমাত্র ধারণ করিলে, যদি অত্যদ্ভুত অলৌকিক আনন্দের উপচয় হয়, তখন বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, ক্ষয়ের উপলক্ষে ব্যাপ্ত হওয়ায় যদি এত আনন্দভাবের উদ্বোধন করে, জানি না! সে বস্তু বিনা ক্ষয়ে সংগৃহীত থাকিলে, কিরূপ আনন্দ প্রদান করিতে পারে। সে আনন্দ ক্ষণিক নহে ; সে স্বয়ং আনন্দের স্বরূপ এবং তাহার মূর্ত্তি অতি সূক্ষ্ম। বীর্য্য সংগ্রহের আনন্দ ঘনীভূত হইয়া, প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ধারণের পাত্র হয়। সে আমার মত অপর একটী আনন্দময় পুরুষের উৎপাদক শক্তি-মূর্ত্তিতে আমার অন্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন দধি বা দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে নবনী ব্যাপ্ত থাকে ; মন্থনের দ্বারা একত্র একস্থানে সংগৃহীত হয় ;

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তা সংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে (অপরিগ্রহস্য বিষয়বিরক্তেঃ স্থৈর্য্যে সিদ্ধৌ সতি) জন্মকথন্তাসংবোধঃ (জন্মনঃ কথন্তা কিম্প্রকারতা তস্যাঃ সংবোধঃ জ্ঞানং) ভবতি। কথং অয়ং শরীরপরিগ্রহঃ; পূর্ব্বজন্মনি কীদৃক্‌শরীরঃ আসমিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা; জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা তস্যা সংবোধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং জন্মান্তরে কোঽহমাসং কীদৃশঃ কিং কার্য্যকারীতি জিজ্ঞাসায়াং সর্ব্বমেব সম্যগ্‌-জ্ঞানাতীত্যর্থঃ। ন কেবলং ভোগসাধনপরিগ্রহ এব পরিগ্রহঃ যাবদাত্মনঃ শরীর-পরিগ্রহোঽপি পরিগ্রহঃ ভোগসাধনত্বাচ্ছরীরস্য তস্মিন্‌ সতি রাগানুবন্ধাদ্বহি-র্মুখায়ামেব প্রবৃত্তৌ ন তাত্ত্বিকজ্ঞানপ্রাদুর্ভাবঃ। যদা পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহনৈ-রপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থমবলম্বতে তদা মধ্যস্থস্য রাগাদিত্যাগাত্মকো জ্ঞানহেতুর্ভবত্যেব পূর্ব্বাঽপরজন্মসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ উক্তা যমানাং সিদ্ধয়ঃ। অথ নিয়মানাহ।

বৈরাগ্যের প্রভাবে চিত্ত নিশ্চিন্ত ও নির্ম্মল হইলে, যোগী অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান জীবনের যাবতীয় বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট প্রতীত করিতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

আমাদের দেহগত বীর্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও, পত্নীগ্রহণোপলক্ষে ব্যাপ্তভাবের উল্লাসনে প্রতিক্রিয়ায় নারীগর্ভে সিঞ্চিত হয়। অতএব অযথা বীর্য্য পাতনে দেহাদিরই কেবল যে অনিষ্ট করা হয়, তাহা নহে, প্রতিবারে অপর একটী জীবোৎপাদনের উপায়কে বিনষ্ট করিয়া, নরহত্যার পাপে কলুষিত হইতে হয়। পুত্রোৎপাদনের উপলক্ষে স্ত্রীগ্রহণ প্রকৃতির নিয়ম; কিন্তু স্ত্রীগ্রহণোপলক্ষে যদি পুত্রোৎপাদনের প্রত্যাশা করা হয়, তাহাতে উপযুক্ত পুত্রোৎপাদনের পরিবর্ত্তে, কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের অনুরোধে মূত্রোৎপাদনের দ্বারা উত্তরোত্তর অবনতির পথেই মানব অগ্রসর হয়; সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বিষয়ানুভবের সংস্কার মানবের চিত্তে অঙ্কিত থাকে। এই অঙ্কিত সংস্কারই কর্ম্মবীজরূপে অন্তরে নিহিত থাকিয়া, পুনঃ কর্ম্ম ও জাতি, আয়ু এবং ভোগের রচনা করে। অতএব বর্ত্তমান জীবন যদি অতীত জীবনের কর্ম্মফল হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ সংস্কার সমূহকে জানিতে পারিলে, আমরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ জন্ম বা ভোগ পাইয়াছিলাম এবং

শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

শৌচাৎ স্বস্য অঙ্গেষু জুগুপ্সা ঘৃণা, পরৈঃ পরকীয়শরীরৈঃ অসংসর্গঃ অস্পর্শঃ সংসর্গবর্জ্জনেচ্ছা ভবতি ॥ ৪০ ॥

যঃ শৌচং ভাবয়ন্তি তস্য স্বাঙ্গেষপি কারণস্বরূপপর্য্যালোচনদ্বারেণ জুগুপ্সা ঘৃণা সমুপজায়তে। অশুচিরয়ং কায়ো নাত্রাগ্রহঃ কার্য্য ইতি অমুনৈব হেতুনা পরৈরন্যৈশ্চ কায়বদ্ভিরসংসর্গঃ সম্পর্কাভাবঃ পরিবর্জ্জনমিত্যর্থঃ। যঃ কিল স্বমেব কায়ং জুগুপ্সতে তৎ তদবদ্যদর্শনাৎ স কথং পরকীয়ৈস্তথাভূতৈশ্চ কায়ৈঃ সংসর্গমনুভবতি ॥ ৪০ ॥ শৌচফলান্তরমাহ।

মৃজ্জলাদির সাহায্যে দেহকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবার অভ্যাস করিলে, স্বকীয় দেহের স্বগত মালিন্যের পরিচয় অনুভূত হয়; সুতরাং নিজের দেহের প্রতিও যখন ঘৃণা জন্মে, তখন পরকীয় দেহের সম্পর্ক করিতে মন আর অগ্রসর হয় না ॥ ৪০ ॥

আভাস।

ভবিষ্যতেই বা কিরূপ জন্মলাভ করিব, তাহা অবলীলাক্রমে অবধারণ করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়! পূর্ব্ব সংস্কার গুলির বিষয় আমাদের কিছুই স্মরণ থাকে না। যেন এইবার নূতন মানুষ হইয়া, প্রথম জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; অতীত ভাব কিছুই জানা নাই। এই বিস্মৃতির কারণ আমরা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, বর্ত্তমান সম্পর্ক অতীতকে ভুলাইয়া দেয়। মন যখন যাহাকে অবলম্বন করে, তদ্ব্যতীত আর কোনটীকে সে ধরিতে পারে না। একটী বিষয় ত্যাগ করিয়া, অপরটীকে ধরে; কিন্তু কিছু না ধরিয়া, থাকিতে পারে না। মন যখন বাহ্য বিষয় ত্যাগ করে, তখন পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার মূর্ত্তিতে চিত্তে বিদ্যমান সংস্কার সমূহকেই ক্রমান্বয়ে অবলম্বন করিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম যদবধি বাহ্য পদার্থের সংগ্রহ করিতে থাকে, মন তাহাদিগকে লইয়াই বিব্রত থাকে। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহ্যবিষয়ে আর রস না পাইয়া, নূতন গ্রহণে বিরত হয়, তখনই চিত্তে উক্ত সংস্কাররাশি প্রকটিত হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সংস্কারের আলোচনায় পূর্ব্ব জাতি এবং ভাবী পর দেহের স্বরূপ-মীমাংসাও এই জীবনেই আমরা উপলব্ধ করিতে পারি ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি আপন দেহকে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করেন,

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শন-যোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

শৌচাৎ সত্ত্বশুদ্ধিঃ চিত্তশুদ্ধিঃ, সৌমনস্যং মানসী প্রীতিঃ, ঐকাগ্র্যং স্থিরচিত্তত্বং, ইন্দ্রিয়জয়ঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বশীকারঃ) আত্মদর্শন-যোগ্যত্বং আত্মসাক্ষাৎকার-সামর্থ্যং চ জায়তে ॥ ৪১ ॥

ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাদ্যাত্মকঃ তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদাননুভবেন মানসী প্রীতিঃ। একাগ্রতা নিয়তবিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়ো বিষয়পরাঙ্মুখানামিন্দ্রিয়াণাং আত্মনি অবস্থানং

শৌচের অনুষ্ঠানে পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ ব্যতীত আরও অনেক উৎকৃষ্ট ফল-লাভ হইয়া থাকে। দেহের পবিত্রতা-

আভাস।

তিনি আর পরদেহকে আলিঙ্গন করত তৃপ্ত হইতে বাসনা করেন না। কারণ দেহের পবিত্রতা সাধনের চেষ্টা দ্বারা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, বাহ্য মালিন্য কিছুই নহে; দেহের অন্তরস্থ মালিন্যই অসীম। ইহা একটী অপবিত্রতার কূপ। ইহার প্রত্যেক দ্বার দিয়া অতি ঘৃণার্হ দুর্গন্ধবিশিষ্ট ত্যাজ্য পদার্থই নিরন্তর নির্গত হইতেছে। অধিক কি! প্রত্যেক রোমকূপ দিয়া যে স্বেদ ও দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তাহা স্পর্শ করিলেও আংশিক নরক ভোগ হইয়া থাকে। আপনার গাত্র-গন্ধে আপনি যখন বিরক্ত হই, তখন সে ব্যক্তি আবার পরকীয় দুর্গন্ধাদি বিশিষ্ট ক্লেদপূর্ণ মলবাহী দেহে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য আলিঙ্গনে কেন অগ্রসর হইবে? অতএব যে ব্যক্তি আপন দেহের পবিত্রতা সাধনে অমনোযোগী, সেই কেবল নরক-তুল্য পরদেহে আসক্ত হইতে পারে এবং নরক-ভোগেরই উপযোগিতা লাভ করে; সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করত, তাহার অভ্যাস করা প্রয়োজন; তাহা হইলে দৃষ্টি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির গৃহ-পরিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহার সকল বস্তু পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি আইসে। যাহার বৈটকখানাটী পরিষ্কার হয়, তাহার বাটীস্থ সকল গৃহ এবং ব্যবহার্য্য যাবদীয় বস্তুই প্রায় পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য পরিষ্কারের দ্বারা তাঁহার পরিষ্কারেরই প্রবৃত্তি উদিত হয় এবং তাহার কল্যাণে তিনি উহার সকল বস্তু পরিষ্কার না করিয়া, থাকিতে পারেন না। আমাদের দেহই রাজপথ-পার্শ্ববর্ত্তী বৈঠকখানা। আচারের

সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তোষাৎ তৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ তৎসিদ্ধৌ সতি সন্তোষপ্রকর্ষাৎ অনুত্তমঃ নিরতিশয়ঃ সুখলাভঃ (সুখ-প্রাপ্তিঃ ভবতি ॥ ৪২ ॥

আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরূপে চিত্তস্য যোগ্যত্বং সমর্থত্বং শৌচাভ্যাসবত এব এতে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ ক্রমেণ প্রাদুর্ভবন্তি তথা হি সত্ত্বশুদ্ধেঃ সৌমনস্যং সৌমনস্যাদেকাগ্রতা একাগ্রতায়া ইন্দ্রিয়জয়স্তস্মাদাত্মদর্শনযোগ্যতেতি ॥ ৪১ ॥ সন্তোষাভ্যাসস্য ফলমাহ ।

সন্তোষপ্রকর্ষে যোগিনঃ তথাবিধমান্তরং সুখমাবির্ভবতি যস্য বাহ্যং বিষয়সুখং শতাংশেনাপি ন সমম্‌ ॥ ৪২ ॥ তপসঃ ফলমাহ ।

সাধনের সঙ্গে চিত্তও বিশুদ্ধ হয় ; মনে শান্তি আসে । প্রত্যেক কর্ম্মে একাগ্রতা জন্মে , ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত হয়; এবং অধিক কি ! আত্মসাক্ষাৎকারের প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্য প্রকৃত যোগ্যতাও জন্মে ॥৪১॥

বিষয়-তৃষ্ণার বিনিবৃত্তিই প্রকৃত সন্তোষ । এই সন্তোষে অভ্যস্ত হইলে, হৃদয় মধ্যে অনুপম আনন্দের উপলব্ধি হয় ; সে আনন্দ এ সংসারে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৪২॥

আভাস ।

যাঁরা যিনি ইহার বাহ্য সংস্কারে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকেন, তাঁহার শয়নাগারও সম্মার্জ্জিত থাকে, সন্দেহ নাই। পবিত্রতার ব্যবহার একবার প্রবেশ করিলে, কোন বস্তুই আর অপবিত্র থাকে না ; ধীরে ধীরে সকল বস্তুই পবিত্র হয় । সুতরাং দেহ শুদ্ধ থাকিলে, চিত্তও ক্রমশ বিশুদ্ধ হইতে থাকে ; মনোমালিন্যও আর থাকে না ; তখন বুদ্ধির শুদ্ধিহ লাভে একাগ্রতার শক্তি উদিত হয়; ইন্দ্রিয়গ্রামও যথেচ্ছাচারে বিরত হইয়া, পবিত্র চিত্তের অনুগমন করে । সুতরাং সকল ভাবের একতান প্রতীতি হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারেরও যোগ্যতা জন্মে । অতএব শৌচাচারের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন ॥ ৪১॥

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ । কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ এতৈঃ

বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ। আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিং॥ ভোগে তৃপ্তি অনর্থের মূল; ভোগে বিরক্ত ব্যক্তির আত্মস্বরূপাবধারণে যে যোগানন্দের উদয় হয়, তাহার তুলনা এ সংসারে নাই। অনন্ত ভোগানন্দ এক যোগানন্দেই অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং যোগানন্দের প্রতি মনোযোগী না হইয়া, ভোগানন্দে নিমগ্ন হইবার প্রবৃত্তিই নরক-গমনের প্রশস্ত পথ। কারণ কাম, ক্রোধ এবং লোভ নামে নরক-গমনের তিনটী প্রশস্ত পথ চিরপ্রসিদ্ধ। এই পথের আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে, আত্মার বিনাশ (অধোগতি) অপরিহার্য্য! তদ্দ্বারা কোনরূপ পুরুষার্থ লাভের আর সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভের প্রার্থী হইবেন, তিনি যেন কাম, ক্রোধ এবং লোভকে পরম শত্রু জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করত, পরম হিতকর সন্তোষকে হৃদয়-মন্দিরে চির সঙ্গী রাখেন। এই সন্তোষই মানবের শ্রেয়ঃসাধন করে; যাহার ফলে মানব অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যত্র অর্জ্জুন যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সংসারে প্রকৃত শত্রু কে? যাহার প্রভাবে মানব নিরয় গমন করে। তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, কাম এব ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥ রজোগুণোৎপন্ন কাম, যাহার রূপান্তর ক্রোধ, ইহাই জীবের প্রকৃত শত্রু। ইহার উদর-পূর্ত্তি করিতে পারে, এমন জীব সংসারে কেহ নাই। অতএব ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, পরম শান্তি। কামনাকে পরিত্যাগ করিতে হইলে, তৎ প্রতিপক্ষ সন্তোষকে আহ্বান করা প্রয়োজন। কিন্তু যদবধি অভাব বোধ থাকে, তৎপূরণার্থ সর্ব্বদাই তাহার কামনার উদ্রেক হইয়া থাকে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, সে মর্ম্মগত হইয়া যায়। একবার তাহার অভাবকে পূর্ণ করিয়া সে যে নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে; প্রয়োজন না থাকিলেও, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা জাগরূক থাকে। সে নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া, তৎপূরণার্থ নিত্য উদ্যোগের ব্যবস্থা রাখে। দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ জীর্ণ হইলেও, কাম কখন জীর্ণ হয় না; সুতরাং নিত্য নূতন কাল্পনিক অভাবের সৃজন করত, মানব-জীবনকে দুঃখ দিবার জন্য কাম সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কোন প্রকার অঘটন না থাকিলেও, সর্ব্বপ্রকার অভাবের মধ্যে উপবেশন করাইয়া, কাম মানব-জীবনকে নিত্য উদ্যোগের পথে দণ্ডায়মান করত, প্রতিবারে নিরাশ্বাস এবং চিত্তক্ষোভের কারণ ঘটাইতেছে। অতএব তাদৃশ চির শত্রুকে বর্জ্জন করত, সন্তোষ নামক চিরমিত্রকে আহ্বান করা প্রয়োজন। সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং

শান্তচেতসাং । কুতস্তৎ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাঃ ॥ বিষয়াসক্তিশূন্য শান্তচেতা ব্যক্তিগণের হৃদয় সন্তোষরূপ অমৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া, যে পরম সুখ অনুভব করেন, ধনাদির লোভে ইতস্ততঃ ধাবমান্‌ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সে সুখ কোথায়! অতএব সন্তোষে সুখ এবং কামনা বা আশায় নিরন্তর দুঃখ। সন্তোষের স্বরূপ অতি অনির্ব্বচনীয়। ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন; যস্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। এস্থলে এক আত্মার প্রতি রতি, তৃপ্তি এবং সন্তোষ এই তিনটী ভাবের প্রয়োগ করিতে পারিলে, মানবের আর কর্ত্তব্যের অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এই রতি, তৃপ্তি এবং সন্তোষের পার্থক্য অবধারণ করা না হইলে, প্রয়োগের সুবিধা হয় না। সাধারণ ভোগের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই একাকার তিনটীকে বুঝিতে পারিলে, পরমার্থ ভোগেও প্রয়োগ করা সহজ হইয়া যায়। একটী কামিনীর রূপলাবণ্যে মোহিত পুরুষ অন্যান্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎপ্রাপ্তির আশায় হাব ভাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাকেই পাইবার প্রার্থনা প্রকাশ করে। এবং নিরন্তর তন্মনস্ক হইয়া থাকে। তখন কামিনীর প্রতি পুরুষের রতি। ক্রমশ তাঁহার ইঙ্গিতের উত্তরে কামিনী যখন ইঙ্গিতের দ্বারা সম্মতির পরিচয় দেন, তখন উক্ত কামিনীর প্রতি পুরুষের তৃপ্তি; পরে পরস্পরে পরস্পরকে আত্মসমর্পণ করত, আত্মহারা হইয়া, যখন অবস্থান করে, তখনই কামিনীর প্রতি পুরুষের সন্তোষ। সেইরূপ বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইয়া, চিত্ত যখন এক পরম পুরুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য মন্ত্র জপাদি একাগ্রভাবে করিতে থাকে, তখন তাঁহার প্রতি রতি; পরে সুখ দুঃখাদি প্রদানের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইলে, ভগবানের প্রতি তৃপ্তি আইসে। তিনি দুঃখ দেন বা সুখ দেন, তাহাতে ক্ষতি নাই; এক্ষণে তাঁহার লক্ষ্যের মধ্যে আমি পতিত হইয়াছি, বুঝিতে পারিলেই; পরম তৃপ্তির উদয় হয়। অবশেষে বরাদি প্রদানে না ভুলাইয়া, যখন আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখনই প্রকৃত সন্তোষ দেখা দেয়। অতএব প্রয়োজনের বোধ পর্য্যন্তও যখন থাকে না, জীব আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধিতে মাত্র অবস্থান করে, তখনই তাহার প্রকৃত সন্তোষ; সুতরাং তৎকালে যে সুখের প্রতীতি হয়, তাহার তুলনা জগৎ দিতে পারে না! দর্শনকার এই অতুলনীয় সুখের আশ্বাস প্রদানে সন্তোষকে আহ্বান করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং সন্তোষ প্রকৃত প্রস্তাবে জাগরূক হইলেই, কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ইহাই প্রতিবোধিত করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

তপসঃ (অনুষ্ঠীয়মানাৎ চান্দ্রায়ণাদেঃ) অশুদ্ধিক্ষয়াৎ ক্লেশাদি-লক্ষণাশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ যোগিনঃ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা ইন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ চ দূরশ্রবণাদ্যা ভবতি ॥ ৪৩ ॥

তপঃ সমভ্যস্যমানস্য চেতসঃ ক্লেশাদিলক্ষণা অশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ কায়েন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধিপ্রকর্ষমাদধাতি। অয়মর্থঃ চান্দ্রায়ণাদিনা চ চিত্তক্লেশক্ষয়স্তৎক্ষয়াদিন্দ্রিয়াদীনাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টদর্শনাদিসামর্থ্যমাবির্ভবতি। কায়স্য যথেচ্ছমণুত্বমহত্ত্বাদীনি ॥৪৩ স্বাধ্যায়স্য ফলমাহ।

তপঃ প্রভাবে অধর্ম্মাদি অশুদ্ধির নিবারণে, দেহের সিদ্ধি অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি এবং দূর-দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি তপস্বী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

আচার্য্য-বৃদ্ধ মহামুনি কপিল দেব তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যা প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। ইনিই বৈষ্ণবী শক্তি মহামায়া। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় স্বরূপে ইনিই সৃজন করিয়াছেন। মৃত্তিকা শক্তি হইতে এবং মৃৎপরিণামেই যেমন সরাবাদি বস্তুনিচয় নির্ম্মিত হয়, তথায় কুম্ভকার কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র, সেইরূপ একা প্রকৃতি স্বকীয় সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যে বিকৃতি লাভে স্বয়ংই ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। মূলা প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি; বুদ্ধি বিকৃত হইয়া, তদীয় এক দশমাংশে অহঙ্কার তত্ত্বের উদয় করে। এই অহঙ্কার তত্ত্বের বিকারে তদ্দশমাংশে মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রা এই ষোড়শ বিকারের উৎপত্তি হইল। পরে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উদয়ে যেমন ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়, মানবাদি জীবদেহও ঐরূপে রচিত হয়। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ সকলের অবভাসক হইয়াও, স্বয়ং নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করেন। অতএব মূলা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি তত্ত্বের যখন উৎপত্তি হয়, তখন বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির বিকার হইলেও, অহঙ্কারের উৎপাদিকা বলিয়া, অহঙ্কারের পক্ষে বুদ্ধিই

প্রকৃতি-স্থানীয়। এবং অহঙ্কার আংশিক বিকৃত হইয়া, মন প্রভৃতি ষোড়শ তত্ত্বকে যখন উৎপাদন করে, তখন উক্ত ষোড়শ তত্ত্বের প্রকৃতি অহঙ্কার এবং তাহার বিকৃতি উক্ত ষোড়শ-তত্ত্ব। ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ ব্যোম; এই পঞ্চ স্থূল ভূতের পরিণামে জীব দেহ এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ রচিত হইয়াছে। আমাদের অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, কারণের গুণানুসারে স্থূল কার্য্যবর্গের গুণের পরিচয় হইয়া থাকে। স্বর্ণ রচিত অঙ্গুরী কখন প্রস্তরের গুণ পায় না; কষিলে স্বর্ণত্বেরই পরিচয় হয়; আমাদের স্থূল দেহ বা তদন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্বগ্রাম মূলতত্ত্ব প্রধান বা প্রকৃতির গুণই প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে বিকৃত দশায় প্রকৃতির স্বরূপ সঙ্কুচিত হয় মাত্র। অতএব মূলের গুণ বিকৃতির সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিলেও, ভাবের সঙ্কোচ হইয়া পড়ে। এই সঙ্কোচ হইবার নামই অসিদ্ধি; এবং সঙ্কোচ ভাবের পরিহারে প্রকৃত ভাবের প্রাপ্তির নামই সিদ্ধি। কোন একটী লক্ষ্যের অনুরোধে কার্য্য করিতে হইলে, সকলকেই সঙ্কুচিত হইতে হয়। প্রসারিত ভাবে কোন কার্য্যেরই সিদ্ধি হয় না। স্বকীয় প্রসারিত ভাবকে সঙ্কোচ করত, লক্ষ্যের অভিমুখে একমুখী হইয়া, যখন অগ্রসর হওয়া যায়, তখনই সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন; নতুবা নষ্ট হয়। ধনবান্ সম্মানী ব্যক্তি গৃহে অবস্থান কালে, কর্ম্মচারী বা অভ্যাগত সকল লোকের সহিত আলাপাদির দ্বারা আপনাকে প্রশস্তভাবে রাখেন; তিনিই আবার শকটারোহণে স্বয়ং অশ্ব-চালাইয়া রাজপথে যখন গমন করেন, তখন অশ্বচালন সম্বন্ধে একমুখী হইয়া, সঙ্কোচ ভাব ধারণ করেন। অতএব আমাদের দেহস্থ চতুর্ব্বিংশতি গণের মধ্যে প্রত্যেক তত্ত্ব যদবধি ভোগের অনুরোধে স্ব স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তখনই তাহাদের সঙ্কুচিত বিকৃত ভাব; এবং ভোগে বিরত হইবা মাত্র, সঙ্কোচের অপসারণে প্রকৃত স্বরূপ অবস্থার প্রাপ্তিতে প্রশস্ত ভাব। এই সঙ্কোচ ভাবের প্রাপ্তির নামই মলিনতা এবং স্বরূপ ভাবের প্রাপ্তির নামই তাহার স্বচ্ছতা বা সিদ্ধি। দেহ ও ইন্দ্রিয় যখন ভোগের অভিপ্রায়ে তদপেক্ষা স্থূল ভোগ্য বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত থাকে, তদবধি তাহাদের সঙ্কোচ ভাবের প্রতিপত্তিতে তন্মাত্রার স্বরূপশক্তি এবং মনের শক্তিতে বঞ্চিত হইয়া, যেন তদপেক্ষা জড়ভাবে পরিণত থাকে; কিন্তু তপঃ প্রভাবে তাহাদের ভোগবৃত্তির উপসংহারে স্বরূপ-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা পায়। সুতরাং দেহে তন্মাত্রার অস্পষ্টীকৃত শক্তি সমূহ স্পষ্টীভূত হইবার অবসর হইলে,

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা-সংপ্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায়াৎ প্রণবাদিজপরূপাৎ ইষ্ট-দেবতায়াঃ সম্প্রয়োগঃ সাক্ষাৎকারঃ ভবতি ॥ ৪৪ ।

অভিপ্রেতমন্ত্রজপাদিলক্ষণে স্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্যমাণে যোগিন ইষ্টায়া অভিপ্রেতায়া দেবতায়াঃ সংপ্রয়োগো ভবতি । সা দেবতা প্রত্যক্ষা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য ফলমাহ ।

যথা বিধানে প্রণবাদি ইষ্ট মন্ত্রের জপ করিলে, ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ৪৪ ॥

আভাস ।

অনিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের মনোজবিত্ব শক্তি দূর-শ্রবণ ও দুর্ল্লভ-দর্শনাদি সিদ্ধি লাভের উপযোগিতা জন্মে। অতএব স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রশস্ত ভাবের আনয়নার্থ তপঃ, মন এবং অহঙ্কার তত্ত্বের প্রসারণার্থ স্বাধ্যায় এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্বের সঙ্কীর্ণতা নিবারণার্থ ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনটীর জন্য তিনটী ক্রিয়া যোগের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রণবাদি ইষ্টমন্ত্রের জপ এবং মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হইলে, যোগীর প্রার্থনা অনুসারে দেবগণও দর্শন দিয়া তাঁহার কার্য্য-সম্পাদন করেন। অর্থাৎ আমরা যখন যে স্তরে আরোহণ করি, তত্রত্য লোকের সহিত যথাযথ সম্পর্ক করিতে পারি। পূর্ব্ব সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে যেমন উত্তরোত্তর দেহ গঠিত, এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডও ঐরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে উপর্য্যুপরি গঠিত। সুতরাং জীবের উপাধি দেহ যেমন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণভেদে তিন প্রকার এবং উত্তরোত্তর ব্যবস্থিত, অর্থাৎ কারণ দেহের উপাধি বা আবরণরূপে লিঙ্গ দেহ এবং লিঙ্গদেহের আবরণরূপে স্থূল দেহ বিদ্যমান থাকিয়া, একটী জীবদেহের পরিচয় হয়, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-রচনাতেও এইরূপ পদ্ধতি অবধারণ করা কর্ত্তব্য। তবে ক্রমের বিপর্য্যয় মাত্র। অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম কারণ-দেহ তদপেক্ষা স্থূল লিঙ্গদেহে আবৃত এবং লিঙ্গদেহ তদপেক্ষা স্থূল অন্নময় দেহে আবৃত ; প্রাকৃতিক পর্য্যায়ে ইহার বিপরীত ধারণা করিতে হইবে। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক (জল) আপ্য-মণ্ডলের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ; আপ্যমণ্ডলও তদপেক্ষা দশগুণ অধিক তেজো-মণ্ডলের দ্বারা আবৃত ; উক্ত-তেজোমণ্ডল তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বায়ু-মণ্ডলের দ্বারা

পরিব্যাপ্ত ; বায়ুমণ্ডলও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম আকাশ-মণ্ডলের দ্বারা ব্যাপ্ত। এই প্রকার উক্ত আকাশ-মণ্ডলও তদপেক্ষা উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; তাহাও আবার পর পর সূক্ষ্ম মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম-তত্ত্বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া, বহির্জগতে অনন্ত স্তরের গঠন হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরের দ্বারা এক একটী লোক বা ভুবনের সংস্থান হইয়াছে এবং এই পরিদৃশ্যমান স্থূল পৃথিবী-স্তরে যেমন পৃথিবী জাতীয় জীবদেহের রচনা হইয়া, মনুষ্যত্বাদির পরিচয় হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্তরে তত্তদ্ভোগোচিত জীবদেহের রচনা দ্বারা তত্তৎ লোকে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পিতৃলোক, দেব ও সিদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বহির্জগতের ন্যায়, মানবের অন্তর্জ্জগৎও ঐ প্রকার বিচিত্র স্তরে সন্নিবেশিত। বহির্জগতের প্রত্যেক লোকের সহিত অন্তর্জগতের প্রত্যেক স্তরের সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং যোগীর চিত্ত সাধনার ক্রম অনুসারে স্বকীয় অন্তর্জগতের যখন যে স্তরে সমাশ্রিত হয়, তখন যে কেবল সেই স্তরেরই মাধুর্য্যাদি বিষয় সমূহকে অনুভব করে, তাহা নহে, সেই স্তরের অনুরূপ বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভুবনের সহিত সম্পর্ক করিয়া, তদুচিত ভোগ ও লোকাদির সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকে। অতএব আমরা যেমন এই জগতের জীব হইয়া, এস্থানের লোক এবং ভোগের সহিত সম্পর্ক করি, যোগী সেইরূপ স্বীয় চিত্তকে প্রতিলোম গমনের দ্বারা উত্তরোত্তর সূক্ষ্মস্তরে উত্তোলন করত, বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের তাদৃশ সূক্ষ্ম লোকের উপরও তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের ন্যায়, প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রণবাদি ইষ্টমন্ত্রের জপ করিলে যেমন অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করা হয়, আবার স্বীয় চিত্তকে তত্তৎ দেবাদি লোকের অভিমুখে ধাবিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমাদের মন দেহোপাধির যে স্তরে তন্ময়ের ন্যায় অবস্থান করে, বাহিরে সেই জাতীয় ভোগই সে অনুভব করে। স্তর অনুসারে মন্ত্রেরও পার্থক্য আছে। অতএব মন্ত্র জপ করত, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা এবং দেবলোকের পরিচিন্তনে চিত্ত যখন পূর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগ করে, তখনই চিন্তনীয় দেবতাদি সিদ্ধ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রের আভাসে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মানবের এই ক্ষুদ্র কলেবর বা জীবত্বের উপাধিরূপ দেহ, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ আদর্শ। বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, মানব-দেহে তাহা সমস্তই ক্ষুদ্রাকারে আছে। সুতরাং আদর্শের প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত অন্তঃকরণ সঙ্গ করিতে অভ্যস্ত হইলে, বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ (পরমগুরৌ ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণাৎ) সমাধিঃ সিধ্যতি ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরে যৎ প্রণিধানং ভক্তিবিশেষস্তস্মাৎ সমাধের্ব্যক্তলক্ষণস্যাবির্ভাবো ভবতি যস্মাৎ সচ ভগবানীশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ অন্তরায়রূপান্ ক্লেশান্ পরিহৃত্য সমাধিং সংবোধয়তি ॥ ৪৫ ॥ যমনিয়মানুক্ত্বা আসনমাহ।

নিত্য নৈমিত্তিকাদি যাবতীয় কর্ম্মের ফল পরম গুরু ভগবানে অর্পণ করত, নির্ভর প্রাণে তদীয় চরণ-কমলে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, সমাধির জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না; চিত্ত সহজে সমাহিত হইয়া আইসে ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

স্তর বা তত্ত্বের সহিত পরিচয় লাভে সাধক অলৌকিক ভোগলাভ ও তাহাতে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। তবে এযাবৎ স্বকীয় ক্ষুদ্র দেহাদির তত্ত্বকে আশ্রয় করত, সাধক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করিবার অধিকারী হন, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রে বৃহৎকে আশ্রয় করত ক্ষুদ্রের উন্নতি বা বৃহত্ত্ব প্রাপ্তির পরিচয় দর্শনকার প্রদান করিয়াছেন। "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এই সূত্রের তাৎপর্য্য যদিও পূর্ব্বে যথেষ্ট সুব্যক্ত করা হইয়াছে, তথাপি যোগীর অবধারণ করা প্রয়োজন যে, পরম গুরু ভগবানে স্বকৃত যাবতীয় কর্ম্মফল সমর্পণ করিলেই, যোগাঙ্গের যাবতীয় ফলের বা শক্তির সিদ্ধিই যে কেবল হইয়া থাকে, তাহা নহে; ভগবচ্ছক্তির সঞ্চারও যোগীদেহে হইয়া থাকে। তজ্জন্য বলিয়াছেন, সমাধি-লাভও ঈশ্বরপ্রণিধানের বলে ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পর কুটুম্ব-বাটীতে তত্ত্ব পাঠান যদিও কুটুম্বের সন্তোষ উৎপাদনার্থ ই বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব কন্যাটীর সহিত কথোপকথনে, তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিচয় লওয়া মাত্র; সেইরূপ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি বাহ্য পদার্থ এবং স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করিবার ছলে, ভগবৎসম্বন্ধই ঘটিয়া থাকে। কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ভক্তপ্রদত্ত পূজোপহারাদিতে পরিতুষ্ট হইয়া, ভক্তকে কৃতার্থ করেন বলা ভত্ত সঙ্গত নহে; বরং উপহারাদি প্রদানের উপলক্ষে প্রতিবারে যে ভগবৎসম্বন্ধ ভক্তের ঘটে, তাহাই ভক্তের পক্ষে অনির্ব্বচনীয় ফল। কারণ সম্বন্ধই উন্নতি এবং অবনতির একমাত্র হেতু। স্থূল বিষয়ের সম্পর্কে অন্তঃকরণ যেমন স্থূল-

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিরসুখং (স্থিরং নিশ্চলং তথা সুখং সুখকরং অনুদ্বেজনীয়ং যদা ভবতি তদা) আসনং আসাতে অস্মিন্ ইতি যোগাঙ্গতাং ভজতে ॥ ৪৬ ॥

আস্যতেঽনেনেত্যাসনং পদ্মাসনদণ্ডাসনস্বস্তিকাদি। তং যথা স্থিরং নিষ্কম্পং সুখমনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা যোগাঙ্গতাং ভজতে ॥ ৪৬॥ তস্যৈব স্থিরসুখপ্রাপ্ত্যর্থমুপায়মাহ।

কর চরণাদি অঙ্গবিন্যাসে উপবিষ্ট হইলে, যখন নিরুদ্বেগে ও অচলভাবে সুখে উপবেশনে সামর্থ্য জন্মে, তখনই যোগের অনুকূল আসন সিদ্ধ হইল ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

ভাবাপন্ন হইয়া নিকৃষ্টত্বের পরিচয় দেয়, আবার সর্ব্বমহান্ পরমেশ্বরের সম্পর্ক করিয়া, ঐ অন্তঃকরণই অতি সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ তখন স্থূল ভোগময় ভাব পরিহারে, যোগময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংসারে দুইটী বিপরীত শক্তির পরিচয় আমরা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিয়া থাকি; একটী ভোগ এবং অপরটী সমাধি। ভোগে স্বাতন্ত্র্যের ধ্বংস হইয়া, জীবত্বের প্রতিপাদন হয়; সমাধিতে পারতন্ত্র্যের বিনাশে অক্ষুণ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরত্বের প্রতিপাদন হয়। যে পরবশ, সেই জীব; যিনি স্ববশ, তিনিই শিব। অতএব প্রণিধান (সমর্পণের) উপলক্ষে ঈশ্বর-ভাবের সম্পর্ক নিরন্তর করায়, অন্তঃকরণ ঈশ্বর-শক্তিলাভে সমাহিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কারণ সমাধি অর্থে চিত্তের স্বাতন্ত্র্যভাব; যাহা ঈশ্বরে চিরবিদ্যমান; সুতরাং ঈশ্বরে প্রণিধান করিলে, তৎসংসর্গে পারতন্ত্র্যের অপগমে, স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ সমাধি সহজেই চিত্ত লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের নির্ব্বাচন। আসন অনুকূল হইলে, যোগী বিশেষ সাহায্য লাভে, অভিলষিত বিষয়ে চিত্তের ধারণা করিতে পারেন। সাধারণত, আসন দুই প্রকার; দেহকে যাহার উপর উপবেশন করাইতে হইবে, প্রথমত তাহাকেই আসন নামে অভিহিত করা হয়। উপবেশনের আধার চেল, অজিন, কুশ, কাষ্ঠ, কম্বল ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি ভেদে নানা প্রকার বর্ণিত আছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সকল আসনও একজাতীয় নহে। উদ্দেশ্য

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭॥

প্রযত্নস্য স্বাভাবিক-কারব্যাপারস্য চেষ্টারূপস্য শৈথিল্যাৎ উপরমাৎ তথা অনন্তে আকাশাদি-মহতে সমাপত্তিভ্যাং আসনং স্থিরং সুখং চ ভবতি ॥ ৪৭ ॥

তদাসনং প্রযত্নশৈথিল্যেনানন্তসমাপত্ত্যা চ স্থিরং সুখং ভবতীতি সম্বন্ধঃ। যদা যদা আসনং বধ্নামিতি ইচ্ছাং করোতি প্রযত্নশৈথিল্যেঽপি অক্লেশেনৈব তদা তদা আসনং সম্পদ্যতে। যদা চাকাশাদিগতে আনন্ত্যে চেতসঃ সমাপত্তিঃ ক্রিয়তে অব্যবধানেন তাদাত্ম্যমাপদ্যতে। তদা দেহাহঙ্কারাভাবান্নাসনং দুঃখজনকং ভবতি। অস্মিংশ্চাসনজয়ে সতি সমাধ্যন্তরায়ভূতা ন প্রভবন্তি অঙ্গমেজয়ত্বাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্যৈবানুনিষ্পাদিতং ফলমাহ।

দেহগত স্বাভাবিক উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্যের বিরামে আসন-জয় হয় এবং আকাশাদি কোন মহৎ পদার্থ-বিশেষের চিন্তনেও আসন জয় হয় ॥ ৪৭ ॥

আভাস।

ভেদেও আসনের ভেদ হইয়া থাকে। যথা গৃহস্থের পক্ষে কখন নিরাসন অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাটীতে উপবেশন করত, কোন কর্ম্মই করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ পৃথিবী ধারণের উপলক্ষে সকল পদার্থের শক্তি হরণ করিয়া থাকে; সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধরাতলে শয়ন বা উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। একটী আসনের উপর দেহরক্ষা করা কর্ত্তব্য। যোগীর পক্ষে কিন্তু প্রথমত কুশাসন তদুপরি অজিন (মৃগচর্ম্ম) তদুপরি চেল কার্পাস-নির্ম্মিত বা কম্বলাদির আসন বিছাইয়া উপবেশন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পার্থিব আকর্ষণাদির দোষ নিবারণে শারীরিক উপকার লাভ হয়। দ্বিতীয় আসন এই দেহ। হস্ত পদাদির যথাযথ সন্নিবেশে উপবেশন পদ্ধতিই আসন! দেহাসনে উপবিষ্ট জীবচিত্ত নানাপ্রকার বৃত্তির বা ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছে। চিত্তের বৃত্তি বা ব্যাপার অনুসারে আসনের ভেদ হইয়া থাকে; এবং আসনের পরিবর্ত্তনে চিত্ত-বৃত্তিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি করোপরি গণ্ডস্থল বিন্যাসে অধোমুখে উপবেশন করেন, তৎকালে তাহার গুরুতর বিপদের চিন্তাই হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে। আবার যিনি সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলঃ স্থিরঃ। পৃষ্ঠদেশ গ্রীবা ও শিরোভাগ সরলভাবে ধারণ করত, নাসাগ্রের প্রতি যিনি দৃষ্টি রক্ষা করেন, তিনি সংসারের অতীত,

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ আসনজয়াৎ দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ (দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ) অনভিঘাতঃ অপীড়নং ভবতি ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্নাসনজয়ে সতি দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুত্তৃষ্ণাদিভির্যোগী নাভিহন্যত ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥ আসনজয়াদনন্তরং প্রাণায়ামমাহ ।

আসন-সিদ্ধি হইলে, ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণাদি পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বভাবে আর চিত্ত অভিভূত হয় না। যোগী তখন দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

আভাস।

সংসার-কারণাদি অলৌকিক ভাবের চিন্তা করা ব্যতীত, ভোগ-চিন্তা করিতে পারেন না। অতএব ক্রিয়া ভেদে যেমন আসন-ভেদ এবং আসন-ভেদেও ক্রিয়ার ভেদ হইয়া থাকে। ক্রোধের প্রকাশকালে উত্তেজিত হইলে, যেরূপ শরীর সংস্থানে উপবেশন-আসনের ভাব হয়, শুভ-চিন্তাকালে সে আসন আর থাকে না। চিত্তে চিন্তার স্রোত যেরূপ উদিত হয়, তৎসহ আসনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং আবশ্যক মত কার্য্য করিবার উপলক্ষে, আবশ্যক মত আসন-বন্ধন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং মোক্ষজাতীয় ফলের প্রত্যাশায়, মোক্ষানুকূল স্রোত চিত্তে প্রবাহিত করাইবার জন্য, তদনুকূল আসনের অভ্যাস করা যোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রান্তরে অন্যূন চৌরাশি প্রকার আসনের পরিচয় দিয়াছেন; অর্থাৎ চিত্তের গতি অনুসারে বিচিত্র ফলের প্রার্থনায়, বিচিত্র আসনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি চিত্তকে স্থির করিবার জন্য, তদুপযোগী আসনের অভ্যাস করাই প্রয়োজন। দেহের সঞ্চালনে চিত্তের চালনা হয়; অতএব চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণার্থ দেহের চাঞ্চল্য যাহাতে নিবারণ হয়, এরূপ স্থির আসন করা কর্ত্তব্য; যাহাতে ইচ্ছামত উপবেশন করিলে, কোন ক্লেশ না হয়। আসন স্থির করিব বলিয়া মনে করিলেই, আসন স্থির এবং সুখজনক হয় না। চিত্ত স্থির হইলেও, আসন স্থির ও সুখজনক হইয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা হস্ত পদাদির সঞ্চালন করে, ধৈর্য্য সহকারে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে উপবেশন করে না, তাহাদের চিত্তও কখন স্থির হয় না। কিছুক্ষণ উপবেশন করিলে, যদি কর চরণের পীড়া বোধ হয়, তাহা কথঞ্চিৎ সহ্য করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ক্রমশ

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মিন্ (আসনসিদ্ধৌ সতি) শ্বাস-প্রশ্বাসয়োঃ বাহ্যকোষ্ঠবায্বোঃ যা অন্তর্বহির্গতিঃ তস্য বিচ্ছেদঃ (রেচকপূরককুম্ভক-লক্ষণঃ) প্রাণায়ামঃ (প্রাণস্য আয়ামঃ গতিরোধঃ) ভবতি ॥ ৪৯ ॥

আসনস্থৈর্য্যে সতি তন্নিমিত্তকপ্রাণায়ামলক্ষণো যোগাঙ্গবিশেষো হনুষ্ঠেয়ো ভবতি কীদৃশঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসৌ নিরুক্তৌ তয়োস্ত্রিধারেচনস্তম্ভনপূরণদ্বারেণ বাহ্যাভ্যন্তরেষু গর্ভৈঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদো ধারণং প্রাণায়াম উচ্যতে ॥ ৪৯ ॥ তস্যৈব সুখাবগমায় বিভজ্য স্বরূপং কথয়তি।

আসন-জয় হইলে, রেচক, পূরক এবং কুম্ভকের নিয়মানুসারে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে আয়ত্ত করত, প্রাণায়ামে যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥ ৪৯ ॥

আভাস।

উপবেশন প্রণালী সহ্য হইয়া আইসে। বিশেষত কোন আকাশাদি অনন্ত বা ব্যাপী পদার্থের চিন্তনে যেমন চিত্ত সহজে স্থির হয়, তৎসঙ্গে আসনও স্থির হয়; আর কোন ক্লেশের অনুভূতি থাকে না।

ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়; নভোমণ্ডলাদি অসীম এবং প্রশস্ত ভাবের চিন্তায় চিত্ত প্রশস্ত ও স্তম্ভিত হয় এবং আসনও স্থির হইয়া আইসে; তৎকালে দেহগত বাহ্য সুখ দুঃখাদির আর উদ্বোধন থাকে না। অধিক কি! শীত, উষ্ণ, জল, বায়ু বা ক্ষুধা পিপাসায় যোগী আর ব্যথিত হন না। অন্তঃকরণ নিশ্চল হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসের গতিও ক্রমশ সম হইয়া, বিনা চেষ্টায় প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া যায়। চিত্তের সাধারণ বৃত্তিই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। প্রাণ-গতিই চিত্তক্রিয়ার পরিচায়ক। চিত্ত যদি নিষ্ক্রিয় হয়, প্রাণগতিও রুদ্ধ হইয়া আইসে। সুতরাং প্রাণগতি রুদ্ধ হইলে, চিত্তগতিও রুদ্ধ হয়। যাঁহারা অসীম বিস্তৃত নভোমণ্ডলাদি বা মহত্তত্ত্বাদি পদার্থের পরিচিন্তনে চিত্তকে স্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে পারেন তাঁহাদের আর প্রাণায়ামের জন্য বিশেষ পরিশ্রম বা যত্ন করিতে হয় না। যাঁহাদিগের চিত্ত অসীম বা বৃহৎ পদার্থের অবধারণে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষেই মাত্রাদি পরিমাণে রেচক, পূরক ও কুম্ভকের অনুষ্ঠানে প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রাণায়াম আয়ত্ত হইলে, চিত্ত স্থির হয় এবং চিত্ত স্থির হইলে, প্রাণায়াম স্বতই সিদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ॥

স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাণায়ামঃ চ বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ (বাহ্যবৃত্তিঃ রেচকঃ, আভ্যন্তরবৃত্তিঃ পূরকঃ, স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ ইতি ত্রিবিধঃ, দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ (দেশঃ নাসামারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিতং বাহ্যস্থানং, কালঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদি পরিমিতঃ, ইয়ত্তী চ সংখ্যা ইতি পরিলক্ষিতঃ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ (অধিক-কালব্যাপিত্বমেব দীর্ঘত্বং অক্লেশেনৈব অনুষ্ঠিতত্বাৎ সূক্ষ্মত্বং) ॥ ৫০ ॥

বাহ্যবৃত্তিঃ শ্বাসো রেচকঃ অন্তর্বৃত্তিঃ প্রশ্বাসঃ পূরকঃ; আন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তস্মিন্‌ জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণা অবস্থাপ্যন্তে ইতি কুম্ভকঃ। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামঃ দেশেন কালেন সংখ্যয়া চোপলক্ষিতো দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞো ভবতি। দেশোপলক্ষিতো যথা নাসপ্রদেশান্তাদি কালোপলক্ষিতো যথা ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদি

এই প্রাণায়ামও দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। অর্থাৎ প্রণবাদি মন্ত্র অন্তরে এতবার উচ্চারণ করিবার মধ্যে বাহ্য-বায়ু ভিতরে আকর্ষণরূপ পূরক এবং উক্ত মাত্রা প্রমাণে কোষ্ঠস্থ বায়ুকে অন্তরে ধারণ করা দ্বারা কুম্ভক এবং ঐরূপ মাত্রা পরিমাণে ধীরে ধীরে কোষ্ঠস্থ বায়ুকে বাহিরে নিক্ষেপ করা এবং নাসার অগ্রভাগ হইতে কত অঙ্গুলি পরিমাণ বায়ু বাহিরে ধাবিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করাকে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলেন। তৎকালে

আভাস।

চিত্ত স্থির হইলে, আসন-জয় হয়; এবং আসন-জয় হইলে, প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণ-জয় হইয়া থাকে; ইহাই পূর্ব্বসূত্রে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। এই সূত্রে প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণন-শক্তির ক্ষয় নিবারণ করিবার উপায় এবং প্রণালী বিশেষ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। প্রাণশক্তির স্বরূপ সমাধি-পাদে "ঈশ্বরপ্রণিধানোপ-লক্ষে যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঋষির বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত জীবনী-শক্তিরূপে বিদ্যমান প্রাণ এই দেহে কার্য্যকারী ভাবের পরিচয়ে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, শ্বাস ও প্রশ্বাস মূর্ত্তিতে নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং আমরা যতই বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, আমাদের জীবনীশক্তি ততই সত্বর ক্ষীণ হইতেছে। ঘড়ির "পেণ্ডুলেন" উভয় পার্শ্বে নিরন্তর দোলায়মান হইয়াই যেমন সময় নিরূপণের কার্য্য করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরস্থ স্প্রীঙের দম

প্রমাণঃ। সংখ্যয়োপলক্ষিতো যথা ইয়তো বারান্ কৃত এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতো ভবতীতি এতৎ জ্ঞানায় সংখ্যাগ্রহণমুপাত্তম্। উদ্ঘাতো নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্ ॥৫০॥ ত্রীন্ প্রাণায়ামানভিধায় চতুর্থমভিধাতুমাহ।

অন্তর কুম্ভকের ন্যায়, বাহিরে শ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে পারা যায়; তাহাকে বাহ্য কুম্ভক কহে। এই অভ্যাস পূর্ণ হইলে শ্বাসের আর নাসাগ্রের বাহিরে আসিবার প্রয়োজন থাকে না; তখন নাভিচক্র হইতে কেবল নাসাগ্র পর্য্যন্ত গতিই রেচক এবং নাসাগ্র হইতে নাভিচক্র পর্য্যন্ত গতিই পূরক এবং এতদুভয়ের অবসানে দেহ মধ্যে প্রাণকে গতিশূন্য-ভাবে ধারণা কুম্ভক, এই প্রাণায়ামকে সূক্ষ্ম প্রাণায়াম নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

আভাস।

নষ্ট করিতেছে, সেইরূপ আমাদের জীবনী প্রাণশক্তি দেহের বল এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াভিমুখী বৃত্তির প্রেরণায়, কার্য্যের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের মূর্ত্তিতে নিরন্তর ক্ষীণ হইতেছে। বাষ্পীয় রথ বা অর্ণবপোতাদির চলন ব্যাপারে বাষ্পের শক্তি যথেষ্ট প্রতীত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যের উপলক্ষে বাষ্পভাগ আদৌ নষ্ট না হইয়া যদি কার্য্য করিত, তাহা হইলে, অন্তরে বাষ্প সঞ্চয়ের জন্য আর আয়োজনের আবশ্যক হইত না; বরং রথ-চালন ব্যাপার উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইত। আমাদের দেহ-যন্ত্রকে বিনয়-পথে প্রচালিত করিবার মূল শক্তিই প্রাণ। সেই প্রাণ দেহের স্নায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বল প্রদানে পুষ্ট করিলেও, দেহাদি-ইন্দ্রিয়-গ্রামের বিষয়াভিমুখী স্রোতের অনুরোধে বাহ্যদ্বার উন্মুক্ত থাকায়, প্রাণ ও শ্বাস প্রশ্বাস সহকারে বাহিরে নির্গত হইতেছে; সুতরাং নিরন্তর ক্ষীণ হইতেছে। এই প্রাণের বাহ্যগতি নিবারণের নামই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ গতিরোধ। প্রাণ-শক্তি বাহ্য-গমনের উপলক্ষে বিনষ্ট না হইয়া, সমগ্র ভাগের দ্বারা যদি দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে পোষণ করে, তাহা হইলে, তাহারা ক্রমশ অসীম বল ও সামর্থ্য লাভে চিত্তস্বরূপের অনুকরণে উপযুক্ত হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা প্রাণায়াম হয় বটে, কিন্তু প্রাণায়ামের দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যায় ॥ ৪৯॥

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপী (বাহ্যবিষয়ঃ বিতস্ত্যাদি-পরিমিত-দেশঃ। আভ্যন্তর বিষয়ঃ নাভি-চক্রাদিঃ তয়োঃ আক্ষেপঃ আলোচনং বিদ্যতে যস্য তৎপূর্ব্বকঃ প্রাণায়ামঃ চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

প্রাণস্য বাহ্যো বিষয়ো নাসাদেশান্তাদিঃ আভ্যন্তরো বিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ তৌ দ্বৌ বিষয়ৌ আক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য য স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্মাৎ কুম্ভকাৎ অয়মস্য বিশেষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ৌ অপর্য্যালোচ্যৈব

সাধারণত রেচক পূরক এবং কুম্ভক নামে প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের সহজ গতির বিচ্ছেদে, প্রাণায়াম তিন প্রকার হইলেও, আন্তরিক বিষয় অর্থাৎ স্থান নাভিচক্র এবং বাহ্যস্থান নাসাগ্র

আভাস।

রেচক, পূরক ও কুম্ভক ভেদে এই প্রাণায়াম প্রথমত তিন প্রকার; যে গতিতে প্রাণশক্তি শ্বাস প্রশ্বাস সহকারে বহির্দ্দেশ হইতে বায়ুকে আকর্ষণ এবং অন্তরের বায়ুকে বাহিরে নিঃসারিত করিতেছে, তাহার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যত দ্রুততা সহকারে বাহিরে আসিতেছে এবং ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, ক্রমশ তাহার শৈথিল্য সম্পাদন করাই প্রাণায়ামের আরম্ভ। অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন মাত্রার নিরূপণ ছিল না; এক্ষণে তাহাকে মাত্রা পরিমাণে আনিয়া, গ্রহণ ও ত্যাগের অভ্যাস করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রণবাদি ইষ্ট মন্ত্র মনে মনে চারিবার উচ্চারণের অবসরে শ্বাস গ্রহণ, তাহার চতুর্গুণ কাল অর্থাৎ ষোড়শবার উচ্চারণাবসরে হৃদয়ে অবিচলিত ভাবে ধারণ করা এবং তদর্দ্ধ আটবারে ধীরে ধীরে অন্তরের প্রাণ-বায়ুকে বাহিরে নির্গত করা। বাম নাসাপুটের দ্বারা উক্ত প্রণালীতে আকর্ষণ, উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করত কুম্ভক; এবং দক্ষিণ নাসায় রেচন। পুনরায় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের দ্বারা বায়ুর আকর্ষণে পূরক, উভয়রুদ্ধরূপে কুম্ভক এবং বামরন্ধ্রের দ্বারা ত্যাগে রেচক। পুনঃ বাম নাসারন্ধ্রের দ্বারা পূরক, পরে কুম্ভক, ও দক্ষিণ নাসায় রেচক। ইহার প্রত্যেকটীর দ্বারা প্রাণগতির ক্রমশ প্রতিরোধ করা হয়। রেচক, পূরক ও কুম্ভকভেদে প্রত্যেকটীতে প্রাণগতির ক্রমশ রোধ হওয়ায়, এক একটীকে প্রাণায়াম বলা হয় এবং এই তিনটী একবার হইলেও, একটী প্রাণায়াম, এবং এই একবারকে তিনবার করিলে, একবার ত্রিপুটী-সাধন হইল। ক্রমশ

সহসা তপ্তোপল-নিপতিত-জলন্যায়েন যুগপৎস্তম্ভবৃত্ত্যা নিষ্পাদ্যতে। অস্য তু বিষয়-দ্বয়াপেক্ষকো নিরোধঃ অয়মপি পূর্ব্ববদ্ দেশকালসংখ্যাভিরুপলক্ষিতো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫১॥
চতুর্বিধস্য ফলমাহ।

এই উভয় স্থানের স্পর্শ করা ভাবের অপগমে প্রাণবায়ু যখন অন্তরে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও, নিশ্চল কুম্ভক এবং বাহিরে নির্গত হইয়াও আকর্ষণের অভাবে অচল মূর্ত্তিতে অবস্থান করে, তখনই নির্বিষয় গতিশূন্য চতুর্থ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল বলিয়া স্বীকার্য্য ॥৫১॥

আভাস।

অভ্যাস করিলে, মাত্রার বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ পূরক কালে মন্ত্র উচ্চারণ সংখ্যা চারিবারের স্থলে আটবার বা চতুর্গুণ করিয়া পূরক, কুম্ভক এবং রেচক যথাক্রমে বিনাক্লেশে সম্পাদিত হইতেছে বুঝিবেন, তখন প্রাণায়ামে কথঞ্চিৎ অধিকার জানিতে হইবে। এই সময় প্রাণবায়ুর গতিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পূরকে বায়ু যেমন হৃদয় ও নাভিচক্রকে স্পর্শ করিতেছে এবং রেচকে নাসাগ্র হইতে বাহিরে কত দূর গমন করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যদি এক হস্ত বা এক বিতস্তি পরিমাণে থাকে, ক্রমশ তাহাকে মৃদু করত, যাহাতে ক্রমশ অল্প হইয়া চারি অঙ্গুলী এবং তৎপরে কেবল নাসার অগ্রভাগ মাত্র যায়, তখনই তাহাকে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম নামে অভিহিত করা হয়। পরে বায়ুর গতি আর বাহিরে না যাইয়া, দেহের অভ্যন্তরে নাভিচক্র ও নাসাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া, স্রোতরূপে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নাসা এবং তথা হইতে অপর প্রান্ত নাভিচক্র, গমনাগমন ভাবে কুম্ভকই চলিতে থাকে, তাহাকে চতুর্থ প্রাণায়াম বলা যায়। এই প্রাণায়ামে আর প্রাণের ক্ষয় হয় না। উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে পতিত জলবিন্দু কোনদিকে গড়াইয়া পড়ে না; লৌহতেই শুখাইয়া যায়; তদ্রূপ প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও দেহাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া, তাহাদের পোষণ উপলক্ষে স্বয়ং প্রলীন হয়। এই অক্ষীণ প্রাণ বায়ুর প্রভাবে দেহ লঘু ও স্থির হইয়া আইসে। যোগী ইচ্ছা করিলে, আকাশ পথে যথেচ্ছ বিচরণাদি দ্বারা নানাপ্রকার বিভূতির পরিচয় দিতে পারেন। ৫০। ৫১॥

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, দহ্যন্তে ধ্যায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, স্বর্ণাদি ধাতুর মল (খাদ) যেমন নিবারিত হয়, সেইরূপ প্রাণায়ামের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ততঃ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য বিবেক-জ্ঞানস্য চিত্তসত্ত্বস্য আবরণং প্রতিবন্ধকং রজস্তমোরূপং াপং ক্ষীয়তে নষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যদাবরণং ক্লেশরূপং তৎক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ফলান্তরমাহ ।

এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, হৃদয়ের নিরন্তর প্রকাশমান উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রতিবন্ধক চিত্তের উত্তেজনাদি অধর্ম্ম ভাবের ক্ষয় হইয়া যায় ; এবং মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায়, হৃদয়ের জ্ঞানজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ ভাবে অবভাসিত হইতে থাকে ॥ ৫২ ॥

আভাস ।

দেহের মল বিদূরিত হইলে, ইহারা সকলে বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। ইহাদের অন্তরস্থ স্রোতপথ পরিষ্কৃত হইয়া, জড়ভাবের তিরোধান ঘটে। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের জড়তা নিবন্ধন প্রতিবন্ধকের অভাবে, স্বকীয় স্বরূপ ব্যাপক-ভাব প্রাপ্ত হয় ; এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রার স্বরূপ-শক্তি লাভে স্থূল ইন্দ্রিয় এবং দেহ [illegible] কার্য্য করিতে পারে। প্রাণায়ামের বলে প্রবৃত্তির অভিমুখে নিম্নগামী ভাব বিদূরিত হইলেই, ঊর্দ্ধগামী শক্তির সঞ্চারে সকলে দৈবীশক্তিতে সম্পন্ন হয় ; সুতরাং জীবোপাধির সমগ্র তত্ত্বগ্রামেরই অনুলোম (বিষয়মুখী) স্রোতের বৈপরীত্যে প্রতিলোম (অন্তর্মুখী) স্রোতের উদয় হইলে, সকল তত্ত্বই স্ব স্ব কারণাভিমুখে লীন হইবার ছায়, গতি অবলম্বন করে। তখন স্থূল তত্ত্বের অনুরোধে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর অনুরুদ্ধ হয় না ; বরং সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুরোধে উত্তরোত্তর স্থূল সকল তত্ত্বই কার্য্য করিতে থাকে। শান্ত-স্বভাব কিন্তু পুত্রবৎসল পিতাকে যেমন দুর্বিনীত পুত্র পৌত্রদের পাষণ্ড ব্যবহারে, পিতাকেও পাষণ্ড প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হয়, কিন্তু পরিবারবর্গ সদাচারী হইলে, পাষণ্ড পিতা মাতাও সুস্থ এবং শান্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তদ্রূপ দেহের যথেচ্ছাচার নিবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছাচার নিবারিত হয় ; এবং ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছার নিবারিত হইলে, মনও প্রশান্ত ভাবে বিশ্রাম করিতে পারে। মন শান্ত হইলে, অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের মূল তত্ত্ব বুদ্ধিও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্রমশ চিত্তে বিলীন হইবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত সূত্রকার ফল-স্বরূপে

ধারণাসু চ যোগ্যতামনসঃ ॥৫৩॥

(ততঃ প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ) ধারণাসু একাগ্রতাসু যোগ্যতা ক্ষমত্বং মনসঃ স্থৈর্য্যাং ভবতি ॥ ৫৩ ॥

ধারণা বক্ষ্যমাণলক্ষণা স্তাসু প্রাণায়ামৈঃ ক্ষীণদোষং মনো যত্র ধার্য্যতে তত্র তৎ স্থিরীভবতি ন বিক্ষেপং ভজতে ॥ ৫৩ ॥ প্রত্যাহারস্য লক্ষণমাহ।

সুতরাং এক প্রাণায়ামের বলেই চিত্তে ধারণার শক্তি জন্মে। এবং অভিমত বিষয়ে মন একাগ্র হইতে পারে ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

বলিয়াছেন যে, "ধারণাসুচ যোগ্যতাং মনসঃ"। এখানে মনসঃ শব্দটী প্রয়োগ করিয়া মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্ত এই চারিটী তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ এই চারিটী তত্ত্বেরই উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে সম্যক্ অধিকারী হয় ॥ ৫২। ৫৩ ॥

প্রভুর সহিত ভৃত্যের সম্বন্ধ বিচারে অবগত হওয়া যায় যে, প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনোপলক্ষে ভৃত্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়; নতুবা ভৃত্যের নিজের কোন কর্ম্ম নাই। সুতরাং আজ্ঞা করা ব্যাপার না থাকিলে, আজ্ঞা শ্রবণের অপেক্ষায় প্রভুর মুখপানে দৃষ্টি করিয়া থাকাই যেমন ভৃত্যের কার্য্য, সেইরূপ চিত্তের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রামের সম্বন্ধ হওয়ায়, বিষয়ানুগমনের অভাবে ইন্দ্রিয়বর্গ যখন চিত্তেরই অনুগমন করে, তখনই ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যাহার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যোগমার্গে ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ প্রত্যাহার করিবার অপেক্ষা নাই; এক চিত্তের নিগ্রহ করিলেই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয়। কিন্তু যোগীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিত্তনিরোধ করিলে, ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হয় বটে, তথাপি ইন্দ্রিয়-নিরোধের অপেক্ষা আছে। ভগবান্ গীতাবাক্যে বলিয়াছেন যে, "যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" ॥ চিত্ত-নিরোধের চেষ্টা যথেষ্ট করিলেও, সুনিদ্ধ হওয়া যায় না; কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি প্রবল; বুদ্ধিমান্ যত্নশীল পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বকই যেন পদস্খলিত করায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি চিত্তের অনুকরণীয় ভৃত্যই হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দ্বারা চিত্তের পদস্খলন কিরূপে সম্ভব? সে স্থলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত ভোগের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়াভিমুখে প্রেরণ করে বটে, কিন্তু প্রেরিত ইন্দ্রিয়বর্গ

স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বৈঃ বিষয়ৈঃ রূপাদিভিঃ সহ ইন্দ্রিয়াণাং অসম্প্রয়োগে সম্বন্ধাভাবে যঃ তেষাং ইন্দ্রিয়াণাং চিত্ত-স্বরূপানুকারঃ চিত্তানুবর্ত্তিত্বং এব প্রত্যাহারঃ (বিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রাতিলোম্যেন আহ্রিয়ন্তে ইতি প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ প্রতীপমাহ্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ইতি প্রত্যাহারঃ সচ কথং নিষ্পদ্যতে ইত্যাহ। চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়ো রূপাদিস্তেন সংপ্রয়োগ-স্তদাভিমুখ্যেন বর্ত্তনং তদভাব স্তদাভিমুখ্যং পরিত্যজ্য স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তস্মিন্ সতি চিত্তমাত্রানুকারিণীন্দ্রিয়াণি ভবন্তি যতশ্চিত্তমনুবর্ত্তমানানি মধুকররাজমিব মক্ষিকাঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে অতশ্চিত্তনিরোধে তানি প্রত্যাহৃতানি ভবন্তি তেষাং তৎস্বরূপানুকারঃ প্রত্যাহার উক্তঃ ॥ ৫৪ ॥ ফলমাহ।

চিত্তে উত্তেজনার অপগমে ইন্দ্রিয়গ্রাম আর স্ব স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয় না ; তখন তাহারা বিপরীত গতিতে স্বকীয় বীর্য্যপ্রদ আধার-স্থানীয় চিত্তেই যখন নিবিশমান হয়, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ঘটে ॥ ৫৪ ॥

আভাস।

বিষয়-সম্বন্ধে তৎকালে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বদ্ধ হয় যে, চিত্ত নিজের ভোগেচ্ছা পরি-ত্যাগ করিলেও, ইন্দ্রিয়গ্রামকে রুদ্ধ করিতে পারে না ; বরং যে বেগে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়াভিমুখে ছুটিতেছে, সেই বেগের অনুরোধে চিত্তের ভোগেচ্ছা না থাকিলেও, নূতন প্রকারের ভোগেচ্ছার উদয় করিয়া দেয়। একখানি গাড়িকে চালাইতে বা একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে, প্রেরকের ইচ্ছা এবং বলের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু উহারা প্রেরিত বা নিক্ষিপ্ত হইলে, যদবধি প্রেরণার বল আপনা হইতে উপশমিত না হয়, প্রেরক আর তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন না। তখন অন্য উপায়ে প্রেরিত গাড়ি বা লোষ্ট্রের গতি রুদ্ধ করিয়া, প্রেরক নিশ্চিন্ত হন। সেইরূপ চিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়াভিমুখে প্রেরিত করে বটে, কিন্তু নিজে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও, ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিবৃত্তি অকস্মাৎ হয় না। চিত্তের নিকট হইতে যে বেগ তাহারা পূর্ব্বে পাইয়াছে, নিবারণ-কর্ম্মে উপায়ান্তরের প্রয়োজন ; নিবৃত্ত হইলে, আর সে উপায়ের আবশ্যক থাকিবে না। ভৃত্যকে যখন প্রভু

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্॥ ৫৫॥

ততঃ প্রত্যাহারাৎ ইন্দ্রিয়াণাং পরমা বশ্যতা পরাজয়ঃ॥ ৫৫॥

ইতি সাধন-পাদঃ সমাপ্তঃ।

অভ্যস্যমানে হি প্রত্যাহারে তথা বশ্যানি আয়ত্তানি ইন্দ্রিয়াণি সম্পদ্যন্তে যথা বাহ্যবিষয়াভিমুখতাং নীয়মানান্যপি ন যান্তি ইত্যর্থঃ॥ ৫৫॥ তদেবং প্রথম-পাদোক্তযোগস্যাঙ্গভূতক্লেশতনূকরণফলং ক্রিয়াযোগমভিধায় ক্লেশানামুদ্দেশং স্বরূপং কারণং ক্ষেত্রং ফলঞ্চোক্ত্বা কর্ম্মণামপি ভেদং কারণং স্বরূপং ফলঞ্চাভিধায় বিপাকস্য কারণং স্বরূপঞ্চাভিহিতং ততস্ত্যাজ্যত্বাৎ ক্লেশাদীনাং জ্ঞানব্যতিরেকেণ ত্যাগস্য অশক্যত্বাৎ জ্ঞানস্য চ শাস্ত্রায়ত্তত্বাৎ শাস্ত্রস্য হেয় হানকারণ উপাদেয় উপাদানকারণবোধকত্বেন চতুর্ব্যূহত্বাৎ হেয়স্য হানব্যতিরেকেণ স্বরূপানিষ্পত্তেঃ হান-সহিতং চতুর্ব্যূহং স্বস্বকারণসহিতমভিধায় উপাদেয়কারণভূতায়া বিবেকখ্যাতেঃ কারণভূতানামন্তরঙ্গবহিরঙ্গভাবেন স্থিতানাং যমাদীনাং স্বরূপং ফলসহিতং

ইহাকেই ইন্দ্রিয় গ্রামের পরম বশীভূততা বলা হয়। অর্থাৎ

আভাস।

কার্য্যের অনুমতি করেন, ভৃত্য সে কার্য্য-সাধনার্থ আরম্ভ করিলে, ভৃত্য আর তখন প্রভুর নহে; তখন সে আরম্ভের ভৃত্য। যদবধি সে কার্য্যটী সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টি আর প্রভুর প্রতি নাই; কার্য্যের প্রতি থাকে। কর্ত্তব্যশীল ভৃত্যের কার্য্যকালে, প্রতিরোধকারী প্রভুও উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। অতএব আজ্ঞা করার ন্যায়, বিষয় হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রতি উপায়ান্তরের প্রয়োজন। নতুবা আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, চিত্তকে কোন গুরুতর আশ্রয়ের অবলম্বনে স্থির থাকা প্রয়োজন; যেন ইন্দ্রিয়ের বেগে পদস্খলিত না হয়। সুতরাং সে আশ্রয় চিত্তের পক্ষে ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়বর্গ একবার স্থির হইলে, আর উৎপথগামী হয় না; তখন রাজানুগামী সৈন্য-সমূহের ন্যায়, এক চিত্তকেই সকল ইন্দ্রিয় অনুকরণ করিয়া থাকে॥ ৫৪॥

কার্য্য সমাপনান্তে, পুনরায় আজ্ঞার নিমিত্ত প্রভুর মুখাপেক্ষী ভৃত্যবর্গের ন্যায়, স্বকার্য্য-প্রতিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয়গ্রামও চিত্তেরই অনুকরণে যখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন সেই বেগহীন নির্ব্যাপারী ইন্দ্রিয়গ্রামই পরম বশীভূত বলিয়া অবধারিত হয়।

ব্যাহৃত্য আসনাদীনাং ধারণাপর্য্যন্তানাং পরস্পরমুপকার্য্যোপকারকভাবেনাবস্থিতানা-মুদ্দেশমভিধায় প্রত্যেকং লক্ষণং কারণপূর্ব্বকং ফলমভিহিতং তদয়ং যোগো যমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজভাব আসনপ্রাণায়ামৈরঙ্কুরিতঃ প্রত্যাহারেণ পুষ্পিতো-ধ্যানধারণাসমাধিভিঃ ফলিষ্যতীতি ব্যাখ্যাতঃ সাধনপাদঃ।

ইতি শ্রীভোজরাজবিরচিতায়াং পাতঞ্জলবৃত্তৌ সাধনপাদঃ দ্বিতীয়ঃ।

বিষয়-রসের সংশ্রবে ইন্দ্রিয়-গ্রামও আর মনকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে না ॥ ৫৫ ॥

ইতি সাধন-পাদ সমাপ্ত।

আভাস।

তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বরূপের আলোচনাতেও নিরস্ত হইয়া, এক প্রেরক চিত্তেরই অভিমুখী হইয়া, অবসন্নের ন্যায় অবস্থান করে। তৎকালে চিত্তেরও যেমন প্রেরণা নাই; ইন্দ্রিয়েরও কার্য্যার্থ কোন বেগ নাই। সুতরাং স্ব স্ব বিষয়ের উপস্থিতি-তেও, ইন্দ্রিয়গ্রাম আর ভোগার্থ অগ্রসর হয় না; স্ব স্বরূপেই অবস্থান করে ॥ ৫৫ ॥

সমাধি-পাদে যোগের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছিল; এক্ষণে সাধন-পাদে যোগা-নুষ্ঠানের উপায়ভূত ক্রিয়াযোগের বর্ণনোপলক্ষে পাঁচ প্রকার ক্লেশের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবিদ্যাদি ক্লেশের স্বরূপ, কারণ, উৎপত্তির ক্ষেত্র এবং ফলের বিষয় বর্ণন করিয়া, কর্ম্ম এবং বিপাকের স্বরূপ, কারণ এবং ফলেরও বর্ণন করিয়া-ছেন। বাহ্যিক রোগচিকিৎসার ন্যায়, আন্তরিক ভবরোগের চিকিৎসাও চারি ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ রোগ, রোগহেতু, রোগোপশমের উপায় এবং সুস্থাবস্থা ভেদে চিকিৎসককে যেমন উক্ত চারিটী বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হয়, এই ভবরোগের চিকিৎসকও চারিভাগে এই ভবরোগকে নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ "হেয়ং দুঃখমনাগতং" বলিয়া দুঃখ রোগের নিরূপণ করিয়াছেন। এই দুঃখের প্রতীকারার্থ বলিয়াছেন, "হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যং"। দুখের কারণ-রূপে বলিয়াছেন "তস্য হেতুরবিদ্যা" এবং উপায় স্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যে "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" এই বিবেকের নিরন্তর সাক্ষাৎকার কি উপায়ে হইতে পারে, তজ্জন্য যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল বিবেক সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নহে; আনুসঙ্গিক ফলও যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহারও বিস্তর পরিচয় দিয়াছেন। অতএব উক্ত অষ্টাঙ্গ

অথ বিভূতিপাদঃ।

যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে॥

তদেবং পূর্ব্বোদ্দিষ্টং ধারণাত্মঙ্গত্রয়ং নির্ণেতুং সংযমসংজ্ঞাভিধানপূর্ব্বকং বাহ্যাভ্যন্তরাদিসিদ্ধিপ্রতিপাদনায় লক্ষয়িতমুপক্রমতে। তত্র ধারণায়াঃ স্বরূপমাহ।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১॥

চিত্তস্য দেশবন্ধঃ (দেশে অন্তঃ নাভিচক্রাদৌ তথা বহিঃ বিষয়ে আলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তর পরিহারেণ স্থিরীকরণং) ধারণা ইতি উচ্যতে॥ ১॥

দেশে নাভিচক্রেনাসাগ্রাদৌ চিত্তস্য বন্ধো বিষয়ান্তরপরিহারেণ যৎ স্থিরীকরণং সা চিত্তস্য ধারণোচ্যতে। অয়মর্থঃ। মৈত্র্যাদিচিত্তপরিকর্ম্মবাসিতান্তঃকরণেন যমনিয়মবতা জিতাসনেন পরিহৃতপ্রাণবিক্ষেপেণ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামেণ নির্ব্বাধে

বিষয়ান্তর পরিহারপূর্ব্বক নাভিচক্রাদি দেহের অভ্যন্তরস্থ বা

আভাস।

যোগের মধ্যে যম এবং নিয়মের অনুষ্ঠানে যোগের বীজ রোপিত হয়, আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা অঙ্কুরিত, প্রত্যাহারের দ্বারা পুষ্পিত এবং ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা ফলবান্ হইবে; ইহারই পরিচয় সাধন-পাদে প্রদান করিয়াছেন।

ইতি সাধন-পাদের আভাস সমাপ্ত॥

যাঁহার চরণকমলের চিন্তনে ঘোর সংসারী জীবেরও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমূহের প্রাপ্তি ঘটে, সেই ভূতনাথ ত্রিলোচন আমাদের মঙ্গল-সাধন করুন!

সাধন-পাদে যোগাঙ্গ যমাদি পাঁচটীর উল্লেখ করিয়া, বিভূতি-পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বর্ণন করিয়াছেন। কারণ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীও বিভূতির মধ্যেই গণনীয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটীর অনুষ্ঠান হইলে, শেষোক্ত তিনটী অধিকারভুক্ত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে এই তিনটী অতি সহজসাধ্য মনে হইলেও, কার্য্যতঃ তত সুগম নহে। এই তিনের অনুষ্ঠান উপর্য্যুপরি হইলে, চিত্তের

প্রদেশে ঋজুকায়েন জিতদন্দ্বেন যোগিনা নাসাগ্রাদৌ সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরভ্যাসায় চিত্তস্য স্থিরীকরণং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১ ॥ ধারণামভিধায় ধ্যানমভিধাতুমাহ ।

দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি কোন অভিলষিত বাহ্যবিষয়ের চিন্তায় চিত্তের অবস্থিতিকে ধারণা নামে অভিহিত করা হয় ॥ ১ ॥

আভাস ।

সংযম হয় এবং তদুপলক্ষে আন্তরিক ও বাহ্যিক বিবিধ সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল; সমাধির কথা দূরে থাকুক, কোন একটী বস্তুকে ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। একটী বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করিয়া তাহার ভাল মন্দ কিছু চিনিতে না চিনিতে বিষয়ান্তরে পতিত হয়; সুতরাং তাহার কোন বিষয়েরই প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। অতএব ভৃত্যকে যেমন উপর্য্যপরি আজ্ঞা করিয়া, তাহার কার্য্য সম্পাদনের শক্তিকেও আমরা নষ্ট করি, সেইরূপ কেবল প্রয়োজন ভাগের প্রতি দৃষ্টি করত, চিত্তকে একে একে বিবিধ বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন করি। যে বিষয়ই চিত্ত অবলম্বন করে, সম্পূর্ণ ভাবে তাহার আলোচনা করিবার অবসরও আমরা তাহাকে দিই না; সুতরাং বিচিত্র অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া, চিত্তও চরিত্র হারাইয়া ফেলে। অতএব প্রথমত চিত্তের চরিত্র সংশোধন করা প্রয়োজন। চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী না হইয়া, প্রথমত চিত্ত যাহাতে স্থির হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন। স্থির চিত্তকে অবলম্বনীয় রূপে যাহাই প্রদান করা হইবে, তাহাতেই সফল-কাম হওয়া যায়। এই চাঞ্চল্য নিবারণার্থ বস্তু বিশেষেরও নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। দেহের অভ্যন্তরে নাভিচক্র, নাসাগ্র, মূর্দ্ধজ্যোতিঃ, হৃদ্‌পদ্ম, জিহ্বাগ্র বা কণ্ঠকূপ প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরস্থ বিষয় বা বাহিরের দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি যে কোন বিষয়কে অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত যখন স্থির হয়, অন্য বিষয়ের চিন্তা আর করে না, তখনই ধারণা হয়। এ ধারণা সহজে হয় না। প্রথমত চিত্তের হিংসা দ্বেষাদি বৃত্তির নিবারণ কল্পে জগতের সহিত মিত্রভাবাদির অভ্যাস, তৎপরে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহারাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রমুখ ভাবের নিবারণ করত, উপদ্রব-শূন্য স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নাসাগ্রাদিতে চিত্ত সংযত করত, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসার্থ চিত্তকে স্থির করিবার চেষ্টা করা বিধেয় ॥ ১ ॥

যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত একবার স্থির হয়, সেই স্থিরভাবকে ক্রমশ

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥ ২ ॥
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥ ৩ ॥

তত্র অবলম্বিতে বিষয়ে প্রত্যয়স্য তন্নিষ্ঠজ্ঞানস্য একতানতা স্বরূপপ্রবাহঃ বস্তুং বিনা তৎস্বরূপপ্রাপ্তিঃ এব ধ্যানং॥ ২॥

তৎ ধ্যানালম্বনং এব অর্থমাত্রনির্ভাসং (অর্থমাত্রস্য জ্ঞানবিষয়স্য নির্ভাসং প্রতীতিঃ) স্বরূপশূন্যং ইব (ধ্যাতুরাত্মনঃ উপলব্ধিং অনপেক্ষ্য এব অবস্থানং) সমাধিঃ॥ ৩॥

তত্র তস্মিন্ প্রদেশে যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র প্রত্যয়স্য জ্ঞানস্য যা একতানতা বিসদৃশপরিণামপরিহারদ্বারেণ যদেব ধারণায়াং অবলম্বনীকৃতং তদবলম্বনতয়ৈব নিরন্তরমুৎপত্তিঃ সা ধ্যানমুচ্যতে॥ ২॥ চরমযোগাঙ্গং সমাধিমাহ।

তদেবোক্তলক্ষণং ধ্যানং যত্রার্থমাত্রনির্ভাসং অর্থাকারসমাবেশাদুদ্ভূতার্থরূপং ন্যগ্ভূতজ্ঞানস্বরূপত্বেন স্বরূপশূন্যতামিবাপদ্যতে স সমাধিরিত্যুচ্যতে। সম্যগাধীয়তে একাগ্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্ পরিহৃত্য মনো যত্র স সমাধিঃ॥ ৩॥ উক্তলক্ষণস্য যোগাঙ্গত্রয়স্য ব্যবহারায় স্বশাস্ত্রে তান্ত্রিকীং সংজ্ঞাং কর্ত্তু্মাহ।

চিন্তনীয় বিষয়ের ভাব চিত্তে অপ্রতিহত ভাবে উদিত থাকাকেই ধ্যান নামে উল্লেখ করা হইয়াছে॥২॥

যখন সেই ধ্যেয় বিষয়টীমাত্র চিত্তে উদ্ভাসিত থাকে, ধ্যানকারী বা ধ্যান-ব্যাপারের কোন আর প্রতীতি হয় না, তখনই তদ্বিষয়ের সমাধি হইল, বলিয়া স্বীকার্য্য॥ ৩॥

আভাস।

পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। নিরন্তর প্রবাহ-মূর্ত্তিতে ধ্যেয় বিষয়টী চিত্তে ইচ্ছামত উদিত রাখিবার যোগ্যতাই ধ্যান।

এই ধ্যানই যখন কালত প্রশস্ত হয়, তখনই সমাধি। ধারণা অপেক্ষা ধ্যানের কাল অধিক এবং ধ্যানের অপেক্ষা সমাধির কাল আরও অধিক। এই কালের নির্ণয়ার্থ গরুড় পুরাণে উক্ত আছে যে, প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভি র্যাবৎ কালঃ কৃতো ভবেৎ। স তাবৎকাল পর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ।" অর্থাৎ দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিতে যত সময় লাগে, তত সময় চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে, একবার ধারণা করা হয়। এই প্রকার দ্বাদশবার ধারণার কালে একবার ধ্যান এবং তাহার দ্বাদশগুণ কালে সমাধি হয়। ধারণা ধ্যানে আত্মবোধ থাকে; সমাধিতে

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ং (ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং) একত্র (একস্মিন্‌ বিষয়ে উত্তরোত্তরং প্রবর্ত্তমানং) সংযমঃ ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

একস্মিন্‌ বিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযমসংজ্ঞয়া শাস্ত্রে ব্যবহ্রিয়তে ॥ ৪ ॥ তস্য ফলমাহ ।

ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি পর পর অব্যাহত গতিতে সুনিষ্পন্ন হইলে, সংযম নামে অভিহিত করা হয় ॥ ৪ ॥

আভাস ।

আত্মবোধ বা ক্রিয়া-বোধও থাকে না; কেবল ধ্যেয়াকারে চিত্ত বিহ্বল থাকিয়া সমাধির অনুষ্ঠান ঘটে । ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরং । নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে । নির্ব্বাতদীপের ন্যায়, চিত্ত যখন ধ্যেয়চিন্তনে নিমগ্ন হইয়া, ধ্যানকর্ত্তা এবং ধ্যানক্রিয়া বিস্মৃত হয়, তখনই সমাধির পরিচয় । সমাধির প্রারম্ভে কেবল কাল ও ভাবের পরিচয় বটে, কিন্তু পরিপক্ক হইলে, অদ্ভুত ফলের পরিচয়ে সমাধিই যোগসিদ্ধিতে পরিণত হয় । কারণ এই সংযোগের একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে চিন্তনীয় বিষয় আর আত্মগোপন করিতে পারে না; সে আপনার ভিতর বাহিরের যাবতীয় ভাব চিত্ত-সমীপে প্রকাশ করিয়া ফেলে; এবং চিত্তও তাহার শক্তিতে পুষ্ট হইয়া, তদনুরূপ বল ও বীর্য্যের পরিচয় দিতে পারে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে যেন পৃথক্‌ ভাবে অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু পরে এই তিন ব্যাপারই একটী কোন অবলম্বনের আশ্রয়ে যখন আরম্ভ হয়, তখন তাহাকেই শাস্ত্রকার সংযম নামে অভিহিত করিয়াছেন । অতএব সংযম বলিলে, এই তিনটীর একত্রে ক্রিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

সংযম পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত হইলে, চিত্তে একটী প্রকাশভাব জ্ঞান-শক্তির উদয় হয়, যাঁহাকে শাস্ত্রে প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই প্রজ্ঞার শক্তি অসামান্য ! ইহা কোন বাধা বিপ্রতিপত্তি মানে না; অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে এবং অতি বৃহৎ মহত্তে পর্য্যন্ত ইহার প্রবেশের অধিকার আছে । প্রকৃতি-স্তরে এমন কোন পদার্থ নাই যে, ইহার গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে । কারণ ইহা প্রকৃতির অতীত বস্তু । এতকাল চিত্তের বিষয়- সম্বন্ধ-জনিত চঞ্চলতা নিবন্ধন প্রসারিত

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

তজ্জয়াৎ (তস্য সংযমস্য জয়াৎ অভ্যাসেন স্থিরীকরণাৎ) প্রজ্ঞালোকঃ প্রজ্ঞায়াঃ জ্ঞানরূপায়াঃ আলোকঃ উদয়ঃ ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য সংযমস্য জয়াদভ্যাসেন সাত্ম্যোৎপাদনাৎ প্রজ্ঞায়া বিবেকখ্যাতেরালোকঃ প্রসরো ভবতি। প্রজ্ঞা জ্ঞেয়ং সম্যগবভাসয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তস্যোপযোগমাহ।

অভ্যাসের পারিপাট্যে সংযম আয়ত্ত হইলে, জ্ঞানজ্যোতিঃ পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রকটিত হয় ॥ ৫ ॥

আভাস।

হইবার পথ পায় নাই, সুতরাং কুঞ্চিতাকারে অতি সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া, বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে সামান্যত উপলব্ধির কার্য্যমাত্র করিতেছিল; এক্ষণে সংযমের প্রভাবে চিত্তের মালিন্য অপসারিত হওয়ায়, উক্ত প্রজ্ঞার প্রসারিত হইবার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া প্রবল বেগে উহা প্রসারিত হইতে থাকে। কোন গৃহের অভ্যন্তরে যদি এক ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তখন ঐ গৃহের দুই একটী গবাক্ষের সাহায্য ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির বহির্দৃষ্টির আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং তাহাকে বাহ্যজ্ঞানের জন্য প্রতিবারে গবাক্ষের নিকট আসিতে হয়। কিন্তু যদি উক্ত গৃহের দ্বারটী উন্মোচন করিয়া দেওয়া হয়, তখন সে আর গবাক্ষের আশ্রয় না লইয়া, দ্বারদেশ দিয়াই সমস্ত দেখিতে পায়, সেইরূপ সংযমের প্রভাবে চিত্তের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায়, প্রজ্ঞার আলোক প্রবলবেগে বাহিরে প্রসৃত হয়; এবং তখন তাহাকে যাহার প্রতিই প্রয়োগ করা যায়, তাহার প্রত্যেক ভাবের অবধারণে যোগীকে কৃতার্থ করে; সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

এই প্রজ্ঞাকে তখন অতি স্থূল বিতর্ক ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া, পর পর সূক্ষ্ম বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ভূমিকে অবধারণার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বৃক্ষের শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে হইলে, প্রথমত তাহার স্থূল স্কন্ধকে যেমন আলিঙ্গন করিতে হয়; এবং যত উপরে উঠা যায়, তখন তাহার উপরও উঠিবার পথ আপনিই নির্দ্ধারণ করিতে পারে, ঐরূপ প্রজ্ঞাবলে নিম্নের একটী অতি স্থূলস্তরকে অবধারণ করা সমাপ্ত হইলে, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর প্রজ্ঞা আপনি প্রদর্শন করিয়া তদভিমুখে অবধারণার্থ স্বয়ংই অগ্রসর হইয়া থাকে। তখন আর শিক্ষকের অপেক্ষা, থাকিবে না। কিন্তু যাহারা এই যোগশাস্ত্রের উপদেশকে উপেক্ষা করত, নিম্নে কোন

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥
ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

ভূমিষু সম্প্রজ্ঞাতাদ্যবস্থাসু তস্য সংযমস্য যথোত্তরং বিনিয়োগঃ প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৬ ॥

ত্রয়ং (ধারণা-ধ্যান-সমাধি-লক্ষণং) পূর্ব্বেভ্যঃ যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ অন্তরঙ্গং সাক্ষাৎ সাধনং ॥ ৭ ॥

তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মাবলম্বনভেদেন স্থিতাসু চিত্তবৃত্তিষু বিনিয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ। অধরামধরাং চিত্তভূমিং জিতাং জিতাং জ্ঞাত্বোত্তরস্যাং ভূমৌ সংযমঃ কার্য্যঃ। ন হ্যনাত্মীকৃতাধরভূমিরুত্তরস্যাং ভূমৌ সংযমং কুর্ব্বাণঃ ফলভাগ্‌ ভবতি ॥ ৬ ॥ সাধনপাদে যোগাঙ্গানি অষ্টৌ উদ্দিশ্য পঞ্চানাং লক্ষণং বিধায় ত্রয়াণাং কথং ন কৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

পূর্ব্বেভ্যো যমাদিভ্যো যোগাঙ্গেভ্যঃ পারম্পর্য্যেণ সমাধেরুপকারকেভ্যো ধারণাদি-যোগাঙ্গত্রয়ং সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপ-নিষ্পাদনাৎ ॥ ৭ ॥ তস্যাপি সমাধ্যন্তরাপেক্ষয়া বহিরঙ্গত্বমাহ।

সংযমের অভ্যাস হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক-বিচার, আনন্দ ও অস্মিতাদি যেমন স্থূল সূক্ষ্ম ভূমির বর্ণন করা হইয়াছে, সেই সকল ভূমিকাতে স্থূল সূক্ষ্মক্রমে চিত্তকে সংযমিত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন; এবং তাহাতেই আশু ফল-লাভ হইয়া থাকে ॥৬॥

যমাদি আটটীকে যোগের অঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইলেও ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নামে তিনটী শেষোক্তই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির সাক্ষাৎ সাধনোপলক্ষে অন্তরঙ্গ এবং পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার নামক পাঁচটী সাধন পরম্পরায় বহিরঙ্গ ॥ ৭ ॥

আভাস।

পরিশ্রম না করিয়া, একেবারে শীর্ষস্থানের অবলম্বনে যোগে অগ্রসর হন, বা কিঞ্চিৎ বিভূতির পরিচয় লাভে উন্মত্ত হন, তাঁহারা কখন যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই প্রজ্ঞার উদয়-কামনায় যোগীর বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

সংযম নামে অভিহিত যোগাঙ্গত্রয় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্যান্য যোগাঙ্গ অপেক্ষা সমাধিকার্য্যে অন্তরঙ্গ; অর্থাৎ সাক্ষাৎসাধন। যমাদি পঞ্চাঙ্গের দ্বারা

তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য ॥ ৮ ॥

তৎ ধারণাদিত্রয়ং অপি নির্ব্বীজস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপস্য অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধেঃ বহিরঙ্গং পারম্পর্য্যেণ উপকারকং ॥ ৮ ॥

নির্ব্বীজস্য নিরালম্বনস্য শূন্যভাবনা-পরপর্য্যায়স্য সমাধেরেতদপি যোগাঙ্গত্রয়ং বহিরঙ্গং পারম্পর্য্যেণোপকারকত্বাৎ ॥ ৮ ॥ ইদানীং যোগসিদ্ধীর্ব্যাখ্যাতুকামঃ সংযমস্য বিষয়ং বিশুদ্ধিং কর্তুং ক্রমেণ পরিণামত্রয়মাহ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধির পক্ষে উক্ত ধারণা, ধ্যান, সমাধি ত্রয়ও বহিরঙ্গ। অর্থাৎ সবীজ সমাধির সাক্ষাৎ উপকারক হইলেও, নির্বীজ সমাধির পক্ষে পরম্পরা ভাবে উপকারক মাত্র ॥ ৮ ॥

আভাস।

দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের মালিন্যাপসরণে শক্তির সঞ্চার হয়; এবং পরে সংযমের দ্বারা অভিলষিত বিষয়ে চিত্তকে নিয়োজিত করা সুগম হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ পঞ্চ বহিরঙ্গ এবং শেষোক্ত তিনটী অন্তরঙ্গ ॥ ৭ ॥

যে সমাধিতে ধ্যানের বিষয় থাকে, তাদৃশ সবীজ সমাধির পক্ষে উক্ত ধারণাদি অঙ্গত্রয় অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধন হইলেও, নির্বীজ সমাধিতে, অর্থাৎ যাহাতে ধ্যানের কোন বিষয় থাকে না, সমস্ত অবলম্বনীয় বিষয়কে একে একে পরিত্যাগ করত, যে জ্ঞান-মাত্রার দ্বারা জ্ঞেয় অবধারিত হইতেছিল, সেই জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হইবার ন্যায়, নিশ্চিন্ত ভাবের সমাধি হয়; তাদৃশ নিবীজ সমাধি-যোগের পক্ষে বহিরঙ্গ। অর্থাৎ পরম্পরা সাধন বলিয়াই স্বীকার্য্য। এই নির্বীজ সমাধিকে শাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

ভোগাবস্থার ন্যায়, সবীজ সমাধিকালে চিত্তে যে সমস্ত বিষয়ের উদয় হয়, চিত্ত তাহা অবধারণ করে; এবং যখন অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিকালে চিত্তে কোন বিষয়েরই উদ্ভাসন হইতেছে না, নিশ্চিন্ত আছি; এ ভাবও ঐ চিত্তই অনুভব করিতে পারে। অতএব পূর্ব্বক্ষণে চিন্তনীয় বিষয়-বিশিষ্ট চিত্ত এবং পরক্ষণে চিন্তাশূন্য চিত্ত এই উভয় ভাব অবলম্বনে চিন্তা করিতে করিতে যখন চিন্তাবিশিষ্ট ভাবের অপগমে কেবল চিন্তাহীন চিত্ত-ভাবের উদ্ভাসন নিরন্তর হয়, সেই ভাবকে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম ভাব বলা হয়। এই নিরোধ-পরিণাম কালে সাধকের

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থান-সংস্কারস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য উপভোগলক্ষণস্য অভিভবঃ অনুদয়ঃ, তথা নিরোধ-সংস্কারস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য নির্ব্বিষয়-ভাবস্য প্রাদুর্ভাবঃ উদয়ঃ, যদা ভবতি তদা নিরোধ-ক্ষণ-চিত্তস্য যঃ অন্বয়ঃ উভয়ান্বিততয়া ধর্ম্মিমাত্রতয়া অবস্থানং সঃ নিরোধ-পরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া চেতসঃ পরিণামঃ। তাভ্যাং ব্যুত্থাননিরোধাভ্যাং যৌ জনিতৌ সংস্কারৌ তয়োর্যথাক্রমং অভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ যদা ভবতঃ। অভিভবো ন্যগ্‌ভূততয়া কার্য্যকরণাসামর্থ্যেনা-বস্থানম্। প্রাদুর্ভাবো বর্ত্তমানেঽধ্বনি অভিব্যক্তরূপতয়া আবির্ভাবঃ। তদা নিরোধক্ষণে চিত্তস্যোভয়ক্ষণবৃত্তিত্বাদন্বয়ো যঃ স নিরোধ-পরিণাম উচ্যতে। অয়মর্থঃ যদা ব্যুত্থানসংস্কাররূপো ধর্ম্ম স্তিরোভূতো ভবতি। নিরোধসংস্কাররূপশ্চ আবির্ভবতি ধর্ম্মিরূপতয়া চ চিত্তমুভয়াত্মকত্বেঽপি নিরোধাত্মনাবস্থিতং প্রতীয়তে তদা স নিরোধপরিণামশব্দেন ব্যবহ্রিয়তে। চলত্বাদ্‌গুণবৃত্তস্য যদ্যপি-চেতসো নিশ্চলত্বং নাস্তি তথাপি এবম্ভূতপরিণামঃ স্থৈর্য্যমুচ্যতে ॥ ৯॥ তস্যৈব ফলমাহ।

সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে ভোগাবস্থার ন্যায়, একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সংস্কার চিত্তে উদিত থাকে; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কিন্তু চিন্তার কোন বিষয় থাকে না। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সংস্কার চিত্তে পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে সে সংস্কারের বিলয়ে চিত্ত নির্ব্বিষয়-ভাবে অবস্থান করিতেছে; অতএব আমি কোন বিষয়ের চিন্তা করিতেছি না বলিয়া, চিত্তের বিষয়-শূন্য অবস্থাকে চিন্তা করাই চিত্তের নিরোধ-পরিণাম ॥ ৯ ॥

আভাস।

অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, তৎকালে চিত্তস্থ চিন্তনীয় বিষয়গুলিরই কেবল অপগম হয়, তাহা নহে; চিত্তের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। সংসারে সকল বস্তুই পরিণামশীল। কারণ মূল কারণস্থানীয় গুণত্রয়ই যখন পরিণামশীল, সুতরাং সেই গুণত্রয়ের বৈষম্যে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থই পরিণামশীল। কেবল চৈতন্য-শক্তির কোন পরিণাম নাই। অতএব চিত্তও পরিণামশীল। সুতরাং চিন্তা করা যেমন চিত্তের অবস্থা, চিন্তা না করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকাও চিত্তের একটী

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

সংস্কারাৎ নিরোধ-ভাবনাবলাৎ, তস্য নিরস্ত-সমস্ত-ব্যুত্থান-ভাবস্য চিত্তস্য প্রশান্তবাহিতা নিরোধ-সংস্কার-পরম্পরোদয়েন সদৃশ-পরিণামিতা ভবতি ॥ ১০ ॥

তস্য চেতসো নিরুক্তান্নিরোধ-সংস্কারাৎ প্রশান্তবাহিতা ভবতি। পরিহৃত-বিক্ষেপতয়া সদৃশপ্রবাহ-পরিণামি চিত্তং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ নিরোধ-পরিণামং অভিধায় সমাধিপরিণামমাহ।

এই বিষয়-চিন্তা-শূন্য চিত্তস্বরূপের ভাবনা ক্রমশঃ প্রশস্ত ভাব ধারণ করিলে, আর বিষয়-চিন্তা স্থান পায় না; চিত্তের স্বগত প্রশান্ত ভাবেরই উদয় হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

আভাস।

পরিণাম-বিশেষ বা অবস্থা বলিয়াই জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত বিষয় সমূহের সংশ্রবে চিত্তে চিন্তা করা একটী অবস্থা আসিয়াছিল, এক্ষণে বিষয় আহরণের অভাবে, চিত্তে ক্রমশঃ চিন্তা না করিয়া, সুস্থভাবে থাকিবার অবস্থা উপনীত হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে চিত্তেরই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করা হইল; এবং সে পরিণামের নাম নিরোধ-পরিণাম। এই কথা বুঝাইবার অভি-প্রায়ে আমরা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ নামে চিত্তেরই পাঁচটী অবস্থা বা পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। অতএব কেবল বিষয় চিন্তা পরিহার করিলেই যোগী হওয়া যায় না; এই পরিহারকে অভ্যাস করত বহুকালের নিরন্তর যত্নে চিত্তের পরিণাম-ভাবের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। বিষ দেহের দূরবর্ত্তী অঙ্গুল্যাদিকে স্পর্শ করিলেও, যেমন ক্রমশঃ পরিণামে মূল মস্তিষ্ককে আক্রমণ করত, মৃত্যুকে আনয়ন করে; বিষয়-সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া, সেইরূপ কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রামকেই যে বিকৃত করে, তাহা নহে; ক্রমশঃ অন্তরে প্রবেশ করত, মূল চিত্তকেও বিকৃত করত, সংসার আনয়ন করে। প্রচণ্ড বাত্যা প্রভাবে অট্টালিকাদি বাস-ভবন ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত হইয়া পড়ে, কিন্তু বাত্যার উপশমেই পূর্ব্ববৎ হয় না; গৃহাদি বাস-ভবনের পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়; নতুবা বাসোপযোগী হয় না। সেইরূপ চিন্তা করিবার বিষয় আর আমার নাই বলিলেই, মুক্তিলাভ হয় না। চিন্তার স্রোতে বিকৃত চিত্তকে চেষ্টা দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা প্রয়োজন। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রকার নিরোধ পরিণামের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ নদী বা সমুদ্র

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

চিত্তস্য সর্ব্বার্থতায়াঃ নানাবিষয়-গ্রাহিতায়াঃ, বৃত্তেঃ ক্ষয়ঃ বিনাশঃ, একাগ্রতায়াঃ একস্মিন্ এব অবলম্বনে সম্যক্ অবস্থান-বৃত্তেঃ, উদয়ঃ আবির্ভাবঃ, এব সমাধি-পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বার্থতা চলত্বান্নানাবিধার্থগ্রহণং চিত্তস্য বিক্ষেপো ধর্ম্মঃ। একস্মিন্নেবালম্বনে সদৃশপরিণামিতা একাগ্রতা সাপি চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। তয়োর্যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ সর্ব্বার্থতা-লক্ষণস্য ধর্ম্মস্য ক্ষয়োঽত্যন্তাভিভবঃ একাগ্রতা-লক্ষণস্য ধর্ম্মস্য প্রাদুর্ভাবোঽভিব্যক্তি-শ্চিত্তস্যোদ্রিক্তসত্ত্বস্যান্বয়িতয়াবস্থানং সমাধিপরিণাম ইত্যুচ্যতে। পূর্ব্বস্মাৎ পরি-ণামাদস্যায়ং বিশেষঃ। তত্র সংস্কারলক্ষণয়োর্ধর্ম্ময়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ পূর্ব্বস্য

সাধারণতঃ চিত্ত কখন বহু বিষয়ে ব্যাপৃত হয় এবং কখনও বা একটীমাত্র বিষয় লইয়াই অবস্থান করে। এই উভয়বিধ অভ্যাসের আভাস।

প্রভৃতিতে বায়ুর উদ্রেক হইলে, জল তরঙ্গায়িত হইতে থাকে; কিন্তু বায়ু উপশমিত হইবামাত্র, জলের উদ্‌বেলিত ভাব স্তিমিত হয় না। নদী আপনার অন্তর্নিহিত প্রশান্ত ভাবকে আপনি আনয়ন করত, ক্রমশঃ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। আমাদের চিত্তও বিষয়-সম্পর্কের অভাবে স্বকীয় নিরুদ্ধ ভাবের পরিচিন্তনে, ক্রমশঃ নিরুদ্ধা-বস্থায় পরিণত হয়। তখন তাহার প্রশান্ত ভাবের উদয়ে, প্রতিবিম্বিত চিদাভাস মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সুবর্ণখণ্ড যখন একটী পাত্রস্থ হইয়া অগ্নির সম্পর্ক করে, তখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে অগ্নিকে গ্রহণ করত, নিজের কঠিনভাব পরিত্যাগে তরল হইয়া পড়ে; এবং অগ্নিময় ভাবে স্বয়ং পরিচিত হয়। কিন্তু যদি আশ্রয় পাত্রের কোন স্থানে কিছু ছিদ্র পায়, অমনি সেই দ্বার দিয়া বাহিরে নির্গত হয় ও আপনার কাঠিন্যেরই পরিচয় দিতে থাকে। আমাদের চিত্তেরও ঐরূপ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভেদে দ্বিবিধা গতি আছে। চৈতন্যের সহচারে (সম্পর্কে) তাহার এই দ্বিবিধা গতিরই উদ্রেক হইয়া থাকে। তৎ-কালে চিত্ত যদি সংসারের পথ ইন্দ্রিয়-সহায়ে উন্মুক্ত পায়, তখনই চেতনকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিষয়াভিমুখেই ধাবিত হইতে থাকে; নতুবা চৈতন্যের আশ্রয়ে চিত্তের একটী বিরাম এবং পরম-নিবৃত্তি ভাবেরই উদয় হইতে থাকে। ছিদ্র থাকিলে আসক্তি আপনি আইসে এবং পথ রুদ্ধ হইলে, বিরাম স্বতই থাকে। নিরোধ-

ব্যুত্থানসংস্কাররূপস্য ন্যগ্ভাব উত্তরস্য নিরোধসংস্কাররূপস্যোত্তবোহভিভূতত্বেনা-বস্থানম্। ইহ তু ক্ষয়োদয়াবিতি সর্ব্বার্থতারূপস্য বিক্ষেপস্যাত্যন্ততিরস্কারাদনুৎ-পত্তিরতীতেহধ্বনি প্রবেশঃ ক্ষয়ঃ; একাগ্রতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য উদ্ভবো বর্ত্তমানেহধ্বনি প্রকটত্বম্॥ ১১॥ তৃতীয়মেকাগ্রতাপরিণামমাহ।

মধ্যে বহু বিষয়ে ব্যাপৃত থাকার অভ্যাসকে পরিত্যাগ করাইয়া, একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অবলম্বনে অবস্থান করার অভ্যাসই চিত্তের সমাধি-পরিণাম ॥ ১১ ॥

আভাস।

পরিণামই চিত্তের বিরাম ভাব। এই অবস্থায় চিত্ত পরিণতির ক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া, চিদানন্দে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পরমানন্দ মূর্ত্তিতেই বিরাম সুখ অনুভব করে। কিন্তু যদি স্বশক্তির প্রচয়ার্থ পথ পায়, অমনি চৈতন্যস্বরূপকে পৃষ্ঠপোষক রূপে পশ্চাতে রাখিয়া ব্যাপৃত হইবার অভ্যাসকে গ্রহণ করে, এবং সম্মুখে যাহাই পায়, বিচার না করিয়াই তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে চেষ্টা করে। একটী বালককে যদি মনোহারীর দোকানে বসান হয়, সে তথাকার সকল বস্তুকেই দুই হস্তে গ্রহণে অভিলাষী হয়; পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তি কিন্তু প্রয়োজন মত দুই একটী পদার্থ লইয়াই নিরস্ত হয়। আমাদের চিত্তেও ঐরূপ বালক ভাব ও যুবাভাব এই উভয় ভাব-বিশিষ্ট অভ্যাস আছে। যোগীর পক্ষে স্বকীয় চিত্তের এই উভয়বিধ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। কেহ একটী বিষয়ের অবলম্বনে নির্জ্জনে দিন অতিবাহিত করিতে পারেন, কেহ বা অনেক লোকের সংস্রবে অনেক বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, থাকিতে পারেন না। প্রত্যেক চিত্তেরই এই উভয়বিধ দোষ আছে; যাহা ব্যবহারের দোষে মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কখন কোন্ স্বভাবের উদয় হয়, প্রথমত তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন; পরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সহায়ে চিত্তের সর্ব্বার্থতা ভাবের নিরোধে, নির্দ্দিষ্ট একটী অভিমত ভাবে নিবদ্ধ থাকিবার চেষ্টা করা বিধেয়। ক্রমশঃ যোগী যখন বুঝিবেন যে, তাঁহার চিত্ত একত্রে বহুবিষয় আর স্পর্শ করে না, একটীর অবলম্বনেই নিরত থাকে, এই বুঝা ভাবকেই সমাধি-পরিণাম বলে। ১১॥

তখন যোগী দেখিবেন, যে একটী বিষয় তাঁহার চিত্ত অবলম্বন করিয়াছে বটে,

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ॥১২

শান্তঃ অতীতঃ, উদিতঃ বর্ত্তমানঃ, তৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ বিষয়ত্বেন তুল্যরূপতয়া প্রতীতৌ ভবতঃ তদা চিত্তস্য একাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

সমাহিতস্যৈব চিত্তস্যৈকপ্রত্যয়ো বৃত্তিবিশেষঃ। শান্তোঽতীতমধ্বানং প্রবিষ্টঃ। অপরস্তু উদিতো বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্ফুরিতঃ। দ্বাবপি সমাহিতচিত্তত্বেন তুল্যাবেকরূপালম্বনত্বেন সদৃশৌ প্রত্যয়াবুভয়ত্রাপি সমাহিতস্যৈব চিত্তস্যাবস্থিত্বেনাবস্থানং স একাগ্রতা পরিণাম ইত্যুচ্যতে ॥ ১২॥ চিত্তপরিণামোক্তং রূপমন্যত্রাপ্যতিদিশন্নাহ।

যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করত চিত্ত চিন্তা আরম্ভ করে, সেই বিষয়ের ভাবান্তরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পূর্ব্বক্ষণে তাহার যে মূর্ত্তি অবলম্বনে চিন্তার আরম্ভ হইয়াছিল, পরক্ষণে তাহার সেই মূর্ত্তিকেই রক্ষা করত, চিন্তার স্রোত যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, চিত্তস্বরূপেরও ভাবান্তর না ঘটিয়া, একাগ্রতা পরিণামের পরিচয় হয় ॥ ১২॥

আভাস।

কিন্তু অবলম্বন তত পাকা নহে। কারণ সে একটীরও পূর্ণ বিকাশ হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পুত্রটীকে যখন চিত্ত ভাবে, তখন তাহার বর্ত্তমান মূর্ত্তিটীকেই চিন্তা করিতে পারে; পুত্রের বাল্যভাব যাহা অতীত হইয়াছে, চিত্ত তাহা স্মরণ করত, হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারে না; সুতরাং বস্তুর একাংশই দেখা বা ভাবা হইল; পূর্ণাংশের জ্ঞান আর হইল না। সুতরাং তাহাকেও একাগ্রতা বলা যায় না। অতএব বস্তুর অতীত ভাবটীও বর্ত্তমান ভাবের ন্যায় তুল্যবেশে হৃদয়ে জাগরূক থাকাই একাগ্রতা। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ বা কালী বলিয়া যে মূর্ত্তির উদয় চিত্তে একবার হইল, ক্ষণকাল তাহাকে ধারণা করিতে না করিতে; চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল; কি ভাবিতেছিল, তাহা রক্ষা করিবারও ক্ষমতা চিত্তে নাই; চিত্ত যেন চিন্তাশূন্য নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। সুতরাং জিহ্বার দ্বারা আবার নাম উচ্চারণ করিয়া, চিত্তকে জাগাইতে হইল; তখন সে আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি লইতে সক্ষম হইল। এই প্রকারে বারংবার গ্রহণ করাইতে করাইতে, যখন দেখিবেন যে, চিত্তে আর অবসাদ আইসে না; আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত একভাবে ভাবনীয় বিষয়টী চিত্তে উদ্ভাসিত

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৩॥

এতেন উক্তেন ত্রিবিধ-চিত্তপরিণামেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু স্থূলসূক্ষ্মেষু ইন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামাঃ (ধর্ম্মপরিণামঃ, লক্ষণপরিণামঃ, অবস্থাপরিণামঃ চ) ব্যাখ্যাতাঃ কথিতাঃ ॥ ১৩ ॥

এতেন ত্রিবিধেনোক্তেন চিত্তপরিণামেন ভূতেষু স্থূলসূক্ষ্মেষু ইন্দ্রিয়েষু বুদ্ধি-কর্ম্মান্তঃকরণভেদেনাবস্থিতেষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন ত্রিবিধপরিণামো ব্যাখ্যাতো-হবগন্তব্যঃ। অবস্থিতস্য ধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরাপত্তিঃ ধর্ম্মপরিণামঃ। যথা মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘটরূপধর্ম্মান্তরস্বীকারো ধর্ম্মপরিণাম

নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা নামক চিত্তের ত্রিবিধ পরি-ণামের উল্লেখের দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূত, একাদশ

আভাস।

রহিয়াছে; তখন চিত্তে একাগ্রতার শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারই নাম একাগ্রতা পরিণাম॥ ১২ ॥

নিরোধ-পরিণাম, সমাধি-পরিণাম ও একাগ্রতা-পরিণামের উল্লেখে চিত্তের ত্রিবিধ পরিণামের পরিচয়ের দ্বারা, তদপেক্ষা স্থূল তত্ত্ব পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগ্রামেরও যে ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থাগত পরিণাম আছে, তাহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আরও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থমাত্রই উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণামের অন্তর্গত। অবশ্য চিত্তের পরিণাম কালে এই তিনটীর নাম উল্লেখ না করিলেও, ফলে তাহাও চিত্তে স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ নিরোধ পরিণামের উল্লেখে বুঝান হইয়াছে যে, প্রকৃত অবস্থাতে থাকা এবং আসক্তির উদয়ে সংসারা-ভিমুখী হওয়া যখন চিত্তেরই ধর্ম্ম, তখন চিতের সংসর্গে চিন্ময় থাকা এবং চৈতন্যের বৈপরীত্যে বিকৃতভাবে পরিণত হওয়া বা নিরুদ্ধ হওয়াও চিত্তের স্বকীয় ধর্ম্ম পরিণাম; তাহার লক্ষণেরও পরিচয় হয়, যখন চিত্ত বহুব্যাপারী বা একাগ্রভাবে অবস্থান করে। তাহার পরিণামে এরূপ অবস্থায় চিত্ত পরিণত হয় যে, একটী বিষয় কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতেও স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না; ইহাই চিত্তের অবস্থা পরি-ণাম। প্রত্যেক পদার্থেরই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাগত ভেদ প্রথমত পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। বস্তু যে গুণ বা ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ব্যাঘ্র হিংসা

ইত্যুচ্যতে। লক্ষণপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্যানাগতাধ্ব-পরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্ব-স্বীকারঃ। তৎপরিত্যাগেনাতীতাধ্বপরিগ্রহ অবস্থাপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্য প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সদৃশয়োঃ কাললক্ষণয়োরন্বয়িত্বেন যতশ্চ গুণবৃত্তির্ন অপরিণামমানা ক্ষণমপ্যস্তি ॥১৩॥ নন্বু কোঽয়ং ধর্ম্মীত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মিণো লক্ষণমাহ।

ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণেরও যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ পরিণাম আছে, তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

আভাস।

ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, সুতরাং হিংসাবৃত্তিই তাহার ধর্ম্ম; চক্ষু দর্শন ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, সুতরাং অবলোকন ধর্ম্ম-বিশিষ্টই চক্ষু। অন্যান্য পশুর অপেক্ষা ব্যাঘ্রের এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও নাসিকা অপেক্ষা চক্ষুর বিশেষত্ব বা পৃথক্ পরিচয়ত্বই তাহার লক্ষণ। এদিকে কখন ব্যাঘ্র হিংসা ভাবের পরিচয় দেয় এবং কখনও বা দেয় না এবং চক্ষু কখন দর্শন করে এবং কখনও বা আপনাতেই আপনি অস্তমিত থাকে, ইহাই ব্যাঘ্র বা চক্ষুর অবস্থা-পরিণাম। এক্ষণে দেখা যায় যে, উক্ত ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থারও পরিণাম হইয়া থাকে। বস্তু ব্যাঘ্রদেহ, যেমন নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, তাহার ধর্ম্ম হিংসা ক্রিয়া, তাহার আকৃতি এবং অবস্থাও পরিণামশীল। বালক-দশায় বৃদ্ধি-ধর্ম্ম ছিল; প্রৌঢ়কালে বৃদ্ধি-ধর্ম্মের অপগমে হ্রাস-ধর্ম্মের সূত্রপাত হইল। দেহের বাল্য-লক্ষণের পরিবর্ত্তনে যৌবনের লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়। জীবদ্দশায় দেহের অবস্থা যাহা থাকে, মরণান্তে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অতএব পদার্থের যেমন পরিবর্ত্তন হয়, পদার্থনিষ্ঠ ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য! এত পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া, যে এই সকল পরিণামের ঘটক, সে কোথায় এবং তাহার নাম কি? ॥ ১৩ ॥

প্রত্যেক পদার্থই ত্রিবিধ পরিণামে পরিব্যাপ্ত। কেহই স্বয়ং সিদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরস্থায়ী ভাবের পরিচয় দিতে পারে না। যাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় যে রূপে দেখা যায়, কিছু পূর্ব্বে সে তাহা ছিল না; এবং ক্ষণকাল পরেও বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে না; অবস্থান্তরিত হইয়া যায়। নদীর প্রবাহের ন্যায়, নিরন্তর প্রবাহে দৃশ্যমান জগৎ যেন কোন্ কক্ষে ছুটিতেছে! এবং অন্যভাব বা মূর্ত্তি কোথা হইতেই বা আসিয়া সে স্থান পূরণ করিতেছে! পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলেন, যেমন কোথা হইতে কত লোক আসিতেছে; এবং কোথায়ই বা

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

শান্তাঃ অতীতাঃ, উদিতাঃ বর্ত্তমানাঃ, অব্যপদেশ্যাঃ অনাগতাঃ শক্তিরূপেণ স্থিতাঃ যে ধর্ম্মাঃ তান্ অনুপতিতুং অনুগন্তুং শীলং যস্য সঃ ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

শান্তা যে কৃত-স্বস্বব্যাপারা অতীতেঽধ্বনি অনুপ্রবিষ্টাঃ। উদিতা যে অনাগতমধ্বানং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি। অব্যপদেশ্যা যে শক্তিরূপেণ স্থিতা ব্যপদেষ্টুং ন শক্যন্তে তেষাং যথাস্বংসর্ব্বাত্মকমিত্যেবমাদয়ো নিয়তকার্য্যকারণরূপযোগ্যতয়া অবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে। তং ত্রিবিধ-

অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগত ভাবরূপী ধর্ম্ম সমূহের আশ্রয়-

আভাস।

চলিয়া যাইতেছে, কে তাহার নিরূপণ করে? চক্ষুর দৃষ্টি কখন অনাবলোকিত ভাবে শূন্যময় ভাব নয়নগোচর করিল না। বাহ্য জগতের প্রত্যেক পদার্থও ঐরূপ দর্শনীয় ভাবের পরিচায়ক মার্গ মাত্র। এক একটীকে অবলম্বন করিয়া, কত নিত্য নূতন ভাবের যে স্ফূর্ত্তি হইতেছে, কে তাহার নিরূপণ করিতে পারে! ভবে পথ দিয়া জন-সমাগমের ন্যায়, অনন্ত ভাবের সমাগম নিরন্তর যাহাকে অবলম্বন করিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে অন্বেষণ করা মনুষ্য-বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, আশ্রয় আশ্রয়ীভাবের সমালোচনাই যেন মনুষ্যবুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য। একটী বটবীজ দর্শন করিলে, বট বৃক্ষের অস্তিত্ব আপাতত তন্মধ্যে পরিদৃষ্ট না হইলেও, কিছু কাল পরে উক্ত বীজই যখন অঙ্কুরিত হয়, তখনই বটবৃক্ষ তন্মধ্য হইতে নির্গত সুস্পষ্ট প্রতীত হয়; তখন বীজের আর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। বীজভাব শান্ত বা অতীত হইয়া, অঙ্কুরভাবে পরিণত; অঙ্কুর আবার বৃক্ষভাবে, বৃক্ষ পত্রে, কাষ্ঠে এবং কাষ্ঠ মৃত্তিকাতে। মণি-সমূহের অন্তরালবর্ত্তী সূত্ররূপে যে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এই সকল পরিণাম সহ্য করিতেছে এবং ভাবী সর্ব্ব পরিণামকে ক্রোড়ীকৃত রাখিয়া একে একে ক্রমপর্য্যায়ে বাহির করিতেছে এবং পূর্ব্বটীকে উপসংহার করিতেছে, শাস্ত্র তাহাকেই ধর্ম্মী নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব যে নিজে দেখা দেয় না, অথচ তাহার ক্রোড়স্থ সকলকে দেখা দেওয়ায়, পরিদৃশ্যমান ভাব বা ধর্ম্ম সমূহের সেই ধর্ম্মী। তাহার স্পর্শ বা প্রেরণা ব্যতীত কোন ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি হয় না। এই ধর্ম্মীকে ধরা বড়ই কঠিন; কিন্তু

মপি ধর্ম্মং যো ধর্ম্মী অনুপততি অনুবর্ত্ততে অন্বয়িত্বেন স্বীকরোতি স শান্তোদিতা-ব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ইত্যুচ্যতে। যথা সুবর্ণং রুচকরূপধর্ম্ম পরিত্যাগেন স্বস্তিকরূপধর্ম্মান্তরপরিগ্রহে সুবর্ণরূপতয়া অনুবর্ত্তমানং তেষু ধর্ম্মেষু কথঞ্চিদ্ভিন্নেষু ধর্ম্মিরূপতয়া সামান্যাত্মনা ধর্ম্মরূপতয়া বিশেষাত্মনা বস্থিতমন্বয়িত্বেনাবভাসতে॥ ১৪॥ একস্য ধর্ম্মিণঃ কথমনেকে ধর্ম্মা ইত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ।

রূপে বিদ্যমান থাকিয়া, উক্ত সর্ব্বপ্রকার ভাবান্তরকে যে সহ্য করে, তাহাকে ধর্ম্মী নামে অভিহিত করা হয়॥ ১৪॥

আভাস।

না ধরিলেও নিস্তার নাই! কত দেখিব! অনন্ত জীবনেও ত দেখা সমাপ্ত হইবে না। যাদুকরের খেলা দেখিয়া আপাতত ক্ষণকাল তৃপ্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু দেখায় বিরক্তি আইসে। তখন দেখার কারণকে অনুসন্ধানার্থ মন অস্থির হইয়া উঠে। তখন যাদুকরকে চরণ ধরিয়া মিনতি করিবার ইচ্ছা হয়, যাহাতে তিনি দেখাইবার কৌশলকে একবার দেখাইয়া দেন। একটী পত্র দেখিয়া, শাখাকে আশ্রয়স্থানে দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল; শাখা কিঞ্চিৎ স্থূলতর ডালকে দেখাইল; ডাল স্কন্ধকে, আপন আশ্রয় বলিয়া বলিতে গেল; স্কন্ধও আবার, নিজে কিছু নহি, স্বয়ং পৃথিবীকে ধর্ম্মীরূপে চিনাইতে চাহে। পৃথিবী অনন্ত; বৃহৎ বস্তু। তাহাকে দেখিয়াই, মন যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তদপেক্ষা আর বৃহতের ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই বা আপাতত প্রয়োজন নাই. বলিয়াই নিরস্ত হইতে চায়! কিন্তু কর্ত্তব্য নহে! কে তুমি? কোথায় আছ? বৃক্ষের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতি শাখা পত্রে অনুস্যূত ভাবে বিদ্যমান রসরাশির ন্যায়. মূল ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকিয়া অনন্ত ভাবে প্রকাশ করিতেছ! এই মূল ধর্ম্মীকে অবগত হওয়াই, মনুষ্য জীবনের প্রধান সংকল্প। তিনি যদিও সহজে দেখা দেন না বটে; কিন্তু প্রতি কার্য্যে যে দেখা দিতেছেন, তাহারই পরিচয় প্রদানার্থ মহর্ষি পতঞ্জলি ধর্ম্মী ধরিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি এই সামান্য ধর্ম্মের অন্তরালবর্ত্তী ক্ষুদ্র ধর্ম্মীকে ধরিতে শিক্ষা করিবেন, তিনিই পরে চেষ্টা দ্বারা চিত্তকে সংযত করত, পরম ধর্ম্মীকে ধরিতে পারিবেন। অতএব ধর্ম্ম বিচারের আবশ্যক। ধর্ম্ম তিন প্রকার অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগত। বীজধর্ম্ম অতীত হইয়া, অঙ্কুর ধর্ম্মের উদয় হয়; এবং বীজভাবে বা অঙ্কুরভাবে ভাবী বৃক্ষভাব অবশ্য বিদ্যমান আছে, যাহা পরে

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫॥

ক্রমান্যত্বং (প্রতিক্ষণং অন্যথাভাবঃ এব ক্রমঃ তস্য অন্যত্বং ভেদঃ এব পরিণামান্যত্বে বিকার-বহুত্বে হেতুঃ গমকম্ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মাণাং উক্তলক্ষণানাং যঃ ক্রমস্তস্য যৎ প্রতিক্ষণমন্যত্বং পরিদৃশ্যমানং পরিণামস্যোক্তলক্ষণস্যান্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুর্লিঙ্গং জ্ঞাপকং ভবতি। অয়মর্থঃ যোহয়ং নিয়তঃ ক্রমো মৃচ্চূর্ণাৎ মৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘট ইত্যেবং ক্রমরূপঃ পরিদৃশ্যমানঃ পরিণামস্যান্যত্বমাবেদয়ন্তি। তস্মিন্নেব ধর্ম্মিণি যো লক্ষণপরিণামস্য অবস্থাপরিণামস্য চ ক্রমঃ সোহপি অনেনৈব ন্যায়েন পরিণামান্যত্বে গমকোহবগন্তব্যঃ। সর্ব্ব এব ভাবা নিয়তেনৈব ক্রমেণ প্রতিক্ষণং পরিণম্যমানাঃ পরিদৃশ্যন্তে। অতঃ সিদ্ধং ক্রমান্যত্বং ক্রমত্বাৎ পরিণামান্যত্বম্। সর্ব্বেষাং চিত্তাদীনাং পরিণম্যমানানাং কেচিদ্ধর্ম্মাঃ প্রত্যক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে যথা সুখাদয়ঃ সংস্থানাদয়শ্চ। কেচিদেকান্তেনানুমানগম্যাঃ যথা কর্ম্মসংস্কারশক্তিপ্রভৃতয়ঃ। ধর্ম্মিণশ্চ ভিন্নাভিন্নরূপতয়া সর্ব্বত্রানুগমঃ ॥১৫॥ ইদানীমুক্তস্য সংযমস্য বিষয়প্রদর্শন-দ্বারেণ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ।

প্রতিক্ষণে ভাবের অন্যথাপত্তিই পরিণামের হেতু। এই নিমিত্ত এক ধর্ম্মীতে নানাবিধ ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

এতদুভয় ভাবের অপগমে বর্ত্তমানের ন্যায় অভিব্যক্ত হয়। যেমন নাট্য-মন্দিরে যে নর্ত্তকীর নৃত্যের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহাকে সরাইয়া অপর নর্ত্তকী তাহার স্থান গ্রহণ করে; সেইরূপ ধর্ম্মীর অঙ্গে যে ভাবের একবার বিকাশ হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ভাব তাহাকে সরাইয়া স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তির জন্য পূর্ব্বস্থান গ্রহণ করে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের যেমন অপগম এবং পরভাবের উদ্গম হয়, তাহাতেই পরিণামত্বের পরিচয় জগতে নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে। যোগীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পরিদৃশ্যমান জগতের পরমাণু হইতে পরম মহৎ পদার্থ পর্য্যন্ত সকলেই পরিণামের অন্তর্গত; তখন অতি সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার তত্ত্বও পরিণামের অন্তর্গত। পাপপূর্ণ নিম্ন পথাভিগামী চিন্তাদিরও পরিণাম আছে; চেষ্টা করিলে, সেও স্বর্গের অতুল্য ত্রিলোচন-চিত্তে পরিণত হইতে পারে; এবং পারিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬॥

পরিণামত্রয়-সংযমাৎ (ধর্ম্মলক্ষণাবস্থারূপে পরিণামত্রয়ে সংযমাৎ অতীতানাগতজ্ঞানং যোগিনঃ ভবতি।। ১৬ ॥

ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন যৎপরিণামত্রয়মুক্তং তত্র সংযমাত্তস্মিন্ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত-সংযমস্য করণাদতীতানাগতজ্ঞানং যোগিনঃ সমাবির্ভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যং অস্মিন্ ধর্ম্মিণি অয়ং ধর্ম্মঃ ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চ অনাগতাদধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানে অধ্বনি স্বব্যাপারং বিধায়াতীতং অধ্বানং প্রবিশতীত্যেবং পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা

প্রত্যেক পদার্থেরই লক্ষণগত, ধর্ম্মগত এবং অবস্থাগত পরিণাম বা ভাবান্তর হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি আভাস।

ধর্ম্ম বলিলেই তাহার পরিচয়ার্থ তাহার লক্ষণ আছে, এবং মৃদু, মন্দ ও তীব্র ভেদে ধর্ম্মের অবস্থাও অনুভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মীর আশ্রয়ে উত্তরোত্তর ধর্ম্মের উদয়ে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের পরিচয় হয়; এই ক্রমই ধর্ম্মের পরিণাম। এই কালানুসারেই তাহার লক্ষণ ও অবস্থার পরিণাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঘটের ধর্ম্ম জলাদি ধারণ করা, মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটাকারে পরিণত হওয়া তাহার লক্ষণ; এবং ঘটরূপ ধারণের আরম্ভ হইতে ঘটাকারের ধ্বংশ না হওয়া পর্য্যন্ত, ঘটের অবস্থা। ঘটের ন্যায়, পদার্থ মাত্রেরই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার বিষয় অবধারণ করত, যোগী উক্ত ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি যদি চিত্ত সংযম করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞান তুল্যরূপে উদিত হইতে থাকে। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের অতীত এবং অনাগতাদি ভেদ নিরূপণ করা অসম্ভব। কারণ কালের কোন প্রতিকৃতি নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভেদ গ্রহণ করা যায়। তবে বস্তুর বাল্য, যৌবন ও জরার আশ্রয়ে কালের ভেদ নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুর ক্রমাদি বিভাগ যদি দিব্যচক্ষে উপলব্ধ হয়, তাহা হইলেই কাল আপনা হইতে নিরূপিত করা হইল। আমাদের কাম-মোহিত চিত্ত বস্তুর ধর্ম্মাদি পর্য্যায় যথোত্তর ধরিতে অভ্যস্ত নহে; সুতরাং বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া, অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখিতে শিক্ষা করে না। ইহা ধর্ম্মের কথা এবং যোগীর আরাধ্য বিষয় বলিয়া সসম্ভ্রমে ও ভীত চিত্তে, হইবে কি না? পারিব কি না?

সংযমং করোতি তদা যৎ কিঞ্চিদনুৎপন্নমতিক্রান্তং তৎসর্ব্বং যোগী জানাতি। যতশ্চিত্তস্য শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশরূপত্বাৎ সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যমবিদ্যাদিভির্বিক্ষেপৈরপক্রিয়তে। যদা তু তৈস্তৈরুপায়ৈর্বিক্ষেপাঃ পরিহ্রিয়ন্তে তদা নিবৃত্তমলস্যেব আদর্শস্য সর্ব্বার্থ-গ্রহণসামর্থ্যমেকাগ্রতাবলাদাবির্ভবতি ॥ ১৬॥ সিদ্ধান্তরমাহ।

সংযম করিলে, যোগীর অতীত এবং অনাগত বিষয়ের জ্ঞান জন্মে ॥ ১৬ ॥

আভাস।

বলিয়া, সন্দেহ জন্মিতে পারে; কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে যে, পরিণামত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিলে, আমাদের ব্যবহারিক জীবন-ক্রিয়াও সাধিত হয় না। তবে ইহার মূর্ত্তি বা অধিকার অতি সঙ্কীর্ণ; যোগের অধিকার অতি প্রশস্ত। পদ্ধতি কিন্তু একই প্রকার। কন্যাটীর বিবাহ দিবার উপলক্ষে আমরা পাত্র দেখিতে যাই। পাত্রকে পরীক্ষা করিয়া, উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত এক দণ্ডের মধ্যে মীমাংসা করিতে পারি। তাহার বর্ত্তমান বিদ্যাদির পরিচয়ে আমরা বুঝিয়া লই যে, বাল্যজীবনে সে কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছে; সুতরাং ভাবী জীবনে সে কিরূপ ফললাভ করিবে, তাহাও অল্পের মধ্যে ধারণা করিতে পারি। ইহাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-লক্ষণ ও অবস্থার আলোচনার ফল। ব্যবহারিক জীবনে আলোচনা শব্দ প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত; যোগজীবনে আলোচনার স্থলে সংযম শব্দের প্রয়োগ এবং ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের ফল অতি ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ, যোগ-জীবনের ফল অনির্ব্বচনীয় এবং অসীম! এই সংযমেই চিত্তের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ধারণাতে চিত্ত সক্ষম হয়। যেমন স্বচ্ছ দর্পণে গৃহস্থিত যাবতীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে থাকে, সংযমের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ চিত্তও পদার্থের অতীত এবং অনাগত ভাব সমূহ প্রত্যক্ষের ন্যায়, প্রতীতি করিয়া থাকে। ইহারই নাম অতীত এবং অনাগতের জ্ঞান ॥ ১৬ ॥

সাধারণ দৃষ্টিতে পদার্থ অস্পষ্ট বা মিলিত, দূরবর্ত্তী বা বিপ্রকৃষ্ট, তন্নিমিত্ত বুদ্ধিতে বুঝিবার প্রতিবন্ধক হইতেছে বলিয়া, আমরা আপত্তি করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ধারণা করি না যে, সুস্পষ্ট নিকটবর্ত্তী এবং একবারে সম্মুখস্থ পদার্থও আমরা দেখিতে বা বুঝিতে পারি না, যদি আমাদের বুদ্ধির দোষ থাকে। চিত্তের দোষ নিবারিত হইলে, সে প্রবেশ করিতে পারে না, বা ধারণার

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং (শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ পদাদিরূপঃ ধ্বনিঃ, অর্থঃ শব্দবাচ্যঃ জাতিগুণ-ক্রিয়াদিঃ, প্রত্যয়ঃ তদাকারা বুদ্ধিবৃত্তিঃ, ভিন্নানামপি তেষাং ইতরেতরাধ্যাসাৎ ব্যবহারকালে বুদ্ধৌ একরূপতাসম্পাদনাৎ সঙ্করঃ একত্বেনাবভাসমানঃ ভবতি। তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ (তেষাং প্রবিভাগে সংযমাৎ) সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং শব্দজ্ঞানং) ভবতি॥ ১৭॥

শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো নিয়তক্রমবর্ণাত্মা নিয়তৈকার্থপ্রতিপত্তিবিচ্ছিন্নঃ। যদি বা ক্রমরহিতস্ফোটাত্মাধ্বনিঃ সংস্কৃতবুদ্ধিগ্রাহ্য উভয়থাপি পদরূপো বাক্যরূপশ্চ তয়োরেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যাৎ। অর্থঃ জাতিগুণক্রিয়াদিঃ প্রত্যয়ো জ্ঞানং বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তিরেষাং শব্দার্থজ্ঞানানাং ব্যবহার ইতরেতরাধ্যাসাৎ ভিন্নানামপি বুদ্ধ্যেকরূপতাসম্পাদনাৎ সঙ্কীর্ণত্বম্। তথা হি গামানয়েত্যুক্তে কশ্চিৎ গোলক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দঞ্চ তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্গ্রাহকমভেদেনৈবাধ্যবস্যতি। নত্বস্য গোশব্দো বাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকং জ্ঞানমিতিভেদেন ব্যবহরতি। তথা হি কোঽয়মর্থঃ কোঽয়ং শব্দঃ কিমিদং জ্ঞানমিতি পৃষ্টঃ সর্ব্বত্রৈকরূপমেবোত্তরং দদাতি গৌরিতি। স যদ্যেকরূপতা ন

শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গোশব্দ; গো-পিণ্ড গো-শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ এবং এতদুভয়ের জ্ঞান এই তিনটী বিষয় পরস্পর ভিন্ন হইলেও, ব্যবহার কালে সম্পূর্ণ অভিন্ন সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রতিপন্ন

আভাস।

অযোগ্য, এমন কোন তত্ত্বই জগতে নাই। কারণ অন্তিম সূক্ষ্ম তত্ত্বই আমাদের অন্তরস্থ এই চিত্ত। আসক্তি নিবন্ধনই তাহার তীক্ষ্ণতার ম্লান হওয়াতেই, প্রবেশের সামর্থ্য থাকে না। সেই ম্লান ভাব যে যে কারণে ঘটে, সেই সেই কারণের নিরাকরণ করা প্রয়োজন। সংযত হইলে, কিন্তু চিত্তের সকল দোষ নিবারিত হয়। এই সূত্রে পরকীয় ভাষা-জ্ঞানের উপায় সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন। শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্ফোটরূপ ধ্বনি; যথা গো শব্দ। এই শব্দের লক্ষ্য বস্তু গো-দেহ। পরে চিত্তে গাভী সম্বন্ধীয় উদ্‌বোধনই গোর জ্ঞান। কিন্তু এই তিনটী সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও, ব্যবহার কালে এত সঙ্কীর্ণ হয়, যেন তিনই এক হইয়া যায়। ঐ তিনটীকে পৃথক্ ভাবে অবধারণ করিবার

প্রতিপত্তেঃ কথমেকরূপমনুভবং প্রযচ্ছতি। এবং তস্মিন্ অবস্থিতে যোঽয়ং প্রবিভাগ ইদং শব্দস্য তত্ত্বং যদ্বাচকত্বং নাম। ইদমর্থস্য যদ্বাচ্যত্বমিদং জ্ঞানস্য যৎ প্রকাশকত্বমিতি প্রবিভাগং বিধায় তস্মিন্ প্রবিভাগে যঃ সংযমং করোতি তস্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৃগপক্ষিসরীসৃপাণাং যদ্রুতং যঃ শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতেঽনেনৈবাভিপ্রায়েণ তেন প্রাণিনা অয়ং শব্দঃ সমুচ্চারিত ইতি সর্ব্বং জানাতি ॥ ১৭ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

হয়। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের ভিন্নতার উপর দৃষ্টি করিলে, অর্থাৎ চিত্তের সংযম করিলে, সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভাষা যোগী বুঝিতে পারেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

অভ্যাস করিলে, যেমন মাতৃভাষারও জ্ঞান হয়; সেইরূপ উহার পার্থক্যের উপর সংযম করিলে, সকল জাতির ভাষার জ্ঞান হয়। এমন কি! পশু পক্ষীরও ভাষার প্রতিও জ্ঞান যোগী লাভ করিতে পারেন ॥ ১৭ ॥

বাহ্য বিষয় দর্শন ও পরীক্ষা করিলে, যেমন তাহার পূর্ব্বাপর ভাবের জ্ঞান জন্মে, মানব যদি নিজের চিত্তস্থ সংস্কারগুলির পরিচয় লহেন, তাহা হইলে তিনি নিজের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্তও স্মরণ করিতে পারেন। কারণ সংস্কার সমূহ ধারা-বাহিক ভাবে আমাদের চিত্তে নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। আমরা যখন যাহা করি, বা বুঝি, তাহার কোন ব্যাপারই চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হয় না। যেমন অগ্নিযোগে গালিত লৌহ ছাঁচের আকারে আকারিত হয়, আমাদের চিত্তও চৈতন্য সহায়ে চেতনায়মান হইয়া, যখন যে ভাবের সহিত সম্পর্ক করে, তখনই সেই ভাবের আকারে নিজে আকারিত হয়। আমরা বিদেশে গমন করত যে কোন অভিনব মূর্ত্তি নয়নগোচর করি, পরে গৃহে আসিয়া, তাহার স্বরূপের বর্ণনে যথেষ্ট পারদর্শী হই। কারণ উক্ত ভাব দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তে উক্ত অভিনব মূর্ত্তিটী এবং তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক ভাবগুলি আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে; সেই অঙ্কন ভাবকে স্মরণ করত, জনসমীপে তাহা সুস্পষ্ট কীর্ত্তন করি! অতএব দৃষ্ট পদার্থ নষ্ট হইলেও চিত্তস্থ তাহার ভাব সহজে বিনষ্ট হয় না। এমন কি! বাল্য জীবনে যাহা দেখিয়াছি, বৃদ্ধ জীবনেও তাহার স্মরণ হয়। ইহার নামই চিত্তের সংস্কার। একটী সংস্কারের উদ্‌বোধনে বৃদ্ধ জীবনেও বাল্য

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্॥ ১৮ ॥

চিত্তস্য বাসনারূপাঃ যে সংস্কারাঃ তেষু সংযমেন সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতি॥ ১৮॥

দ্বিবিধাঃ চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারাঃ। কেচিৎ স্মৃতিমাত্রোৎপাদনফলাঃ কেচিৎ জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণবিপাকহেতবো যথাধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাস্তেষু সংস্কারেষু যদা সংযমং করোতি। এবং ময়া সোঽর্থোঽনুভূতঃ এবং ময়া সা ক্রিয়া নিষ্পাদিতা ইতি পূর্ব্ববৃত্তমনুসন্দধানো ভাবয়ন্নেব প্রবোধকমন্তরেণ উদ্‌বুদ্ধসংস্কারঃ সর্ব্বমতীতং স্মরতি। ক্রমেণ সাক্ষাৎকৃতেষু উদ্‌বুদ্ধেষু সংস্কারেষু পূর্ব্বজন্মান্তরানুভূতানপি জাত্যাদীন্ প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি॥ ১৮॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

চিত্ত মধ্যে বাসনা মূর্ত্তিতে যে সমস্ত সংস্কার নিহিত থাকে, তাহাদের প্রতি সংযম করিলে, পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়; অর্থাৎ আমি কি ছিলাম; কিরূপ কার্য্য করিতাম, ইত্যাদি যোগী অবগত হইতে পারেন॥ ১৮॥

আভাস।

জীবনের সকল ভাবকে যেমন আমরা স্মরণ করিতে পারি, ঐরূপ বর্ত্তমান জীবনেও চিত্তের সংস্কারকে অবলম্বন করিলে, তাহার পূর্ব্বজন্মে সংগৃহীত ভাবের আলোচনায়, তাদৃশ সংগ্রহ করিবার কালে স্বকীয় তাৎকালিক অবস্থাদি সকলও স্মরণ করিতে পারি। বর্ত্তমান ভোগই, পূর্ব্ব ভোগ এবং তজ্জনিত ভাবকে বিস্মৃত করায়। মনের একটী অপূর্ব্ব সামর্থ্য আছে। সে যখন যাহাকে অবলম্বন করে, তাহারই আদ্যোপান্ত চিন্তা করিতে পারে। আবার বর্ত্তমানে যদি কোন চিন্তার বিষয় না পায়, পূর্ব্ব চিন্তিত বিষয়গুলি লইয়াই ব্যাপ্ত হয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহে না। বর্ত্তমান ভাব নতুবা পূর্ব্বানুভূত ভাব সমূহকেই স্মরণ করে। বর্ত্তমানে যেমন অনন্ত বুঝিবার বিষয় আছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বিষয় হইতে নিরস্ত করিলে, মন সঞ্চিত সংস্কার-মূর্ত্তিতে সংগৃহীত চিত্তভাব গুলিকে চিন্তা করিতে করিতে পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হইতে পারে। অতএব সম্মুখবর্ত্তী ভাবকে পরিত্যাগ করত, পশ্চাৎভাগের আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই মনের স্মরণ করা। সংযমের দ্বারা চিত্তের মালিন্য অপনোদিত হইলে, এই স্মরণ ব্যাপারটী কিছু সুস্পষ্ট হয়। বিষয়ের কিছু অভাব নাই। এক জীবনে যত অনুভব

করিয়াছি, তাহা সংগৃহীত আছে এবং জন্মান্তরে যাহা উপভোগ করিয়াছি, সে সমস্ত বিষয়ের সংস্কারও চিত্তে আছে। কারণ দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চিত্তাদি বিশিষ্ট লিঙ্গদেহ সেই একই আছে। এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে যাইবার ন্যায়, যখন আমরা দেহান্তর গ্রহণ করি, তখন চিত্তস্থ সংস্কারের কোন বৈচিত্র্য ঘটে নাই। সুতরাং চিত্তে সংগৃহীত সংস্কারের স্মরণে, আমরা দৈনন্দিন জীবনের বৃত্তান্ত স্মরণের ন্যায়, পূর্ব্ব জীবনের বৃত্তান্তও স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারি। অধিক কি! স্বপ্নদর্শনের ন্যায়, উক্ত ভাব গুলিকে প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিদর্শন করিতেও পারি। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দর্শন করিবার যে সকল সুগম পন্থা আছে, তদ্বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি এই গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেই, পূর্ব্ববিষয়ের স্মরণ অতি সহজে হয়। সংস্কার আমাদের হৃদয়ে দুইভাবে বিরাজ করে; একটী বাসনা মূর্ত্তি; অপরটী ভোগদাত্রী মূর্ত্তি। আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না, মনোমধ্যে অবস্থোচিত ভাবের স্ফুরণ ব্যতীত, যেন প্রচ্ছন্ন, প্রকাশের অযোগ্য কতকগুলি ভাবের স্রোত চিত্তে সর্ব্বদাই প্রবাহিত থাকে। মন যেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে; যেন সে আরও কিছু চায়; যাহা এ অবস্থায় কুলায় না। বাধ্য হইয়া উপস্থিত ভাবকে অনুমোদন করিতেছি বটে, কিন্তু কি একটীকে যেন হারাইয়াছি! এ সংস্কারও দুইপ্রকার; আনন্দপ্রদ এবং ভয়প্রদ। সেইরূপ করিবার জন্য বা দেখিবার জন্য উৎসাহ হয়, কিন্তু অক্ষমতা নিবন্ধন হৃদয়েই আবার তাহা প্রলীন হইয়া যায়। এই সকল সংস্কারই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত। ইহার প্রতি প্রণিধান বা চিত্তের সংযম করিলে, তদুৎপত্তির কাল, অবস্থা এবং যোনি প্রভৃতির স্মরণে, যোগী জন্মজন্মান্তরের ভাবও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঐপ্রকারে বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার-মূলক অভিপ্রায়ের প্রতি চিত্ত সংযম করিলে, ভাবী-জন্মেরও পরিচয় আমরা পাইতে পারি॥ ১৮॥

"ক্ষীণবৃত্তেরিতি" সাধন-পাদোক্ত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্ত যদি বিষয়শূন্য নির্ব্ব্যাপারী ভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে স্বচ্ছদর্পণের প্রতিবিম্ব গ্রাহিতা শক্তির ন্যায়, চিত্ত অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্ম পদার্থেরও তথ্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে। তৎকার্য্য বিশেষের কীর্ত্তনার্থ বলিয়াছেন যে, একজন ব্যক্তিকে অকস্মাৎ সম্মুখে উপনীত অবলোকন করিলে, যোগী তাহার চিত্তের অবস্থা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অধিক কি! তাহার মুখ-রাগাদি চিহ্নের দ্বারাই তাহার মনোগত ভাবও অবধারণ করিতে পারা যায়। এ সমস্ত বিষয়

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥
ন তৎ সালম্বনং তস্যা বিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ পরচিত্তজ্ঞানং ভবতি ॥ ১৯ ॥

তৎ পরচিত্তং সালম্বনং আলম্বনেন সহিতং ন সাক্ষাৎ ক্রিয়তে, তস্য আলম্বনস্য অবিষয়ীকৃতত্বাৎ। যদা আলম্বন-সহিতং প্রণিধানং করোতি তদা তৎসংযমাৎ তদ্বিষয়ং জ্ঞানং ভবতি ॥ ২০ ॥

প্রত্যয়স্য পরচিত্তস্য কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন গৃহীতস্য যদা সংযমং করোতি তদা পরকীয়চিত্তস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সরাগং অস্য চিত্তং বীতরাগং বেতি। পরচিত্তগতান্ সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৯॥ অস্যৈব পরিচিত্ত-জ্ঞানস্য বিশেষজ্ঞানমাহ।

তস্য পরস্য যচ্চিত্তং তৎ সালম্বনং স্বকীয়েনালম্বনেন সহিতং ন শক্যতে জ্ঞাতুং আলম্বনস্য কেনচিল্লিঙ্গেনাবিষয়ীকৃতত্বাৎ লিঙ্গাচ্চিত্তমাত্রং পরস্যাবগতং নতু নীল-বিষয়মস্য চিত্তং পীতবিষয়মিতি বা। যচ্চ ন গৃহীতং তত্র সংযমস্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ ন ভবতি পরচিত্তস্য যো বিষয় স্তত্র জ্ঞানং তস্মাৎ পরকীয়চিত্তং নালম্বনসহিতং গৃহ্যতে তস্য আলম্বনস্য অগৃহীতত্বাৎ চিত্তধর্ম্মাঃ পুনর্গৃহ্যন্তে এব যদা তু কিমনেনালম্বিতমিতি প্রণিধানং করোতি তদা তৎ সংযমাত্তদ্বিষয়মপি জ্ঞানং উৎপদ্যতে এব ॥ ২০ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

মুখরাগাদি চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অপরের চিন্তাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বটে ॥ ১৯ ॥

কিন্তু কোন্ বিষয় যে তিনি চিন্তা করিতেছেন, তাহা অবধারণ করা যায় না। যদি বিষয় সহ চিত্তের সংযম করা হয়, তাহা হইলে, ভাবনার বিষয় সহ চিত্তের জ্ঞান হয় ॥ ২০ ॥

আভাস।

অতি অল্প সংযমেই ঘটিয়া থাকে। একটু বিশেষ সংযত হইলে, সে ব্যক্তি মনোমধ্যে কোন্ বিষয়ের চিন্তা করিতেছে, তাহাও সুস্পষ্ট অবধারিত হয়, যদি নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। মহর্ষি যে কোন বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, সমস্ত এক স্থির-চিত্তের ফল। চিত্ত স্থির হইলে, কত অনন্ত ফল যে যোগী পাইতে পারেন, তাহা কেহ বর্ণন করিতেও পারেন না। তবে কেবল সংযমপদ্ধতির বর্ণনোপলক্ষে আশ্বাস প্রদানার্থ কয়েকটী মাত্র বিভূতির উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে তিনি করিয়াছেন। ১৯। ২০ ॥

কায়স্য রূপসংযমাৎ তৎগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ-প্রকাশাসংযোগেহন্তর্দ্ধানম্॥ ২১ ॥

কায়স্য শরীরস্য রূপসংযমাৎ (রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যঃ গুণঃ তস্মিন্ কায়রূপে সংযমাৎ তৎগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে (তস্য রূপস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যতারূপায়াঃ শক্তেঃ স্তম্ভে প্রতিবন্ধে, সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগে (চক্ষুষঃ প্রকাশঃ তস্য অসংযোগে তৎগ্রহণ-ব্যাপারাভাবে যোগিনঃ অন্তর্ধানং ভবতি। ন কেনচিৎ অসৌ দৃশ্যতে ॥২১॥

কায়ঃ শরীরং তস্য রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যো গুণস্তস্মিন্ তস্মিন্ কায়ে রূপমিতি সংযমাত্তস্য রূপস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বরূপা যা শক্তিস্তস্যাঃ স্তম্ভে ভাবনাবশাৎ প্রতিবন্ধে চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগে চক্ষুষঃ প্রকাশঃ সত্ত্বধর্ম্মস্তস্যাসংযোগে তৎগ্রহণব্যাপারাভাবে যোগিনোহন্তর্দ্ধানং ভবতি। ন কেনচিদসৌ দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

মানবের দেহ পঞ্চভূতময়। সুতরাং তাহার তেজোভাগ রূপই অপরের চক্ষুগ্রাহ্য হয়। স্বকীয় দেহের রূপ ভাগের উপর সংযম করিলে, সে রূপভাগ যোগীর আয়ত্ত হয়। সুতরাং অপরে আর তাহা না পাওয়ায়, যোগীর দেহকে অন্য কেহ দেখিতে পায় না। যোগী ইচ্ছামত অন্তর্হিত হইতে পারেন ॥২১॥

আভাস।

চিত্ত স্থির হইলে তাহার শক্তি নানাপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্থির চিত্ত যেমন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ স্থানীয় পদার্থের আধার হইয়া দর্পণের ন্যায়, তাহাদের ভাব সমূহ গ্রহণে অধিকারী হয়, আবার তাহাদের উপর নিজের প্রতিপত্তিও স্থাপন করিতে পারে।

দেহ পঞ্চভূতময়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ ভূতের সমীকরণে দেহ রচিত হইয়া, এক এক অংশে এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ তন্মাত্রায় প্রস্তুত; সুতরাং কর্ণ দেহের শব্দ ভাগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ত্বগেন্দ্রিয় বায়ুতন্মাত্রায় প্রস্তুত; সুতরাং স্পর্শশক্তি ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা পরকীয় দেহের স্পর্শভাগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। রূপতন্মাত্রার দ্বারা আমাদের চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় নির্ম্মিত; সুতরাং চক্ষুর দ্বারা পরকীয় দেহের রূপভাগ মাত্র দর্শন করি। রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা রসতন্মাত্রার প্রস্তুত; সুতরাং সৃষ্ট জগতের মধ্যে দেহাদি যে কোন বস্তুর রসভাগ আস্বাদ আমরা রসনার দ্বারাই গ্রহণ [illegible] গন্ধ তন্মাত্রার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রস্তুত; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের গন্ধভাগ মাত্র

এতেন শব্দাদ্যন্তর্দ্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

এতেন রূপান্তর্ধানোপায়কথনেন শব্দাদীনাং অপি শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যগুণানাং অন্তর্ধানপ্রকারমভিহিতং ভবতি ॥ ২২ ॥

এতেনৈব রূপাদ্যন্তর্দ্ধানোপায়-প্রদর্শনেন শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যাণামন্তর্দ্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২২ ॥ সিদ্ধান্তরমাহ ।

দেহস্থ রূপের অন্তর্ধান করিবার পদ্ধতি বলিবার প্রসঙ্গে, অন্যান্য শব্দাদি তত্ত্বেরও অন্তর্ধান করাইবার পদ্ধতিরও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥

আভাস ।

আমরা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি। এক্ষণে দেহের কোন এক স্থানে চিত্তসংযম করিবার ন্যায়, যোগী যদি দেহের উপাদান রূপতন্মাত্রতে কেবল সংযম করেন, তখন রূপভাগ চিত্তের অধীনে আসিয়া, অপরের গ্রাহ্য আর হয় না। সুতরাং যতক্ষণ যোগীর চিত্ত তাঁহার দেহের রূপাংশকে অবলম্বনে সমাহিত থাকে, ততক্ষণ অপরে কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পায় না। কারণ রূপাংশ তাঁহার নিজের অধিকার ভুক্ত। এই প্রকারে কেবল কায়রূপ কেন! তিনি নিজের প্রত্যেক তন্মাত্রকেই সংযম করত অপরের গ্রাহ্যভাব হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। সুতরাং রূপের অন্তর্ধানের ন্যায়, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ ভাগকেও অন্যের নিকট হইতে তিনি অন্তর্হিত করিতে পারেন। ২১। ২২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সংস্কারাকারে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত কর্ম্মসমূহ সঞ্চিত ও প্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে গুলি সহকারী কারণের সাহায্যে কিছু প্রকটিত হয়, তাহা আশু ফল প্রদান করে; এবং যে গুলি তাদৃশ সাহায্য না পায়, তাহারা চিত্তে বিলীন থাকে; এবং সময়ক্রমে তাহারাও আবার ফল বা ভোগ প্রদানার্থ প্রস্তুত হয়। যে কর্ম্মগুলি জাতি মনুষ্যত্বাদি, আয়ুঃ অর্থাৎ ভোগাবসর এবং ভোগ্য বিষয়াদির আনয়নে ভোগ প্রদান করিতে থাকে, তাহাদিগকে প্রারব্ধ বা সোপক্রম নামে শাস্ত্রে সংজ্ঞা করিয়াছেন; এবং যাহারা কেবল বাসনা মূর্ত্তিতে হৃদয়ে লুক্কায়িতের ন্যায় অবস্থান করে, তাহাদিগকে নিরুপক্রম বা সঞ্চিত কর্ম্মনামে শাস্ত্র আখ্যা করিয়াছেন। একটী আম্রবীজ অবলোকন করিলে, আমরা প্রথমত ধারণা করিতে পারি না যে, তন্মধ্যে একটী বিপুল আম্রবৃক্ষ

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎ সংযমাদপরান্ত-জ্ঞানমপ্যরিষ্টেভ্যো বা জ্ঞানম্॥২৩॥

কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং (উপক্রমেণ ফলদানে প্রবৃত্তং) নিরুপক্রমং বিলম্বেন ফলপ্রদং ন সম্প্রতি প্রবৃত্তং) তৎ সংযমাৎ (ত্রিবিধে ধারণাদিত্রয়প্রয়োগাৎ) অপরান্তজ্ঞানং মরণবোধঃ, অরিষ্টেভ্যঃ মৃত্যুচিহ্নেভ্যঃ বা জ্ঞানং ভবতি॥২৩॥

আয়ুর্বিপাকং যৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম তদ্দ্বিপ্রকারং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। তত্র সোপক্রমং যৎ ফলজননায় সহোপক্রমেণ কার্য্যকরণাভিমুখ্যেন বর্ত্ততে। যথোষ্ণ-প্রদেশে প্রসারিতার্দ্রবাসঃ শীঘ্রমেব শুষ্যতি উক্তবিপরীতং নিরুপক্রমং যথা তদেবার্দ্রবাসঃ সম্বর্ত্তিতং অনুষ্ণদেশে চিরেণ শুষ্যতি। তস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি কিং মম কর্ম্ম শীঘ্রবিপাকং চিরবিপাকং বা এবং ধ্যানদার্ঢ্যাদ-পরান্তজ্ঞানমস্যোৎপদ্যতে। অপরান্তঃ শরীরবিয়োগ স্তস্মিন্ জ্ঞানমস্মিন্ কালে-ঽমুষ্মিন্ দেশে মম শরীরবিয়োগো ভবিষ্যতীতি নিঃসংশয়ং জানাতি। অরিষ্টেভ্যো

সোপক্রম ও নিরুপক্রম ভেদে কর্ম্ম দুই প্রকার; তন্মধ্যে যাহা সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে নিহিত থাকিলেও জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রদানার্থ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে সোপক্রম বা প্রারব্ধ বলে এবং যাহা কেবল বাসনা-মূর্ত্তিতে চিত্তে অবস্থান করে,

আভাস।

জন্মিবার শক্তি আছে। কিন্তু রোপণ করিলাম; তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি আম্র-বীজকে যেমন বৃক্ষত্বে পরিণত করিয়া দিয়া, নিজের অস্তিত্ব ও সামর্থ্যের পরিচয় দেয়, আমাদের চিত্তস্থ কর্ম্মবীজও দেহ এবং ভোগের উৎপাদনে স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। এক্ষণে আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, একটী দেহ বা ভোগ উৎ-পাদন করিলেই যে, সমস্ত কর্ম্মবীজ নিঃশেষিত বা ধ্বংস হয়, তাহা নহে; আরও অনেক বীজ বীজাবস্থাতেই এজন্মে থাকিয়া যায়, আবার অবসর পাইলে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে পরে অবতরণ করিবে। একটী ধান্যাদি বীজের বস্তা একস্থানে পতিত আছে; কিন্তু যদি তাহার কোন পার্শ্বে জলের সংস্রব হয়, সেই অংশস্থ বীজগুলি মাত্রই অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে, অন্য পার্শ্বের বীজ পূর্ব্ববৎই থাকে। আমাদের হৃদয়স্থ সংস্কার-গুলির মধ্যে পুরুষকার-বলে, ও বাহ্য ভোগের সংস্রবে যে জাতীয় আসক্তির উদয় হয়, সেই আসক্তিও চিত্তস্থ সঞ্চিত তাদৃশ কর্ম্মের যদি অনুরূপ হয়, তাহা

বা অরিষ্টানি ত্রিবিধানি আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানি। তত্রাধ্যাত্মিকানি পিহিতকরণঃ কৌষ্ঠস্য বায়োর্ঘোষং ন শৃণোতি ইত্যেবমাদীনি। আধিভৌতিকানি একস্মাধিকৃতপুরুষদর্শনাদীনি। আধিদৈবিকানি অকাণ্ডে এব দ্রষ্টুমশক্যস্বর্গাদি-পদার্থদর্শনাদীনি। তেভ্যঃ শরীরবিয়োগকালং জানাতি। স যদ্যপি অযোগিনাম-প্যরিষ্টেভ্যঃ প্রায়েণ তজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তথাপি তেষাং সামান্যাকারেণ তৎ সংশয়রূপং যোগিনাং পুনর্নিয়ত দেশকালতয়া প্রত্যক্ষবদব্যভিচারি॥২৩॥ পরিকর্ম্মনিষ্পাদিতাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ।

সম্প্রতি কোন ফলদানার্থ প্রস্তুত হয় নাই, তাহাকে নিরুপক্রম বা সঞ্চিত কর্ম্ম বলা হয়। এই কর্ম্ম সংস্কারের প্রতি চিত্তের সংযম করিলে, দেহত্যাগের সময় বা অরিষ্ট লক্ষণাদি উপলব্ধি করিতে পারা যায়॥ ২৩॥

আভাস।

হইলে তদনুরূপ কর্ম্মবীজের প্ররোহ ঘটিয়া, তদনুকূল জাতি, আয়ু ও ভোগের আয়োজন হইয়া থাকে। তখন তাহারাও প্রারব্ধে পরিণত হয়। যোগীর চিন্তা করা আবশ্যক যে, সঞ্চিত কর্ম্মও যেমন বাসনার উদয় করে, প্রারব্ধও দেহাদি ভোগের অনুষ্ঠানে ভোগোচিত সংস্কারেরও উদয় করে। অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে যে মনুষ্য ছিল, তৎকালে মনুষ্যোচিত ভাব কি প্রকারে ভোগ করিতে হয়, তাহার সংস্কারই প্রবাহিত হইতেছিল, পরজীবনে যদি দুষ্কর্ম্মের ফলে কোন নিকৃষ্ট যোনিতে সে জীব জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই যোনির উপযুক্ত সংস্কারও প্রবাহিত হইতে থাকে। তথাপি পূর্ব্বের বাসনাও উপযুক্ত ভোগের সংস্রবে উন্মেষিতের ন্যায় অবভাসিত হইয়া থাকে। অতএব প্রারব্ধ এবং সঞ্চিত উভয়বিধ সংস্কার বা কর্ম্মবীজের সহিত বাসনার সম্বন্ধ চিরকালই থাকে; তবে বাহিরে বস্তু বা ভোগের সংস্রবে উদ্রিক্ত হয়, বা সংস্রবের অভাবে প্রসুপ্তের ন্যায়, অভাব-মূর্ত্তিতেই বিদ্যমান থাকে। আম্রবৃক্ষ দেখিলেই তদন্তরস্থ ফলোৎপাদন শক্তি যেমন অনুমান বলে অবলোকন করা যায়, আমাদের বর্ত্তমান দেহের ভাবের প্রতি সংযম করিলেও, ইহার সূচক কর্ম্মের প্রতিও তাহার ভাবী ভোগোৎপাদিকা শক্তিকেও অনুমান বলে যোগী অবলোকন করিতে পারেন। ঐ প্রকার আপাতত কেবল বাসনা মূর্ত্তিতে প্রকটিত সংস্কার-বেশে চিত্তে শায়িত সঞ্চিত অর্থাৎ নিরুপক্রম কর্ম্মবীজকেও

যোগী প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করিতে পারেন। বাসনাতে সংযম করিলে, পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত যোগীর উপলব্ধ হয়, একথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং প্রারব্ধ বা কর্ম্মের উপর সংযম করিলে, তাহার উৎপাদিত বর্ত্তমান দেহাদির অস্তিত্ব কতকাল ব্যাপী হইবে এবং তাহার পরিণামেই বা মৃত্যু কিরূপে ও কোন্-স্থানে ঘটিবে, তাহাও প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিতে পারেন। অর্থাৎ অমুক সময়ে এতকালে এই সকল ভোগের পর, অমুক স্থানে এই দেহের অবসান হইবে, তাহা যোগী সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। দেহের অবসান কাল উপস্থিত হইলে, তাহার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়। এই চিহ্নগুলিকে শাস্ত্র অরিষ্ট লক্ষণ নামে আখ্যা করিয়াছেন। সে অরিষ্ট লক্ষণও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে তিন প্রকার। যথা; কর্ণদ্বয়ের রন্ধ্র হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন করিলে, যদি কোষ্ঠস্থ বায়ুর শব্দ শুনিতে না পায়; বা চক্ষু চাপিলে, যদি চাক্ষুষ জ্যোতি দেখিতে না পায়, সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক জীবিত থাকে না। যাহার দেহ হইতে অগ্নিগন্ধ বা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে একমাস কাল জীবিত থাকে। এই সমস্ত লক্ষণকে আধ্যাত্মিক অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়। আধিভৌতিক যথা, অকস্মাৎ বিকৃত পুরুষ অর্থাৎ উলঙ্গ সন্ন্যাসী, কিম্বা রক্তবস্ত্র বা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করত কোন কামিনী হাস্য বদনে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্নে দেখা যায়, তাহা হইলে আসন্ন-মৃত্যু জানিতে হইবে। আধিদৈবিক যথা; আকাশ-পথে দেববিমান-দর্শন, ভূত, প্রেত, পিশাচ ও যমদূতাদি দর্শন করিলে, বা গন্ধর্ব্ব-নগর পরিদৃষ্ট হইলে, মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অরিষ্ট লক্ষণ আরও যথেষ্ট আছে, যাহা প্রায় সকলকারই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু সাধারণ লোক তাহা দেখিয়াও কিছু অবধারণ করিতে পারেন না; যোগী মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী এতাদৃশ চিহ্নগুলি দেখিয়া, অবধারণ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য নিজে প্রস্তুতও হইতে পারেন॥ ২৩॥

সমাধিপাদে চিত্তের প্রসন্নতা লাভের উপলক্ষে সুখী ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী; দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মোদন অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশ এবং অপুণ্যবানের প্রতি উপেক্ষা বলিয়া যে চারিটী ভাবের প্রয়োগের জন্য উপদেশ গ্রন্থকর্ত্তা দিয়াছেন, এক্ষণে সেই চারিটী ভাবের উপর চিত্তের সংযম করিলে, চিত্ত সেই সেই বলে বলীয়ান্ হয়; ইহারই পরিচয় এই সূত্রে প্রদান করিয়াছেন। সূত্রকারের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমরা অন্যের প্রতি যে ব্যবহার করি,

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

মৈত্র্যাদিষু মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাসু সংযমং কৃতবতঃ যোগিনঃ তৎসম্বন্ধীনি বলানি প্রাদুর্ভবন্তি ॥ ২৪ ॥

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাসু যো বিহিতঃ সংযমস্তদ্‌বলানি তাসাং মৈত্র্যাদীনাং সম্বন্ধীনি প্রাদুর্ভবন্তি। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাস্তথাঽস্য প্রকর্ষং গচ্ছন্তি যথা সর্ব্বস্য মিত্রত্বাদিকং অয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥ সিদ্ধান্তরমাহ।

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষা ভাবে চিত্তের সংযম করিলে, তৎ সম্বন্ধি বল যোগীর হৃদয়ে সহজে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অপরে আমাদের প্রতিও সেই ব্যবহারই করিয়া থাকে। শঠ্ কপটীর বঞ্চনায় সরল ঠকিয়া থাকে সত্য! কিন্তু তাহাতে কপটীর জয়লাভ হয় না। কারণ তাহার নিজের কপটাচরণ নভোমণ্ডলস্থ জলদরাশির ন্যায় উদিত হইয়া, কপটীর সরল দৃষ্টিকে আবৃত করে; এবং ক্রমশঃ উক্ত ব্যবহারের বারংবার অনুষ্ঠানে সে ব্যক্তি ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক বলের প্রসারণেই বাহ্য দেহেন্দ্রিয়াদির প্রসার এবং বিকাশ ভাব ঘটে; আভ্যন্তরিক দৃষ্টি বা ভাবের সঙ্কোচে দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। তাহার দেহের বা চিত্তাদির কোন প্রভাব থাকে না; জরাজীর্ণ, হীনবল, অল্পায়ুঃ, মেধাশূন্য, দরিদ্র এবং অল্প-ভোগী হইয়া কলিগ্রস্ত জীব সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করে, বলিয়া পুরাণাদিতে যথেষ্ট বর্ণিত আছে। কলিশব্দের অর্থ কলহ। অর্থাৎ মৈত্র্যাদি ভাবের প্রকৃত বিরুদ্ধ ভাবই কলহ; অর্থাৎ কলি। সুখী ব্যক্তির সুখ বা আনন্দ দর্শনে যদি চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে একটী অভিভূত ভাবের উদ্রেকে চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; সুতরাং চিত্তের দৌর্ব্বল্যে তদধীনস্থ যাবতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গও দুর্ব্বল এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং নিজের দুরদৃষ্টকেই তদ্দ্বারা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সুখী ব্যক্তির সুখ দর্শনে যদি চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে চিত্তে একটী উদার ভাবের উদয়ে, চিত্তের আয়তন পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সুখ সম্ভোগাদি লাভের কারণ অর্থাদি সংগ্রহের পরিশ্রম ব্যতীত, কেবল মিত্র-ভাবাপন্ন ভাবের আয়োজন মাত্রে চিত্ত, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের প্রসারণ ঘটে;

এবং সর্ব্বপূরণ-কারিণী পরমারাধ্যা প্রকৃতি দেবীও তাদৃশ পরোপকারী মর্য্যাদাদাতা পুরুষের উপর স্বীয় পরোপকার এবং মর্য্যাদা-শক্তির বিতরণে যাবদীয় অভাবের পূরণ করিয়া থাকেন; এবং পরদ্বেষী মর্য্যাদানাশক ব্যক্তিকে তত্তৎ-শক্তির প্রদানে তত্তদ্ভাবেই পরিণত করান। অতএব সুখী ব্যক্তির সহিত মিত্রতার প্রকাশ, দুঃখী জনের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের ক্রিয়াতে অনুমোদন অর্থাৎ প্রীতি-প্রকাশ এবং অপুণ্যবানের ক্রিয়াতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে যে, কেবল পরের উপকার করা হয়, তাহা নহে; নিজেরই প্রকৃত উপকার এবং উন্নতির পথ প্রশস্ত করা হয়, সন্দেহ নাই। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা এবং মোদন এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা, স্বকীয় চিত্তের উন্নতি এবং প্রশস্ত ভাবের দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় বটে, কিন্তু শেষোক্ত উপেক্ষাটী তত উপকারক নহে, বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, শেষোক্তটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকারক না হইলেও, অপকার বৃত্তির নাশক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যে জাতীয় বিষয়ের সম্পর্ক আমরা সর্ব্বদা করি, আমাদের চিত্ত তাহারই অনুকূল হইয়া পড়ে। সাধু ব্যক্তির সৎকার্য্যের আলোচনায় চিত্তে যেমন তদনুরূপ কার্য্য করিবার উৎসাহ জন্মে, অসতের অসৎকার্য্যের অনুশীলনে, আমাদের চিত্তে ক্রমশঃ তাদৃশ অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থই সাহস জন্মে। সুতরাং ক্রমশঃ অধঃপতনের সম্ভাবনা ঘটে। অতএব পূর্ব্বোক্ত চারিটী ব্যাপারই যেমন চিত্তের প্রসন্নতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সমাধিপাদে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সম্প্রতি উক্ত ক্রিয়া চতুষ্টয়ের ভাবে যদি সংযম করা যায়, তাহা হইলে এতৎ সম্বন্ধীয় বলও যে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ সুখীব্যক্তির সুখাদি দর্শনে, চিত্তে আর ঈর্ষা আইসে না; পূর্ণ মিত্র-ভাবের স্রোত নিরন্তর চিত্তে দেখা দিতেছে, তখন সেই মিত্র-ভাবকে অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত হইলে, সেই মিত্র ভাবই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চিত্তকে প্লাবিত করে। সে মিত্রভাব সাংসারিক বস্তু নহে; সে পারমার্থিক পদার্থ। যে শক্তিবলে পরমারাধ্যা মহামায়া প্রকৃতি সুখী ব্যক্তিতে সুখভাবের পোষণ করিতেছেন, সাধকের হৃদয়কে তাদৃশ কার্য্য করিবার উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া, মহামায়া সাধক-হৃদয়ে তাদৃশ নিজ-শক্তি ঢালিয়া দেন। সুতরাং সাধক আর প্রাকৃতিক মনুষ্য নহে; ঐশী বলে বলীয়ান্ হইয়া, সুখীর সুখরক্ষা, দুঃখীর দুঃখমোচন, পুণ্যবানের পুণ্যোৎকর্ষ এবং উপেক্ষা করিয়া, পাপীকে পাপবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২৪॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

হস্ত্যাদিবলেষু কৃতসংযমস্য যোগিনঃ তত্তদ্বলানি আবির্ভবন্তি ॥ ২৫ ॥

হস্ত্যাদিসম্বন্ধিষু বলেষু কৃতসংযমস্য তদ্বলানি হস্ত্যাদিবলানি আবির্ভবন্তি । তৎ অয়মর্থঃ যস্মিন্ হস্তিবলে বায়ুবেগে সিংহবীর্য্যে বা তন্ময়ীভাবেন সংযমং করোতি তত্তৎসামর্থ্যযুক্তং সত্ত্বমস্য প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ ।

অধিক কি ! হস্তী প্রভৃতি যে কোন বলবানের বলের প্রতি চিত্ত-সংযম করিলে, যোগী সেই সেই বলের অধিকারী হইয়া, তাদৃশ বলের পরিচয় স্বয়ং দিতে পারেন ॥ ২৫ ॥

আভাস ।

চিত্তের একটী অপূর্ব্ব গুণ আছে ; ইহা যাহাকেই একাগ্রতা সহকারে চিন্তা করে, তাহারই রূপ, গুণ এবং শক্তিতে স্বয়ং সমন্বিত হইতে পারে। সুতরাং চৌর্য্য বা কামুক বৃত্তির চিন্তায় সরল এবং সাধু চিত্তও যেমন চোর ও কামুক সাজিতে পারে এবং সাধু চিন্তায় যেমন সাধু হইতে পারে, রূপ, গুণ ও বলের চিন্তাতেও স্বয়ং রূপবান্, গুণবান্ এবং বলবান্ হইয়া, দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গেও তত্তৎ স্বরূপের প্রতিপাদনে তত্তদ্ভাবে পরিণত করিতে পারে । অধিক কি ! হস্তিবল, সিংহবল, বায়ুবল প্রভৃতিতে চিত্ত সংযম করিলে, সেই সেই বলে চিত্ত বলীয়ান্ হইয়া, জগতে তাদৃশ বলের পরিচয় যোগী অবলীলাক্রমে দিতে পারেন। প্রকৃতির এইটী অসাধারণ নিয়ম যে, দুইটী বিজাতীয় পদার্থ যদি আগ্রহ সহকারে পরস্পরে মিলিত হয়, তিনি দুইটীকেই তুল্য ভাবাপন্ন করিয়া দেন। তবে যে বৃহৎ, ক্ষুদ্র তাহারই ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের ন্যায় দুর্ল্লভ রত্ন-সদৃশ পদার্থ মানবের করতলস্থ থাকিতে, মানব যদি তাহার নিয়োগে উন্নতি করিবার অবসর নষ্ট করেন, তদপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ? ॥ ২৫ ॥

চিত্ত-সংযমের দ্বারা শক্তি-কার্য্যেরই উৎকর্ষ এযাবৎ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এক্ষণে পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা জ্ঞানে সংযম করিলে, যে সকল বিভূতির উদয় হয়, তাহারই বর্ণন করিতেছেন। এক্ষণে সেই জ্ঞান কোথায় এবং কিরূপে তাহা ধরিতে পারা যায়, তাহারই পরিচয়ার্থ বিষয়বতী বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলিয়া চিৎস্বরূপের পরিচয় শাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। সাংখ্যবৃদ্ধ চিত্তকে একটী তত্ত্ব বলিয়া

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টার্থ-জ্ঞানম্॥ ২৬॥

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ (প্রাগুক্তায়াঃ জ্যোতিষ্মত্যাঃ প্রবৃত্তেঃ যঃ আলোকঃ জ্যোতিঃ তস্য ন্যাসাৎ প্রক্ষেপাৎ সূক্ষ্ম ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টানাং বিষয়াণাং জ্ঞানং সাক্ষাৎকারঃ ভবতি ॥ ২৬ ॥

প্রবৃত্তির্ব্বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী চ প্রাগুক্তা তস্যাং যোঽসাবালোকঃ সাত্ত্বিক প্রসরস্তস্য নিখিলেষু বিষয়েষু ন্যাসাৎ তদ্বাসিতানাং বিষয়াণাং ভাবনাতোঽন্তঃকরণেষু ইন্দ্রিয়েষু চ প্রকৃষ্টশক্তিমাপন্নেষু সূক্ষ্মস্য পরমাণ্বাদের্ব্যবহিতস্য ভূম্যন্তর্গতস্য নিধানাদের্ব্বিপ্রকৃষ্টস্য মের্ব্বপরপার্শ্ববর্ত্তিনো রসাতলাদের্জ্ঞানমুৎপদ্যতে ॥২৬॥ এতৎ সমানবৃত্তান্তং সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

হৃদয়-পদ্ম মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ প্রশান্ত-স্রোত সত্ত্বাবভাসিত আলোক-স্বরূপ নিত্যোদিত জ্ঞানের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ; সেই জ্ঞান-জ্যোতিকে সংযম করত, যে কোন সূক্ষ্ম ভূমি-মধ্যস্থ বা দূরবর্ত্তী পদার্থে নিয়োগ করা যায়, তাহারই জ্ঞান যোগী লাভ করিতে পারেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

স্বীকার করেন নাই ; অথচ মহর্ষি পতঞ্জলি, চিত্তস্বরূপের অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থের মর্য্যাদা এবং যোগ-ব্যাপারের বিভূতি প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা কিন্তু সমাধিপাদেই বলিয়াছি যে, সাংখ্যাচার্য্যের মূলা-প্রকৃতির ক্রিয়োন্মুখী ভাবই যোগ-সূত্রকারের চিত্ত ; যাহার ভাব-বিশেষে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনের উদয় হইয়া, একত্র অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়। এই অন্তঃ-করণের চরম পরিণাম, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয়। তথায় রজ এবং তমো-গুণের নিবারণ থাকায়, স্রোতাদি-শূন্য জলাশয়ে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়, প্রকাশ-ভাব জ্ঞানজ্যোতির উদয় নিরন্তর থাকে। তাহাকেই বিষয়বতী বা জ্যোতিষ্মতী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এই আলোক অন্তরঙ্গ ভাবে আমাদের দেহাদি অন্তঃকরণের সর্ব্বত্র জ্ঞান-মূর্ত্তিতে প্রসৃত থাকিয়া, অন্তর্যামিত্বের কার্য্য করিতেছেন ; এবং অভিব্যঙ্গা-মূর্ত্তিতে চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া, চিত্তকে বাহ্যবস্তু গ্রহণের শক্তি প্রদান করিতেছেন। এই বস্তু গ্রহণের শক্তিই জ্ঞান নামে অভিহিত। দর্পণস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বকে যেমন ইচ্ছা করিলে, আমরা অনালোকিত পদার্থের উপর

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যসংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

. সূর্য্যে সংযমাৎ ভুবনস্য জ্ঞানং ভবতি ॥ ২৭ ॥

সূর্য্যে প্রকাশ-সংযমায় যঃ সংযমং করোতি তস্য সপ্তভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতিষু লোকেষু যানি ভুবনানি তত্তৎসন্নিবেশভাঞ্জিস্থানানি তেষু যথাবদস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে সাত্বিকপ্রকাশালম্বনতয়োক্ত ইহ তু ভৌতিক ইতি বিশেষঃ ॥ ২৭ ॥ ভৌতিকপ্রকাশান্তরালম্বনদ্বারেণ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

সূর্য্যে চিত্ত-সংযম করিলে, সূর্য্যালোকে আলোকিত সমগ্র ভুবনের জ্ঞান যোগী একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

নিয়োগ করত, অন্ধকার গৃহকেও আলোকিত করিতে পারি, তদ্রূপ চিত্ত-দর্পণে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানজ্যোতিকেও যথেচ্ছ নিয়োগের দ্বারা দূরবর্ত্তী ব্যবহিত এবং সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতির স্বরূপও অবধারণার্থ আমরা নিয়োগ করিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রবৃত্ত্যালোক শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে এবং মূলা প্রকৃতিও নহে। তবে উভয়ের একত্রীভূত অপূর্ব্ব ভাব মাত্র। চৈতন্যোপহিত চিত্তের সংযমে বিবিধ শক্তির সঞ্চয় হয় এবং চিত্তে প্রতিবিম্বিত জ্যোতির সংযমে সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সংযমের দ্বারা সেই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বা আলোক ভাব জ্ঞানকে হৃদয়পদ্ম মধ্যে প্রথম অবধারণ করা প্রয়োজন। তাহাকে অবধারণ করিতে হইলে, যোগীর লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, তিনি যে শক্তি-বলে অন্যকে বুঝিতেছেন, বুঝিবার দ্রব্যটীকে ছাড়িয়া, কেবল বুঝা ভাব-মাত্রকে ধরিতে পারাই, সেই আলোক। এই শক্তিকে প্রণিহিত মনে অবধারণ করাই প্রবৃত্ত্যালোকের জ্ঞান ॥ ২৬ ॥

প্রকাশময় ভাব বিশিষ্ট সূর্য্যে চিত্তের সংযম করিলে, চিত্ত প্রকাশময় ভাবে পূর্ণ হইয়া, দিবাকরের প্রকাশ্য লোক সমূহের জ্ঞান যোগী-হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব সূত্রে সাত্বিক প্রকাশকে অবলম্বন পূর্ব্বক সংযমের উপদেশ দিয়াছেন; এই সূত্রে কিন্তু ভৌতিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুতে চিত্ত-সংযমের উপদেশ দিয়াছেন। স্থূল চক্ষুর গ্রাহ্য দিবাকরে সংযমের দ্বারা অবশ্য তদপেক্ষা স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞানই যোগী পাইতে পারেন। ভুবন-জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষোড়শাধ্যায়ে বিশেষ বিবৃত আছে ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে তারা-ব্যুহজ্ঞানম্ ॥২৮॥
ধ্রুবে তদ্‌গতিজ্ঞানম্ ॥২৯॥

চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাণাং ব্যূহং সন্নিবেশ-বিশেষং বিজানীয়াৎ ॥ ২৮॥
ধ্রুবে অচলতারকে সংযমাৎ তাসাং তারাণাং গতিং জানাতি ॥ ২৯ ॥

তারাণাং যো ব্যূহো বিশিষ্টঃ সন্নিবেশস্তস্য চন্দ্রে কৃতসংযমস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সূর্য্যপ্রকাশেন হৃততেজস্কত্বাত্তারাণাং সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং ন শক্যং ভবিতুমর্হতীতি পৃথগুপায়োঽভিহিতঃ ॥ ২৮ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

ধ্রুবে নিশ্চলে জ্যোতিষাং প্রধানে কৃতসংযমস্য তাসাং তারাণাং যা গতিঃ প্রত্যেকং নিয়তকালানিয়তদেশা চ তস্যাঃ জ্ঞানমুৎপদ্যতে ইয়ং তারাঽয়ং গ্রহ ইয়তা কালেনামুং রাশিং ইদং নক্ষত্রং যাস্যতীতি সর্ব্বং জানাতি ইদং কালজ্ঞানস্য ফলমুক্তং ভবতি ॥ ২৯ ॥ বাহ্যাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্য অন্তরাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে।

চন্দ্র-মণ্ডলে সংযম করিলে, পৃথক্ গুচ্ছাকারে অবস্থিত তারকাগণের ব্যূহ-জ্ঞান হয় ॥ ২৮ ॥

তারকাগণের মধ্যে একটী ধ্রুব নামক স্থির নক্ষত্র আছে; উক্ত ধ্রুব নক্ষত্রে সংযম করিলে, কোন্ তারা কোন্ নক্ষত্রের সহিত কখন কোন্ রাশিতে গমন করে, তাহার বিশেষ প্রতীতি জন্মে ॥ ২৯ ॥

আভাস।

চন্দ্র তারকা-জালের অধিপতি; তারকাগণের পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশ সহ চন্দ্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং চন্দ্রে সংযম করিলে, গুচ্ছাকারে সম্মিলিত তারকাগণের সন্নিবেশ-পদ্ধতি যোগী অবগত হইতে পারেন। সূর্য্যে সংযম করিলে, ভুবন-জ্ঞানের সহিত অন্তরীক্ষ লোকের অবগতি হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু সূর্য্য-জ্যোতিতে নক্ষত্রাদি তারাগণের জ্যোতি অভিভূত হওয়ায় অদৃশ্য থাকে; তাহাদিগকে অবধারণার্থ চন্দ্রে সংযম করা প্রয়োজন ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবনামে একটী স্থির নক্ষত্র আছে; ইহাকে কেন্দ্রীভূত করত অন্যান্য সমস্ত তারাগণ অন্তরীক্ষ-লোকে ভ্রমণ করিতেছে। মেটি কাষ্ঠে বন্ধন করত, বলদ সমূহকে ভ্রমণ করাইয়া, কৃষকগণ যখন গোধূমাদিকে মাড়াইয়া পৃথক্ করিয়া লয়, তখন মেটি দণ্ডকেই সকলের ভ্রমণ-বেগ সহ্য করিতে হয়; সেইরূপ

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ জ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

শরীরমধ্যভাগস্থে নাভিচক্রে কৃতসংযমস্ত যোগিনঃ কায়ব্যূহস্য দেহসংস্থানবিশেষস্য জ্ঞানং ভবতি ॥ ৩০ ॥

শরীরমধ্যবর্ত্তি নাভিসংজ্ঞকং যৎ ষোড়শারং চক্রং তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ কায়গতো ব্যূহো বিশিষ্টরসমলধাতুনাড্যাদীনামবস্থানং তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে । ইদমুক্তং ভবতি নাভিচক্রং শরীরমধ্যবর্ত্তি সর্ব্বতঃ প্রসৃতানাং নাড্যাদীনাং মূলভূতং অতস্তত্র কৃতাবধানস্য সমগ্রসন্নিবেশো যথাবৎ আভাতি ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধান্তরমাহ ।

নাভিচক্রে সংযম করিলে, দেহের অন্তরস্থিত সন্ধি সমূহের প্রতীতি হয় ॥ ৩০ ॥

এক ধ্রুব তারা স্বয়ং স্থিরভাবে অবস্থান করত, অন্যান্য সকল তারার প্রদক্ষিণ-বেগ সহ্য করিয়া থাকে। সুতরাং এই ধ্রুব তারাতে সংযম করিলে, অন্যান্য তারার গতি এবং বেগ অবধারণ করা যায়। অর্থাৎ কোন্ তারা কোন্ নক্ষত্র সহ কোন্ সময়ে কোন্ রাশিতে প্রবেশ করে, বা বিপরীত গতিতে কোন্ সময়ে পরিত্যাগ করে, এই সকল বৃত্তান্ত যোগী অবধারণ করিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মভাগ ও জ্ঞানভাগ ভেদে মনুষ্যদেহ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বক্ষস্থল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ভাগে জ্ঞানের আলোচনা এবং তন্নিম্নে নাভি-স্থল হইতে চরণতল পর্য্যন্ত স্থানে কর্ম্মের আলোচনা হইয়া থাকে। বক্ষস্থলে ফুস্ফুসের ক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্থানে জ্ঞানশক্তির প্ররোহ হইতেছে ; এবং নাভিপদ্মের ক্রিয়ার দ্বারা চরণতলাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মবিভাগের পরিচয় হইতেছে। মস্তিষ্কে যেমন জ্ঞানশক্তির প্ররোহের পর, তাহা সর্ব্বাঙ্গে প্লাবিত হইয়া, সর্ব্বাবয়বে অনুভূতি শক্তির উদয় করে, এদিকে কর্ম্মশক্তিও নাভিপদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া, দেহস্থ যাবতীয় গ্রন্থিতে বল এবং ক্রিয়া-শক্তির প্ররোগে দেহবর্গকে রক্ষিত, চালিত, ক্ষরিত, পোষিত এবং বর্দ্ধিত করিতেছে। যেমন একটী গৃহে একখানি চালন-যন্ত্র (এঞ্জিন) থাকে, ঠিক সে স্থানে কোন বিশেষ কারবারের কার্য্য হয় না ; কিন্তু তাহার সংস্রবে অন্যান্য শত গৃহে কেবল চক্রাদির সহযোগে, কোথায় বা বস্ত্রবয়ন, কোথায় তৈল প্রস্তুত, কোথায়ও বা ধান্যাবঘর্ষণে তণ্ডুল-প্রস্তুত করণাদি বিবিধ কার্য্যের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ নাভিচক্র নামক মূল চালন-যন্ত্রের সহায়ে আমাদের দেহের সর্ব্ব প্রকোষ্ঠস্থ যাবতীয় নাড়ী-গ্রন্থি

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ ॥৩১॥

কণ্ঠকূপে (জিহ্বায়াঃ অধস্তাৎ তন্তুঃ তত্র গলে কূপঃ গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিঃ ভবতি) ॥ ৩১ ॥

কণ্ঠে গলে কূপঃ কণ্ঠকূপঃ জিহ্বামূলে জিহ্বাচক্রেরধস্তাৎ কূপ ইব কূপো গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ প্রাণাদের্যৎ সম্পর্কাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি তস্মিন্ কৃত-সংযমস্য যোগিনঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ ক্ষুৎ-পিপাসাদয়ো নিবর্ত্তন্তে ঘটিকাধস্তাৎ স্রোতসা ধার্য্যমাণে তস্মিন্ ভাবিতে ভবত্যে-বংবিধা সিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

গলদেশে জিহ্বার নিম্নে যে তন্তু আছে, তাহারই অধোভাগে কূপের ন্যায় একটী গর্ত্তভাগ আছে; প্রাণবায়ুর স্পর্শে এই স্থান হইতেই ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক হইয়া থাকে। সুতরাং এই কণ্ঠকূপে সংযম করিলে, ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

আভাস।

বল লাভে যথাযথ প্রয়োজন মত স্বয়ংসিদ্ধের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। হৃৎপিণ্ড-রূপ চালন-যন্ত্রের সাহায্যকারী প্রাণাদি-বায়ু মাত্র কাষ্ঠ-স্থানীয় এবং নাভিচক্ররূপ চালন-যন্ত্রের সাহায্যকারী ওষধিসমূহ কাষ্ঠস্থানীয়। প্রাণকে ভোজন করত জ্ঞান-যন্ত্র প্রদীপিত হয় এবং ওষধিকে ভোজন করত নাভিচক্র পুষ্টিলাভ করে; এবং সর্ব্বাবয়বের পুষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। নাভিচক্রের সহিত প্রত্যেক গ্রন্থির তন্ত্রীসম্বন্ধ আছে; মস্তিষ্কের তাদৃশ কোন গ্রন্থিরও বিপ্লব ঘটিয়া যদি শিরোরোগের উপস্থিতি হয়, চিকিৎসকগণ তাদৃশ ঔষধ খাওয়াইয়া, নাভিচক্রে বল প্রদান করত, শিরোদেশের তাদৃশ ধমনিতে বল প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভাবনা-চক্র প্রাণের আধার বক্ষদেশস্থ হৃৎপিণ্ড যেমন সর্ব্বাবয়বব্যাপী অনুভব শক্তির মূল আশ্রয়, কর্ম্মাদির প্রতিপালন-ক্ষেত্র ওষধির আধার নাভিচক্রও সর্ব্বদেহব্যাপী পোষণাদি ক্রিয়ার অভিব্যঞ্জক নাড়ীগ্রন্থি সমূহের মূল আধার। সুতরাং এই নাভিচক্র নামক নাড়ীচক্রে সংযম করিলে, দেহের যাবতীয় গ্রন্থি বা প্রকোষ্ঠাদির জ্ঞান যোগী লাভ করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা দেহের ত্বক্, রস, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র প্রভৃতি স্থূল অংশের শুভাশুভ জ্ঞান এক নাভিচক্রের পরিচিন্তনে যোগী অবধারণ করিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্॥ ৩২॥

কূপাৎ অধঃ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী তস্যাং কৃতসংযমস্য স্থৈর্য্যং স্থিতিপদং ভবতি ॥৩২॥

কণ্ঠকূপস্যাধস্তাৎ যা কূর্ম্মাখ্যা নাড়ী তস্যাং কৃতসংযমস্য চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে তৎ স্থানমনুপ্রবিষ্টস্য চঞ্চলতা ন ভবতীত্যর্থঃ যদি বা কায়স্য স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে ন কেনচিৎ স্পন্দয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

এই কণ্ঠকূপের নিম্নদেশে বক্ষের মধ্যে কূর্ম্মসদৃশ একটী নাড়ীগুচ্ছ আছে, উক্ত কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করিলে, যোগীর সর্ব্বতোভাবে স্থৈর্য্যের উদয় হয় ॥ ৩২ ॥

আভাস।

সাধারণ বিভূতির বিষয় বর্ণনান্তর বিশেষ বিভূতির পরিচয়ার্থ স্থান-বিশেষে এবং বস্তুবিশেষের সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের কণ্ঠদেশে জিহ্বামূলের নিম্নভাগে একটী কূপাকার গর্ত্ত আছে। প্রাণবায়ুর গমনাগমন উপলক্ষে প্রতিবারে উক্ত কূপমধ্যে প্রতিহত হইতে হয়। ক্ষুধা এবং পিপাসাকে উদ্দীপিত করিবার জন্য, এই কূপমধ্যে একটী শিরা-গ্রন্থি আছে। বায়ুর সম্পর্কে সে স্থানটী যত আলোড়িত এবং প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তত্রত্য উত্তেজক শক্তির উদ্দীপনে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। ইহাই জীবনীশক্তির পরিচালক। অর্থাৎ জীবনীক্রিয়ার পুষ্টিকারক। যখন জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, তখন এই কূপে শ্লেষ্মার উদয় হইতে থাকে এবং তাহাতেই ক্ষুধা পিপাসা মন্দা হইয়া পড়ে। এই কূপে চিত্ত সংযম করিলে, চিত্তবলে উক্ত কূপ সরস থাকে এবং ক্ষুধা পিপাসারও উদ্রেক থাকে না; অথচ দেহেরও কোন অনিষ্ট হয় না॥ ৩১ ॥

জ্ঞানের উন্মেষণার্থ বক্ষস্থলে যে চালন-যন্ত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার আশ্রয়ে একটী নাড়ীচক্র আছে, যাহাকে কূর্ম্মনাড়ী নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। এই নাড়ীচক্রের আকার কূর্ম্মসদৃশ। কূর্ম্ম ক্রিয়াকালে নিজের হস্ত পদাদি যেমন বাহিরে প্রসৃত করে, এই কূর্ম্মচক্র হইতেও তদ্রূপ একটী উত্তেজনা শক্তি আইসে, যাহার প্রভাবে জ্ঞানশক্তির উত্তেজনায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে উদযোগী হয়। কণ্ঠকূপের নিম্নে অথচ ফুস্-ফুসের ঊর্দ্ধভাগে যাহাকে কলিচা নামে ব্যবহার করে, সেইটীই কূর্ম্ম-নাড়ী। যদি অত্যন্ত ভয় বা হর্ষের ব্যাপার উপস্থিত হয়, তৎকালে উক্ত কূর্ম্ম-নাড়ী অত্যন্ত সঙ্কুচিত

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

মূর্দ্ধনি যৎ জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ তস্মিন্ সংযমেন দিব্যপুরুষাণাং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবতি ॥ ৩৩ ॥

শিরঃ কপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যে ছিদ্রে প্রকাশাধারত্বাৎ জ্যোতিষি যথা গৃহাভ্যন্তরস্থস্য মণেঃ প্রসরন্তী প্রভা কুঞ্চিতাকারেব সর্ব্বপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ প্রসৃতস্তত্র সংপিণ্ডিতত্বং ভজতে। তত্র কৃতসংযমস্য যে

মস্তিষ্ক হইতে কপাল পর্য্যন্ত যে একটী ছিদ্র আছে, উহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে; এবং উক্ত রন্ধ্রে সাত্ত্বিক প্রকাশজ্যোতি

আভাস।

সঙ্কুচিত বা অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া, কষ্ট বা প্রফুল্ল ভাবের আনয়ন করে। কিন্তু এই কূর্ম্ম-নাড়ীতে চিত্ত সংযম করিলে, কূর্ম্ম যেমন নিজের হস্ত পদাদি আপনার অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করত, জড়ের ন্যায় অবস্থান করে; তদ্রূপ কূর্ম্ম-নাড়ী স্থির হইলে, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রকার উত্তেজনার অভাবে শরীর এবং অন্তঃকরণ স্থির ভাব ধারণ করে। ৩২ ॥

গৃহমধ্যে যে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত থাকে, সে কেবল আপন স্বরূপে অবভাসিত এবং প্রকাশমান থাকে, তাহা নহে; সে গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থান ও বস্তু সমূহকে প্রকাশিত করত, দ্বার ও গবাক্ষাদি দ্বারা তির্য্যক্‌ভাবে বাহিরে প্রসৃত হইয়া, বহির্ভাগকেও আলোকিত করে; এবং সেই প্রকাশিত বা বাহিরে পতিত আলোক দর্শন করিয়া, পথিক গৃহের মধ্যস্থ দীপালোক দর্শন করিতে যায় এবং দেখিতেও পায়। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রণালিকার দ্বারা যে জ্ঞান-ক্রিয়ার পরিচয় বাহিরে প্রকাশিত হয়, উক্ত জ্ঞানালোক যে স্থান হইতে প্রসৃত হইয়া, বাহিরে ইন্দ্রিয়-প্রণালিকাদির দ্বারা প্রকাশ পায়, সেই স্থানটীর অন্বেষণে মূল আলোককে দর্শন করা প্রয়োজন। সে আলোক বা জ্যোতিস্থান আমাদের মূর্দ্ধদেশ অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থল; যাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র নামে অভিহিত করা যায়। সেই স্থান হইতে তির্য্যক্ আকারে উক্ত জ্যোতিঃ কপাল ও নেত্রযুগলের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম রন্ধ্রকে অবলম্বন করত, ইন্দ্রিয়াদির দ্বার দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। অতএব প্রাতলোম গমনের দ্বারা, প্রথম মন-স্থান দ্বিদল অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যে, তৎপরে কপালের মধ্য দিয়া বিদ্যমান রন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান-স্রোতকে অবলম্বন

দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালবর্ত্তিনঃ সিদ্ধা দিব্যাঃ পুরুষা স্তেষামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং তস্য দর্শনং ভবতি। তান্ পশ্যতি তৈশ্চ স সম্ভাষত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞত্বে উপায়মাহ।

নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। উক্ত প্রকাশ-স্বরূপে সংযম করিলে, সাধারণ লোক-চক্ষুতে অদৃশ্য অন্তরীক্ষ-বাসী সিদ্ধপুরুষগণের সন্দর্শন লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

পূর্ব্বক অহঙ্কার ভাবকে ধরিতে হইবে এবং তৎপশ্চাতে কপাল এবং মস্তকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যথায় বুদ্ধির ক্রিয়া হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানস্থিত জ্ঞানজ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বশেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ গোলাকার গৃহকক্ষে পিণ্ডিত জ্ঞানজ্যোতিকে অবলম্বন করা বিধেয়। এই পিণ্ডিত জ্ঞানজ্যোতিতে সংযম করিলে, চিত্ত চরম মার্জ্জিত দশায় উপনীত হয়। তৎকালে তাহার শক্তি এত পরিবর্দ্ধিত হয় যে, বাহ্য দর্শনের জন্য বাহ্য প্রণালিকার আর অপেক্ষা থাকে না। এমন কি! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব ভাবে বা শক্তিতে উক্ত চিত্তকে সাহায্য বা কলুষিত করিতে পারে না। পূর্ব্বে চিত্ত যাহার মধ্য দিয়াই বাহিরে প্রকটীত হইত, তখন তাহার শক্তি অনুসারেই কার্য্য করিত; অর্থাৎ চক্ষুর সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা অনুসারেই বাহিরের স্থূল বা সূক্ষ্মরূপাদি গ্রহণ করিত; এক্ষণে চিত্তের বলে ইন্দ্রিয়গ্রামও বল প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মূর্দ্ধজ্যোতির সংযমে জ্যোতিমূর্ত্তিধারী চিত্ত সাধারণ দৃষ্টির অগ্রাহ্য আকাশচারী সিদ্ধ পুরুষদিগকেও দর্শন করিতে পারে; এবং চক্ষুরাদিকেও সে দর্শন সামর্থ্য প্রদান করে। সুতরাং যোগী এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কেবল সংযমের বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শন পান। মূর্দ্ধজ্যোতিতে নিস্তরঙ্গ আলোক দেখিবার শক্তি সম্পূর্ণ নিভৃত চিত্তের ফল; ইহা সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা অকস্মাৎ সকল বিষয়কে বিসর্জ্জন দিয়া, নির্ম্মল ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহাদের চিত্তই নিবাত দীপের ন্যায়, জ্ঞানজ্যোতি নিরালম্বনে অবভাসিত ও অবলোকিত হয়। যদি যোগী ইহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে, প্রত্যেক তত্ত্বের অন্তরালে তত্তৎ সাক্ষীরূপে বিদ্যমান নির্হেতুক জ্ঞানকে ধরিতে পারিলেও, সর্ব্বাবভাসক প্রাতিভ জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ যোগীর হইয়া থাকে। এ জ্ঞান অতীব সুলভ। যোগী কেন! ভোগীর

প্রতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

নিমিত্তমনপেক্ষ্য মনোমাত্রজন্যং জ্ঞানং প্রাতিভং; তৎ সংযমাৎ সাধনান্তরমনপেক্ষ্যৈব যোগী সর্ব্বং বিজানাতি ॥ ৩৪ ॥

নিমিত্তানপেক্ষং মনোমাত্রজন্যং অবিসংবাদকং প্রাগুৎপদ্যমানং জ্ঞানং প্রতিভা তস্যাং সংযমে ক্রিয়মাণে প্রাতিভং বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্ববিভাবকং জ্ঞানমুদেতি যথোদেষ্যতঃ সবিতুঃ পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি তদ্বদ্বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্ববিভাবকং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্মিন্ সতি সংযমান্তরানপেক্ষঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

কোনরূপ নিমিত্তাদি কারণের অপেক্ষা না করিয়া, মনোমধ্যে একটী সহজ জ্ঞান সর্ব্বদা উদিত থাকে, তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানে সংযম করিলে, অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হয় না; অথচ যোগী সকল জানিতে পারেন ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

পক্ষেও অতীব সুলভ। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, একটী জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রতীতি মাত্র হয়, অথচ কি করিতে হইবে, এ ভাব হৃদয়ে তখনও প্রবেশ করে নাই; যেন নিশ্চিন্ত ভাবেরই কেবল উদ্বোধন হইতে থাকে, ইহাকেই প্রাতিভ নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত একটী স্বতঃসিদ্ধ নিত্যোদিত জ্ঞান বা উদ্বোধন ভাব আমাদের চিত্তে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু জলে ছায়ার প্রতিবিম্বনের ন্যায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বৃত্তির দ্বারা উক্ত প্রতিভা যখন প্রতিবিম্বিত বা তদাকারে আকারিত হইয়া পড়ে, তখনই তদনুসারে মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়। অতএব বুদ্ধি-তত্ত্বের অনালোড়িত সত্ত্বগুণে যে জ্ঞানের প্রতিভা, তাহাকেই প্রাতিভ জ্ঞান কহা যায়। পক্ষপাতিত্ব দোষশূন্য উদাসীন চিত্তে এই প্রাতিভ জ্ঞান সর্ব্বদাই বিরাজ করে। যাহারা সর্ব্বদা অনুসন্ধিৎসু, বিষয়ের অনুসন্ধানে এবং ভাল মন্দ বিচারে সর্ব্বদাই বিব্রত, তাহারা এই প্রাতিভ জ্ঞানের স্বরূপ-সন্ধান পান না। অতএব বৈরাগ্য বলে অনাসক্ত চিত্তে এই প্রাতিভ জ্ঞান সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকে। এই প্রাতিভ জ্ঞানকে অবধারণ পূর্ব্বক তাহার স্বরূপে সংযম করিলে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় হইলেই, যেমন নৈশ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া, পার্থিব পদার্থ সমূহ নয়নগোচর

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৫ ॥

হৃদয়ে সংযমাৎ চিত্তস্য বিষয়সহিতস্য জ্ঞানং ভবতি ॥ ৩৫ ॥

হৃদয়ং শরীরস্য প্রদেশবিশেষস্তস্মিন্নধোমুখস্বল্পপুণ্ডরীকাভ্যন্তরেহন্তঃকরণসত্ত্বস্য স্থানং তত্র কৃতসংযমস্য স্বপরচিত্তজ্ঞানমুৎপদ্যতে। স্বচিত্তগতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ পরচিত্ত- গতাংশ্চ রাগাদীন্ জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

হৃদয়ে সংযম করিলে, স্বকীয় চিত্তের ধারণা হয় ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

হইয়া থাকে, প্রাতিভ জ্ঞানের প্রসাদে যোগী এবং ভোগী উভয়েই ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিতে পারেন ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

মস্তিষ্কের মধ্যে ব্রহ্মপুরে অধোমুখ পদ্মাকারে যে স্থান আছে, তাহাতেই জ্ঞান জ্যোতির উদ্ভাসনে চিত্তাদি দেহবর্গ চেতনায়মান হইয়া কার্য্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তাহাতে চৈতন্যশক্তির উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবার যোগ্যতা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াশক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং হৃদয়ের সহিত সহস্রার পদ্মের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চিত্ত বিহ্বল হইলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া যায় এবং হৃদয় বলবান্ হইলে, মস্তিষ্কের চিন্তা ব্যাপার সুদৃঢ় ও বিচার পূর্ব্বক বিহিত হইয়া থাকে। যদিও উভয়ের স্থান অনেক দূরবর্ত্তী, কিন্তু ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীত হয়। অতএব হৃদয়ের ক্রিয়াকে অবলম্বন পূর্ব্বক, চিত্তে সংযম করিলে, চিত্তের ক্রিয়া ও ভাব সমূহ অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার স্থানেরও নির্ণয় হয় এবং কোন্ বিষয়ের চিন্তা চিত্ত করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায়। এই প্রকারে স্বকীয় চিত্ত স্থির হইয়া আসিলে, অপরের চিত্ত-ব্যাপারও অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

নিঃসঙ্গ জ্ঞানকে অপরোক্ষভাবে প্রতীত করা, বিশেষ আয়াস-সাধ্য। কারণ এই অপরোক্ষানুভূতি আর বৃত্তিহীন জ্ঞানস্বরূপে বিশ্রাম করা, এই উভয়ই একই ভাব। তবে ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনুভূতি ক্রিয়াকে বা বিষয়ের অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী তত্তৎ ক্রিয়ার বা বস্তুর অবভাসক বোধরূপকে লক্ষ্য করিতে পারিলে, জ্ঞানস্বরূপের উদ্ভাসন আমাদের হৃদয়ে হয়। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎ-কারার্থ, জ্ঞানাবভাসিত ক্রিয়া এবং জ্ঞেয় স্বরূপ বস্তুর পার্থক্য বিচারের প্রয়োজন। সে বিচার করিতে হইলে, স্থূল, সূক্ষ্ম ক্রমে ধারাবাহিক ভাবে তাঁহাদের অবস্থিতির

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাৎ ভোগঃ পরার্থান্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬॥

সত্ত্বং বুদ্ধিঃ, পুরুষঃ চিদ্রূপঃ, তয়োঃ ভোগ্যভোক্তৃত্বেন অত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ অত্যন্তভিন্নয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাৎ সারূপ্যাৎ ভোগঃ। তত্র বুদ্ধেঃ পরার্থত্বাৎ দৃশ্যত্বাৎ পুরুষোপভোগ্যত্বাৎ চ তস্মাৎ অন্যঃ চিৎস্বভাবঃ যঃ স এব স্বার্থঃ নান্যাপেক্ষঃ তস্মিন্ সংযমাৎ পুরুষজ্ঞানং আত্মসাক্ষাৎকারঃ ভবতি। ৩৬ ॥

সত্ত্বঃ প্রকাশসুখাত্মকঃ প্রাধানিকঃ পরিণামবিশেষঃ। পুরুষো ভোক্তা অধিষ্ঠাতৃরূপঃ তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োর্ভোগ্যভোক্তৃরূপত্বাৎ চেতনাচেতনত্বাচ্চ ভিন্নয়োঃ তয়োর্যঃপ্রত্যয়স্যাবিশেষো ভেদেনাপ্রতিভাসনং তস্মাৎ সত্ত্বস্যৈব কর্তৃতাপ্রত্যয়েন যা সুখদুঃখসম্বিৎ স ভোগঃ। সত্ত্বস্য স্বার্থনৈরপেক্ষ্যেণ পরার্থঃ পুরুষার্থনিমিত্তঃ

সত্ত্বস্বরূপ বুদ্ধি ভোগ্য এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ দ্রষ্টা; কিন্তু এতদুভয়ের অভেদ ভাবে অবস্থানই ভোগকারণ অভিমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষার্থ সাধনের জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি;

আভাস।

প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অতি সূক্ষ্ম চিত্তত্ত্বকে অবলম্বন করত, ক্রমশঃ তাহার পরিণামে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহের অভ্যন্তর দিয়া বিষয়-সম্বন্ধ যেরূপে ঘটে, তাহা অনুভব করিবার উপলক্ষে তত্তৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী বা তত্ত্বভাবের বা ক্রিয়ার অবভাসক জ্ঞানকে অনুলোম অর্থাৎ (অনু) পশ্চাৎ গতির ভাবকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানকে নেতামূর্ত্তিতে বুঝা উচিত। আবার ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ প্রতিলোম গমনের দ্বারা, বিষয়ত্যাগ করিয়া, বিষয়াবভাসক ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য; আবার বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয়কে সঞ্চালিত করায়, তাহার চালক মনকে তাহার নেতারূপে অবধারণ করা প্রয়োজন। চৈতন্য বিশিষ্ট মনও প্রকৃত নেতা নহে; সেও আবার নেতারূপে অন্যকে অপেক্ষা করে; তাহার ইঙ্গিতে বা প্রয়োজনে মনও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; বা নিবৃত্ত থাকে। তখন মনকেও চালাইবার বস্তুরূপে অবধারণ করত, তাহার চালক চেতনরূপী অহঙ্কারকে আমরা স্পষ্টত দেখিতে পাইব। পূর্ব্বে এই অহঙ্কারই চেতন-মূর্ত্তিতে অবভাসিত হইতেছিল; কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, অহঙ্কার আমার আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; সুতরাং অহঙ্কারও

তস্মাৎ অন্যো যঃ স্বার্থঃ পুরুষস্য স্বরূপমাত্রালম্বনঃ পরিত্যক্তাহঙ্কারসত্ত্বে যা চিচ্ছায়া সংক্রান্তিস্তত্র কৃতসংযমস্য পুরুষবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তত্র তদেবং রূপং স্বালম্বনং জ্ঞানং সত্ত্বনিষ্ঠং পুরুষো জানাতীত্যর্থঃ। ন পুনঃ পুরুষঃ জ্ঞাতা জ্ঞানস্য বিষয়ভাবমাপদ্যতে। জ্ঞেয়ত্বাপত্তেঃ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বয়োরত্যন্তবিরোধাৎ ॥ ৩৬॥ অস্যৈব সংযমস্য ফলমাহ।

সুতরাং প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ যিনি পুরুষ, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সেই প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যে সংযম করিলে, আত্মস্বরূপ পুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

জ্ঞানের বিষয় এবং বুদ্ধির অধীন। তখন আমরা বিচাররূপা বুদ্ধিকে অহঙ্কারের পশ্চাদ্ভাগে ভাল মন্দ বিচারার্থ তৎপরে ক্রমশঃ দণ্ডায়মান নিরীক্ষণ করিতে পারিব। এবং সর্ব্বান্তে বুদ্ধিও নিরীক্ষণের বিষয় বলিয়া অবধারিত হইবে। কিন্তু অবধারণ ব্যাপারকে অবধারণের আর কেহ অন্য থাকে না; ইহাই মূর্দ্ধজ্যোতি। ইহা বিষয়ের প্রতিলোম গমনের দ্বারা উপলব্ধ বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায়, অবভাসিত হয়। এই জ্ঞানজ্যোতিই পুরুষ এবং তাহাতে শ্রোতরূপে পর পর বিদ্যমান জ্ঞেয় বুদ্ধি প্রভৃতি সকল তত্ত্বই উক্ত পুরুষস্বরূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণার কালে, তৎপ্রেরক মনই চেতনাবিশিষ্ট প্রেরক বলিয়া পরিচিত হইতেছিল। কিন্তু প্রতিলোম গমনের দ্বারা মনকেও জ্ঞেয় বস্তু ও তদতিরিক্ত একটী জ্ঞান বলিয়া যখন প্রতীত হয়, তখন মনও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় পৃথক্ বস্তু হইয়া পড়ে। এই পৃথক বলিয়া অবধারণ করাই অন্যতাপত্তি এবং এক বলিয়া প্রতীতিই প্রত্যয়ের অবিশেষ। এই উভয়ের একত্ব পরিচয়ই ভোগের কারণ; অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়ে জ্ঞেয়স্বরূপ চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহের বিষয়াভিমুখে গতি হয়; কিন্তু বস্তুত এক নহে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ। জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয় ভাবের পৃথক্ প্রতীতিই ভোগে প্রতিনিবৃত্তি; অর্থাৎ মোক্ষ। এই জ্ঞানরূপী পুরুষ যখন যে তত্ত্বের সহিত সংমিলিত হন, তখন নিজের পৃথক্ স্বরূপকে রক্ষা না করিয়া, সেই সেই তত্ত্বের ক্রিয়াদির উদ্ভাবন করত, যেন তাহারই অনুলোমে গমন করিতে থাকেন; এবং তাহারই স্বয়ং সিদ্ধত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব যখন স্বয়ং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞান নিজেই প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট বা

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥৩৭॥

ততঃ স্বার্থ সংযমাৎ পুরুষ জ্ঞানাৎ (ব্যুত্থানকালেঽপি) প্রাতিভাদয়ঃ (প্রাতিভং সর্ব্বগোচরং জ্ঞানং, শ্রাবণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়জং দিব্যং জ্ঞানং, বেদনাস্পর্শেন্দ্রিয়জং, আদর্শঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়জং, আস্বাদঃ রসনেন্দ্রিয়জং, তথা বার্ত্তা গন্ধসম্বিৎ চ) জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পুরুষসংযমাদভ্যস্যমানাৎ ব্যুত্থিতস্যাপি জ্ঞানানি জায়ন্তে। তত্র প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং তস্যাবির্ভবনাৎ সূক্ষ্মাদিকমর্থং পশ্যতি। শ্রাবণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং তস্মাচ্চ প্রকৃষ্টং দিব্যং শব্দং জানাতি। বেদনাস্পর্শেন্দ্রিয়জং জ্ঞানং বেদ্যতেঽনয়েতি কৃত্বা তান্ত্রিকয়া সংজ্ঞয়া ব্যবহ্রিয়তে। তস্মাৎ দিব্যস্পর্শ-বিষয়ং জ্ঞানং সমুপজায়তে। আদর্শশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আসমন্তাৎ দৃশ্যতে-

এই আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে. ভোগদশাতেও প্রাতিভ-জ্ঞান, শ্রবণ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি, দর্শন-শক্তি, স্বাদ-শক্তি এবং ঘ্রাণ-শক্তির আভাস।

অবভাসিত হন। এইপ্রকারে উপেক্ষার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, অতি স্থূল দেহ এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাম. তদপেক্ষা মন, তদপেক্ষা অহঙ্কার এবং তদপেক্ষা বুদ্ধি এবং তাহারও কারণ-স্থানীয় চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্তৎ প্রেরক অথচ সাক্ষীভূত চেতনস্বরূপ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভই পরমপুরুষার্থ; যাহা এই পরস্পরের ভেদের প্রতি চিত্তের সংযমের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে চিত্ত বা বুদ্ধির সহিত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের পৃথক্ সত্তা অবধারিত হইলে, আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। কারণ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ তখন স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকেন এবং অন্য কোন তত্ত্বের অনুরোধে আর অনুরুদ্ধ হন না। বরং জ্ঞানজ্যোতিতে চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ স্বাধীনভাব হারাইয়া পুরুষভাবে পরিণতের প্রতীতি হয়। সুতরাং স্ব স্ব শক্তি অপেক্ষা পূর্ণ চৈতন্য-শক্তিতে অবভাসিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত পুরুষসাক্ষাৎ-কার হইলে. প্রাতিভজ্ঞান সর্ব্বদাই চিত্তে উদিত থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষের আনুগত্য নিবন্ধন অলৌকিক শক্তি লাভে. অলৌকিক বিষয় সমূহের অবধারণে আপনারা সক্ষম হয়। পূর্ব্বে দর্শনশক্তির অনুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইতেছিল, এক্ষণে জ্ঞানের অনুরূপ দর্শনেন্দ্রিয় বিকশিত হইতে থাকে; সুতরাং জ্ঞানজ্যোতি যখন অসীম এবং অপ্রতিহত, তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিও অসীম

স্বনুভূয়তে রূপমনেনেতি কৃত্বা তস্য প্রকর্ষাদ্দিব্যং রূপজ্ঞানমুৎপদ্যতে। আস্বাদো রসনেন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আস্বাদ্যঃতেহনেনেতি কৃত্বা তস্মিন্ প্রকৃষ্টে দিব্যো রসসংবিদুৎপ-জায়তে। বার্ত্তা গন্ধসম্বিৎ বৃত্তিশব্দেন তান্ত্রিক্যাপরিভাষয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়মুচ্যতে। বর্ত্ততে গন্ধবিষয় ইতি বৃত্তের্ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাতা বার্ত্তা গন্ধসংবিৎ তস্যাং প্রকৃষ্যমাণায়াং দিব্যগন্ধোহনুভূয়তে ॥ ৩৭ ॥ এতেষাং ফলবিশেষাণাং বিশেষবিভাগমাহ।

উদয়ে, দিব্যশব্দ, দিব্যস্পর্শ, দিব্যরূপ, রস এবং গন্ধাদি গ্রহণ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

ও অপ্রতিহত হইয়া উঠে। অতএব তৎকালে যোগীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম, মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিয়াও, স্বর্গধামের বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকনাদি করিতে পারেন। ইহারই নাম দিব্যদর্শনাদির শক্তি। এই পদ্ধতির অবলম্বনে আমরা একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক, স্থানান্তরের সংবাদ প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে এবং বলিতে পারি। ইহাতে দিব্য-দৃষ্টি, দিব্য-শ্রবণ, দিব্য-ঘ্রাণ দিব্য-স্পর্শ এবং দিব্য-রসের আস্বাদ আমরা অবলীলাক্রমে পাইতে পারি। এই শক্তি অতি সহজে হইয়া থাকে; কেবল বিচার এবং সামান্য অনুভূতি বলেই ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে; এবং উৎকৃষ্ট সংযমে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত ফল সাধারণ গৃহীও পাইতে পারেন। কিন্তু ব্যাঘাত প্রচুর। সামান্য শক্তিলাভ হইলেই প্রতিষ্ঠা বা ভোগের অনুরোধে মানব ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে; সুতরাং অভিমান রূপ পিশাচের আক্রমণে আত্মহারা হইয়া, পরিণামে সকল ফলে বঞ্চিত হয় ॥ ৩৭॥

এই নিমিত্ত সূত্রকার নিজেই যোগী সাধককে সতর্ক করিবার উপলক্ষে বলিয়াছেন যে "তে ব্যুত্থানে ভোগদশায়াং সিদ্ধয়ঃ উপকারকাঃ অপি সমাধৌ উপসর্গাঃ বিঘ্নকারিণঃ"। পুরুষ-চিন্তনের মাহাত্ম্য অসীম এবং অনন্ত ফললাভ হয় সত্য! কিন্তু জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তদন্তরালবর্ত্তী যে সকল বিভূতি ইহার আরম্ভ হইতেই দেখা দেয়, যোগী যেন তৎপ্রাপ্তিতে উচ্ছৃঙ্খল না হন। কারণ দুঃখ-সঙ্কুল জগতে যদি অতি সামান্য সুখেরও উদয় হয়, মন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। উপায় পাইলে, নিজের দুঃখ বিমোচন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-জর্জ্জারিত অপর ব্যক্তিরও দুঃখনিবারণার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ উৎসাহে অগ্রসর হইতে হইতে, চিত্ত ক্রমশঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষ

তে সমাধ্যুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তে পূর্ব্বোক্তাঃ প্রাতিভাদয়ঃ ব্যুত্থানে ব্যবহারদশায়াং সিদ্ধয়ঃ অপি সমাধৌ উপসর্গাঃ বিঘ্নকরা এব ॥ ৩৮ ॥

তে প্রাক্‌প্রতিপাদিতাঃ ফলবিশেষাশ্চ সমাধেঃ প্রকর্ষে উপসর্গা উপদ্রবা বিঘ্নাঃ। তত্র হর্ষস্ময়াদিকরণেন সমাধিঃ শিথিলীভবতি। ব্যুত্থানে তু পুনর্ব্যবহারদশায়াং বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়ো ভবন্তি ॥ ৩৮॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

প্রাতিভ-জ্ঞান এবং অলৌকিক দিব্যগন্ধাদি গ্রহণের সামর্থ্য প্রভৃতি যাহা যোগী লাভ করিতে পারেন, এ সমস্ত ভোগীর পক্ষে সিদ্ধির মধ্যে গণনীয় হইলেও, সমাধির পক্ষে অন্তরায় ও বিঘ্নস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

স্বরূপের চিন্তনে বা তাহার অভ্যাসে উদাসীন হইয়া পড়িলে, যোগের উপকারিতা জন্য উৎসাহিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ; কেবল পুরুষ-সাক্ষাৎকার ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে, এই মাত্র বুঝিয়া, উত্তরোত্তর সমাধির জন্যই যত্নশীল হওয়া বিধেয় ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় ভোগ-দেহকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরু রাজার মৃত কলেবরে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল রাজদেহ ভোগ করিয়াছিলেন ; এবং ঋষিগণও ঐরূপ নিজের দেহ ছাড়িয়া যথেচ্ছ পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন, এই প্রবাদও আছে। এই প্রবেশের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীর-প্রবেশঃ"। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে দেহে বাস করা, সে উদ্দেশ্য যদি চিত্ত হইতে সরিয়া যায় এবং দেহে অবস্থানের পদ্ধতি বা দেহে ভোগের প্রণালী যদি অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে, ত্যাগের প্রকরণও সহজে উপলব্ধ হইলে, ইচ্ছা করিলেই দেহত্যাগ করা যায়। দেহবাসের মূল উদ্দেশ্য ভোগ। ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পাপ ও পুণ্য পূর্ব্বে সঞ্চিত ছিল, সেই গুলিকে ভোগ করিবার অনুরোধে তদুপযুক্ত দেহ জীবকে ধারণ করিতে হয়। একটী বীজ ধরণী-পৃষ্ঠে রসের আশ্রয়ে অঙ্কুরিত হইয়া, স্ব স্বরূপের প্রকাশে তাদৃশ বৃক্ষের উৎপাদন করে ; এবং বৃক্ষের মর্ম্মে মর্ম্মে স্বকীয় ভাবের প্রচার করত, শাখা প্রশাখা

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চিত্তস্য পরশরীরপ্রবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

বন্ধকারণ শৈথিল্যাৎ (শরীরে বন্ধস্য স্থিতেঃ কারণস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ শৈথিল্যাৎ তথা প্রচার-সংবেদনাৎ (প্রচারাণাং চিত্তবহানাং নাড়ীনাং সংবেদনাৎ সম্যক্‌ জ্ঞানাৎ) চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ (পরকীয়-শরীরে প্রবেশঃ) ভবতি ॥ ৩৯ ॥

ব্যাপকত্বাদাত্মচিত্তয়োর্নিয়তকর্ম্মবশাদেব শরীরান্তর্গতয়োরেব ভোগ্যভোক্তৃভাবেন যৎ সংবেদনমুপজায়তে স এব শরীরবন্ধ ইত্যুচ্যতে। তৎ যদা সমাধিবশাদ্বন্ধকারণং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং শিথিলং ভবতি তানবমাপদ্যতে। চিত্তস্য চ যোঽসৌ প্রচারো হৃদয়-প্রদেশাদিন্দ্রিয়দ্বারেণ বিষয়াভিমুখ্যেন প্রসরস্তস্য সংবেদনং জ্ঞানং ইয়ং চিত্তবহা নাড়ী অনয়া চিত্তং বহন্তি ইয়ং চ রসপ্রাণাদিবহাভ্যো নাড়ীভ্যো বিলক্ষণেতি স্বপরশরীরয়োঃ যদা স্বশরীরস্য সঞ্চারং জানাতি তদা পরকীয়ং মৃতং জীবচ্ছরীরং বা চিত্তসঞ্চারদ্বারেণ প্রবিশতি। চিত্তঞ্চ পরশরীরে প্রবিশদিন্দ্রিয়াণ্যপি অনুবর্ত্তন্তে মধুকররাজমিব মক্ষিকাঃ। অথ পরশরীরপ্রবিষ্টো যোগী স্বশরীরবৎ তেন সর্ব্বং ব্যবহরতি যতো ব্যাপকয়োশ্চিত্তপুরুষয়োর্ভোগসঙ্কোচকারণং কর্ম্ম তৎ চেৎ সমাধিনাক্ষিপ্তং তদা স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বত্রৈব ভোগনিষ্পত্তিঃ ॥ ৩৯ ॥ সিদ্ধান্তরমাহ।

দেহের মধ্যে চিত্তের অবস্থিতির কারণই ধর্ম্মাধর্ম্ম। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন পুণ্য ও পাপভোগার্থই দেহে চিত্তের অবস্থিতি। বৈরাগ্যাদি সমাধিবলে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এতদু-ভয়ের বিলয় হইলে, দেহে চিত্তের আসক্তি নিবারিত হয়; সেই কালে যে সকল নাড়ীর সাহায্যে চিত্ত, দেহ ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়; সেই চিত্তবহা নাড়ী সমূহের উপর সংযম করিলে, চিত্তের দেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে; এবং চিত্ত অবলীলাক্রমে আপন দেহের ন্যায়, পরদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

পত্র ও পুষ্পাদির দ্বারা বৃক্ষটীকে সজ্জিত করিয়া থাকে। জীবও পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম-জনিত পুণ্য এবং পাপফলকে ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে, তদুপযুক্ত দেহ ধারণ করে এবং রসের আশ্রয়ে বীজ যেমন বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে প্রসৃত

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০॥

উদান-জয়াৎ (উদানস্য বায়োঃ জয়াৎ সংযমেন বশীকরণাৎ) জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ অসম্মেলনং, উৎক্রান্তিঃ স্বেচ্ছামৃত্যুঃ চ ভবতি। ॥ ৪০ ॥

সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবদ্যুগপদুত্থিতা বৃত্তিঃ সা জীবনশব্দবাচ্যা তস্যাঃ ক্রিয়াভেদাৎ প্রাণাপানাদিসংজ্ঞাভির্ব্যপদেশঃ। তত্র হৃদয়ান্মুখনাসিকাদ্বারেণ বায়োঃ প্রায়ণাৎ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। নাভিদেশাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তমপনয়নাদপানঃ। নাভি-দেশং পরিবেষ্ট্য সমন্তান্নয়নাৎ সমানঃ। কৃকটিকাদেশাদাশিরোবৃত্তেরুন্নয়নাদুদানঃ। ব্যাপ্য নয়নাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যানঃ। তত্র উদানস্য সংযমদ্বারেণ জয়াদিতরেষাং মূলনিরোধাদূর্দ্ধগতিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু কণ্টকেষু বা ন মজ্জতি ইতি লঘুত্বাত্তূলপিণ্ডবজ্জলাদৌ মজ্জিতেঽপ্যুদগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

উদান বায়ুতে সংযম করিলে জল, পঙ্ক এবং কণ্টকাদিতে স্পৃষ্ট হইতে হয় না; শরীরের ঊর্দ্ধগতি আইসে; বিশেষত যোগী ইচ্ছাধীন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

আভাস।

থাকিয়া বৃক্ষত্বের সম্পাদন করে, সেইরূপ আমাদের চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বীজকে আশ্রয় করত, ভোগোপলক্ষে দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অভেদের ন্যায়, অবস্থান করে। কিন্তু শরীরে থাকিবার কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার যদি সমাধি-বলে বিদূরিত করা হয়, তাহা হইলে, চিত্ত আর শরীরের অনুগত থাকে না এবং সূক্ষ্ম স্থূল ক্রমে যে যে শিরা বা নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের স্রোত সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইতেছিল, সংস্কারের বিলয়ে সে সকল শীরা বা নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া আর ব্যাপ্ত হয় না। বরং কোন্ কোন্ নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া, অবশ ভাবে পূর্ব্বে প্রসৃত হইতেছিল, সেইগুলিকে লক্ষ্য করত, চিত্ত যখন আপন গতিকে নিরস্ত করিতে পারিবে, তখনই সেই চিত্ত স্বাধীন হইল; এবং ইচ্ছা করিলে, সেই সেই পথের অবলম্বনে অপরের মৃত বা জীবিত দেহেও চিত্ত প্রবেশ পূর্ব্বক স্বেচ্ছা-ধীন বিহার করিতে পারে। অর্থাৎ পরকীয় দেহকেও আপন দেহের ন্যায় উপভোগ করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥

উদান বায়ুকে সংযম দ্বারা নিজের আয়ত্ত করিতে পারিলে, যোগী ইচ্ছা

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্॥ ৪১ ॥

• সমানজয়াৎ (সমানস্য বায়োঃ জয়াৎ) প্রজ্বলনং যোগী অগ্নিতুল্যঃ তেজস্বী ভবতি ॥ ৪১ ॥

অগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানাখ্যস্য বায়োর্জয়াৎ সংযমেন বশীকারাৎ নিরাবরণস্যাগ্নেরুর্দ্ধমাত্তেজসা প্রজ্বলন্নিব যোগী প্রতিভাতি ॥ ৪১ ॥ সিদ্ধান্তরমাহ ।

নাভিদেশের বহ্নিকে বেষ্টন করিয়া, সমান বায়ু অবস্থান করে ; সেই সমান বায়ুতে সংযম করিলে, দেহাগ্নির আর আবরণ থাকে না ; সুতরাং অন্তরস্থ বহ্নির প্রকাশে যোগী প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করেন ॥ ৪১ ॥

আভাস ।

অনুসারে উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারেন । পঞ্চ বায়ুর সম্বন্ধে, আমরা সমাধি-পাদে ৫৫ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট বর্ণন করিয়াছি ; এস্থানে পুনরুক্তি ভয়ে আর বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইল না । তবে যে প্রাণন-শক্তি আমাদের আপাদতল মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া, সুষুম্নার মধ্য দিয়া দেহের উর্দ্ধ স্রোতকে রক্ষা করিতেছে, তাহাই উদান বায়ু। অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট বা সংলগ্ন না থাকিয়া, যে শক্তির বলে, আমরা পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি, মস্তক উন্নত করিতেছি এবং উপবিষ্ট বা শায়িত দেহকে উন্নত ও দণ্ডায়মান করিতেছি, সেই উর্দ্ধস্রোতপ্রদ তেজ-শক্তিই উদান নামে অভিহিত। দেহের অন্তরস্থ সেই উদান বায়ুকে প্রণিধান করত, তাহার শক্তিতে সংযম করিলে, জীবের উর্দ্ধগতির উদয় হয় । সুতরাং জল, পঙ্ক বা কণ্টকাদিতে যোগীর স্পর্শ বা পতন ঘটে না ; এবং ইচ্ছা করিলে, দেহ হইতেও স্বয়ং উৎক্রমণে ইচ্ছামৃত্যু ঘটাইতেও পারেন ॥ ৪০ ॥

অন্নাদি যাহা কিছু আমরা ভোজন করি, জাঠরাগ্নিই তাহা পরিপাচিত করে । কিন্তু তাহাকে সমীকরণার্থ যে প্রাণ-শক্তি উক্ত অগ্নিকে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহার সর্ব্বদিকে ব্যাপৃত আছে এবং প্রয়োজন মত উক্ত অগ্নিকে প্রেরিত করিয়া, সর্ব্বদেহে উষ্মা শক্তির পরিচয় দিতেছে ; তাহাই সমান বায়ু নামে অভিহিত । এই সমান বায়ুকে সংযমের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিলে, উক্ত অগ্নিকেও আয়ত্ত করা হয় । সুতরাং তখন সেই সমান বায়ুর সাহায্যে উক্ত জাঠরাগ্নির ইচ্ছাধীন প্রয়োগে যোগী স্বীয় কলেবরকে উজ্জ্বল বা ভস্মরাশিতে পরিণত করিতে পারেন । দক্ষ-যজ্ঞে

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন বর্ত্তমানয়োঃ তয়োঃ সম্বন্ধে সংযমাৎ দিব্যং অলৌকিকং শ্রোত্রং ভবতি ॥ ৪২ ॥

শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমাহঙ্কারিকমিন্দ্রিয়ং আকাশং ব্যোমশব্দতন্মাত্রকার্য্যম্। তয়োঃ সম্বন্ধো দেশদেশিভাবলক্ষণ স্তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্তন্তে যুগপৎসূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টশব্দগ্রহণসমর্থং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ সিদ্ধ্যন্তরমাহ।

শ্রোত্র এবং আকাশের পরস্পরে যে কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই ভাবে সংযম করিলে, দিব্য শ্রবণশক্তি কর্ণে উদিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

আভাস।

সাধ্বী ভগবতী সতী শিবনিন্দা শ্রবণে এই যোগাগ্নিতে দেহকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন; এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রও এই যোগাগ্নিতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

শ্রবণেন্দ্রিয় এবং আকাশতত্ত্ব এতদুভয়ের সম্বন্ধের প্রতি চিত্তের সংযম করিলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধি হয় এবং যোগী দিব্য অলৌকিক শব্দ গ্রহণ করিতে পারেন; এই কথা বলায়, উভয় শ্রোত্র এবং আকাশের স্বরূপ অবধারিত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা পরস্পরের সম্পর্কই নিরূপিত হয় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে; "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি। অর্থাৎ আকাশ আপাতত শূন্যবৎ প্রতীত হইলেও, ভূম্যাদি যাবদীয় পদার্থের উৎপাদক কারণ-স্থানীয়। তাহারই উত্তরোত্তর স্থূল পরিমাণে ক্রমশ প্রথমত বায়ুতত্ত্ব; বায়ুতত্ত্বেরও ঘনীভূত একভাগ হইতে অগ্নি, এবং অগ্নিরও একভাগ হইতে জল এবং জলতত্ত্বেরও একাংশ ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতিতত্ত্বের উদয় হইয়াছে। এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম নামে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যকর্ত্তাও এক অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ নামে পঞ্চ তন্মাত্র, মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ এই ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি শব্দগুণ আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইবার ক্রমের প্রতি বিশেষ মনোযোগী

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চা-কাশগমনম্॥ ৪৩॥

কায়াকাশয়োঃ (কায়ঃ ব্যাপ্যঃ, আকাশঃ ব্যাপকঃ তয়োঃ) সম্বন্ধে সংযমাৎ তৎ সম্বন্ধ জয়েন তথা লঘুতূল সমাপত্তেঃ (লঘুষু তূলাদিষু সংযমাৎ) চ আকাশগমনং ভবতি॥ ৪৩॥

কায়ঃ পাঞ্চভৌতিকং শরীরং তস্যাকাশেনাবকাশদায়কেন যঃ সম্বন্ধস্তত্র সংযমং বিধায় লঘুনি তূলাদৌ সমাপত্তিং তন্ময়ীভাবলক্ষণাং বিধায় প্রাপ্তাত্তিলঘুভাবো

আকাশের সহিত দেহের যে সম্পর্ক আছে, যোগী প্রণিধান পূর্ব্বক যদি সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম করেন, তাহা হইলে

আভাস।

হন নাই। কারণ তাহা হইলে অনেক প্রকৃতি-বিকৃতির স্বীকারে তাঁহার গ্রন্থের কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। বিশেষত তত্ত্বান্তরত্ব এবং উপাদানত্ব হইলেই প্রকৃতিত্বের স্বীকার করায়, আকাশতত্ত্ব হইতে উত্তরোত্তর বায়ু প্রভৃতি চারিটী তত্ত্ব উপাদান-সূত্রে বিকৃত হইলেও, পরস্পরে প্রকৃত তত্ত্বান্তর হয় নাই। কারণ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপাদনের ন্যায়, আকাশ হইতে বায়ুতত্ত্বের উৎপাদন অনুরূপ নহে। আকাশের গুণ শব্দশক্তি আকাশ হইতে উৎপন্ন বায়ুতে অনুগত থাকে। সুতরাং পরস্পরে সম্পূর্ণ তত্ত্বান্তর হয় নাই বলিয়া, তিনি প্রত্যেক তত্ত্বের উত্তরোত্তর উৎপত্তির পদ্ধতিকে না ধরিয়া, এক মহত্তত্ত্বকেই ষোড়শ পদার্থের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এদিকে বায়ু হইতে যখন অগ্নির উদয় হইল, তখন অগ্নিতে আকাশের গুণ শব্দ এবং বায়ুর গুণ স্পর্শ অনুগত থাকিয়া, অগ্নির স্বীয় গুণ রূপ সহ একত্র দেখা দেয়। অতএব আকাশের একটী গুণ শব্দ; বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ এবং স্পর্শ; অগ্নির তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ। অগ্নি হইতে উৎপন্ন জলের আবার নিজের গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী থাকায়, চারিটী গুণ দেখা দেয়। জল হইতে উৎপন্ন গন্ধগুণা পৃথিবীতে উক্ত চারিটীর মিলনে পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ সহ পঞ্চগুণা বলিয়াই অভিহিত। এদিকে আকাশের গুণ যেমন শব্দ; অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্রই আকাশের মূল তত্ত্ব; আবার শব্দ তন্মাত্র হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রস্তুত হইয়াছে; সুতরাং স্থূল শব্দ আমাদের শ্রবণ গ্রহণ করিতে পারে। স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু এবং তাহার সত্ত্বগুণে ত্বগিন্দ্রিয় এবং রজগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাণি। রূপ তন্মাত্রায় অগ্নি যেমন উৎপন্ন,

যোগী প্রথমং যথারুচি জলে সঞ্চরণক্রমেণ ঊর্ণনাভতন্তুজালেন সঞ্চরমাণঃ আদিত্য-রশ্মিভিশ্চ বিহরন্ যথেষ্টমাকাশেনগচ্ছতি ॥ ৪৩॥ সিদ্ধান্তরমাহ।

যথেচ্ছ আকাশে বিচরণ করিতে পারেন। অধিক কি! তুলাদি লঘু পদার্থে চিত্তের সংযম করিলেও, দেহাদি যথেষ্ট লঘুভাব প্রাপ্ত হইয়া, আকাশে গমন করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

আবার রূপ তন্মাত্রার সত্বগুণে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু এবং রজোগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় গতিশক্তি চরণ হয়। রস-তন্মাত্রায় জল এবং উক্ত রস তন্মাত্রার সত্বগুণে জ্ঞানেন্দ্রিয় রস-গ্রহণেন্দ্রিয় জিহ্বা এবং রজগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু জন্মে, যাহার দ্বারা আমাদের দেহের রস নির্গত হয়। গন্ধ তন্মাত্রা হইতে গন্ধগুণা ক্ষিতি উৎপন্ন হয় এবং গন্ধ তন্মাত্রার সত্বগুণে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা গন্ধগ্রহণার্থ এবং রজগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ প্রস্তুত হয়। অতএব উভয় আকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় এক শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদে ভিন্ন; বা আধার আধেয় ভাবে উভয়ের ভিন্নত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পরস্পরের শক্তির উপর সংযম করিলে, আকাশের অনন্ত শক্তি স্মরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। আকাশ সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে দেহের অভ্যন্তরে এবং ব্যাপক-মূর্ত্তিতে দেহের বাহিরে চির বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি! আকাশই ঘনীভূত বেশে উত্তরোত্তর স্থূল হইতে স্থূলতম ভাবে পরিণত হওয়াতেই, যখন শরীর উৎপন্ন, তখন আকাশ এবং তাহার ঘনীভূত ভাব দেহ এই পরস্পরের সম্বন্ধের প্রতি সংযম করিলে, দেহকেও আকাশের ন্যায় শক্তিবিশিষ্ট করাইয়া আকাশমূর্ত্তিতে পরিণত করাইতে যোগী পারেন। সংযমের শক্তি অনির্ব্বচনীয়! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি! সংযমের বলে দুই পদার্থ সমশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং সৃষ্টির চিত্ত যেমন আকাশকে দেহতে পরিণত করাইয়াছিল, তখন যোগীর সংযমী চিত্ত দেহকে কেন আকাশে পরিণত করাইতে পারিবে না? ॥ ৪২। ৪৩ ॥

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তের সংযমার্থ যে সকল বাহ্য বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের বিচারের কোন প্রয়োজন বিশেষ নাই। কারণ তাহার পরিচয় সুলভ; কিন্তু আভ্যন্তরিক যে যে বিষয়ের উল্লেখে সংযম করিলে যে যে ফল লাভের কথা তিনি বর্ণন করিয়াছেন, অযোগী ভোগী মানব তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইয়া, নিজের ভোগ পরিত্যাগে অগ্রসর হন না এবং নানা তর্কাদির

বহিরকল্পিতাবৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ
প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শরীরাৎ বহিঃ চিত্তস্য কল্পনয়া বৃত্তিলাভঃ যদা জায়তে তদা কল্পিত-বিদেহাখ্যা ধারণা। এবং দেহে অহম্ভাবাভাবে সতি স্বত এব বহির্বৃত্তিলাভে বহিঃ অকল্পিতা বৃত্তিঃ মহাবিদেহা ধারণা জায়তে। ততঃ ধারণাতঃ প্রকাশাবরণ-ক্ষয়ঃ (প্রকাশাত্মনঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্য যৎ আবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাকত্রয়ং তস্য ক্ষয়ঃ) ভবতি ॥ ৪৪ ॥

শরীরাদ্বহির্যা মনসঃ শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ বৃত্তিঃ সা মহাবিদেহা নাম বিগতো-হঙ্কারকার্য্যবেগা উচ্যতে। ততস্তস্যাং কৃতাৎ সংযমাৎ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশস্তস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মাদি তস্য ক্ষয়ঃ প্রবিলয়ো ভবতি। অয়মর্থঃ; শরীরাহঙ্কারে সতি যা মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা কল্পিতা ইত্যুচ্যতে। যদা পুনঃ শরীরাদহঙ্কারভাবং পরিত্যজ্য স্বাতন্ত্র্যেণ মনসো বৃত্তিঃ সা অকল্পিতা তস্যাং

স্বকীয় দেহের বিস্মরণে, বাহ্যবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাকে বিদেহ ধারণা বলে। অভ্যাস-বলে দেহব্যাপারে বিস্মৃত হইয়া বাহ্যবিষয়ের ধারণা প্রবল হইলে, তাহাকে মহাবিদেহ-ধারণা

আভাস।

উত্তোলনে পরবুদ্ধিকেও কলুষিত করিয়া ফেলেন। কিন্তু একটু বিবেচনা পূর্ব্বক যদি দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিব, যে তিনি যোগের জন্য যে যে উপায় বলিয়াছেন, ভোগীর পক্ষে তাহার কোনটাই অপরিজ্ঞাত নহে; কারণ ভোগের উপলক্ষে তাহার প্রত্যেকটাই ভোগী প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কেবল মাত্রার বা ভাবের তারতম্য মাত্র। ভোগী না জানিয়া স্বাভাবিক গতি অনুসারে যে মাত্রায় তাহার অনুষ্ঠান করেন, যোগীকে তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক পূর্ণ মাত্রায় অনুশীলনার্থ উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। ভোগী যে ভাবে যে বিষয়কে চিন্তা করে, যোগীও সে বিষয়কেই চিন্তা করে; তবে ভোগীর চিন্তার কোন ক্রম নাই; যোগীর চিন্তার একটী ক্রম আছে; যাহার ফলে তিনি ভোগী অপেক্ষা লক্ষগুণ ফল পাইয়া থাকেন। চিত্ত অন্তরে এবং বাহিরে উভয় স্থানেই সংযত হইতে পারে। যোগের উপদেশ যে, যখন যে দিকে তাহাকে নিয়োগ করিতে হইবে, সে যেন দোলায়মান হইয়া, অপর পার্শ্বে আর না আইসে। চিত্ত যদি দেহের উপর প্রেম রাখিয়া, বিষয়ে নিপতিত হয়, সে পতন তাদৃশ কার্য্যকরী হয় না! কারণ দেহের

সংযমাৎ যোগিনঃ সর্ব্বে চিত্তমলাঃ ক্ষীয়ন্তে ॥ ৪৪ ॥ তদেবং পূর্ব্বান্তবিষয়াঽপরান্ত-বিষয়া মধ্যভাবাশ্চ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্যানন্তরং ভুবনজ্ঞানাদিরূপা বাহ্যাঃ কায়ব্যূহাদিরূপা অভ্যন্তরাঃ পরিকর্ম্মনিষ্পন্নভূতাশ্চ মৈত্র্যাদিষু বলানীত্যেবমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিনী-

---

বলে ; এই ধারণা প্রভাবে চিত্তের দেহনিষ্ঠ আবরণের অভাবে

আভাস।

প্রয়োজন অনুসারে মাত্র বিষয়-দৃষ্টি হয় ; বিষয়ের পূর্ণাংশ পরিদৃষ্ট হয় না এবং দর্শনের উপলক্ষে দ্রষ্টা চিত্তও আপনাকে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতেও পারে না। সুতরাং সে দৃষ্টির নাম ভোগ-দৃষ্টি। কিন্তু ঐ দৃষ্টিই যোগদৃষ্টি হয়, যদি দেহে অহং ভাবের সূচনা না রাখিয়া, দৃষ্টি করা যায়। আমরা সময়ে সময়ে এমনই গাঢ় স্বপ্ন দেখি যে, স্বপ্নের বিষয়ে চিত্ত সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া, পূর্ব্ব দেহ বিস্মৃত হয় এবং স্বাপ্নিক পদার্থের সহবাসে এক হইয়া, যেন রাজভোগ উপভোগার্থ রাজ-কলেবরই পাইয়াছি এবং তদুচিত যৌবনাদি ও সামর্থ্যাদি লাভে যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধ্যেয় বিষয়ের আসক্তিই পূর্ব্ব দেহকে ভুলাইয়াছে এবং ধ্যেয় বিষয়ের আগন্তু সকল ভাবকেই চিত্তে আরূঢ় করাইয়াছে। অতএব চিত্ত যখন একাগ্রতা সহকারে বা অতি আসক্তি পুরঃসর যে কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরিক বিষয়ে সংলগ্ন হয়, তাহাকেই সে অবভাসিত করে এবং নিজেও অচিন্তিত বা উপেক্ষিত বিষয়ের আকর্ষণ এবং আবরণ হইতে আপনাকে পৃথক্ করে। স্বপ্নের ন্যায়, চিত্ত যদি আকস্মিক উপনীত কোন হর্ষ বা বিষাদের বিষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতেও এরূপ ভাবে লিপ্ত হয় যে, পূর্ব্বদেহের কোন সম্বন্ধই যেন রাখে না, আত্মহারার ন্যায়, উপস্থিত বিষয়েই অভিভূত ভাবে অবস্থান করে। এরূপ চিত্তের গতি অকস্মাৎ এবং অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকেও একটী যোগের উত্তম উপায়রূপে নির্দ্দেশ করত, অভাবনীয় ফলের বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণন কিছু অলৌকিক নহে। কারণ একটী হীনবল দরিদ্র যদি কেবল স্বপ্নে আসক্তির ঐকান্তিকীতে ক্ষণকালের জন্যও রাজদেহ লাভে রাজত্ব ভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে একাগ্রতা সহকারে এবং বুদ্ধি পূর্ব্বক সংযত হইলে, উক্ত ফলকে প্রশস্তভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য কেন জন্মাইবে না? অতএব দেখা যায় যে, চিত্ত যখন যাহাতে থাকে তখন তাহারই হইয়া থাকে ; সুতরাং সে যখন কিছুতেই থাকে না, তখন সে স্বয়ং অনাসক্ত ; সুতরাং অনাবরিত মূর্ত্তিতে বিরাজ

শ্চান্তঃকরণবহিঃকরণলক্ষণেন্দ্রিয়ভাবাঃ প্রাণাদিবায়ুভাবাশ্চ সিদ্ধাশ্চিত্তদার্ঢ্যায় সমাধেশ্চাশ্বাসোঽপত্তয়ে প্রতিপাদ্য ইদানীং স্বদর্শনোপযোগি সবীজনির্বীজসমাধিসিদ্ধয়ে বিবিধোপায়প্রদর্শনায়াহ ।

ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকরূপ মালিন্যের অপসারণে চিত্ত সম্পূর্ণ প্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৪৪ ॥

আভাস ।

করে। অতএব অকস্মাৎ দর্শন এবং না জানিয়া চিন্তার মত, চিত্ত যখন জানিয়া শুনিয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক বাহিরে কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হয়, অর্থাৎ সেই দেহের ক্ষুধা পিপাসাদির অনুরোধকেও উপেক্ষা করত, চিন্তিত বিষয়ের চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকে ; এবং ক্রমশঃ সে চিন্তাকেও পরিত্যাগ করিয়া, নিরালম্বনে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করে, তখন সে চিত্তের একটী কল্পনাহীন বৃত্তির উদয় হয়, যাহাতে দেহের সম্বন্ধ এবং বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ এই দুইটাই থাকে না। সুতরাং ভিতরে না থাকা জনিত দেহের আবরণ এবং বাহিরের বস্তু ত্যাগ করা নিমিত্ত বাহিরের আবরণ, এই উভয় আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, চিত্ত স্বচ্ছ দর্পণ এবং নিশ্মল স্ফটিকাদি মণির ন্যায় অবভাসিত হইতে থাকে। এই চিত্ত সকল শরীরে প্রবেশ করিতে পারে ; এবং যেখানেই প্রয়োগ করা যায়, তাহার সমস্ত ভাব অবগত হইতে পারে। অতএব এই অকল্পিত মহাবিদেহা ধারণাকে অভ্যাসে আনিতে হইলে, প্রথমত কোন বাহ্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া, দেহ হইতে আপনার বাহিরে অবস্থানের অভ্যাস করা প্রয়োজন। যেমন গৃহী ব্যক্তিও কিছু কাল গৃহের বাহিরে থাকিলে, গৃহ-চিন্তা বিস্মৃত হইবার অভ্যাস করিতে পারেন, দেহীও বাহিরের বিষয় চিন্তা করিবার উপলক্ষে, দেহ-চিন্তা ক্রমশঃ পরিত্যাগে অভ্যস্ত হইতে পারেন। সুতরাং কল্পিত ধারণাই অকল্পিত ধারণার উপায়। অকল্পিত ধারণা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, যোগী স্বকীয় চিত্তকে যথেচ্ছ চালনা করিয়া, সর্ব্বত্র গমন ও সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন ; সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চকের পাঁচটী অবস্থা আছে, যাহা অবধারণ করিতে পারিলে, মহাভূতগণ যোগীর অধীনে আইসে ; অর্থাৎ যোগীর ইচ্ছানুসারে ভূতগ্রামের ক্রিয়া হইয়া থাকে। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটী ভূত-ভাবের প্রতি যোগীর দৃষ্টি করা প্রয়োজন। যে যে মূর্ত্তি বা আকারে তাহারা

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

(পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং) স্থূলং স্বরূপং সূক্ষ্মং অন্বয়ঃ, অর্থবত্ত্বং চ এতেষু তত্তৎ স্বভাবেষু সংযমাৎ ভূতজয়ঃ ভূতানি যোগি সংকল্পানুসারিণি ভবন্তি ॥ ৪৫ ॥

পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং যে পঞ্চাবস্থাবিশেষরূপা ধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়স্তত্র কৃতসংযমস্য ভূতজয়ো ভবতি। ভূতানি অস্য বশ্যানি ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাহি ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং বিশিষ্টাকারবৎ স্থূলরূপং স্বরূপঞ্চৈষাং যথাক্রমং কার্য্যং গন্ধস্নেহোষ্ণতা প্রেরণাবকাশদানলক্ষণং সূক্ষ্মঞ্চ যথাক্রমং ভূতানাং কারণভেদেন ব্যবস্থিতানি গন্ধাদিতন্মাত্রাণি অন্বয়িনো গুণা প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া সর্ব্বত্রৈব

পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সাধারণত স্থূল, সূক্ষ্ম, স্বরূপ, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব ভাবের অবধারণে সংযম করিলে ভূতজয় আভাস।

দেখা দিতেছে, তাহাই তাহার স্থূল ভাব। অর্থাৎ আপাতত পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও, যে কার্য্য করিবার নিমিত্ত ঐ অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাই তাহার স্বরূপ; এই স্বরূপও যে অভিমান শক্তির উপর নির্ভর দিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই সূক্ষ্ম ভাব। জগতে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় শূন্য পদার্থ নাই! জীবের অভিপ্রায় সহজে প্রকাশ পায়, জড়ের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। এই উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ই জড়ের সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি। এই উদ্দেশ্যও আবার নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। কারণ সুখ, দুঃখ এবং মোহরূপ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণই এই উদ্দেশ্যের অবয়ব। এই গুণত্রয়ই জড়ের মূর্ত্তি গঠন করত, অভিপ্রায় ভেদে কার্য্যে নিয়োগ করে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় অনুস্যূতের ন্যায় অবস্থিত গুণত্রয়েরই অন্বয় ভাব। আবার এই সকল পরিণাম বা ভাবান্তর হইবার উদ্দেশ্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে, চিত্ত যখন বুঝিবে যে, পরিণামার্থ ভূতগ্রামের নিজের কোন প্রয়োজন নাই; অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্তই কাষ্ঠের চেষ্টা; সে ব্যাপারে কাষ্ঠের কোন নিজের উদ্দেশ্য নাই; এমন কি! অগ্নির সাহায্য করিতে গিয়া, কাষ্ঠ নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতেছে, সেইরূপ প্রকৃতি দেবী বিচিত্র ক্রিয়া এবং রূপের উৎপাদনে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার ব্যাপার ঘটাইয়া মাত্র নিজে অন্তর্হিত হইতেছেন। অতএব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ বা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম যে কিছু সৃষ্ট বস্তু বলিয়া পরিগণিত দেখা যায়, তাহারা সকলে তাহাদের

অন্বয়িত্বেন সমুপলভ্যন্তে। অর্থবত্ত্বং তেষু এব গুণেষু ভোগাপবর্গসম্পাদনাখ্যা শক্তিঃ। তদেবং ভূতেষু পঞ্চসু উক্তধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভিন্নেষু প্রত্যবস্থং সংযমং কুর্ব্বন্ যোগী ভূতজয়ী ভবতি। তদ্যথা 'প্রথমং স্থূলরূপে সংযমং বিধায় তদনুসূক্ষ্মরূপে ইত্যেবং ক্রমেণ তস্য কৃতসংযমস্য সঙ্কল্পার্থবিধায়িন্যো বৎসানুসারিণ্য ইব গাবো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্যৈব ভূতজয়স্য ফলমাহ।

হয়; যোগীর ইচ্ছাশক্তি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের উপর প্রাধান্য লাভ করে ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

নিজের জন্য কোনটী সৃষ্ট হয় নাই; সমস্তই জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থ মাত্র। যেমন অন্নব্যঞ্জনাদি দ্রব্য যাহা কিছু প্রস্তুত হয়, সমস্তই মানবের ভোজনার্থ, সেইরূপ জগৎ কেবল জীবের ভোগের জন্য; নিজের জন্য কেহ আসে নাই। ইহাই ভূত-গ্রামের অর্থবত্ত্ব। এই পাঁচটী ভাবকে অবধারণ এবং তৎপ্রতি সংযম করিতে পারিলে, ভূতপঞ্চক যোগীর আয়ত্ত হয়। অর্থাৎ ভূতগ্রামের উপর প্রতিপত্তি স্থাপন করা যায়।

সুতরাং বাহ্য ভূতের উপর যদি প্রতিপত্তি স্থাপন হয়, তখন আভ্যন্তরিক ভূতগ্রামও যোগীর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখন তিনি প্রত্যেক পদার্থের প্রতি উক্ত পঞ্চাবস্থার সমন্বয় প্রতীত করিয়া, সকলকেই স্ববশে আনিতে পারিবেন। সূত্রকার উক্ত পাচটী অবস্থার পরিচয়ে চিত্তে পাঁচটী প্রশ্নেরই উত্তর যেন দিয়াছেন। চিত্ত নিশ্চিন্ত ভাবে ও নিস্তরঙ্গে বিশ্রাম করিতেছিল; তাহার সেই শান্ত-প্রবাহ ভঙ্গ করত, স্বীয় মূর্ত্তিতে যে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিল, তাহাই বিষয়ের স্থূল ভাব। অকস্মাৎ একটী আম্রফল দেখিয়াই তাহার স্থূল ভাব বুঝিলাম। আকার দেখিলেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না? ইহা কি! বলিয়া প্রশ্নের উত্তরে পাইলাম, ভোজ্য-যোগ্যতাই আম্রের স্বরূপ; কোথায় ছিল বলিলে, বৃক্ষের শিখরস্থ সূক্ষ্ম আম্র বকুলকে মনে পড়িল; প্রতি বৎসরে হয়। অতএব আম্রবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ উৎপাদিকা শক্তি বিশেষই আম্র। আম্র পরিণত ও সুপক্ব হইয়া, জীবের ভোগ্য হওয়া ব্যতীত, নিজের কোন স্বার্থের পরিচয় দেয় না। এই ভাবে যোগী যখন সমস্ত দৃষ্ট পদার্থকে দেখিতে শিখিবেন, তখন তাঁহার দেখা সমাপ্ত হইবে এবং বস্তুও তাহার দৃষ্টির অনুসারে গঠিত হইবে ॥ ৪৫ ॥

ততোহণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মা-নভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ ভূতজয়াৎ অণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ অণিমাদীনাং অষ্টানাং ঐশ্বর্য্যাদীনাং আবির্ভাবঃ প্রাপ্তিঃ কায়সম্পৎ (রূপলাবণ্যাদীনাং প্রাপ্তিঃ) তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ (তদ্ধার্ম্মাণাং কায়ধর্ম্মাণাং অনভিঘাতঃ অবিনাশঃ চ ভবতি ॥ ৪৬ ॥

অণিমা পরমাণুরূপতাপত্তিঃ। মহিমা মহত্ত্বম্। লঘিমা লঘুত্বম্। তুলপিণ্ড-বল্লঘুত্বপ্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণ চন্দ্রাদিস্পর্শনশক্তিঃ প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ। শরীরান্তঃ-করণেশ্বরত্বং ঈশিত্বম্। সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুতা বশিত্বং সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি অনুগা-মিত্বাত্তদুক্তং নাতিক্রামতি। যত্র কামাবসায়ো যস্মিন্ বিষয়েহস্য কামঃ স্বেচ্ছা ভবতি তস্মিন্ বিষয়ে যোগিনো অধ্যবসায়ো ভবতি তং বিষয়ং স্বীকারদ্বারেণাভি-লাষসমাপ্তিপর্য্যন্তং নয়তীত্যর্থঃ। তএতে অণিমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিনো ভূতজয়া-দ্যোগিনঃ প্রাদুর্ভবন্তি। যথা পরমাণুত্বং প্রাপ্তো বজ্রাদীনামপ্যন্তঃ প্রবিশতি এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। এতেহণিমাদয়োহষ্টৌ গুণা মহাসিদ্ধয় উচ্যন্তে। কায়সম্পদ্বক্ষ্য-মাণা তাং প্রাপ্নোতি। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ তস্য কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভি-ঘাতো নাশো ন কুতশ্চিৎ ভবতি। নাস্য রূপমগ্নির্দহতি ন বায়ুঃ শোষয়তীত্যাদি যোজ্যম্ ॥ ৪৬ ॥ কায়সম্পদমাহ।

ভূতজয় হইলে, অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্বং, ঈশিত্বং এবং কামাবসায়িত্ব নামে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের এবং দেহের রূপ ও লাবণ্যাদির প্রাপ্তি ঘটে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা তাদৃশ যোগীর দেহের কোন ক্ষতি হয় না ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

উক্ত পঞ্চবিধ ভূতজয়ের পদ্ধতির পর্য্যালোচনায় আমাদের অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, কেবল ভূতজয় কেন! যোগী বা ভোগীর উভয়েই ঐ প্রকার পর্য্যালোচনার দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি জয় করিতে পারেন; এবং ভোগ-দশাতেও এই পদ্ধতির অনুসরণেই আমরা ব্যবহারিক জীবনে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়া থাকি এবং এই পদ্ধতি যাহারা অনুসরণ করিতে ত্রুটী করেন, তাহারাই সংসারে অনভিজ্ঞের পরিচয় দেন। এই পরিদৃশ্যমান সংসারে বস্তু বলিয়া যাহা কিছু আমরা নয়ন-গোচর করি, তাহার প্রত্যেকটীকে ধরিয়া যদবধি তাহার

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অবস্থার অবধারণার্থ আমরা প্রবেশ না করি, তাবৎকাল উক্ত বস্তু আমাদের উপর আধিপত্য করিতে থাকে; এবং উক্ত অবস্থা পাঁচটীর অবধারণে তাহার স্বরূপ যখনই প্রতীত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে আমাদের অধীন হইয়া পড়ে। একটী অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলেই, তাহার জন্য যেন আমরা বিব্রত হই; কি করিতে হইবে, কিছুই বুঝিতে পারি না। কারণ তাহার দেহ দেখিয়াই, তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সুতরাং যদবধি অন্তরের অবধারণে চিনিতে না পারি, তদবধি অভিভূতের ন্যায় অবস্থান করি। এই মনুষ্যাকারটী তাহার স্থূল বাহ্য মূর্ত্তি, যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল আলোচনা মাত্র করা হইয়াছে; প্রকৃত পদার্থের বোধ হয় নাই। ভগবান্ কপিলদেব তদীয় তত্ত্বকৌমুদীর কারিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্র-মিষ্যতে বৃত্তিঃ।" মানবের বিষয় গ্রহণ এবং অবধারণের শক্তি বা উপায় পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার করণ নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করিলে, জীব নিস্তরঙ্গে কেবল স্বকীয় নির্ম্মল ভাবে অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপে সুস্থের ন্যায়, অবস্থান করে। কিন্তু এ অবস্থাটী অবিচারিত ভাবেই হয়; তজ্জন্য অবস্থাটীর উপর তাঁহার অধিকার থাকে না; কখন যে সে অবস্থাটী রহিল এবং কখন যে তাহার মধ্যে চিন্তার স্রোত উপস্থিত হইল, তাহা তিনি ধরিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি চিন্তার অধীন; এবং সংসারী বা দুঃখী বলিয়া গণনীয়। যদি এই চিন্তাকে তিনি তাঁহার অধীনে রাখিতে পারেন; অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার অধীনে চিন্তার উদয় বা অনুদয় যখন নির্ভর করিবে, তখনই তিনি প্রকৃত যোগী। এই অধিকারটীকে আয়ত্ত করিতে হইলে, চিন্তার মূল কেন্দ্রকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধরিয়া, স্বীয় পঞ্চশক্তি অনুসারে বিষয়ের পঞ্চাবস্থার পরিচয় লইতে হইবে। অতএব গৃহাগত ব্যক্তিকে কেবল নয়নগোচর করিলেই, প্রকৃত দেখা হইল না; যে কর্ম্মের অভিপ্রায় অন্তরে লইয়া, তথায় তিনি উপনীত, সেই তাঁহার স্বরূপকে মনের দ্বারা অবধারণ করিতে হইবে। একটী মনুষ্যাকার-মূর্ত্তি বটে; কিন্তু চোর কি সাধু! দাতা কি প্রতিগৃহীতা! বলিয়া তাহার আভ্যন্তরিক স্বরূপের পরিচয় লইতে হইবে। বাটীর গৃহিণীকে মাংস মজ্জাদি বিশিষ্ট স্থূল দেহাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, বাটীস্থ জনগণ আপন আপন সম্বন্ধ অনুসারে প্রত্যেকে উক্ত স্থূল কলেবর হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের পরিচয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং গৃহিণীও প্রত্যেকের নিকট তত্তৎসম্বন্ধের অনুরূপ ভাবের পরিচয়ে

আপন স্বরূপ প্রতীত করাইয়া থাকেন। পুত্র-মুখরাগাদির প্রকাশে স্নেহময়ী মাতৃভাব অন্বেষণার্থ, মা বলিয়া যখন নিকটে যায়, তখনই ঐ স্ত্রী অন্তর হইতে স্নেহপূর্ণ মাতৃভাবের প্রকটনে মাতা হন ; এবং তৎপার্শ্বে তাঁহার স্বামী দণ্ডায়মান থাকিয়া, ভর্তৃভাবের ইঙ্গিত দেখাইলে, ঐ স্ত্রীই আবার সেই মুহূর্ত্তেই স্বামী সন্নিধানে বিলাসিনী প্রেমিকার পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব চক্ষু কেবল স্ত্রীর স্থূল-মূর্ত্তি লইয়াছিল, মন কিন্তু তাহার স্বরূপ মাতৃভাব, পত্নীভাব, শ্বাশুড়ী ভাব এবং ভৃত্য তাহার প্রভুভাব রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ গ্রহণ করিল। আবার দেখা যায় যে, পুত্র যদি পুত্রের ভাব না লইয়া, মাতার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে মাতার নিকট হইতে তিনি মাতৃস্বরূপের পরিচয় পান না। অতএব আমি পুত্র! উনি মাতা! এই আপন-ভাব (অহঙ্কারকে) লইয়া, মাতৃ সমীপে অগ্রসর হইলেই, সেই স্ত্রী হইতে মাতৃস্বরূপের উদয় হয়। কারণ পুত্রের পুত্রাকার অহঙ্কার, মাতার মাতৃভাবের অহঙ্কারকে জাগাইয়া দেয় ; নতুবা সে ভাব লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। বিদেশবাসী পুত্র বাটীতে যখন অকস্মাৎ উপস্থিত হন, তখন পরিজনবর্গ সকলেই আনন্দসহকারে তাহার সহিত স্ব স্ব সম্বন্ধ অনুসারে ভাবকে উদ্দীপিত করত, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; এবং পুত্র প্রত্যেকের সহিত আপনার সম্বন্ধ অনুসারে ভাবের বিনিময় করিয়া, পরিচয় দেন ; তাহা হইলেই সকলে সুখী হন। কিন্তু যদি মাতার নিকট পুত্র হইতে বিলম্ব বা কিঞ্চিৎ অনবধানতার পরিচয়ে, স্বকীয় বনিতার প্রতি প্রেমিকের ভাব দেখান, মাতা অবসন্না হইয়া, স্নেহবৃত্তি লুক্কায়িত করেন। আমি পুত্র বলিয়া ভাবই পুত্রাহঙ্কার এবং আমি মাতা বলিয়া মাতৃঅহঙ্কার। এই উভয় অহঙ্কারই উভয়-নিষ্ঠ উভয়ের সূক্ষ্মভাব ; যাহা মাতা হইতে স্নেহময় স্বরূপে এবং পুত্র হইতে সরল ভক্তিময় স্বরূপে প্রকটিত হইয়া, পরস্পরের সম্পর্ক ঘটায়। যেমন পুত্র সম্বন্ধে মাতার অহম্ভাব, এই বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক অনুপরমাণু হইতে অতি মহৎ পর্য্যন্ত পদার্থে ঐরূপ এক একটী অহম্ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেইটীই প্রত্যেকের সূক্ষ্ম ভাব। সে ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সে পরিবর্ত্তনটী অন্তরস্থ বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিতে হইবে। আমার পুত্রভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সুতরাং মাতাতেও তাহার পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। আমার চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোময় ; সুতরাং মাতার চিত্তও সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমোময় ; এবং জগতের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিও ঐরূপ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোময়। সকলেই উক্ত তিন গুণের বশীভূত।

কারণ উক্ত গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত। অতএব ভূত ভৌতিক পদার্থ মাত্রই এই গুণত্রয়ে গঠিত বলিয়া যখন প্রত্যেকের ভাবে প্রবেশ করা যায়, তখন তাহার অন্তরে যে গুণত্রয়ের অন্বয়িত্ব উপলব্ধ হয়, ইহাই পদার্থের চতুর্থাবস্থা। মাতা থাকিতেই হইবে, তাহা নহে। আমি ইচ্ছা করিলে, মাতা করিতে পারি, বা শত্রুত্বে পরিবর্ত্তিতও করিতে পারি। কারণ কেহই স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। গুণত্রয়ের পরিণামে এবং পরিবর্ত্তনে সকলেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, ক্ষণকালও সুস্থভাবে এক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে পারে। অতএব এ পরিবর্ত্তন কেন? বলিয়া চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেহই স্বাধীন নহে; সকলেই পরাধীন। সেই পরের প্রয়োজন অনুসারে ইহারা সকলেই ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহারা যদি স্বাধীন হইত, চিরকালই স্বভাবে অবস্থান করিতে পারিত। ইহারা যখন স্বাধীন নহে; নিরন্তরই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন যিনি পরিবর্ত্তন করাইতেছেন, কিম্বা পরিবর্ত্তনের পরিচয় গ্রহণে সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই স্বাধীন পুরুষ। তাহার বুঝিবার জন্যই এই পরিবর্ত্তন এবং বুঝা সাঙ্গ হইলেই পরিবর্ত্তনের সমাপ্তি। এই নিমিত্ত সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের নিমিত্তই গুণত্রয়ের পরিণামে সৃষ্টি এবং নিবৃত্তি। নৃত্যাদি প্রদর্শন করাইয়া, যেমন নর্ত্তকী নৃত্যাদি হইতে প্রতিনিবৃত্তা হয়, চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞানকে আত্মভাব লক্ষ্য করাইবার জন্যই জ্ঞেয় প্রকৃতির উদয় বা পরিণাম। ইহাই পদার্থের অর্থবত্ত্ব। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কি না, শব্দ তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমার থাকিলেও, আমি বুঝিতাম না, যদি শব্দ না থাকিত। অতএব জ্ঞানস্বরূপ আমাকেও আমি বুঝিতে পারিতাম না, যদি আমার বুঝিবার সামগ্রী বাহিরে না থাকিত। বাহিরে রোগ শোক, সুখ দুঃখ, ভাব অভাব, ভোজ্য ভোজন, সুস্থ অসুস্থ নানা ভাব বুঝিলাম, এবং ইহারা কেহ কখন আছে এবং কেহ কখন নাই, তাহাও যখন বুঝিলাম, তখনই বুঝিতে যে পারি, তাহাও আমি বুঝিলাম। অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা ভূতগ্রাম কি নিমিত্ত এত বেগে আত্মপরিচয় দিতেছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বুঝিতে পারি যে, ইহাদের সকলের এক উদ্দেশ্য। তবে ভিন্ন বেশে এবং বিচিত্র কার্য্যের পরিচয়ে প্রতীত হইতেছে মাত্র। কিন্তু আমাদের অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, যদি অন্যকে বুঝিতে পারি, তাহা হইলে অন্য আর সে বুঝাইতে পারে না; যদবধি তাহাকে না বুঝি, তত কালই তাহার বুঝাইবার যোগ্যতা। বিজ্ঞায়াচরিত-

শ্চৌরো ন কশ্চিৎ চৌরতাং ব্রজেৎ। চোরকে বুঝিয়া যদি সাবধানে ব্যবহার করা যায়, আর সে চুরি করিতে পারে না। বরং সেই কেবল বশীভূততারই পরিচয় দেয়। সেইরূপ ভূতসমূহের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ তাহার প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ সহকারে সংযম করিলে, ভূতগ্রাম আর আপন প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয় না; যোগীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করে। সুতরাং তাঁহার স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহও নিজের অধিকার ভুক্ত হইয়া পড়ে। এবং অণিমা, (১) লঘিমা, (২) মহিমা (৩) প্রাপ্তি, (৪) প্রাকাম্য, (৫) বশিত্ব, (৬) ঈশিত্ব, (৭) এবং কামাবসায়িত্ব, (৮) এই আটটী ভূতসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্য যোগীর অধিকার-ভুক্ত হইয়া থাকে। ভগবানে এই ঐশ্বর্য্য স্বয়ংসিদ্ধ। যোগীতে ইহারা সাধনসিদ্ধ। সাধনার বলে ইহাদিগকে আয়ত্ত করা যায়। ভূতগণকে জয় করিতে পারিলে, উক্ত শক্তি আপনা হইতেই জন্মে। অণিমা অর্থাৎ অণুভাব ধারণ করা; দেহকে এত অণুতে তিনি পরিণত করিতে পারেন যে, শিলার মধ্যেও দেহ সহ প্রবেশ করিতে পারেন। লঘিমা অর্থাৎ এত লঘু হইতে পারেন যে, সূর্য্য মরীচিকে অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারেন। মহিমা অর্থাৎ নিজ দেহকে বিস্তীর্ণ করত, আকাশ-পাতাল-ব্যাপী করিতে পারেন। প্রাপ্তি অর্থাৎ, অঙ্গুলি বাড়াইয়া, চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারেন। বশিত্ব অর্থাৎ ভূত ভৌতিক যাবতীয় পদার্থ যোগীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়। মহর্ষি অগস্ত্য সুমেরুকে প্রণত থাকিতে বলিলে, পর্ব্বত তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেই প্রকারই রহিল। গণ্ডূষ মাত্রে তিনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। সমুদ্র তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগীরথের ইচ্ছায় গঙ্গা প্রবাহিণী হইলেন। ঈশিত্ব অর্থাৎ ভূত ভৌতিক পদার্থ যোগীর ইচ্ছায় থাকিতে পারে, বা না থাকিতেও পারে। আজ্ঞা মাত্রে রোগী রোগমুক্ত এবং বৃষ্টির আগমন বা তিরোধান হইয়া থাকে। প্রাকাম্য যথা; যোগী ইচ্ছা করিলে, সূক্ষ্ম হইয়া জলে নিমগ্ন হইবার ন্যায়, প্রস্তরের মধ্যেও নিমজ্জিত বা উন্মজ্জিত হইতে পারেন; তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে, ভূতগণ কেহ সমর্থ হয় না। কামাবসায়িত্ব, অর্থাৎ সত্যসংকল্পতা। পদার্থ অনুসারে সাধারণে অবধারণ করে; কিন্তু যোগীর ইচ্ছা অনুসারে ভূত ভৌতিক পদার্থের কল্পনা হইয়া থাকে। তিনি যদি অমাবস্যার ইচ্ছা করেন, পূর্ণিমাও অমাবস্যাতে পরিণত হয়। বাহ্য ভূতজগৎ যেমন যোগীর বশীভূত হয়, স্বকীয় দেহও তাঁহার বশীভূত হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হয় এবং বাহ্য ভূত আর তাঁহার দেহকে অভিভূত করিতে পারে না॥ ৪৬॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যঃ গুণবিশেষঃ, লাবণ্যং সৌন্দর্য্যং, বলং বীর্য্যং, বজ্রসংহননত্বং বজ্রস্যেব সংহনন যোগ্যতা এতানি কায়সম্পৎ কায়স্য গুণবিশেষঃ ॥ ৪৭ ॥

রূপলাবণ্যবলানি প্রসিদ্ধানি বজ্রসংহননত্বং বজ্রবৎ কঠিনা সংহতিরস্য শরীরে ভবতি ইত্যর্থঃ । ইতি কায়স্য আবির্ভূতগুণসম্পৎ ॥ ৪৭ ॥ এবং ভূতজয়মভিধায় প্রাপ্তভূমিকায়ামিন্দ্রিয়জয়মাহ ।

ভূতজয় হইলে, যোগীর দেহে অনুপম রূপ এবং লাবণ্যের উদয় হয় । এবং অসামান্য বলের সংগ্রহে এত শরীর দৃঢ় হয় যে, বজ্রতুল্য কঠিন এবং বেগবান্ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

আভাস ।

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটী ভূতস্বভাবে সংযমের উপদেশ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে স্থূলভাবে সংযম করিলে, অণিমা, লঘিমা, মহিমা এবং প্রাপ্তি এই চারিটী ঐশ্বর্য্য হয় ; স্বরূপে সংযম করিলে, প্রাকাম্য ; সূক্ষ্মে সংযম করিলে, বশিত্ব ; অন্বয়ে করিলে, ঈশিত্ব এবং অর্থবত্ত্বে সংযম করিলে, কামাবসায়িত্ব ঘটে । এই সকল সিদ্ধির প্রয়োগে যোগী ভূত ভৌতিক পদার্থের উপর আপন প্রয়োজন মত কার্য্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণে ভূতমর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । যোগীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, মূল প্রবাহ ঈশ্বরেচ্ছায় চলিতে থাকে ॥

বাহ্যভূত বশীভূত হইলে, যোগীর রূপ, শরীরে মাধুরী এবং আন্তরিক বীর্য্যের আতিশয্যে সাধারণ মানবের অপেক্ষা অলৌকিক মূর্ত্তিতে তিনি পরিচিত হন । তিনি দেহকে বজ্রসার কঠিন করিতে পারেন ; এমন কি ! ভূতজগৎ তাঁহার দেহের উপর কোন প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে না । বজ্রসংহননত্ব সম্বন্ধে দধীচি মুনির অস্থিই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ॥ ৪৭ ॥

ভূতজয়ের ভূমিকা অতিক্রম করিলে, ইন্দ্রিয়-জয়ের ভূমিকায় উপনীত হইবার অবসর যোগীর হয় । তখন ইন্দ্রিয়-জয়ও ভূত-জয়ের পদ্ধতি অনুসারে ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব ভেদে পাঁচটী অবস্থাতে উত্তরোত্তর সংযম করা বিধেয় । ভূতের স্থূল ভাবের ন্যায়, ইন্দ্রিয়ের স্থূল ভাব গ্রহণকে অবলম্বন করা বিধেয় । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর ভেদ আমরা ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

গ্রহণং বিষয়াকারাবৃত্তিঃ, স্বরূপং ধর্ম্মঃ, অস্মিতা অহঙ্কারলক্ষণঃ, অন্বয়ঃ প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মন-রূপতয়া সর্ব্বত্রৈব অন্বেতি গুণত্রয়ং। অর্থবত্ত্বং ভোগাপবর্গ-প্রদান-সামর্থ্যং ইতি এতেষু সংযমাৎ সাক্ষাৎকরণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং জয়ঃ ভবতি ॥ ৪৮ ॥

গ্রহণমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখী বৃত্তিঃ। স্বরূপং সামান্যেন প্রকাশকত্বম্। অস্মিতা অহঙ্কারানুগমঃ। অন্বয়ার্থবত্ত্বে পূর্ব্ববৎ এতেষাং ইন্দ্রিয়াণামবস্থা-পঞ্চকে পূর্ব্ববৎ সংযমং কৃত্বা ইন্দ্রিয়জয়ী ভবতি ॥ ৪৮ ॥ তস্য ফলমাহ।

ভূতের ন্যায় ইন্দ্রিয়-গ্রামেরও পাঁচটী অবস্থা আছে। বিষয়াকারা বৃত্তিই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ; বিষয়াকারে পরিণত হইবার যোগ্যতাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ; স্বকীয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাই তাহাদের পৃথক্ অভিমান-সূচক অস্মিতা; গুণত্রয়ে উৎপন্ন; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণেরও, কখন প্রকাশ, কখন গতি, কখনও বা নিবৃত্ত-মূর্ত্তিতে পরিচিত হওয়াই তাহাদের অন্বয়-ভাব এবং কার্য্যক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের নিজের কোন অভিসন্ধি নাই, পুরুষার্থ নিবন্ধনই বিষয় গ্রহণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিধভাবের প্রতি সংযম করিলে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায় ॥ ৪৮ ॥

আভাস।

বিষয়ের গ্রহণ ব্যাপারের দ্বারাই অবধারণ করিতে পারি। অর্থাৎ রূপ-গ্রহণ শক্তিই চক্ষু এবং গন্ধ-গ্রহণ শক্তিই নাসিকা। এস্থলে রূপের সহিত চক্ষু এবং গন্ধের সহিত নাসিকার একটু বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রামকে প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তত্তৎ ক্রিয়া দ্বারা তত্তৎ কর্ত্তৃ-স্বরূপের মূর্ত্তি নির্ব্বাচিত হয়। প্রথমত বিষয়াবলম্বনে ক্রিয়ার মূর্ত্তি নির্ব্বাচিত হইলে, পরে ক্রিয়ার অভাবেও ইন্দ্রিয়ের গোলকে বিষয়হীন কেবল তত্তৎ ইন্দ্রিয়-শক্তির উপলব্ধিই ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ; যাহা ইন্দ্রিয় গোলকে অবস্থান পূর্ব্বক কখন বিষয়-সম্পর্কে বিষয়কে গ্রহণ করে এবং কখনও বিষয়ের অভাবে স্বকীয় শক্তি-মূর্ত্তিতেই বিশ্রাম করে। এই শক্তিরূপে অবস্থানের ভাবই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপাবস্থা। এই স্বরূপাবস্থাও তাহার অন্তরালবর্ত্তী উদ্দেশ্য-সূচক অভিমান ভাবের উপর নির্ভর করে। এই অভিমান ভাবই সম্পর্কানুরূপ বিষয়ের উপস্থিতিতে

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ॥ ৪৯॥

ততঃ ইন্দ্রিয়জয়াৎ মনোজবিত্বং মনোবৎ শীঘ্রগামিত্বং, বিকরণভাবঃ ইন্দ্রিয়মনপেক্ষ্য বিষয়াকারেণ বৃত্তিলাভঃ, প্রধানজয়ঃ প্রকৃতি-বশিত্বং চ ভবতি। ৪৯॥

শরীরস্য মনোবদনুত্তম-গতিলাভো মনোজবিত্বম্। কায়নিরপেক্ষাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ। সর্ব্ববশিত্বং প্রধানজয়ঃ। এতাঃ সিদ্ধয়ো জিতেন্দ্রিয়স্য প্রাদুর্ভবন্তি তাশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে মধুপ্রতীকা ইত্যুচ্যন্তে। যথা মধুন একদেশেঽপি স্বদতে এবং প্রত্যেকমেতাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বদন্তে ইতি মধুপ্রতীকাঃ॥ ৪৯॥ ইন্দ্রিয়জয়মভিধায় অন্তঃকরণজয়মাহ।

ইন্দ্রিয় জয় হইলে, যোগীর দেহে মনের ন্যায় গতি-শক্তির উদয় হয়; ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া, বিষয়-সম্ভোগের সামর্থ্য জন্মে এবং স্বয়ং প্রকৃতি যোগীর বশীভূততা স্বীকার করেন॥ ৪৯॥

আভাস।

স্বীয় তদনুরূপ অনুগত শক্তির প্রেরণায়, উপস্থিত বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করে। এই ইন্দ্রিয়াভিমানিনী শক্তিই ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাবস্থা; সে অভিমানেরও মূলে সত্ব, রজ, এবং তমোনামক গুণত্রয়ের অনুস্যূত ভাবে অবস্থানই অন্বয়। এই গুণত্রয়ের অন্বয়ীভাবে চিত্ত বদ্ধমূল হইলে, ইন্দ্রিয়-গ্রামের অর্থবত্বার অর্থাৎ প্রয়োজনের ভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে। বিষয় সম্পর্ক করায়, ইন্দ্রিয়গণের নিজের কোন লাভ নাই; বরং ক্ষয়াদি দোষেরই উদয় হইয়া থাকে। তবে এই বিষয় প্রতীতির বলে আত্মস্বরূপের প্রতীতিই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের পরম লাভ। পূর্ব্বে আমি বলিয়া, বা বুঝিতে পারি বলিয়া, ধারণা করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল না; ইন্দ্রিয়-সহায়ে বিষয়-প্রতীতির উদয়ে, আত্ম-প্রতীতির উদয় করানই ইন্দ্রিয়গ্রামের উদ্দেশ্য; অর্থাৎ অর্থবত্ব। ভূতাবস্থার ন্যায়, ইন্দ্রিয়-গ্রামের উক্ত পঞ্চ অবস্থায় চিত্তকে সংযত করিলে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায়। ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখা বৃত্তির নিরোধে যখন চিত্তাভিমুখে গতি হয়, তখনই চিত্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং চিত্ত-বলে ইন্দ্রিয়গ্রামও বলবান্ হইয়া, চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে॥ ৪৮॥

ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে, যোগী শরীর লইয়া মানস গতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন; দেহের স্থূলতা নিবন্ধন গতিশক্তির আর ব্যাঘাত হয় না। অধিক কি! ইচ্ছা করিলে, অতি কঠিন বজ্রসার প্রস্তরের মধ্যেও সশরীরে প্রবেশ করিতে

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৫০॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য (সত্ত্বং বুদ্ধিঃ, পুরুষঃ তয়োরন্যতাখ্যাতিঃ ভেদজ্ঞানং তন্মাত্রস্য তদ্রূপস্য সংযমেন তন্ময়ভাবস্য যোগিনঃ) সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বেষু ভাবেষু অধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়কং জ্ঞানং ভবতি॥ ৫০॥

তস্মিন্ বুদ্ধেঃ সাত্ত্বিকে পরিণামে কৃতসংযমস্য যা সত্ত্বপুরুষয়োরুৎপদ্যতে সা অন্যতাখ্যাতিঃ। গুণানাং কর্তৃত্বাভিমান-শিথিলীভাবরূপাত্তন্মাহাত্ম্যাৎ তত্রৈব স্থিতস্য যোগিনঃ সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বকর্তৃত্বং চ সমাধের্ভবতি। সর্ব্বেষাং গুণপরিণামানাং

স্বত্বস্বরূপা বুদ্ধি ভোগ্যা এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ ভোক্তা বা দ্রষ্টা, বলিয়া এতদুভয়ের পার্থক্যের প্রতি সংযম করিলে, সকল

পারেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥" মনকে স্থির করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণকে অগ্রে স্থির করা প্রয়োজন; নতুবা স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্যের দোষে ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের চিত্তকেও আপনাদের অভিমত দেশে বা পদার্থে আকৃষ্ট করে। অতএব ইন্দ্রিয় যদি নিরুদ্ধ হইয়া চিত্তানুকারী হয়, তাহা হইলে চিত্তের আর নিম্নগামী দোষ ঘটে না; এবং নির্ম্মল ও পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের শক্তি অনির্ব্বচনীয়! সুতরাং চিত্তানুকারী ইন্দ্রিয়গণও অনির্ব্বচনীয় শক্তিলাভে চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। দেহের অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়ের গতি বা বৃত্তি লাভই বিকরণভাব। যোগীর চিত্ত যেমন দেহের অভিমান বিস্মৃত হইয়া, বাহিরে অবলীলাক্রমে অবস্থান করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণও দেহশক্তি অনুসারে কার্য্য না করিয়া, চিত্তশক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পারে। অর্থাৎ অতি দূরবর্ত্তী বিষয় সমূহও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করে। সুতরাং চিত্ত নামক জীবের প্রধান আধারও বশীভূত হয়; তাহাকেই প্রধানজয় অর্থাৎ প্রকৃতি-জয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে॥ ৪৯॥

বুদ্ধি যদি বিশুদ্ধভাব ধারণে স্থির হয়, তাহা হইলে চিত্তের সংসার-স্রোত নিবারিত হয়। কারণ পূর্ব্বে সমাধি-পাদে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চিত্তই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা। সংসারের অভিমুখে প্রবৃত্তির উদয় হইলে, সর্ব্বমূলীভূত চিত্তই সকলকে উৎপাদন করত, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিষয়াভি-

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্॥ ৫১॥

তদ্বৈরাগ্যাৎ (তস্যাং তাদৃশ্যাং সিদ্ধৌ যৎ বৈরাগ্যং তস্মাৎ) অপি দোষবীজক্ষয়ে দোষাণাং রাগাদীনাং বীজক্ষয়ে অবিদ্যানাশে কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা মুক্তিরিতি ভবতি॥ ৫১॥

ভাবানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বং তেষামেব চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মিত্বেনা-বস্থিতানাং যথাবদ্বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বমেব এষাঞ্চাস্মিন্ শাস্ত্রেহপরস্যাং বশীকার-সংজ্ঞায়াং প্রাপ্তায়াং বিশোকা নাম সিদ্ধিরুচ্যতে॥ ৫০॥ ক্রমেণ ভূমিকান্তরমাহ।

তস্যামপি বিশোকায়াং সিদ্ধৌ যদা বৈরাগ্যমুৎপদ্যতে যোগিনস্তদা তস্মাদ্দোষাণাং

ভাবের উপর আধিপত্য এবং জ্ঞাতৃত্বশক্তি যোগীর উদয় হইয়া থাকে॥ ৫০॥

এই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব শক্তিতেও যখন

ভাসম।

মুখে স্বয়ংই উপ্ততস্রোত হয়; এবং বহির্বৃত্তি-নিরোধ স্বয়ংও অচল হইয়া, কেবল চৈতন্যমুখী ভাবে অবস্থান করে। পুষ্করিণীর জল যদি বায়ুবেগে সঞ্চালিত ও তরঙ্গায়িত হয়, দিবাকরের সমুজ্জ্বল প্রতিবিম্বও ভগ্ন হইয়া তরঙ্গাকারেই আকারিত হইয়া পড়ে। জল তরঙ্গ-শূন্য নিশ্চল হইবামাত্র, সূর্য্যপ্রতিবিম্ব আপনা হইতেই অটল পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বুদ্ধি স্থির হইলে, অর্থাৎ সংসারপ্রবৃত্তি উন্মূলিত হইলে, চৈতন্যাধার চিত্তও স্থির হইয়া আইসে; সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাস জীবতত্ত্বও অচল এবং অটল হইয়া জলে প্রতিবিম্বিত দিবাকরের ন্যায়, চিত্তে প্রতিভাসিত চিদাভাস সুস্পষ্ট পৃথক্ মূর্ত্তিতে প্রতীত হন। অতএব চিত্ত ভোগ্য; প্রতিবিম্বের আধার; এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ ভোক্তা; মূল প্রতিবিম্ব স্থানীয়। উভয়ে পৃথক্‌ভাবে প্রতীত হইলে যোগীর সকল তত্ত্বের উপর আধিপত্য এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব একত্রে দুইটী সামর্থ্যের পরিচয় হয়। তিনি যথাভিরুচি দেহেন্দ্রিয়াদিকে চালাইতে পারেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান একত্র পাইতেও পারেন। এই সিদ্ধিকে শাস্ত্রে বিশোকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে॥ ৫০॥

এতাদৃশ সিদ্ধিকেও নিরর্থক বোধে যখন উপেক্ষা আইসে, তখনই আর অবিদ্যার লেশ মাত্র থাকে না। এবং যাবতীয় দোষের নির্হরণে যোগী কৈবল্য লাভে কৃতার্থ হন। আর গুণের অধিকার থাকে না; এবং ত্রিবিধ দুঃখেরও

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥৫২॥

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে (স্থানিভিঃ স্বর্গাদিস্থান-স্বামিভিঃ উপনিমন্ত্রণে আহ্বানাদিকে) সঙ্গস্ময়াকরণং (সঙ্গঃ কামঃ স্ময়ঃ কৃতকৃত্যতাবোধঃ তয়োঃ) অকরণং ন কর্ত্তব্যং পুনঃ অনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ সংসার-পতনসম্ভবাৎ ।৫২॥

রাগাদীনাং তদ্বীজমবিদ্যাদয় স্তস্যাঃ ক্ষয়ে নির্মূলনে কৈবল্যমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য গুণানামধিকারঃ পরিসমাপ্তৌ স্বরূপনিষ্ঠত্বম্ ॥৫১॥ তস্মিন্নেব সমাধৌ স্থিত্যুপায়মাহ।

চত্বারো যোগিনো ভবন্তি। তত্রাভ্যাসবান্ প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ। অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চতুর্থঃ। তস্য

বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন সেই বৈরাগ্যের উপর সংযম করিলে, অনুরাগের মূল কারণ অবিদ্যাদিক্লেশ পঞ্চকের নিবারণে যোগীর কৈবল্য লাভে মুক্তিপদ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

তাদৃশ পরবৈরাগ্য-বিশিষ্ট যোগীকে স্বর্গবাসী লোকপালগণ

আভাস।

অত্যন্ত নিবৃত্তিতে যোগীর পরমপুরুষার্থতার প্রাপ্তি ঘটে; এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। এই বন্ধন এবং মুক্তির স্বরূপ সমাধি-পাদে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এবং "বৃত্তিস্বারূপ্যমিতরত্র" বলিয়া দুইটী সূত্রে যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে; পুনরুক্তি ভয়ে এখানে আর বর্ণিত হইল না ॥ ৫১ ॥

সংসারে কুপথ অতি প্রশস্ত; অধিকাংশ জীব ও জগৎ তাহারই অনুকূল। নিম্নে গমনোন্মুখ ব্যক্তির পথ সকলেই ছাড়িয়া দেয়, ঊর্দ্ধে উঠিবার পথে কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক। সে পথে কেহ অনুকূল থাকে না; সামর্থ্যমত প্রতিবন্ধক করিতে, কেহ ত্রুটি করে না। আমার মস্তকে পদার্পণ করিয়া, অন্যে আমার অপেক্ষা উচ্চে গমন করুক! এ ইচ্ছা জগতের কেহ প্রকাশ করিতে চাহে না। সুতরাং জগৎ ধরিয়া জগৎকে অতিক্রম করিব, এ বাসনা কেবল কল্পনামূলক মাত্র; কার্য্যমূলক নহে। সেই নিমিত্ত শাস্ত্রকার জগৎকে আশ্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেবল বিচারের পাত্র জগৎ; নির্ভরের পাত্র নহে। অতি উৎকৃষ্ট হইতে অতি নিকৃষ্ট পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থের উপর নির্ভর দিয়া যায়, পতন অনিবার্য্য! এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার কেবল ঈশ্বরের উপর এবং নিজের উপর নির্ভর

চতুর্থস্য সমাধেঃ প্রাপ্ত-সপ্তবিধভূমিপ্রত্যয়স্যাস্ত্যাং মধুমতীসংজ্ঞাং ভূমিকাং সাক্ষাৎ কুর্ব্বতঃ স্বামিনো দেবা উপনিমন্ত্রণে উপনিমন্ত্রয়িতারো ভবন্তি। দিব্যস্ত্রীবসনাদি-কমুপঢৌকয়ন্তীতি তস্মিন্ উপনিমন্ত্রণেনানেন সঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ নাপি স্ময়ঃ সঙ্গতি-

---

স্বর্গাদিসুখ সম্ভোগার্থ আহ্বান করিতে থাকেন; কিন্তু যোগীর তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ ভোগের কামনা এবং

আভাস।

দিবার উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। এক ভগবানকে আশ্রয় করা এবং দ্বিতীয়ত নিজের বিবেকপূর্ণ অবিচলিত চিত্তের উপর নির্ভর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ নিজের মঙ্গল নিজে যত বুঝি বা ভাবি, অন্য সংসারী তাহা ভাবে না। আর জগদীশ্বরই কেবল আমার মঙ্গলের বিধান করেন; সেই নিমিত্ত জগতে তাঁহাকেই কেবল মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক! লোকপালাদি দেবতাগণের নিকট হইতেও যোগীর কোন উন্নতি লাভের প্রত্যাশা নাই। যোগীর নিজের চেষ্টায় উন্নত হইলে, দেববৃন্দ তাহার সহায়তা করা দূরে থাকুক! পতনের প্রচুর উপায় নিকটবর্ত্তী করিয়া দেন। কারণ পরের উৎকর্ষ দর্শনে, নিকৃষ্টের বিশেষ ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে। যোগ জীবকে সর্ব্বোচ্চে আরোহণ করাইয়া, মুক্তিতে তুলিয়া দেয়। সুতরাং যাঁহারা মুক্ত নহেন, অপরকে তৎপথে ধাবমান দেখিলে, কখন তাঁহাদের সুখোদয় হইতে পারে না; বরং দুঃখিত হইয়া, যোগীর অনর্থ চিন্তায় ভোগের উপকরণ তৎসন্নিধানে উপনীত করেন। যাহাতে যোগী ভোগে আসক্ত হইয়া, পুনরায় অধঃপতিত হন, তাহারই আয়োজন দেবতাগণ করিয়া দেন। যে সকল যোগীর হৃদয়ে ভোগের কল্পনায় যোগের আরম্ভ হয়, তাহারা উক্ত ভোগে আসক্ত হয়; হউক! মোক্ষাভিলাষীর কিন্তু দেবতাগণের প্রদর্শিত ভোগসুখে পরীক্ষার বুদ্ধিতেও আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভোগ কখন মোক্ষের সাধক নহে। ভোগের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নাই। লৌহশৃঙ্খল এবং সুবর্ণ-শৃঙ্খলের মধ্যে লৌহত্ব এবং সুবর্ণত্বের ভেদ থাকিলেও, বন্ধন-কার্য্যে উভয়েই তুল্যভাব; সেইরূপ মর্ত্ত্যভোগ বা অনুপম স্বর্গভোগের মধ্যে স্বর্গের সুখকরত্ব এবং মর্ত্তের দুঃখকরত্ব থাকিলেও ভোগে বন্ধন অপরিহার্য্য। মোক্ষাভিলাষী যোগীর পক্ষে দৈব ভোগ আশ্বাসপ্রদ এবং আপাতত সুখকর হইলেও, পরিণামে প্রকৃত যোগী হইবার বিশেষ প্রতিবন্ধক বোধে, কোন যোগীরই কোন ভোগে স্পৃহার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

করণে পুনর্ব্বিষয়ভোগে পততি স্ময়করণে কৃতকৃত্যমাত্মানং মন্যমানো ন সমাধৌ উৎসাহঃ। অতঃ সঙ্গস্ময়য়োস্তেন বর্জ্জনং কর্ত্তব্যং॥ ৫২॥ অস্যামেব ফলভূতায়াং বিবেকখ্যাতৌ পূর্ব্বোক্ত-সংযমব্যতিরিক্তমুপায়ান্তরমাহ।

ভোগের কামনা এবং ভোগলাভে নিজের কৃতার্থতা বোধ হইলে, পুনরায় সংসারে পতিত হইবারই আশঙ্কা হয়॥ ৫২॥

আভাস।

সাধারণত প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি দশা পর্য্যন্ত যোগব্যাপার চারি অবস্থায় বিভক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; এবং তত্তদবস্থায় উপনীত যোগীকেও চারি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা প্রথম-কল্পিক, মধু-ভূমিক, প্রজ্ঞা-জ্যোতি এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। তন্মধ্যে যাঁহারা যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, অভ্যাসমাত্র করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রথম-কল্পিক নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় মধু-ভূমিক যোগী। ভূতেন্দ্রিয়-জয়ী প্রজ্ঞা-জ্যোতি তৃতীয়. এবং যাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই এবং বাসনাও নাই; ইন্দ্রিয়গণ এবং অবিদ্যাদিগকে জয় করত জীবন্মুক্ত অবস্থাতে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই চতুর্থ যোগী অতিক্রান্ত-ভাবনীয় নামে আখ্যাত। এই চারি অবস্থার যোগীর মধ্যে দ্বিতীয়াবস্থার যোগারূঢ় ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধচিত্ত অবলোকন করিয়া, স্বর্গাদি অমরলোক-বাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গাদি ভুবনের বিবিধ সুখসেব্য ভোগের প্রদর্শনে তত্তৎ ভোগের উপভোগার্থ আহ্বান করিয়া থাকেন। কারণ যোগী মানব দেহে অবস্থিত থাকিয়া, অন্তর্জগতে উক্ত দেবগণের তুল্য অধিকারে আরোহণ করিয়াছেন এবং তুল্য ভোগের স্তর অতিক্রম করিয়া, তাঁহার চিত্ত আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। সুতরাং দেবগণ আপনাদের অপেক্ষা যোগীকে উচ্চাধিকার হইতে নিবর্ত্তিত রাখিবার অভিলাষে, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলেন, হে বিশুদ্ধচেতা যোগিবর! আপনি তপস্যাদির ক্লেশ যথেষ্ট সহ্য করিয়াছেন! কিছু দিন এখানে বিশ্রাম করুন! এবং এখানকার অপূর্ব্ব স্বর্গ-রমণী সহ মন্দাকিনীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহনাদির দ্বারা সংসার জ্বালা নিবারণ করুন! অপূর্ব্ব রসায়ন তুল্য অমৃত পানে জরা, মৃত্যু দূরীভূত হইবে; কল্পতরু সকল সাধ পূরণ করেন; এখানে সিদ্ধ মহর্ষিগণ এবং মনোহারিণী অপ্সরাগণ সকলেই বাস করিতেছেন। আপনিও দিব্য ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবে দিব্য সম্ভোগে চরিতার্থ হইতে পারিবেন! অহো! আপনি স্বীয় যোগ প্রভাবে এই সমস্তই সংগ্রহ

ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষণতৎক্রমযোঃ (অভেদ্যঃ কালভাগঃ ক্ষণঃ তৎপ্রবাহস্য অবিচ্ছেদঃ এব ক্রমঃ তয়োঃ) সংযমাৎ সাক্ষাৎকারাৎ বিবেকজং জ্ঞানং । সর্ব্বং বস্তু যোগী বিবেকেন বিজানাতি ॥ ৫৩ ॥

ক্ষণঃ সর্ব্বান্তঃ কালাবয়বো যস্য কলাঃ প্রবিভক্তুং ন শক্যন্তে তথাবিধানাং কাল-ক্ষণানাং যঃ ক্রমঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পরিণামঃ তত্রঃ সংযমাৎ প্রাগুক্তং বিবেকজং জ্ঞান-মুৎপদ্যতে । অয়মর্থঃ অয়ং কালক্ষণোঽমুষ্মাৎ কালক্ষণাদুত্তরঃ অয়মস্মাৎ পূর্ব্ব ইত্যেবং বিধে ক্রমে কৃতসংযমস্যাত্যন্তসূক্ষ্মেঽপি ক্ষণক্রমে যদা ভবতি সাক্ষাৎকার ইতি বিবেকজ্ঞানোৎপত্তিঃ ॥ ৫২ ॥ অস্যৈব সংযমস্য বিষয়বিবেকোপযোগমাহ ।

কালের অতি ক্ষুদ্র অভেদ্য অংশকে ক্ষণ বলে ; এবং তাদৃশ ক্ষণের নিরন্তর প্রবাহেই ক্রম হয় । অতএব ক্ষণ এবং তাহার ক্রম এই উভয়ের প্রতি সংযম করিলে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে, বিবেক বলে যাবদীয় বস্তুকে পৃথক্ ভাবে অবধারণ করার যোগ্যতা যোগীর জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

আভাস ।

করিলেন । দেবগণের প্রিয় ভূমি আপনার নিত্য ভোগ্য হইল ! আর যোগ-ক্লেশ সহ্য করিবার কি প্রয়োজন ? বলিয়া দেবগণ অনুরোধ করেন । কিন্তু সে অনুরোধ আপাতত সুখকর হইলেও, মোক্ষ পথের সম্পূর্ণ বিরোধী জ্ঞানে যোগীর সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । সুবর্ণ নির্ম্মিত হইলেও, বন্ধনের শৃঙ্খল-জ্ঞানে তাদৃশ ভোগকে তুচ্ছ এবং উপেক্ষা করত, যেন আত্মচিন্তায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হন ! ইহাই ঋষির উপদেশের তাৎপর্য্য । তৃতীয় যোগীরও এজাতীয় বিপদের সম্ভাবনা । চতুর্থ যোগীর আর ওরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই । কারণ তখন তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা সাধারণ দেবগণেরও দুর্ল্লভ । সুতরাং চতুর্থ যোগীকে আর তাঁহারা আহ্বান করিতে পান না ॥ ৫২ ॥

বিবেক-জনিত জ্ঞানের প্রাপ্তি-কামনায় সূত্রকার ক্ষণ (কালক্ষণ) এবং তাহার পূর্ব্বাপর ক্রমের প্রতি চিত্তের সংযম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । বিষয়ের পর-স্পরের ভেদ দর্শন করিবার উপলক্ষে, কালের ক্ষণ এবং তাহার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করা যেন কিছু অসঙ্গত বলিয়া আপাতত প্রতীত হয় । কিন্তু ভাষ্যকার তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন । ন্যায় বৈশেষিক মতে কালকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥৫৪॥

ততঃ ক্ষণসংযমজবিবেকজ্ঞানাৎ জাতিলক্ষণদেশৈঃ ভেদকারণৈঃ অন্যতানবচ্ছেদাৎ ভিন্নতানবধারণাৎ তুল্যয়োঃ একরূপয়োঃ পদার্থয়োঃ তৎপ্রতিপত্তিঃ ভেদেন সাক্ষাৎকারঃ ভবতি ॥৫৪॥

পদার্থানাং ভেদহেতবো জাতিলক্ষণদেশা ভবন্তি। ক্বচিদ্ভেদহেতুর্জাতিঃ যথা গৌরিয়ং মহিষোঽয়মিতি জাত্যা তুল্যয়োর্লক্ষণং ভেদহেতুঃ যথা ইয়ং কর্ব্বুরা ইয়ং অরুণেতি। জাত্যা লক্ষণেনাভিন্নয়োর্ভেদহেতুর্দেশো দ্রষ্টব্যঃ। যথা তুল্যপরিমাণয়ো-

---

এই বিবেকজনিত জ্ঞানের শক্তি অনুপম! জাতি, লক্ষণ ও দেশের একবিধত্ব নিবন্ধন, যে স্থলে দুইটী বস্তুর পার্থক্য অবধারণ

আভাস।

করা হইয়াছে; তাঁহারা বলেন উহা নিত্য বস্তু এবং ক্রিয়াভেদে ক্ষণাদি বিভাগে বিভক্তের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উক্ত ক্ষণকে পরম অবিভাজ্য পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত ক্ষণের পূর্ব্বাপর অবিশ্রান্ত স্রোতরূপে বিদ্যমান ভাব বস্তুকে মুহূর্ত্ত, দণ্ড, অহোরাত্র, মাস এবং সংবৎসরাদিরূপে নির্ণয় করা হয়। এই ক্ষণ এবং তাহার পর পর ক্রমের উপর সংযম করিলে, বস্তুকে পৃথক্ করিবার জ্ঞান যোগীর জন্মে। যেমন পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য, ক্ষণ ও কাল পরিমাণে পরম ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য। একটী পরমাণু যে সময়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং অপর পরমাণু সেই স্থান অধিকার করে, সেই কার্য্যকালের নামই ক্ষণ এবং পরমাণুর গতি অবিচ্ছেদে হওয়াই, তাহার পূর্ব্বাপর ক্রম! ক্রিয়ার দ্বারাই যখন কালের অনুমান হয়, তখন কাল এবং ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার আশ্রয় পদার্থেরও নির্ব্বাচন সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষণের পরস্পর বিচ্ছেদ এবং সমন্বয়ের প্রতি চিত্ত সংযত করিলে,—অতি ক্ষুদ্র বিভাগের অবধারণে চিত্তে শক্তি জন্মে। সুতরাং তাদৃশ শক্তি সম্পন্ন চিত্ত যে বিষয়েই প্রযুক্ত করা যায়, তাঁহারই সূক্ষ্ম বিভাগে যোগীর চিত্ত যথেষ্ট অধিকারী হয়। এতদ্দ্বারা অন্যান্য সূক্ষ্ম মহদাদি তত্ত্ব সমূহও অনায়াসে অবধারিত হইয়া থাকে ॥৫৩॥

পদার্থের পার্থক্য সাধারণত তিন প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়। জাতিগত, লক্ষণগত এবং দেশগত ভেদে বস্তুর পার্থক্য অবধারিত হইয়া থাকে। গো হইতে

রামলকয়োর্ভিন্নদেশস্থিতয়োঃ। যত্র পুনর্ভেদোঽবধারয়িতুং ন শক্যতে যথৈকদেশস্থিতয়োঃ শুক্লয়োঃ পার্থিবয়োঃ পরমাণ্বোস্তথাবিধে বিষয়ে ভেদায় কৃতসংযমস্য যদা ভেদেন জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ অভ্যাসাৎ সূক্ষ্মাণ্যপি তত্ত্বানি ভেদেন প্রতিপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি যত্র কেনচিদুপায়েন ভেদো নাবধারয়িতুং শক্যস্তত্র সংযমাদ্ভবত্যেব ভেদপ্রতিপত্তিঃ সূক্ষ্মাণাং তত্ত্বানাম্ ॥ ৫৪ ॥ উক্তস্য বিবেকজন্যজ্ঞানস্য সংজ্ঞাং বিষয়ং স্বাভাব্যং ব্যাখ্যাতুমাহ।

অসম্ভব হয়, সে স্থলে এই বিবেক জনিত জ্ঞানই উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট অবধারণ করাইয়া দেয় ॥ ৫৪ ॥

আভাস।

অশ্বের পার্থক্য জাতিগত ভেদ; শুক্লা গাভী হইতে পীতবর্ণার লক্ষণগত ভেদ এবং একস্থানস্থিত গাভীর অপর স্থানস্থিতার ভেদ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে স্থানে এই তিনটী ভেদের কারণ পরিলক্ষিত হয় না, তথায় কেবল ক্ষণ এবং তাহার ক্রমের প্রতি সংযমের শক্তিতে পরস্পরের ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একস্থানস্থিত শুক্ল পরমাণু সমূহের ভেদও কৃতসংযমী পুরুষ কিন্তু অনায়াসে অবধারণ করিতে পারেন ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে বিভিন্ন পদার্থ, বিভিন্ন কাল, অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য পরমাণু এবং তদনুরূপ কালক্ষণকে অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধি করিলে, তাহার চরম ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট তারক-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এযাবৎ যতপ্রকার তত্ত্বের আশ্রয়ে যে যে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ জ্ঞানফল যোগী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা এই তারক-জ্ঞান অতি উচ্চ এবং দুর্লভ। কারণ এই জ্ঞান সংসার-সাগর হইতে সাধককে উদ্ধার করেন; এই নিমিত্তই ইহার নাম তারক-জ্ঞান। ইহা বিভূতির মধ্যে গণ্য নহে; ইহা অন্তের গতি। ইহার বিশেষণ পদ তিনটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা সর্ব্ববিষয়ং, সর্ব্বথাবিষয়ং এবং অক্রমং চ। ইহার তুল্য কোন জ্ঞান নহে; পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যোগী যে যে বিষয়ে চিত্তের সংযম করিবেন, সেই সেই বিষয়েরই জ্ঞান তিনি পাইয়া থাকেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জগৎ সংসারই ভেদময়। কোন পদার্থ কাহার সহিত তুল্য হয় না; কোন এক ভাবে কিছু রকমে প্রত্যেক পদার্থেই পার্থক্যের পরিচয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এমন কি? একটু প্রণিধান করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, এক প্রকার দুইটী পদার্থ জগতে পাওয়া যায় না। অধিক কি! একটী আম্রবৃক্ষ বা কাঁঠাল

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্॥ ৫৫॥

(উক্ত সংযমবলাৎ জায়মানং) বিবেকজং জ্ঞানং এব হি তারকং (তারয়তি অগাধাৎ সংসার-সাগরাৎ যোগিনং) সর্ব্ববিষয়ং (সর্ব্বাণি বস্তুরূপাণি বিষয়া যস্য তৎ) সর্ব্বথাবিষয়ং সর্ব্বাবস্থাব-বোধকং অক্রমং চ ক্রমরহিতং যুগপদেব বিষয়ী করোতি ইতি॥ ৫৫॥

উক্তসংযমবলাদেব অন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নং জ্ঞানং তারকমিতি। তারয়ত্য-গাধাৎ সংসারসাগরাৎ যোগিনং ইত্যন্বর্থিক্যা সংজ্ঞয়া তারকমিত্যুচ্যতে। অস্য বিষয়মাহ সর্ব্ববিষয়মিতি। সর্ব্বাণি তত্ত্বানি মহদাদীনি বিষয়োঽস্যেতি সর্ব্ববিষয়ং।

এই বিবেকজ জ্ঞানই সংসার নিস্তারের প্রধান সোপান।

আভাস।

বৃক্ষের পত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, এক রকমের দুইটী পাতা সমগ্র বৃক্ষে পাওয়া অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে, যথেষ্ট পার্থক্য স্পষ্টত অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা অনুবীক্ষণের দ্বারা দেখিলে, দুইটী বালুকা কণা এক প্রকারের দেখিতে পাই না; সমস্তই যেন ভিন্ন ছাঁচে প্রস্তুত। সে ছাঁচ কাহার? কেমন করিয়া এত ছাঁচ কোথায় রাখিয়াছেন এবং কেন এত ভেদ করিয়াছেন? ভাবিলে, আমাদের পক্ষে বিস্ময় ব্যতীত দ্বিতীয় উত্তর নাই। এক্ষণে এই রূপের পার্থক্য, সুতরাং ক্রিয়ার পার্থক্য, সুতরাং ক্ষণাদি কালের পার্থক্য এবং সমষ্টীকৃত ও অবয়বীভূত ক্ষণ ক্রমের উপর সংযম করিলে, চিত্তের চাঞ্চল্য না হইয়া, এমন শান্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাতে এমনই দুর্লভ জ্ঞানলাভ হয়, যাহার তুলনা অন্য কোন সংযমে নাই এবং এই তারক-জ্ঞানের ফলে যোগী স্থূলের কথা দূরে থাকুক, অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব, চিত্ততত্ত্ব এবং অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতীত জ্ঞানতত্ত্বও অবলীলাক্রমে অবধারণ করিতে পারেন। এই অবধারণ ব্যাপারও বড় সহজ নহে; যোগী যাহাকে বুঝেন, তাহার পরিণামাদি সকল ভাব এবং পূর্ব্বাপর যাবতীয় অবস্থা সহ সকল ভাব এবং সকল পদার্থ যুগপৎ বুঝিতে পারেন। অর্থাৎ এ জ্ঞানে কোন ক্রম নাই। একটী বস্তু বা তাহার একটী অবস্থা বুঝিয়া, পরে অন্য বস্তু বা তাহার অন্য অবস্থা বুঝা; তাহা নহে। সমগ্র ভাবসহ সমগ্র বস্তুজাত একত্র একসঙ্গে অনুভূত হইতে থাকে। ইহার কারণ কি? বলিয়া আমরা প্রণিধান করিলে, স্পষ্টত বুঝিতে পারিব যে, এ সংযমের বিষয়, ক্ষণ বা তাহার ক্রম বলিয়া শাস্ত্রকার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, ফলে কিন্তু, এ সংযম ভেদের প্রতি লক্ষ্য

স্বভাবাচ্চ অস্য সর্ব্বথাবিষয়ত্বং। সর্ব্বাভিরবস্থাভি স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন তৈস্তৈঃ পরিণামৈঃ সর্ব্বেণ প্রকারেণ অবস্থিতানি তত্বানি বিষয়োঽস্যেতি সর্ব্বথাবিষয়ং। স্বভাবান্তরনাচ। অক্রমঞ্চেতি, নিঃশেষনানাবস্থাপরিণতদ্বিত্র্যেকভাবগ্রহণেনাস্য ক্রমো বিদ্যন্ত ইতি অক্রমং। সর্ব্বং করতলামলকবৎ যুগপৎ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥৫৫॥ অস্মাচ্চ বিবেকজাৎ তারকাখ্যাৎ জ্ঞানাৎ কিং ভবতীত্যাহ।

ইহার সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তুর রূপ, অবস্থা এবং অবিচ্ছেদে উদয়, যোগীহৃদয়ে জাগরিত হয় এবং যোগী কৃতার্থ হন ॥ ৫৫ ॥

আভাস।

হয় নাই; ভেদ সমূহ যথায় ভাসিতেছে, সেই অভিন্ন জ্ঞান জ্যোতিতেই এই সংযম করা হয়; তন্নিমিত্ত যোগীর এতাদৃশ অসীম জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। কারণ জগৎ অনন্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত এবং সকলগুলিই পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক্। অথচ পদার্থ কেহ স্বতন্ত্র নহে। একটী পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমরা পূর্ব্বেই মীমাংসা করিয়াছি যে, কি একটী অনির্ব্বচনীয় চির-বিদ্যমান ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম সমূহের অভিব্যক্তি বিশিষ্ট ভাবকেই আমরা পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কেহ পদার্থ নহে; সকল পদার্থের অন্তরালে চির-বিদ্যমান ধর্ম্মীর অভিব্যক্ত ভাবের স্থূল বা ক্রিয়াকারী মূর্ত্তিই ধর্ম্ম নামে এবং স্থূল পদার্থাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব পদার্থ কিছুই নহে; ধর্ম্মীর ভাব বা উদ্দেশ্যের কার্য্যকারী ভাব বিশেষ। জীবের ভোগার্থ প্রয়োজন মত ভোগ্য পদার্থাকারে ধর্ম্মী নিজেরই স্ব স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন। স্থূলভোগে আসক্ত জীব ধর্ম্মীর রচিত ভোগপ্রদ ভাবকে পদার্থ বলিয়া আসক্ত হইতেছে; কিন্তু বিবেকী জীব ভোগ্য পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য করত, তদন্তরে পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ধর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া, পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইতেছেন। যাঁহারা বিশেষ বিবেকী, তাঁহারা পরম ধর্ম্মীরূপ বিরাট্ জ্ঞানকে ধরিবার নিমিত্ত অনন্ত বিষয়কে এক ধর্ম্মীর আশ্রয়ে ভাসমান অবলোকন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ জ্ঞান কেবল বিচার মূলক; অভ্যাস মূলক নহে। অভ্যাসের দ্বারা সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বাশ্রয় পরম জ্ঞানকে অপরোক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিবার উপলক্ষেই ক্ষণ এবং ক্রমের উপর সংযম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ পদার্থ দেখিয়া, তাহার ধর্ম্মভাবের মূলে ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে সর্ব্বজ্ঞানবান্ শক্তিকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, আবার একটী বৃক্ষের ফল, ফুল, মূল, শাখা, স্কন্ধ, ত্বক্ এবং পত্র পৃথক্ পদার্থ

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ ॥ ৫৬ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে (সত্ত্বস্য চিত্তস্য বৃত্তিনিরোধঃ এব শুদ্ধিঃ, পুরুষস্য বৃত্তিসারূপ্যং পরিত্যজ্য স্বরূপে অবস্থানং এব শুদ্ধিঃ) কৈবল্যং মুক্তিরিতি ॥ ৫৬ ॥

ইতি বিভূতি-পাদঃ সমাপ্তঃ।

সত্ত্বপুরুষাবুক্তলক্ষণৌ তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যং সত্ত্বস্য সর্ব্বকর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যা সকারণানুপ্রবেশঃ শুদ্ধিঃ। পুরুষস্য শুদ্ধিরুপচরিতভোগাভাবঃ। ইতি দ্বয়োঃ সমানায়াং শুদ্ধৌ পুরুষস্য কৈবল্যমুৎপদ্যতে মোক্ষো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬॥ তদেবমন্তরঙ্গং যোগাঙ্গত্রয়মভিধায় তস্য চ সংযমসংজ্ঞাংকৃত্বা সংযমস্য বিষয়প্রদর্শনার্থং পরিণামত্রয়মপপাদ্য

সত্ত্বস্বরূপ চিত্ত যখন বৃত্তিশূন্য হয় এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও আভাস।

হইলেও এবং প্রত্যেক পদার্থে ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে বিদ্যমান্ পৃথক্ শক্তিকে এক ভাবিয়া, পৃথক্ বস্তু-বিশিষ্ট বৃক্ষের এক অখণ্ড জ্ঞানবান্ ধর্ম্মীর নিকট আমরা উপনীত হইতে পারি। আবার প্রত্যেক অণু পরমাণুর উৎপাদক ধর্ম্মীকে ধরিতে পারিলেও, আমরা এক ধর্ম্মীকে ধরিয়া থাকি। কারণ ধর্ম্মের ভেদ হইলেও, ধর্ম্মীর কোন ভেদ নাই। অতএব পরমাণু পর্য্যন্ত দৃষ্ট-সংসারে ধর্ম্মের মূর্ত্তি হইলেও, যে ক্ষণ উহাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, সে কি! বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা অবধারণ করিতে পারিব যে, ক্ষণ একটী কালের ক্ষুদ্র অবয়ব কেবল নহে, যিনি ধর্ম্মী মূর্ত্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন, তাঁহার চেষ্টাই ক্ষণ নামে অভিহিত। সুতরাং ক্ষণের বা তাহার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করায়, অবান্তর ভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ মূল ধর্ম্মীর ক্রিয়াশক্তির প্রতিই দৃষ্টি করা হইল। এই শক্তির প্রতি দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, ধর্ম্মী-শক্তের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত হইবে। সে দৃষ্টি পরোক্ষভাবে নহে। তাহা প্রত্যক্ষ। প্রথম বিচিত্র পদার্থ, তৎপরে পদার্থের স্বগত ভেদ, পরে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে ধর্ম্ম সমূহ, তৎপরে ধর্ম্মেরও অণু পরমাণু ভাব তৎপরে ক্ষণের প্রতি যেমন চিত্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় নিপতিত হয়, পরে ক্ষণরূপ চেষ্টা যাঁহার, সেই পরম জ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান্ ধর্ম্মীকেও চিত্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিতে সক্ষম হয়। যোগের একটী অপূর্ব্ব নিয়ম আছে যে, দুইটী পদার্থ একাগ্রতা সহকারে একত্র কিছুকাল মিশিতের ন্যায় অবস্থান করিলে, দুইটী এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। লৌহখণ্ড যদি মৃত্তিকায় কিছুদিন প্রোথিত রাখা হয়, লৌহ মৃন্ময় হইয়া যায়। চিত্তও যদি কিছুদিন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞানবান্ ক্ষণাদি কালবেশে পরিচিত পরম পুরুষে সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার গুণে ও

সংযমবলাৎপদ্যমানাঃ পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যভাবাঃ সিদ্ধীরুপদর্শ্য সমাধ্যভ্যাসোপপত্তয়ে বাহ্যা ভুবনজ্ঞানাদিরূপা আভ্যন্তরাশ্চ কায়ব্যূহজ্ঞানাদিরূপাঃ প্রদর্শ্য সমাধ্যুপযোগায় ইন্দ্রিয়প্রাণজয়াদিপূর্ব্বিকাঃ প্রদর্শ্য পরমপুরুষার্থসিদ্ধয়ে যথাক্রমমবস্থাসহিতভূতজয়েন্দ্রিয়সত্ত্বজয়োক্তবাশ্চ ব্যাখ্যায় বিবেকজ্ঞানোপপত্তয়ে তাং তানুপায়ানুপন্যস্য তারকস্য সর্ব্বসমাধ্যবস্থাপর্য্যন্তভবস্য স্বরূপমভিধায় তৎ সমাপত্তেঃ কৃতাধিকারস্য চিত্তসত্ত্বস্য স্বকারণানুপ্রবেশাৎ কৈবল্যমুৎপদ্যত ইত্যভিহিতম্ ।

নির্ণীতো বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ।

ইতি ভোজদেববিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলবৃত্তৌ যোগপাদস্তৃতীয়ঃ ।

আর বুদ্ধিগুণে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় না হইয়া, স্বরূপে প্রতীত হন, তখনই যোগী কৈবল্য লাভে মুক্ত হন ।

ইতি বিভূতি-পাদ সমাপ্ত ।

আভাস ।

শক্তিতে পরিণত হইয়া, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় এবং অক্রম-জ্ঞানে অধিকারী হইয়া, সংসার অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

এই তারক নামক বিবেক-জ্ঞানের উদয় হইলে, চিত্ত এবং তাহাতে উপলব্ধ চিদাভাসের পৃথক্ সত্বাও স্বরূপত উপলব্ধ হইয়া থাকে। পুষ্করিণীস্থ জল যতক্ষণ আলোড়িত হইতে থাকে, সূর্য্য-প্রতিবিম্ব আলোড়িত তরঙ্গাকারেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন সূর্য্য-প্রতিবিম্বের গোলাকারাদি মূর্ত্তির অপহ্নবে তরঙ্গাকারেই আকারিতের ন্যায় অবভাসিত হয়। কিন্তু তরঙ্গ থামিয়া গেলেই, জলরাশি এবং প্রতিবিম্ব যেমন পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ক্ষণসংযমের বলে, ক্ষণস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলে, ক্ষণ-কারক পরম কালরূপী চেষ্টাবান্ পরম জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টির সংযোগে চিত্তের বহির্দৃষ্টিরূপ সংসার-বৃত্তির নিয়মনে, সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময় ভাবের চিন্তায়, স্বয়ং নিশ্চল ভাব ধারণ করে এবং তথায় প্রতিবিম্বিত বা অনুগ্রহকারী চিদানন্দময় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকেন। এই অবস্থার নামই কৈবল্য; অর্থাৎ কেবল ভাব। অর্থাৎ চিত্ত আর জ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিষয়াভিমুখে ধাবিত নহে এবং জ্ঞানস্বরূপ চিদাভাস জীবাত্মাও চিত্তের আনীত সুখ দুঃখাদি তরঙ্গে আর তরঙ্গায়িত হইয়া, আমি সুখী বা দুঃখী বলিয়া পরধর্ম্মে নিজে অবভাসিত নহেন। উভয়ে উভয়ের স্বরূপে বিশ্রাম করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধ হয় ॥ ৫৬ ॥

অথ কৈবল্য-পাদঃ।

যদাজ্ঞয়ৈব কৈবল্যং বিনোপায়ৈঃ প্রজায়তে।
তমেকমজমীশানং চিদানন্দময়ং স্তুমঃ॥

ইদানীং বিপ্রতিপত্তিসমুত্থভ্রান্তিনিরাকরণেন যুক্ত্যা কৈবল্যস্বরূপজ্ঞানায় কৈবল্য-পাদোঽয়মারভ্যতে।

তত্র যাঃ পূর্ব্বমুক্তা সিদ্ধয়স্তাসাং নানাবিধজন্মাদিকারণপ্রতিপাদনদ্বারেণৈবং বোধয়ন্তি। যদীয়া এতাঃ সিদ্ধয়স্তাঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্তসমাধিবলাৎ জন্মাদি-নিমিত্তমাত্রত্বেনাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। ততশ্চানেকভবসাধ্যস্য সমাধের্ন ক্ষতিরস্তীত্যা-শ্বাসোৎপাদনায় সমাধিসিদ্ধেশ্চ প্রাধান্যখ্যাপনার্থং কৈবল্যোপযোগার্থমাহ।

অতএব বিভূতি-পাদের প্রথমে ধারণা, ধ্যান, সমাধি নামক যোগাঙ্গের তিনটী অন্তরঙ্গের একত্র অনুষ্ঠানে সংযম এবং উক্ত সংযমের বিবিধ বিষয়ও লক্ষ্য করাইয়া-ছেন; এবং বিষয়ের অতীত, অনাগতাদি পরিণামের প্রদর্শন করাইয়া, সমাধি-সিদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন। তৎপরে বাহ্য সিদ্ধি ভুবন-জ্ঞানাদির উল্লেখে সাধকের হৃদয়ে আশ্বাস প্রদান করত, উত্তরোত্তর সাধনে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন এবং অতি উৎকৃষ্ট দেব-ভোগেও আসক্তির পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছেন। সমাধির উপকারার্থ ইন্দ্রিয়জয় এবং প্রাণজয় করত, পরম পুরুষার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে যথাক্রমে ভূতাদি জয়ের কথা বর্ণন পূর্ব্বক, বিবেক-সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত, বুদ্ধির জয়-সাধনার্থ যত্ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরে বুদ্ধির জয় করা হইলে, সর্ব্বতত্ত্বের কারণস্থানীয় চিত্তে বুদ্ধির প্রবেশ হইলে, সর্ব্ব সংস্কারের অভাবে মুক্তি এই বিষয়টীই বিভূতি-পাদে বর্ণিত হইল।—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃত—বিভূতি পাদের আভাস সমাপ্ত।

বিভূতি-পাদে যে সকল ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ হইয়াছে, সে সমস্ত অধিকার-ভুক্ত হইলে, মানব-জীবনে তদপেক্ষা যে আর কিছু অধিকতর প্রাপ্তব্য আছে, তাহা পাছে কল্পনামূলক বলিয়াই প্রতীত হয়, এই নিমিত্ত কৈবল্যস্বরূপের প্রতিপাদ-নার্থ কৈবল্য-পাদের বর্ণন করিয়াছেন। বিভূতি লাভে নানাবিধ জন্ম এবং সুখাদি উপভোগেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, সত্য! এবং ক্রমশঃ জন্মজন্মা-ন্তর ভোগে সমাধিসিদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ হয় বটে; কিন্তু তাহাতেও কোন ক্ষতি

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

জন্মৌষধি মন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ (জন্মজাঃ জন্মসমনন্তরং জায়ন্তে ইতি, ওষধিজা রসায়নাদ্যৌষধি-সেবয়া, মন্ত্রজাঃ মন্ত্রজপাৎ জায়ন্তে, তপোজাঃ তপসা জায়ন্তে, সমাধিজাঃ চ ইতি সিদ্ধয়ঃ পঞ্চবিধাঃ ॥ ১ ॥

কাশ্চন জন্মনিমিত্তা এব সিদ্ধয়ঃ। যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশে গমনাদয়ঃ। যথা বা কপিলমহর্ষিপ্রভৃতীনাং জন্মসমনন্তরমেবোপজায়মানা জ্ঞানাদয়ঃ সাংসিদ্ধিকা গুণাঃ। ঔষধিসিদ্ধয়ো যথা পারদাদিরসায়নাদ্যুপযোগাৎ। মন্ত্রসিদ্ধির্যথা মন্ত্রজপাৎ কেষাঞ্চিদাকাশগমনাদিঃ। তপঃসিদ্ধি র্যথা বিশ্বামিত্রাদীনাম্। সমাধিসিদ্ধিঃ

দেহেন্দ্রিয়াদির অলৌকিক কার্য্য-কারিতা শক্তির উদয়ই সিদ্ধি। সে সিদ্ধি সাধারণত চারি প্রকার। প্রথমত প্রত্যেক জাতিনিষ্ঠ এক একটী অলৌকিক শক্তি আছে; যথা পক্ষীর আকাশে গমন, মীনাদির জলে অবস্থিতি এবং মানবাদির স্থলে বিচরণ। একের শক্তি অন্যের প্রাপ্তি হইলেই, তাহার পক্ষে

আভাস।

নাই। কারণ মোক্ষলাভ অতীব অনুপমেয়। বিভূতি দ্বারা যতই সুখশান্তির প্রাপ্তি হউক না, মোক্ষের সহিত তুলনীয় নহে। অতএব বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করত, সমাধি-সিদ্ধির দ্বারা কৈবল্য-লাভের জন্য যত্ন করা বিধেয়; সুতরাং কৈবল্য-লাভের উপায় এবং তদনুষ্ঠানার্থ কৈবল্যপাদ বর্ণিত হইয়াছে।

সিদ্ধি নানাপ্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধি অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্মের কারণ। আমরা নানাপ্রকার জীবজন্তু জগতে দেখিতে পাই। খেচর, ভূচর এবং জলচর ভেদে সকলগুলিকেই পৃথক্ পৃথক্ শক্তিসম্পন্ন পরিদৃষ্ট করিয়া থাকি। পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে আপন শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু সে শক্তি কোন আপাতত ক্রিয়া বা সাধনের ফলে ঘটে বলিয়া প্রতীত না হইলেও, অবশ্য কোন অদৃষ্ট-শক্তি বা কারণ নিবন্ধন হইয়াছে, বলিয়া অবশ্যই স্বীকার্য্য। এ শক্তি যখন জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, তখন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অভ্যস্ত ক্রিয়াবলে বলিয়াই ধরিতে হইবে। পক্ষীর অবলীলা-ক্রমে আকাশে বিচরণ করিবার সামর্থ্য এবং মৎস্যের জলে বিচরণ করিবার সামর্থ্যের ন্যায়, মহর্ষি কপিলদেব প্রভৃতি জগৎপূজ্য দেবসদৃশ মহাত্মাগণও জন্ম হইতে

প্রাক্ প্রতিপাদিতা। এতাঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মক্ষয়িতক্লেশানামেবোপজায়ন্তে। তস্মাৎ সমাধিসিদ্ধাবিব অন্যাসাং সিদ্ধীনাং সমাধিরেব জন্মান্তরাভ্যস্তকারণং মন্ত্রাদিনিত্য-নিমিত্তমাত্রাণি ॥ ১ ॥ নমু নন্দীশ্বরাদিকানাং জাত্যাদিপরিণামেঽস্মিন্নেব জন্মনি দৃশ্যতে তৎ কথং জন্মনি জন্মান্তরাভ্যস্তস্য সমাধেঃ কারণত্বমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ।

উহা সিদ্ধি। ঔষধি সেবনে দেহাদিতে অলৌকিক শক্তি জন্মে। মন্ত্রজপ এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে অলৌকিক সিদ্ধি অর্থাৎ শক্তির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এক সমাধিবলে উক্ত চারি প্রকারের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের সমাধি পর জীবনে উক্ত চারি প্রকারে এবং সমাধি জনিত বিশেষ সিদ্ধি সহ প্রকটিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আভাস।

প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং অপর মনুষ্য পশুপ্রায় প্রকৃতি লাভে সম্পূর্ণ উপদেশ এবং তদনুসারে ক্রিয়া বা শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, জন্ম গ্রহণ করিতেছে, দেখা যায়। এই পরম্পরের তারতম্য নয়ন গোচর করিলে, স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম পশ্চাৎ ধাবতি ধাবতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম পরবর্ত্তী জন্মে ফলরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যে কোন পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক জগতে প্রতীত হয়, সমস্তই সাধনার ফল। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, দুইটী বস্তু পরস্পর মিলিত হইয়া কিছুদিন থাকিলে, উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তবে বৃহতের গুণে ক্ষুদ্র প্রণোদিত হয়। সুতরাং সাধনা বা ক্রিয়া এবং যোগ অন্য কিছুই নহে, পূর্ব্ব সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করত, প্রয়োজন অনুসারে বিচার পূর্ব্বক আবশ্যকীয় সূত্রে সম্বন্ধ হওয়াই যোগ বা ভোগ। নিকৃষ্টের সম্পর্ক পরিহার পূর্ব্বক, উৎকৃষ্টের সম্পর্কে অভিনিবেশের নাম উন্নতিপ্রদ যোগ এবং নিকৃষ্টের সম্পর্কে নিবিষ্ট থাকাই ভোগ। সুতরাং মিলনই পরিবর্ত্তনের কারণ। তবে উৎকৃষ্ট পদার্থের মিলনে উন্নতি বা সিদ্ধি। সেই উৎকৃষ্ট মিলন পূর্ব্বজন্মে যদি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী জন্মেরই সহভাবী সিদ্ধি সমূহ প্রতীত হয়। মন্ত্র জপের দ্বারাও আকাশ গমনাদি ফললাভ হইয়া থাকে; পারদাদি ঔষধির সেবনে রোগাদির অপগমে দেহে বলাধানাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়;

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

জাত্যন্তরস্য একভাববিশিষ্টস্য ভাবান্তর-প্রাপ্তৌ য পরিণামঃ অন্যথাভাবঃ সঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ (প্রকৃত্যা আপূরিতঃ ভবতি)। ২।

যোঽয়মিহৈব জন্মনি নন্দীশ্বরাদীনাং জাত্যাদিপরিণামঃ স প্রকৃত্যা পূরাৎ। পাশ্চাত্যা এব হি প্রকৃতয়োঽমুষ্মিন্ জন্মনি বিকারেণাপূরয়ন্তি জাত্যাদিদ্বারেণ

বৃক্ষ হইতে বিজাতীয় বস্তু ফল ও পুষ্পাদির উদ্গম-ব্যাপারের আভাস।

এবং তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে, বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির ন্যায়, সাধারণে তপস্যার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কোনটীও সমাধি দ্বারা লভ্য সিদ্ধির সহিত তুলনীয় নহে। সমাধি সিদ্ধির কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, অবান্তর কারণে, অর্থাৎ জন্মের দ্বারা, ঔষধির সেবনে, মন্ত্রজপ দ্বারা বা তপোঽনুষ্ঠানে যে যে সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়, সে সমস্তই সমাধির ফল। পূর্ব্বজন্মে সমাধির দ্বারা চিত্তের মালিন্য যাহাদের অপনোদিত হইয়াছে, তাহাদেরই এ জন্মে উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ বা মন্ত্রজপে উৎসাহ, ঔষধি সেবনে প্রবৃত্তি ও ফল এবং তপোঽনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব সকলের মূল সাধনাই সমাধি। সমাধিই অবান্তর ফলেরও প্রাপ্তির উপায় এবং অন্তে মোক্ষফলও প্রদান করিয়া থাকে। সমাধি ব্যতীত সংসারে কোন কর্ম্মই নাই। তবে সবিকল্প সমাধিবলে ভোগের সিদ্ধি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধির ফলে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে, মানব কি প্রকারে দেহান্তর-লভ্য ঐশ্বর্য্যাদি পরিবর্ত্তনের ফল প্রাপ্ত হয়। কারণ জন্মই একটী উত্তম পরিবর্ত্তনের উপায়; আবার এক জন্মে বিচিত্র পরিবর্ত্তন কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ নন্দীশ্বর রাজকুমার শিবের আরাধনার ফলে এক জন্মেই মনুষ্য হইতে কি প্রকারে দেবদেহ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব পূর্ব্ব-জন্মাভ্যস্ত সমাধির ফল বলিবার কি প্রয়োজন! এতদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমাধিতে পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম বলিয়া কোন ইতর-বিশেষ নাই। জন্মের সহিত সমাধির কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই! সমাধি চিত্তের ক্রিয়া। সমাধি বলে চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটে; এবং সে পরিবর্ত্তন মূলা প্রকৃতিই ঘটাইয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প

পরিণময়ন্তি ॥ ২॥ নমু চ ধর্ম্মাধর্ম্মাদয়স্তত্র ক্রিয়মাণা উপলভ্যন্তে তৎ কথং প্রকৃতীনামাপূরকত্বমিত্যাহ ॥ ২॥

ন্যায়, প্রত্যেক বিজাতীয় শক্তির বা মূর্ত্তির উৎপাদন ব্যাপারে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ মূল প্রকৃতির সাহায্যে উক্ত বিজাতীয় পরিণামের পূরণ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

আভাস।

এবং ফলাদি বিচিত্র ভাব এক রসের সাহায্যের উপরই নির্ভর করে; রসই বৃক্ষের বিচিত্র ভাবকে পরিণতির জন্য সাহায্য করে, সেইরূপ এক প্রকৃতিই যাবতীয় পরিণাম কার্য্যের মূল উপাদান। সমাধি সেই প্রকৃতিকে যে দিকে যাইবার জন্য বা যে পদার্থকে বা তত্ত্বকে পুষ্ট করিবার জন্য ইঙ্গিত করে, প্রকৃতি সেই তত্ত্বেরই পুষ্টি সাধন এবং অন্যের ক্ষয়সাধন করিয়া থাকেন। কোন তত্ত্ব স্বয়ং উপচিত বা অপচিত হয় না। সকলেই নিজ নিজ পুষ্টির জন্য এক প্রধানকেই অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সেই প্রধানের শক্তির উদ্রেক এবং প্রতিবন্ধক যে কারণে হইতে পারে, অভিজ্ঞ যোগীর পক্ষে তৎপ্রতি মনোযোগিতার সহিত কর্ম্ম করাই বিচক্ষণতার পরিচয়। সমাধিই তৎগতি পরিবর্ত্তনের প্রধান উপায়। আমরা ধর্ম্মাদি যে কোন কর্ম্ম করি, তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ফল পাই না। কর্ম্মের দ্বারা সমাহিত হইবার অবসর পাই। সুতরাং কর্ম্মের ফল হইল বলিয়া, সাধারণ বুদ্ধিতে প্রতীত হইলেও, সে প্রতীতি মিথ্যা। তবে কর্ম্ম আমাদের চিত্তকে সমাহিত করে; তাহা ভাল দিকেই হউক বা মন্দ দিকেই হউক, তজ্জন্য কোন আপত্তি নাই। তবে শুভকর্ম্ম করিলে, চিত্ত সৎদিকে ধাবিত হইয়া সমাহিত হয়; এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে, চিত্ত মন্দের বা অবনতিপ্রদ ভোগের দিকে ধাবিত হইয়া, সমাহিত হয়। এই সমাহিত হওয়াই, প্রকৃতির দ্বারোদঘাটনের উপায়। কৃষকেরা যেমন ক্ষেত্র সিঞ্চনার্থ কেদারের জলনির্গমনের পথটিমাত্র উন্মোচিত করিয়া দেয়; জল আপনি প্লাবিত হইয়া, ক্ষেত্রকে রসাসিক্ত করে, সেইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম বা অধর্ম্ম কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আমাদের চিত্ত মহামায়া প্রকৃতিকে তদনুরূপ কার্য্যের জন্য তাঁহার সেই সেই শক্তির দ্বারটী কেবল উন্মোচিত করিয়া দেয় এবং বিপরীত কর্ম্মের দ্বারা অপর দ্বারটী রুদ্ধ করত, বিপরীত ফলকে অপসারিত করে। সুতরাং সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকৃতি উন্নত স্রোতের দ্বারা আমাদের পোষণে, উন্নতি প্রদান

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

নিমিত্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রকৃতীনাং (অর্থান্তর-পরিণামে) ন প্রয়োজকং ততঃ নিমিত্তাৎ অনুষ্ঠীয়মানাৎ আবরণস্য প্রতিবন্ধস্য ভেদঃ ক্ষয়ঃ ভবতি ক্ষেত্রিকবৎ (ক্ষেত্রিকঃ কৃষিবলঃ জলং নিনীষুঃ আবরণ ভেদমাত্রং করোতি জলং তু স্বয়মেব ক্ষেত্রে প্রবর্ত্ততে) তদ্বৎ ॥৩ ॥

নিমিত্তং ধর্ম্মাদি তৎ প্রকৃতীনামর্থান্তরপরিণামেন প্রয়োজকং। নহি কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ততে। কুত্র তর্হি তস্য ধর্ম্মাদের্ব্যাপার ইত্যাহ। বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ততস্তস্মাদনুষ্ঠীয়মানাদ্ধর্ম্মাৎ বরণমাবরণকং অধর্ম্মাদি তস্যৈব বিরোধিত্বাৎ ভেদঃ ক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তস্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষীণে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মভিমতকার্য্যায় প্রভবন্তি। দৃষ্টান্তমাহ। ক্ষেত্রিকবৎ। যথা ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ কেদারাৎ

অভ্যুদয়-হেতু ধর্ম্ম এবং অবনতি-সূচক অধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিমিত্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অভ্যুদয় এবং অবনতির প্রযোজক নহে। যেমন বাঁধ কাটিয়া

আভাস।

করেন ; এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও তৎপ্রতি চিত্তের প্রগাঢ় গতির অনুরোধে প্রকৃতির সংসার-প্রাপক অধম স্রোতের দ্বারা সংসার বা তৎপ্রাপক পথের উন্মোচনে স্থূল ভাবেরই উদ্রেক করিয়া থাকেন ॥ ১ । ২ ॥

গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ॥ মৃত্যুকালে জীব যে ভাবের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ কালে, সেই জাতীয় কলেবর গ্রহণে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাবনীয় বিষয়ই কি উক্ত দেহ ধারণ করাইয়া দেয় ? তদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উক্ত ভাবনীয় বিষয় কেবল তদনুরূপ ফল প্রসবার্থ চিত্তকে উদ্রেক করে মাত্র ; দেহান্তর গঠনে তাহার নিজের কোন সামর্থ্য নাই। একটী বীজকে বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে দেখা যায় সত্য! কিন্তু বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, বৃক্ষরূপে পরিণত হইবার শক্তি সাক্ষাৎ বীজে নাই। যদি শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মৃত্তিকাতে তাহাকে প্রোথিত করিবার প্রয়োজন হইত না। মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইলে, ভূগর্ভস্থ রসই বীজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, বীজময় ভাবে স্বয়ং পরিণত হয়, এবং বৃক্ষের

কেদারান্তরং জলং নিনীষু র্জ্জলপ্রতিবন্ধক-বরণভেদমাত্রং করোতি। তস্মিন্ ভিন্নে জলং স্বয়মেব প্রসরদ্রূপং পরিণামং গৃহ্লাতি নতু জলপ্রসরণে তস্য কশ্চিৎ প্রযত্নঃ এবং ধর্ম্মাদের্ব্বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩॥ যদা সাক্ষাৎকৃততত্ত্বস্য যোগিনো যুগপৎকর্ম্মফলভোগায় আত্মীয়নিরতিশয়বিভূত্যানুভবাৎ যুগপদনেকশরীরনির্ম্মিৎসা জায়তে তদা কুতস্তানি চিত্তানি প্রভবন্তীত্যাহ।

দিলে, জল স্বয়ংই প্রসৃত হইয়া ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত ও উর্ব্বরা করে, সেইরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকৃতির অভ্যুদয়-প্রদ ভাব এবং অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবনতি-প্রদ ভাবের দ্বারটী উন্মোচিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রকৃতি স্বয়ং সকল কার্য্য সমাধা করেন ॥ ৩ ॥

আভাস।

সকল ভাবে নিজে দেখা দেয়। বাহিরে বৃক্ষরূপে পরিদৃষ্ট হইলেও, তাহার সকল ভাবে এক রসই আত্ম-পরিচয় প্রদান করে। রস যদি প্রতিবন্ধক বশতঃ বৃক্ষ হইতে অন্তর্হিত হয়, বৃক্ষের আর বৃক্ষত্ব থাকে না। অধিক কি! পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, স্কন্ধ, শাখা ও প্রশাখাদিতে এক রসই স্নেহ গুণের পরিচয়ে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকাতে, উক্ত সকলের সকল ভাবের পরিচয় থাকে। এমন কি! কঠিন (পাকা) কাষ্ঠ পাষাণাদিতেও যদবধি উক্ত পার্থিব রস গাঢ় স্নেহগুণে যে স্থানে যতই নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়, তদবধি উক্ত কাষ্ঠ লোষ্ট্রেরও অস্তিত্ব থাকে। বিরুদ্ধ গুণে রসের স্নেহগুণ অন্তর্হিত করাইতে পারিলেই, পাষাণের বা কাষ্ঠের জাবনী পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া, সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হইতে দেখা যায়। অধিক কি! যে দিবস রস-তন্মাত্র পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে, পৃথিবীর নিজ সত্তাই আর থাকিবে না; রেণুর আকারে কোথায় যে অন্তর্হিত হইবে, কেহ তাহার অনুসন্ধানও পাইবে না। অতএব যাবদীয় স্থূল তত্ত্বই স্বীয় অস্তিত্ব-রক্ষা বা গঠনাদির জন্য তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কারণ-তত্ত্বকে চিরকাল অপেক্ষা করে। এই প্রকারে পরিদৃশ্যমান স্থূল তত্ত্বকে ধরিয়া, উত্তরোত্তর কারণ-স্থানীয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা সর্ব্বান্তে এক মূলা প্রকৃতিস্থানীয় চিত্তসমীপে উপনীত হইব। এই প্রকৃতিই জগজ্জননী বেশে সকল তত্ত্বের অন্তরে সকল মূর্ত্তিতে অথচ সর্ব্বাধার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ধার্ম্মিকের নিকট তাহার ধর্ম্ম ভাবের পরিপোষণে তদুচিত জাতি, আয়ু ও ভোগাদির উপচয় প্রসঙ্গে স্বয়ংই প্রসারিত

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

অস্মিতামাত্রাৎ (কেবলাৎ অহঙ্কারাদেব) নির্ম্মাণচিত্তানি (রচিতেষু কায়েষু চিত্তানি প্রাদুর্ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যোগিনঃ স্বয়ং নির্ম্মিতেষু কায়েষু যানি চিত্তানি তানি মূলকারণাদস্মিতামাত্রাদেব

যোগবলে যোগিগণ বহুদেহের রচনা করিয়া, অল্পকালের মধ্যে

আভাস।

হইতেছেন এবং অধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবের পোষণে, তদুচিত জাত্যাদির উপক্রম উপলক্ষে স্বয়ংই পরিচয় দিতেছেন। সুতরাং নন্দীশ্বর যদবধি নরদেহধারী রাজকুমারের ধর্ম্মে সমাহিত চিত্তে সংযত ছিলেন, প্রকৃতি দেবী ততকাল তাহার সেই শক্তিরই পোষণে তাহাকে মানব দেহেই রক্ষা করিতে ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি দেবাদিদেব ত্রিলোচনের চিন্তায় চিত্তকে বিমোহিত করিলেন এবং মানব ভাবকে বিস্মৃত হইলেন. তখনই মহাশক্তি প্রকৃতি তাহার মানব ভাবের সঙ্কোচে দেবভাবের উৎস খুলিয়া, স্বয়ং তদ্রূপে পরিণত হইলেন। নন্দীশ্বর দেবদেহ প্রাপ্ত হইলেন। সমাধিপাদে তীব্রসংবেগানামাসন্ন ফলপ্রাপ্তি হয়, বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সুতরাং কালের অপেক্ষা না করিয়া, নন্দীশ্বরের মানবদেহ দেব-দেহতে পরিণত হইল। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতি সর্ব্ব-পোষণ মূর্ত্তিতে সকলের অন্তরে সদা বিদ্যমান আছেন; সুতরাং ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম মূর্ত্তিতে যাহার হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হয়, কেদারস্থ জলরাশির ছিদ্রাবলম্বনে ক্ষেত্রাদিতে প্রসারিত হইবার ন্যায়, হৃদয়স্থ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মাদির সংস্কার-রূপ ছিদ্রের অনুসরণে জীবের সকল প্রকার জাতি, আয়ু ও ভোগাদির পরিণাম ঘটাইতেছেন। দেহের উপযোগিতা অনুসারে প্রাপ্তফলই ভোগ নামে অভিহিত, যাহা পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফলে অভিব্যক্ত হয়। এই কর্ম্মফল দ্বিবিধ; সৎকর্ম্ম ফলে দেহের উপযোগিতার অতিরিক্ত অলৌকিক শক্তিকে বিভূতি এবং নিম্নগামী দুঃখপ্রদ ভোগকে অনৈশ্বর্য্য বা দুর্ভাগ্য নামে অভিহিত করা হয়। সমস্তই এক প্রকৃতির প্রদত্ত ব্যাপার; যাহা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের আশ্রয়ে জীব সমীপে উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

গৃহের মধ্যস্থলে একটী প্রকাশবহুল আলোক যদি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়, তাহার প্রভায় গৃহস্থিত সকল বস্তুই আলোকিত হইয়া দৃষ্টিযোগ্য হয়। সেইরূপ যে ব্যক্তির চিত্ত স্থির থাকে, তিনি এক কালে অনেক বিষয়ের কার্য্য

তদিচ্ছয়া প্রসরন্তি অগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ইব যুগপৎ পরিণমন্তি॥ ৪॥ নমু বহূনাং চিত্তানাং ভিন্নাভিপ্রায়ত্বান্নৈককার্য্যকর্তৃত্বং স্যাদিত্যাহ॥ ৪॥

প্রারব্ধ-ভোগের সমাপ্তি করিয়া থাকেন, সত্য! কিন্তু সে স্থলে প্রত্যেক দেহে এক একটী চিত্তেরও রচনা হয়; তাহারা সকলে মূল অহঙ্কারাত্মক চিত্তেরই অনুকরণ করিয়া থাকে॥ ৪॥

আভাস।

পরিচালন করিতে পারেন; তাঁহার সকল বিষয়ে তুল্য দৃষ্টি থাকে। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিমগ্ন হইতে না হইতে, বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হন; সুতরাং ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। স্থিরচিত্ত ইন্দ্রিয়াদি দেহের সকল তত্ত্বের উপর উপযুক্ত রূপ প্রভুত্ব স্থাপনে সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারে। এই চিত্ত স্থিরতা সাধনে যখন অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া, একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিকাতে আরোহণ করে, তখন তাহার সামর্থ্য অসীম। সে চিত্ত সাধারণ ভোগীতে সম্ভবে না; তাহা তপস্বী যোগীতেই দেখা যায়; এবং তাদৃশ স্থিরচিত্ত যোগী কেবল দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণার উপলক্ষে বিভিন্নবেশে মনকে প্রেরিত করিবার ন্যায়, অনেক শরীরের রচনার দ্বারা যুগপৎ কর্ম্মফলকে নিঃশেষিত করিবার উপলক্ষে, প্রত্যেক দেহে এক একটী পৃথক্ চিত্তেরও রচনা করিতে পারেন। প্রজ্ঞার আলোক লাভে জীবন্মুক্ত যোগী যখন দেখেন যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহার তখনও যথেষ্ট রহিয়াছে; এবং যদবধি প্রারব্ধের ক্ষয় না হয়, তদবধি মুক্তির কোন সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং তখন সেই প্রারব্ধ কর্ম্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইলে, এক দেহে যদি বহু বৎসর কাল লাগে, যোগী প্রয়োজন মত অনেক দেহের রচনা করিয়া, যুগপৎ সকল দেহে ভোগশ্করত, অনেক অল্প কালের মধ্যে উক্ত প্রারব্ধ ভোগকে সমাপ্ত করিয়া থাকেন। সে স্থলে সাধারণ ভোগী জীব যেমন আমি বলিয়া এবং আমার ভাবিয়া, অনেক বিষয়ে সমান মনোযোগিতার পরিচয় দেন, তদ্রূপ যোগীও এক অস্মিতাকে (আমি ভাবকে) আশ্রয় করিয়া, তাহার সম্পর্কে বহু দেহের রচনা করেন এবং মনের প্রেরণার ন্যায়, প্রত্যেক দেহে এক একটী চিত্তের প্রেরণার দ্বারা, দেহের ভাল মন্দ যাবতীয় ফলকে উপভোগ করত, স্বীয় মুক্তির কালকে নিকট করিয়া আনেন॥ ৪॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

একং এব চিত্তং (যোগিনঃ পূর্ব্বসিদ্ধং) অনেকেষাং অবান্তরচিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং নিয়ামকং ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাং অনেকেষাং চেতসাং প্রবৃত্তিভেদে ব্যাপার-নানাত্বে একং যোগিনশ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকমধিষ্ঠাতৃত্বেন। তেন ন ভিন্নমতত্বম্। অয়মর্থো যথাত্মীয়শরীর-মনশ্চক্ষুঃপাণ্যাদীনি যথেচ্ছং প্রেরয়ন্তি অধিষ্ঠাতৃত্বেন এবং তথা কার্য্যান্তরেষ্বপীতি ॥ ৫॥ জন্মাদিপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধীনাং চিত্তমপি তৎ প্রভবং পঞ্চবিধমেব অতো জন্মাদিপ্রভবাচ্চিত্তাৎ সমাধিপ্রভবস্য চিত্তস্য বৈলক্ষণ্যমাহ।

কারণ পূর্ব্বসিদ্ধ যোগীর চিত্ত নির্ম্মিত অন্য অবান্তর চিত্ত সমূহের বিভিন্ন প্রবৃত্তিরও প্রেরণা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আভাস।

এক্ষণে আশঙ্কা পাছে হয় যে, চিত্তের বহুত্ব নিবন্ধন অভিপ্রায়েরও ভিন্নতা সম্ভব; সুতরাং এক কর্ত্তার দ্বারা বহু চিত্তের ভোগ সম্পাদন কিরূপে সঙ্গত? তদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাং"; যোগীর যোগবিশুদ্ধ চিত্তের বল অসামান্য। তাঁহার বিশুদ্ধ একটী নিশ্চল চিত্তই ভোগাসক্ত বহু চিত্তের প্রেরণায় বিলক্ষণ সক্ষম হইয়া থাকে। যেমন কেবল এক মনের কর্ত্তৃত্বে দশবিধ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম স্বতন্ত্র ভাবেই নির্ব্বাহ করিতেছে, তদ্রূপ যোগীর স্থির এবং অচঞ্চল চিত্তও তদধীনস্থ বহু ভোগী চিত্তকে ভোগাভিমুখে চালাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

এক্ষণে আমাদের বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, যোগীর চিত্ত ভোগীর চিত্তের সমতুল্য নহে। কারণ চিত্ত ভোগের অনুরূপই অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। জন্মকালে যেমন দেহ এবং ভোগাদির উৎপন্ন হয়, চিত্তও তদনুরূপে গঠিত হইয়া থাকে। কারণ চিত্ত যেরূপ সংস্কার-বিশিষ্ট থাকে, তদনুরূপই জাতিঃ, আয়ু এবং ভোগেরও উদয় হয়; তখন ভোগানুরূপই চিত্ত জন্মকালে থাকে। যোগের দ্বারা সংস্কার বিশিষ্ট চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়; অর্থাৎ সংস্কারের মূর্ত্তি চিত্তে সুস্পষ্ট থাকিলেও, তৎপ্রতি আর আসক্তি থাকে না; সুতরাং উক্ত ভোগের উপলক্ষে আর নূতন সংস্কারের বা আসক্তির সৃষ্টিও হয় না। প্রজ্ঞাবান্ ধনী যেমন ধনোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, সঞ্চিত ধন কেবল সদর্থে প্রয়োগের

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র তেষু চিত্তেষু মধ্যে ধ্যানজং চিত্তং অনাশয়ং বাসনাশূন্যং ॥ ৬ ॥

ধ্যানজং সমাধিজং যৎ চিত্তং তৎ পঞ্চসু মধ্যে অনাশয়ং কর্ম্মবাসনারহিত-মিত্যর্থঃ। ৬॥ যথেতরচিত্তেভ্যো যোগিনশ্চিত্তং বিলক্ষণং ক্লেশাদিরহিতং তথা কর্ম্মাপি বিলক্ষণমিত্যাহ।

বহু চিত্তের মধ্যে অধিপতি চিত্তই ধ্যান-সংস্কৃত এবং আশয়-শূন্য। তাহার নিজের কোন স্বার্থ না থাকিলেও, অন্যান্য ভোগীচিত্তের প্রেরক হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

আভাস।

দ্বারা ক্ষয় করিবারই অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করেন, সেইরূপ যোগীর চিত্তে প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কার পুঞ্জীকৃত থাকিলেও, তাহার ক্ষয়ের জন্যই বহু দেহের গঠন তিনি করেন; এবং প্রত্যেক দেহে তত্তদ্ভোগানুরূপ চিত্তের প্রয়োগে, ভোগ সমাপ্ত করিয়া লহেন; পুনঃ সঞ্চয়ের আর সম্ভাবনা থাকে না। কারণ প্রেরক চিত্ত হইতে পূর্ব্বানুষ্ঠিত ধ্যানাদি সংযমের দ্বারা, কর্ম্মবাসনার মূল উৎপাটন করিয়াছেন, কিন্তু প্রেরিত চিত্ত ভোগানুরূপ সংস্কারবিশিষ্টই আছে। তাদৃশ চিত্তে অবশিষ্ট ভোগ সম্পাদন করা মাত্র লক্ষ্য; নূতন ভোগার্থ আর সংস্কারের সংগ্রহ করে না।— বরং ভোগ সম্পাদনের পর, যোগবিশুদ্ধ মূল চিত্তেরই অনুকরণে নিবৃত্তির পথেই অগ্রসর হয় এবং দেহান্তে মূল চিত্তেই মিলিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ যোগীর চিত্তে না থাকায়, ভ্রমের আর উদয় হয় না। সুতরাং ভ্রম-নিবন্ধন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুণ্য এবং অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপ এবং সদসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উভয় পাপ-পুণ্য-মিশ্রিত সংস্কারের আর জন্ম হয় না। ভোগীর জীবনে ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যাঁহারা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহারা দান তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠানে কেবল পুণ্যপ্রদ অর্থাৎ শুক্ল কর্ম্মেরই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন; তাঁহারা দেব-ভাবাপন্ন। অসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ পরদ্রোহাদি আসুরিক কৃষ্ণ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; এবং সাধারণ মানব যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, পুণ্যপ্রদ এবং তৎসঙ্গে পশুবীজাদি বধ-সাধনের দ্বারা পাপপ্রদ, সুতরাং শুক্ল-কৃষ্ণ মিশ্রিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন ভক্ত যোগী কিন্তু, "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং"॥

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্॥ ৭॥

যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণং (অশুক্লং পুণ্যবর্জ্জিতং অকৃষ্ণং পাপশূন্যং ভোগবর্জিতং পুণ্যপাপাভাবাৎ) ইতরেষাং কর্ম্মতু ত্রিবিধং শুক্লং পুণ্যপ্রদং, কৃষ্ণং পাপবহং, শুক্লকৃষ্ণং উভয়মিলিতং চ ॥৭॥

শুভফলদং কর্ম্ম যাগাদি শুক্লং অশুভফলদং ব্রহ্মহত্যাদি কৃষ্ণং উভয়সঙ্কীর্ণং শুক্লকৃষ্ণম্। তত্র শুক্লং কর্ম্ম বিচক্ষণানাং দানতপঃস্বাধ্যায়াদিমতাং পুরুষাণাম্। কৃষ্ণং কর্ম্ম দানবানাম্। শুক্লকৃষ্ণং মনুষ্যাণাম্। যোগিনান্তু সন্ন্যাসবতাং ত্রিবিধকর্ম্মবিপরীতং বিলক্ষণং যৎ ফলত্যাগানুসন্ধানেনৈবানুষ্ঠানাৎ ন কিঞ্চিৎ ফলমারভতে ॥ ৭॥ অস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলমাহ।

যোগীর কর্ম্ম এক প্রকার; পুণ্য পাপ বিবর্জ্জিত। ভোগীর কর্ম্ম কিন্তু তিন প্রকার। কেবল পাপবহ, কেবল পুণ্যপ্রদ এবং পুণ্য পাপ উভয় মিশ্রিত ॥৭॥

আভাস।

দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র, অথচ নিজের কোন ফলের অভিসন্ধি নাই; কেবল কোন্ উপায়ে এই দেহ-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি-লাভে, পরাৎপর পরমেশের সাক্ষাৎসন্দর্শন লাভে কৃতার্থ হইবেন, এই প্রত্যাশায় ঘট-প্রস্তুতের পর কুলাল-চক্রের নিরর্থক ভ্রমণের ন্যায়, শরীর-ধারণে প্রারব্ধ-মাত্র ভোগে কালাতিপাত করায়, পূর্ব্বোক্ত ভোগীলভ্য বিবিধ কর্ম্মের কোনটীরই অনুষ্ঠান যোগীর করা হয় না। অতএব যোগীর কর্ম্ম "অশুক্ল অকৃষ্ণ"। ৭ ॥

আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে, কর্ম্মটী সম্পন্ন হইবা মাত্র অন্তর্হিত হইয়া যায়; জগতে তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। শ্রাদ্ধাদি যাগ-যজ্ঞ, পুরস্কার তিরস্কার, দান প্রতিগ্রহ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই, সংঘটিত হইবা মাত্র, তৎস্বরূপের অস্তিত্ব আর থাকে না। সুতরাং কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব চিন্তা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, পাছে কুতর্ক উত্থিত হয়, তজ্জন্য মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাহ্য দৃষ্টিতে কর্ম্মের মূর্ত্তি পরিলক্ষিত না হইলেও, অন্তর্দৃষ্টিতে চিত্তপটে তাহার প্রত্যেক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সহ মূর্ত্তি সমূহ সুস্পষ্ট প্রতীত অনুমান করিতে পারা যায়। কবে, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, সম্বৎসর পরে তাহার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি চিত্তপটে অঙ্কিত আমরা প্রত্যক্ষের ন্যায়, অনুভব করিতে পারি। অতএব আমি সদসৎ যে কিছু করিয়াছি, অন্যে তাহা না জানিলেও,

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ তস্মাৎ ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ তদ্বিপাকানুগুণানাং (তস্য বিপাকস্য জাত্যায়ুর্ভোগরূপস্য এব অনুগুণানাং অনুরূপাণাং) বাসনানাং অভিব্যক্তিঃ প্রকটনং ভবতি ॥ ৮ ॥

ইহ হি দ্বিবিধা কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলা জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ। একানেকজন্মভবা ইত্যনেন পূর্ব্বমেব কৃতনির্ণয়াঃ যাস্তু স্মৃতিমাত্রফলা স্তাস্ততঃ কর্ম্মণো যেন কর্ম্মণা যাদৃক্ শরীরমারব্ধং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিভেদং তস্য বিপাকস্য অনুগুণা অনুরূপা যা বাসনাস্তাসামেবাভিব্যক্তির্ভবতি। অয়মর্থঃ যেন কর্ম্মণা পূর্ব্বং দেবত্বাদিশরীরমারব্ধং জাত্যন্তরশতব্যবধানেন পুনস্তথাবিধস্যৈব শরীরস্য আরম্ভে তদনুরূপা এব স্মৃতিফলা বাসনা প্রকটী ভবন্তি। লোকান্তরেষ্বেবার্থেষু তস্য স্মৃত্যাদয়ো জায়ন্তে। ইতরাস্তু সত্যোঽপি অব্যক্তসংজ্ঞা স্তিষ্ঠন্তি ন তস্যাং দশায়াং নরকাদিশরীরোদ্ভবা বাসনা ব্যক্তিমায়ান্তি ॥ ৮ ॥ আসামেব বাসনানাং কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমর্থয়িতুমাহ।

অতএব ভোগীর ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে জাতি আয়ুঃ এবং ভোগের উদয় পরে হয়; তাহার অনুরূপ বাসনারও অভিব্যক্তি কর্ম্মসংস্কার হইতেই উদিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

আভাস।

আমি তাহা জানি এবং আমার চিত্তে তাহা সুস্পষ্ট চিত্রিত আছে। ইহাই যমকিঙ্কর চিত্রগুপ্তের লেখনী-বিনিঃসৃত আমার চিত্তস্থ গুপ্ত-চিত্র। এইরূপ অনন্ত কালের বহু কর্ম্ম সংস্কার-মূর্ত্তিতে আমাদের চিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে; এবং নিত্য নূতন সংস্কারেরও সংগ্রহ ঘটিতেছে। কিন্তু বীজ যেমন অনুকূল রসের সহায়ে অঙ্কুরিত হইয়া, বীজভাব পরিত্যাগ করে, কর্ম্মসংস্কারও আনুষঙ্গিক ভোগের সংস্রবে লক্ষ্যীভূত হইয়া, চিত্তরসেই পুষ্টিলাভ করে; এবং ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এতই বৃহদাকার ধারণ করে যে, চিত্তের কোন এক অংশে যাহা তুচ্ছাকারে নিপতিত ছিল, এক্ষণে তাহাকে লক্ষ্য করাতে এতই পুষ্ট হয় যে, স্বীয় অন্তরস্থ অনন্ত সংস্কার সহ স্বয়ং চিত্তও আপন আধার জ্ঞানে, তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকেই স্বীয় ভোগ-দেহরূপে পরিগ্রহ করে। এবং পরিগৃহীত দেহের জাতি মনুষ্যত্বাদি, ভোগ্য বিষয় এবং ভোগ-পরিমিত পরমায়ুরূপ কালের যেমন তৎসঙ্গে রচনা হয়, তৎ তৎবিষয়ের স্মৃতিও তৎসঙ্গে উদিত হইতে থাকে। কখন গোজন্ম লাভ হইয়াছিল,

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যংস্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯॥

জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানাং(জাত্যা মনুষ্যত্বাদিনা, দেশেন কাশ্মীরাদিনা, কালেন যুগাদিনা ব্যবহিতানাং অন্তরিতানাং) অপি আনন্তর্য্যং নিরন্তরত্বং সমীপবর্ত্তিত্বং যতঃ স্মৃতিসংস্কারয়োঃ (স্মৃতেঃ স্মরণস্য তৎকারণভূতস্য সংস্কারস্য চ) একরূপত্বাৎ তুল্যবিষয়ত্বাৎ ॥ ৯ ॥

ইহ নানাযোনিষু ভ্রমতাং সংসারিণাং কাঞ্চিদ্যোনিমনুভূয় যদা যোন্যন্তরসহস্রব্যবধানেন পুনস্তামেব যোনিং প্রতিপদ্যতে, তদা তস্যাং পূর্ব্বানুভূতায়াং যোনৌ তথাবিধশরীরাদিব্যঞ্জকাপেক্ষয়া বাসনা-যাঃ প্রকটীভূতা আসংস্তাস্তথাবিধব্যঞ্জকাভাবাত্তিরোহিতাঃ পুনস্তথাবিধব্যঞ্জকশরীরাদিলাভে প্রকটীভবন্তি । জাতিদেশকাল-

---

কার্য্যের সংস্কারই যখন স্মৃতিরূপে পরিণত হয়, তখন স্মৃতি ও সংস্কার একই ভাবাপন্ন । সুতরাং বহুকাল পূর্ব্বে অনেক দূর

আভাস ।

পরে প্রারব্ধক্ষয়ে গোজন্মের তিরোধানে দুই তিন বা ততোধিক বার অন্য শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট যোনি ভোগ করা হইল ; কিন্তু তৎপরে, এমন কি ! মনুষ্য জন্মেরও পরে, যদি গোজন্ম পুনরায় হয়, তাহা হইলে, তৎপ্রাপ্তির কালেই মনুষ্যাদির ভুক্ত অপর যোনির সংস্কার প্রলুপ্ত প্রায় হইয়া, গোসংস্কার জাগরিত হয় ; এবং বৎস হইয়া তাহার মাতৃ-সন্নিধানে যে ভাবে দুগ্ধাদি পান করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বানুভূত সংস্কার বাসনাবেশে প্রকটিত হয় ; এবং তদনুসারে কর্ম্ম করায় । চিত্তস্থ সংস্কারের যেমন সহজে ক্ষয় হয় না, সংস্কার-জনিত বাসনাও অক্ষুণ্ণভাবে প্রকটিত হইয়া, ভোগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় । অন্যান্য কর্ম্ম-সংস্কার যাহা প্রারব্ধে পরিণত হয় নাই, তাহা আর বাসনার উদ্রেক করে না ; প্রসুপ্তের ন্যায়, চিত্তেই অবস্থান করে । সুতরাং মানব-যোনিতে দেবসংস্কার বা দেব-যোনিতে মানব-সংস্কার বা তাহার বাসনার উদ্রেক হয় না ॥ ৮ ॥

যদিও চিত্তে বহুজন্মার্জ্জিত অনন্ত সংস্কার আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, তথাপি সকল সংস্কারের জ্ঞান সহজে হয় না । বাহিরে অনুভূত বিষয়ই হৃদয়ের প্রসুপ্ত ভাবকে উদ্‌বোধিত করিয়া, তাহার স্মৃতি আনয়ন করে । কোন স্বজনের মৃত্যু বৃত্তান্ত দশ বৎসরের পর, যেন স্মরণের অতীত হয়, কিন্তু যদি ঐ জাতীয় মৃত্যু অন্য একটী ঘটে, অমনি অপসৃত মৃত্যু-ব্যাপার জাগাইয়া চিত্তকে ব্যথিত করিয়া

ব্যবধানেঽপি তাসাং স্বানুভূতস্মৃত্যাদিফলসাধনে আনন্তর্য্যং নৈরন্তর্য্যমেব কুতঃ। স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ তথা হ্যনুষ্ঠীয়মানাৎ কর্ম্মণশ্চিত্তসত্ত্বে বাসনারূপঃ সংস্কারঃ সমুৎপদ্যতে স চ স্বর্গনরকাদীনাং ফলানামঙ্কুরীভাবঃ কর্ম্মণাং বা যাগাদীনাং শক্তিরূপতয়া অবস্থানম্। কর্ত্তুর্ব্বা তথাবিধভোগ্যভোক্তৃত্বরূপং সামর্থ্যম্। সংস্কারাৎ স্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ সুখদুঃখোপভোগঃ তদনুভবাচ্চ পুনরপি সংস্কারস্মৃত্যাদয়ঃ। এবং চ যস্য স্মৃতিসংস্কারাদয়ো ভিন্নাঃ তস্যানন্তর্য্যাভাবে দুর্ল্লভঃ কার্য্যকারণভাবঃ। অস্মাকং তু যদাঽনুভব এব সংস্কারী ভবতি সংস্কারশ্চ স্মৃতিরূপতয়া পরিণমতে তদৈকস্যৈব চিত্তস্যানুসন্ধাতৃত্বেন স্থিতত্বাৎ ন কার্য্যকারণভাবো দুর্ঘটঃ ॥৯॥ ভবত্বানন্তর্য্যং কার্য্যকারণভাবশ্চ বাসনানাং যদা তু প্রথমমেবানুভাবঃ প্রবর্ত্ততে তদা কিং বাসনানিমিত্ত উত নির্নিমিত্ত ইতি শঙ্কাং ব্যপনেতুমাহ।

দেশে এবং সম্পূর্ণ পৃথক মনুষ্যাদি জাতিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্ম সংস্কার সংগৃহীত হইয়া ছিল, বহু পরে, অপর স্থানে এবং অন্যজাতি অবলম্বনে উক্ত জীবের জন্ম হইলেও তত্তৎ সংস্কার স্মৃতি-মূর্ত্তিতে কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আভাস।

থাকে। রামচন্দ্রের বনবাস বিষয়ক নাটক শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকার্ত্ত ব্যক্তি অধীর হইয়া পড়ে। তাহার নির্ব্বাপিত পুত্রশোক জাগিয়া উঠে, সুতরাং শোকে গদ গদ হইয়া কতই অশ্রু বিমোচন করে; আবার অন্যে তিরস্কার বাক্যে মহারাজ দশরথ এবং কৈকেয়ীর নিন্দাবাদও করিয়া থাকে। অতএব বর্ত্তমান ভোগেই অতীত আনুষঙ্গিক ভোগ-সংস্কারকে চিত্তে জাগরিত করিয়া দেয়। সুতরাং তৎসঙ্গে তাহার বাসনার উদ্রেকে উভয় জাত্যায়ুর্ভোগ এবং তদুচিত বাসনার উদ্রেক করিয়া থাকে। "নদ্যাঃ কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তর মাশুতে। ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিং"॥ জীবগণ নানা যোনিতে ভ্রমণের উপলক্ষে কোন এক নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যাদি যোনি ভোগ করতঃ পাপকর্ম্ম-নিবন্ধন যদি মধ্যে অন্য সহস্র যোনিতেও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয় এবং পরে পূর্ব্ব সঞ্চিত উৎকৃষ্ট পুণ্য কর্ম্মের ফলে আবার যখন মানব যোনি লাভ করে, তখন পূর্ব্বানুভূত মনুষ্য যোনির ভোগের সংস্কার যাহা সম্পূর্ণ তিরোহিতের ন্যায় ছিল, বর্ত্তমান মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া, প্রসুপ্ত পূর্ব্ব বাসনা সমূহ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে। বহুকাল পূর্ব্বে একটী

তাসামনাদিত্বমাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

আশিষঃ (সদাহং ভূয়াসং সুখং মে ভূয়াৎ মাভূৎ মৃত্যুরিতি প্রার্থনাবিশেষস্য নিত্যত্বাৎ তাসাং বাসনানাং অনাদিত্বং ন কেবলং আনন্তর্য্যং ॥ ১০ ॥

তাসাং বাসনানামনাদিত্বং ন বিদ্যতে আদির্যস্য তস্য ভাবস্তত্বং তাসামাদির্নাস্তীত্যর্থঃ কুত ইতি আশিষো নিত্যত্বাৎ যেয়মাশীর্মহামোহরূপা সদৈব সুখসাধনানি মে ভূয়াসুঃ মা কদাচন তৈঃ মে বিয়োগোঽভূদিতি যঃ সঙ্কল্পবিশেষো বাসনানাং

বাসনার স্মৃতি যে কেবল অব্যবহিত পরবর্ত্তীমাত্র, তাহা নহে। বাসনা অনাদি। কারণ আমি চিরকাল যেন থাকি !

আভাস।

সুন্দরী কন্যা দেখিয়াছিলাম, তৎপরে অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে চিত্ত অন্য নানাবিধ বিষয়েই বিক্ষিপ্ত হইল বটে, কিন্তু যদি প্রসঙ্গ ক্রমে অন্য কোন একটী সুন্দরী কন্যা নয়নগোচর করিতে হয়, তখনই পূর্ব্ব দৃষ্ট কন্যাটীর কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া পড়ে। অতএব যে সংস্কার চিত্তে একবার অঙ্কিত হইল, আর তাহা বিলুপ্ত হয় না ; তবে উদ্রেকের কারণ পুনরায় না ঘটিলে, যেন নাই বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু আনুষঙ্গিক বিষয়ের সম্পর্ক হইলে, শত জন্ম পূর্ব্বেরও সংস্কার পরিস্ফুট হয় ; এবং তদনুরূপ বাসনারও উদয় হইয়া থাকে। উপস্থিত বিষয় অতীত সংস্কারকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্মৃতি এবং সংস্কার একই পদার্থ ; কারণ সংস্কার হইতে স্মৃতির উদয় হয় এবং স্মৃতিই সুখ দুঃখাদির ভোগানুভব আনয়ন করে এবং অনুভূতি হইতেই সংস্কার জন্মে। অতএব পাতঞ্জল মতে স্মৃতি ও সংস্কার একই পদার্থ। কার্য্যভেদে নামভেদ মাত্র ; যথোত্তর কার্য্যকারণ ভাবে চির বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৯॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংস্কার, স্মৃতি এবং বাসনা যথোত্তর উদিত হইয়া থাকে, সত্য ! কিন্তু প্রথম অনুভূতি যে বাসনার বলে ঘটে, সে বাসনার কারণ কি ?

তদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাসনার আদি নাই। কারণ আমাদের হৃদয়ে একটী আকাঙ্ক্ষা ভাব আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ এবং হৃদয়ের মর্ম্ম হইতে প্রবাহিত হইতেছে। অর্থাৎ আমি যেন সুখে থাকি ! কদাপি আমার দুঃখ না হয় ! এই অনাদি স্রোত চিত্তে নিরন্তরই প্রবাহিত হইতেছে। এই নিজের সুখময় ভাব যেন কোন এক অব্যক্ত কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতএব সুখ সাধন ভাব যেন

কারণং তস্য নিত্যত্বাদনাদিত্বমিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। কারণস্য সন্নিহিতত্বাৎ অনুভবসংস্কারাদীনাং কার্য্যাণাং প্রবৃত্তিঃ কেন বার্য্যতে অনুভবসংস্কারানুবিদ্ধং সঙ্কোচবিকাশধর্ম্মিচিত্তং তত্তদভিব্যঞ্জকলাভাৎ তত্তৎ ফলরূপতয়া পরিণমত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥ তাসামানন্ত্যাৎ হানং কথং ভবতীত্যাশঙ্ক্য হানোপায়মাহ।

আমার অভাব যেন না হয় এবং নিরন্তর সুখ থাকে; দুঃখ না হয়, এইরূপ প্রার্থনা চিত্তে চির বিদ্যমান থাকায়, বাসনার আদি নিরূপণ করা অসম্ভব॥ ১০॥

আভাস।

বিলুপ্ত না হয়, এ প্রার্থনা বিনা কারণে সর্ব্বদা উদিত হয়; এই মহামোহ আশীঃ নিত্য নিরন্তর বিদ্যমান থাকায়, বাসনাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সংসার-স্রোতে কবে এবং কি উপলক্ষে যে বাসনার আরম্ভ হইল, তাহার নিরূপণ করা অসম্ভব॥ ১০॥

যদি সংস্কার অনন্তকাল হইতে অনন্ত মূর্ত্তিতে আমাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে, এবং আনুষঙ্গিক ভোগের উপস্থিতিতে স্মৃতি পূর্ব্বসংস্কারের উদয়ে তৎপ্রতি ভোগের বা দ্বেষের বাসনা উদয় করে, তাহা হইলে, সংসারের নিবারণ অসম্ভব। অতএব মুমুক্ষু গ্রন্থ বা তদুপদেশ অনুসারে যোগাদির অনুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া যায়। সুতরাং আনুষঙ্গিক ভোগ্য কারণের উপস্থিতি হইলে, অনুভব, তৎসংস্কার এবং পুনঃ ভোগের জন্য প্রবৃত্তি কোন্ উপায়ে নিবারণ করা যায়? তদুপায়-কল্পে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।" অর্থাৎ কার্য্য যতই বলবান্ ও অনন্ত হউক্ না, তাহার কারণকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, তদুৎপন্ন কার্য্যের আর অস্তিত্ব বা কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না। বাসনা অনন্ত হইলেও, যদি অনুভব করা না হয়, বাসনার আর প্ররোহ থাকে না। অতএব বাসনার মূল হেতুই অনুভব। অনুভবেও বিশেষ দোষ হয় না, যদি তাহাতে রাগাদি দোষের সংস্রব না থাকে। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভোজন করিতে হয়, সে ভোজনে কোন দোষ হয় না, যদি তাহার সহিত চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ এবং জিহ্বার আনুগত্যে তাহাদের সাধ পূরণ করা না হয়। আমরা যদি ভোজনে কেবল ক্ষুধারই নিবৃত্তি করিতাম, তাহাতে রোগের উৎপত্তি হইত না। ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে গিয়া, আমরা জিহ্বাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সাধ পূরণ করিতে চেষ্টা

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ (বাসনানাং হেতুঃ অবিদ্যা, ফলং জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, আশ্রয়ঃ চিত্তং, আলম্বনং শব্দাদিকং এতৈঃ) সংগৃহীতত্বাৎ সঙ্কলিতত্বাৎ এষাং অভাবে (জ্ঞানেন দগ্ধবীজকল্পে) তদভাবঃ তাসাং বাসনানাং অভাবঃ ভবতি ॥ ১১ ॥

বাসনানামনন্তরাত্মনুভবো হেতুস্তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ হেতুঃ ফলং শরীরাদি স্মৃত্যাদি চ আশ্রয়ো বুদ্ধিরালম্বনং যদেবানুভবস্য তদেব বাসনানামতৈস্তৈর্হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরনন্তানামপি বাসনানাং সংগৃহীতত্বাত্তেষাং

বাসনার মূল কারণ অবিদ্যা ; জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগই বাসনার ফল ; চিত্তই বাসনার আধার এবং শব্দ স্পর্শাদি ভূত এবং ভৌতিক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া বাসনার গতি হইয়া

আভাস।

করিলাম। যাহাতে শাকান্নের পরিবর্ত্তে পলান্ন ভোজনে, রোগের উৎপত্তি হইল। অতএব অনুভব যদি রাগাদি দোষে মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। রাগদ্বেষাদিই অনুভবের শ্রীবৃদ্ধির হেতু। আবার অবিদ্যাই এই রাগাদির হেতু। অতএব আমার স্বরূপকে যে আমি পরিজ্ঞাত নহি, ইহাই অবিদ্যা ; এবং সেই অবিদ্যা প্রভাবেই সাক্ষাৎ পারম্পর্য্য সম্পর্কে অনুরাগাদি, তৎফলে অনুভব এবং তৎফলে বাসনাদি সংস্কার-সমূহের উদয় হইয়া থাকে। অনুভূত সংস্কারের ফল শরীরগ্রহণ। সংস্কারাদির আশ্রয় স্মৃতি এবং বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া, সকলে প্রকাশমান রহিয়াছে। যাহারা অনুভবের আশ্রয়, বাসনার আশ্রয়ও তাহারা। সুতরাং হেতু অবিদ্যা, ফল ভোগায়তন দেহ, আশ্রয় স্মৃতি এবং অবলম্বন বুদ্ধি এই কয়টীর আশ্রয়ে অনন্ত বাসনার উদয় যখন হয়, তখন সেই কারণস্থানীয় হেতু প্রভৃতির অভাবে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে, সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদয়ে, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হইবা মাত্র, বাসনা বা সংস্কার সমূহ সমূলে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। আমি কি ? বলিয়া যদি একবার বুঝিতে পারি, তখন বুঝিবার উপায়ের প্রতি আর আমার দৃষ্টি থাকে না। তখন অগ্নি সংযোগে দগ্ধবীজ চনকাদির ন্যায়, সঞ্চিত কর্ম্ম-বাসনা নিরর্থক হইয়া যায়। তাই গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন"। বিবেক-সাক্ষাৎকার হইলে, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনার

হেতুনামভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্বে বিহিতে নির্মূলত্বাচ্চ বাসনাঃ প্ররোহং ন যান্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি তাসাং অভাবঃ ॥ ১১ ॥ নমু প্রতিক্ষণং চিত্তস্য নশ্বরত্বোপলব্ধের্বাসনানাং তৎ ফলানাঞ্চ কার্য্যকারণভাবেন যুগপদ্ভাবিত্বাদ্ভেদে কথমেকত্বমিত্যাশঙ্ক্য একত্বসমর্থনায়াহ।

থাকে। অতএব এই চারি প্রকারের সংগ্রহে যখন বাসনার উদয় বা জন্ম হয়, তখন কেবল জ্ঞানস্বরূপের প্রকটনে উক্ত আশ্রয়-চতুষ্টয়ের নিরর্থকত্ব সম্পাদনে উক্ত বাসনা সমূহেরও লোপাপত্তি হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

আভাস।

পক্ষে আর সংসার-সংগ্রহের যোগ্যতা থাকে না। সূত্রকারও পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের হেতুই অবিদ্যা। অবিদ্যার অভাবে সংযোগের তিরোধান হইলে, জীবস্বরূপের কৈবল্য লাভ হয় ॥ ১১ ॥

কোন কোন বাদী চিত্তের ক্ষণিকত্ব ও নশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যে সময়ে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখনই চিত্তের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়; এবং জ্ঞানস্ফুরণের অভাবে চিত্তের নাশ বলিয়া অবধারণ করেন। সুতরাং চিত্তের নাশ স্বীকার করিলে, বাসনার নিরন্তরত্ব থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এদিকে সংস্কারের সহিত বাসনার নিরন্তর সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, সংস্কারের আধার চিত্তের নিত্যত্ব না থাকিলে, বাসনার নিরন্তর সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং সংস্কার এবং বাসনার অনুসারে জন্মান্তর-প্রাপ্তি অসঙ্গত হইয়া যায়। এতদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বিষয়ানুভবই সংস্কার মূর্ত্তিতে চিত্তে অঙ্কিত হয়; এবং সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া থাকে; সুতরাং এক চিত্তই অনুসন্ধান মূর্ত্তিতে নিরন্তর বিদ্যমান থাকায়, কার্য্যকারণ ভাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সাংখ্যকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্তের নাশ এবং অসতের উৎপত্তি কখনই হইতে পারে না। যে বস্তু নাই; তাহার সহিত অন্য সৎপদার্থের সম্বন্ধ হইতে পারে না। শশবিষাণ, কূর্ম্মশৃঙ্গ যাহা নাই, তাহার সত্ত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে না। যে পদার্থের নাম বা রূপ নাই, তাহার কোন উপাদান বস্তুও নাই; মিথ্যা পদার্থকে অবলম্বন করিয়া, কখন কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব অভাব বা ধ্বংস বলিয়া সৎবস্তুর পরিণাম স্বীকার করা যায় না। তথাপি

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্॥১২॥

ধর্ম্মাণাং অধ্বভেদাৎ বর্ত্তমানাদিব্যবস্থাভেদাৎ (ধর্ম্মিণি চিত্তে) অতীতানাগতং ভূতং ভবিষ্যৎ চ, স্বরূপতঃ অস্তি॥ ১২॥

ইহ অত্যন্তমসতাং ভাবানামুৎপত্তির্ন যুক্তিমতী তেষাং সত্ত্বসম্বন্ধযোগাৎ। ন হি শশবিষাণাদীনাং ক্বচিদপি সত্ত্বসম্বন্ধো দৃষ্টঃ। নিরুপাখ্যে চ কার্য্যে কিমুদ্দিশ্য কারণানি প্রবর্ত্তন্তে নহ্যসন্তং বিষয়মালোচ্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে। সতামপি বিরোধান্নাভাবসম্বন্ধোঽস্তি যৎ স্বরূপং লব্ধসত্তাকং তৎ কথং নিরুপাখ্যতামভাবরূপতাং বা ভজতে ন বিরুদ্ধং রূপং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সতাং নাশাসম্ভবাৎ অসতাং চ উৎপত্তি-

---

ধর্ম্ম-সমূহ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেদে ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়, সত্য! কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের অভি-ব্যক্তি হয়, সেই ধর্ম্মীরূপী চিত্তের অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে, ততকাল

আভাস।

সত্তের উৎপত্তি বা ধ্বংস বলিয়া যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা প্রকৃত ধ্বংস বা উৎপত্তি নহে। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি এবং ভাব পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব স্বীকার করিলে, সকল হইতে সকলের উদয় স্বীকার করা হয়। কিন্তু সংসারে যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহার উদয় হয়; এবং যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তিল পেষণেই তৈল নির্গত হয়; ইষ্টক পেষণে কখন তৈলের আবির্ভাব হয় না। অতএব বস্তু সৎ। প্রাগভাব বা ধ্বংস বলিয়া নৈয়ায়িকগণ যাহা মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাতঞ্জল মতে বস্তুর ভবিষ্যৎ এবং অতীত অবস্থা মাত্র। ইহারা এক ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া, তাহার বিচিত্র ধর্ম্মের উদয় এবং অস্ত স্বীকার করেন মাত্র। একটী দেহকে আশ্রয় করিয়া, তাহার যৌবন ভাবের উদয় বর্ত্তমান দশাতে উপলব্ধ হইলেও, বাল্যভাব যাহা অতীত হইয়াছে এবং বৃদ্ধ ভাব যাহা অনাগতাবস্থাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এতদুভয়ই দেহের সংলগ্ন স্বরূপ। দেহ বাল্যভাবকে লুক্কায়িত করত যৌবন ভাবের প্রকাশ করিতেছে এবং বৃদ্ধভাবটী তখনও প্রাচ্ছন্ন রাখিয়াছে; প্রয়োজন মত পরে প্রকাশ করিবে; সুতরাং উক্ত দুইটী অবস্থা একটী অতীত এবং একটী অনাগত বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু তদুভয়ই ধর্ম্মীরূপ দেহেরই অবস্থা বা অবয়ব মাত্র। সুতরাং নাই বা হইবে, বলিয়া ব্যবহারিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও, প্রকৃত

সম্ভবাস্তৈস্তৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরিণমমানো ধর্ম্মী সদৈকরূপ এবাবতিষ্ঠতে। ধর্ম্মাস্তু অধিকত্বেন ত্রৈকালিকত্বেন সত্ত্র ব্যবস্থিতাঃ স্বস্মিন্নধ্বনি ব্যবস্থিতা ন স্বরূপং ত্যজন্তি বর্ত্তমানেঽধ্বনি ব্যবস্থিতাঃ কেবলং ভোগ্যতাং ভজন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মাণামতীতানাগতাদিভেদাত্তেনৈবরূপেণ কার্য্যকারণভাবোঽস্মিন্ দর্শনে প্রতিপাদ্যতে তস্মাদপবর্গপর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিতয়ানুবর্ত্তমানং ন নিহ্নোতুং পার্য্যতে। ১২॥ ত এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণঃ কিংরূপা ইত্যাহ।

ধর্ম্মের লয় বিচার বলে ঘটিলেও, পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ধর্ম্মী-স্বরূপ চিত্তের নাশ না হইলে, সম্পূর্ণ কৈবল্যলাভ হয় না॥ ১২॥

আভাস।

অসৎ নহে। ব্যবহারদর্শী জীব তাহার অতীত বা ভবিষ্যৎ ভাবের সহিত সম্পর্ক করিতে পারে না বলিয়া, নাই বলা উচিত নহে। সাংখ্যকার সৎবস্তুর অস্তিত্ব সত্ত্বেও ব্যবহার যোগ্যতা যে যে কারণে ঘটে না, তাহার উল্লেখ উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যথা; "অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাৎচ"। সৎ বস্তুর অপ্রতীতি হইয়া থাকে। অতি দূরবর্ত্তী মেরুর অপর পার্শ্বস্থ বস্তু থাকিতেও আমরা দেখিতে পাই না; ঐরূপ অতি নিকট লোচনস্থ অঞ্জন যাহার লোচনে লাগান থাকে, তিনি নিজে তাহা দেখিতে পান না; অন্ধব্যক্তি দুগ্ধাদি পদার্থ না দেখিলেই, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। অন্যমনস্কে বসিয়া থাকা অবস্থাতে, নিকটবর্ত্তী বস্তুকেও দেখা যায় না। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু আমাদের গাত্র সংলগ্ন থাকিলেও, অদৃশ্য থাকে; অন্তঃপুর-চারিণী রাজ-বনিতাদিগকে ব্যবধানে থাকা নিবন্ধন, দেখা যায় না বলিয়া, মিথ্যা বা নাই বলা যায় না; সূর্য্য কিরণে অভিভূত নক্ষত্রমণ্ডল দিবাভাগে পরিদৃষ্ট না হইলেও, আছে সত্য; এবং একবিন্দু বারি সমুদ্রে নিপতিত হইলে, তাহাকে পৃথক্ ভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, যেমন নাই বলা যায় না, সেইরূপ ধর্ম্মের বা ভাবের অতীতাবস্থা এবং প্রাগভাব ভবিষ্যৎ অবস্থা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য না হইলেও, আছে; তাহা মিথ্যা বলিতে যাওয়া, একটু ধৃষ্টতার পরিচয় হয় মাত্র। অতএব বর্ত্তমানের ন্যায়, বস্তুর অতীত এবং অনাগত ভাবদ্বয় সেই বস্তুনিষ্ঠই বটে; তাহার ধ্বংস এবং প্রাগভাব বলিয়া স্বীকার্য্য নহে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩॥

তে পূর্ব্বোক্তাঃ ত্রিবিধাঃ ধর্ম্মাঃ ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ ব্যক্তাঃ বর্ত্তমানে অধ্বনি আগতাঃ আবির্ভূতাঃ তথা : সূক্ষ্মাঃ অব্যক্তাঃ অতীতাঃ তিরোহিতা, অনাগতাঃ অনাবির্ভূতাঃ চ যতঃ গুণাত্মানঃ গুণস্বভাবাঃ এব ॥ ১৩ ॥

যে এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণঃ প্রোক্তাস্তে ব্যক্তসূক্ষ্মভেদেন ব্যবস্থিতাঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমো-রূপাস্তদাত্মানস্তৎস্বভাবা স্তৎপরিণামরূপা ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ সুখ-দুঃখমোহরূপৈঃ সর্ব্বাসাং বাহ্যাভ্যন্তরভেদভিন্নানাং ভাবব্যক্তীনাং অন্বয়ানুগমা দৃশ্যন্তে যদন্বয়ি তত্তৎপরিণামি রূপং দৃষ্টং যথা ঘটাদয়ো মৃদন্বিতা মৃৎপরিণামরূপাঃ ॥ ১৩॥ যদ্যেতে ত্রয়োগুণা সর্ব্বত্র মূলকারণং কথমেকধর্ম্মীতি ব্যপদেশঃ ইত্যাশঙ্কাহ ।

উক্ত ধর্ম্মত্রয় সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণেই উৎপন্ন ; সুতরাং একবার ব্যক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত আবার অব্যক্ত মূর্ত্তিতে অতীত বা তিরোহিত এবং অনাগত বা অনাবির্ভূত মূর্ত্তিতে অন্তরালে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং অতীত বর্ত্তমান এবং অনাগত অবস্থা ভেদেই পরিলক্ষিত হয় ; অভাবে কখন পরিণত হয় না ॥ ১৩ ॥

আভাস।

অতএব অপবর্গ পর্য্যন্ত চিত্ত ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে ক্রমান্বয় এক ভাবেই চিরবিদ্যমান থাকে। বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের উদ্‌ভাসন হউক বা নাই হউক্, উদ্ভাসনের আধার চিত্তের কোন-রূপ অপহ্নব ঘটে না ॥ ১২ ॥

অতএব চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন তদনুকূল বিষয়ই গ্রহণ করে ; বিপরীত পদার্থ বা ভাব গ্রহণ করে না বলিয়া, চিত্ত নাই একথা বলা উচিত নহে। প্রমাণাদি পাঁচটী বৃত্তি ক্রমান্বয়েই হউক বা ক্রম রহিত ভাবেই হউক্, চিত্তে যখন যে বৃত্তির উদয় হয়, তদনুসারে বাহিরের বা অন্তরের ভাব বা বস্তুর সহিত চিত্তের সম্পর্ক ঘটে। যথা নিদ্রাবৃত্তির উদয় কালে, বাহ্য বস্তু চিত্ত-গোচর না হইলেও, চিত্তের অস্তিত্ব নাই, এরূপ স্বীকার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ; কারণ বৃত্তি-সমূহের আশ্রয় ধর্ম্মীরূপী চিত্ত চির বিদ্যমান। এবং ধর্ম্ম নামক প্রমাণাদি বৃত্তি সমূহ অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত মূর্ত্তিতেই চিত্তের আশ্রয়ে ক্রীড়া করে ; এবং সৃষ্টির আরম্ভ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত, এক চিত্তই জন্ম জন্মান্তর রূপ অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগত জন্মের অভিভাবক মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকে।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

গুণানাং অঙ্গাঙ্গিভাব-গমনলক্ষণস্ত পরিণামস্য একত্বাৎ অভেদাৎ বস্তুনঃ তত্ত্বং একত্বমেব ॥ ১৪॥

যদ্যপি ত্রয়ো গুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণো যঃ পরিণামঃ ক্বচিৎ সত্ত্বমঙ্গি ক্বচিদ্রজঃ ক্বচিচ্চ তম ইত্যেবং রূপস্তস্যৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বমেকত্বমুচ্যতে যথেয়ং

গুণত্রয় পৃথক্ ভাবে যখন কখনই থাকিতে পারে না ; এবং কেবল বৈষম্য নিবন্ধনই পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তখন গুণত্রয়ের সংযোগরূপ একটী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত

আভাস।

ধর্ম্ম ধর্ম্মীর পরস্পরের সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা অবধারণ করিতে পারিব যে, ব্যক্ত মূর্ত্তিতে ধর্ম্ম সমূহ একটী সূক্ষ্ম অব্যক্ত মূর্ত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। সমস্তই সত্ত্ব রজো ও তমোগুণের আশ্রয়ে অবভাসিত এবং সকলের মূলে এই গুণত্রয় পরস্পরে, পরস্পরের অভিভাব্য অভিভাবক এবং আশ্রয় মূর্ত্তিতে এবং মিথুন ভাবে চির বিদ্যমান থাকা নিবন্ধনই বিচিত্র তারতম্যের পরিচয় হইতেছে। এই গুণত্রয়ের তারতম্যেই বিচিত্র পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। পদার্থের বাহিরে এবং অন্তরে সুখ, দুঃখ এবং মোহ মূর্ত্তিতে উক্ত গুণত্রয়ই বিরাজ করিতেছে। মাটীর ঘট বলিলে, ঘটের ভিতর বাহিরে সর্ব্বত্রই একমাটী মাত্র ; তবে অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। সেইরূপ এই অনন্ত সংসার এবং তদন্তরস্থ যাবতীয় পদার্থই কেবল গুণত্রয়ের স্থূলসূক্ষ্ম ভেদের অভিব্যক্তির তারতম্য মাত্র। একটী বীজ বৃক্ষময় ভাবে একবার পরিণত হইয়া, স্থূলভাব ধারণ করিলেও, অন্তরে বীজভাব প্রচ্ছন্ন রাখে। কারণ ফল প্রসব করিয়া, সূক্ষ্ম বীজকে আবার অভিব্যক্ত করে। ঐরূপ চিত্ত ধর্ম্মীমূর্ত্তিতে চির বিদ্যমান থাকিয়া, অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগতাদি ধর্ম্মের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটাইতেছে ॥ ১৩ ॥

এই গুণত্রয় মূল কারণ রূপে সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকায়, মূল কারণ ধর্ম্মী এক ; কিন্তু উত্তরোত্তর পরিণামে ধর্ম্মই অনন্ত হইতেছে। গুণ তিনটী হইলেও, কারণ একটী। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পরস্পরে বৈষম্য উপস্থিত হইলেও, নাম রূপের উপস্থিতিতে সংসার প্রবাহের সূচনা আরব্ধ হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমোনামক গুণত্রয় উত্তরোত্তর সুখ, দুঃখ এবং মোহ স্বরূপ হইলেও, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করত পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারেনা ;

পৃথিবী অম্বং বায়ুরিত্যেবমাদি ॥ ১৪ ॥ নমু চ জ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তে সত্যর্থে বস্তেকমনেকং বা বক্তুং যুজ্যতে যদা বিজ্ঞানমেব বাসনাবশাৎ কার্য্যকারণভাবেনাবস্থিতং তথা তথা প্রতিভাতি তদা কথমেতচ্ছক্যতে বক্তুমিত্যাশক্যাহ ।

হয় মাত্র। অতএব অঙ্গীরূপ সংযোগ এক হইলেও, অঙ্গরূপ এক একটী গুণের আধিক্য এবং স্বল্পতা নিবন্ধন, পরিণামে ক্ষিতি, জল বলিয়া পদার্থের পৃথক্ ভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

আভাস।

ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করাই বৈষম্য। সত্ত্বের গুণ প্রকাশ, রজের গুণ প্রবৃত্তি এবং তমের গুণ আবরণ। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াশূন্য কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। শাখার অভ্যন্তর হইতে রস রজোগুণে বা জীবনীশক্তিতে প্রবাহিত হইয়া, অঙ্কুরিত ফলে প্রবেশ করিতেছে; এবং তমোরূপ ত্বকের আবরণে আবদ্ধ থাকিয়া, রস ফলরূপে প্রকাশিত হইতেছে। কখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে ফলটী সুপক্ক; আবার রজোগুণের প্রাবল্য ত্বকটী উন্মোচিত এবং তমোগুণে ভাবান্তরে পচিয়া গেল। কিন্তু কোন অবস্থাতে কোন গুণের অন্তর্ধান ঘটে না; তবে এক একটী সময়ে এক এক গুণের প্রাদুর্ভাব বা তিরোভাব যে ঘটে, তাহাও গুণেরই ধর্ম্মে জানিতে হইবে। একটীর আশ্রয়ে অপরটীর শ্রীবৃদ্ধি সুতরাং অন্যটীর হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়; এই তিনের উত্তরোত্তর পর্য্যায়ে বিচিত্রের রচনা হয়। কিন্তু মূলে তিনটী ন্যূনাধিক ভাবে একত্র থাকিয়া, বর্ত্তি তৈল ও বহ্নির একত্র মিলনে দীপকার্য্যের ন্যায়, গুণত্রয়ের আশ্রয়ে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে মূল এক গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ ধর্ম্মীর আশ্রয়ে বিচিত্র ভাবাপন্ন ধর্ম্মের প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও ধর্ম্মরূপে এক ধর্ম্মী প্রকৃতির বিকৃত ভাবের উপর অভিব্যক্ত হইতেছে; মূল আশ্রয় এক এবং অনন্ত ॥ ১৪ ॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে এক অহঙ্কার তত্ত্ব হইতেই ত্রিবিধ কার্য্যের উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্ব প্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃ প্রধান হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তমোপ্রধান অহঙ্কারের পরিণামে পঞ্চতন্মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তির উপাদান

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্ব্বিবিক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে (বস্তুনঃ জ্ঞেয়স্য স্ত্রীপিণ্ডাদেঃ সাম্যে একত্বে) অপি চিত্তভেদাৎ জ্ঞানভেদাৎ তয়োঃ জ্ঞান-জ্ঞেয়য়োঃ পন্থাঃ মার্গঃ বিবিক্তঃ ভিন্নঃ এব। উভৌ পৃথক্ স্বভাবৌ এব ॥ ১৫ ॥

তয়োর্জ্ঞানার্থয়োর্ব্বিবিক্তঃ পন্থা বিবিক্তো মার্গদেশ ইতি যাবৎ। কথং বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ সমানে বস্তুনি স্ত্র্যাদাবুপলভ্যমানে লাবণ্যাদৌ নানাপ্রমাতৃণাং চিত্তস্য ভেদঃ সুখদুঃখমোহরূপতয়া সমুপলভ্যতে। তথাহি একস্যাং রূপলাবণ্যবত্যাং যোষিতি উপলভ্যমানায়াং সরাগস্য সুখমুৎপদ্যতে সপত্ন্যাস্তদ্দ্বেষঃ পরিব্রাজকাদের্ঘৃণা ইত্যেকস্মিন্ বস্তুনি নানাবিধোদয়াৎ কথঞ্চিৎ ন কার্য্যত্বং বস্তুন একচিত্তকার্য্যত্বে বৈস্তুকত্বরূপত্বৈবাবভাসতে কিঞ্চ চিত্তকার্য্যত্বে বস্তুনো যদীয়স্য চিত্তস্য তদ্বস্তু কার্য্যং তস্মিন্নর্থান্তরব্যাসক্তে তদ্বস্তু ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ ভবত্বিতি চেন্ন তদেব কথমন্যৈর্দৃষ্টিভি-

একটী জ্ঞেয় (কামিনীকে) অবলম্বন করিয়া, জ্ঞাতৃ স্বভাব

আভাস।

স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পার্থিবাদি পদার্থের সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি তন্মাত্র। ন্যায়মতে পরমাণু বলিয়া যাহাকে কীর্ত্তন করা হয়, সিদ্ধান্তী তাহাকে সূক্ষ্মতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না; উহা কেবল কলেবরে ক্ষুদ্র মাত্র, তত্ত্বত সূক্ষ্ম নহে। একটী প্রস্তর খণ্ডকে যতই চূর্ণ করা হয়, চূর্ণ এবং প্রস্তর এক জাতীয় পদার্থ। তবে প্রস্তরের প্রশস্ত এবং গুরুত্ব যে পরিমাণে থাকে, চূর্ণে তাদৃশ প্রশস্ত ভাব নাই বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ভাব আছে। অবশ্য মনুষ্য-বুদ্ধিতে পরমাণুর বিচ্ছেদ করা অসম্ভব হইলেও, পরমাণুতে কিঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং গুরুত্ব যে নাই, তাহা নহে। সুতরাং মৃৎপিণ্ড এবং মৃচ্চূর্ণে যেমন পার্থক্য আছে, পরমাণুর সহিত মহাভূতেরও তাদৃশ পার্থক্য নৈয়ায়িকগণ মীমাংসা করিলেও, পতঞ্জলি মতে তাদৃশ পার্থক্যকে উপাদান ও উপাদেয়ের ভাব বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই; ইহারা মহাভূতের কারণরূপে সূক্ষ্ম তন্মাত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ-তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। শব্দ সংযুক্ত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু। শব্দ-স্পর্শ-সংযুক্ত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজস্তত্ত্ব অগ্নি এবং শব্দ, স্পর্শ ও রূপ সংযুক্ত রস তন্মাত্র হইতে জল-তত্ত্ব এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস সংযুক্ত গন্ধ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হওয়ায়, উত্তরোত্তর পদার্থ গুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণবিশিষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে।

রূপলভ্যতে। উপলভ্যতে চ তস্মান্ন চিত্তকার্য্যং অথ যুগপদ্বহুভিঃ সোঽর্থঃ ক্রিয়তে। তদা বহুনির্ম্মিতস্যার্থস্যৈক নির্ম্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যং স্যাৎ। যদা তু বৈলক্ষণ্যং নেষ্যতে তদা কারণভেদে কার্য্যভেদস্যাভাবে নির্হেতুকমেকরূপং বা জগৎ স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি সত্যপি ভিন্নে কারণে যদি কার্য্যস্যাভেদস্তদা সমগ্রং জগৎ নানাবিধকারণ-জন্যমেকরূপং স্যাৎ। কারণভেদা-নন্বগমাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ নির্হেতুকং বা স্যাৎ যদ্যেবং কথং তেন ত্রিগুণাত্মনা চিত্তেনৈকস্যৈব প্রমাতুঃ সুখদুঃখমোহময়ানি জ্ঞানানি জন্যন্তে। নৈবং। যথার্থস্ত্রিগুণস্তথা চিত্তমপি ত্রিগুণং তস্যার্থপ্রতিভাসোৎপত্তৌ

বস্তু চিত্ত যখন বহু ভাবের প্রতীতি করে, তখন জ্ঞেয় বস্তু অপেক্ষা জ্ঞাতা চিত্ত যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, সে বিষয়ে আর আভাস।

বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞানই পদার্থ-মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। স্বপ্নকালে কোন পদার্থ দৃশ্যরূপে না থাকিলেও, যেমন বিজ্ঞানই স্ত্রী, পশু ও অট্টালিকাদি আকারে পরিণত-হইয়া স্বপ্নদর্শীকে উপভোগ দেয়, একটী অখণ্ড অপ্রমেয় বিজ্ঞানই জগদাকারে কল্পিত হইয়া, জীবের জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতীত হইতেছে। চিত্তের বিজ্ঞানানু-সারেই জ্ঞেয় বিষয় সকল প্রতিভাত হইয়া থাকে; বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। এই মতের খণ্ডনার্থ মহর্ষি-পতঞ্জলি প্রকাশ করিলেন, "বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়ো বিবিক্তঃ পন্থাঃ"। জ্ঞান কখন জ্ঞেয় হয় না এবং জ্ঞেয়ও কখন জ্ঞান হয় না। কারণ উভয়ে সম্পূর্ণ বিসদৃশ পদার্থ। জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ; জ্ঞেয় প্রকাশ্যস্বরূপ। পরকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক্, তাহার নিজস্বরূপের প্রকাশার্থ অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে। জ্ঞান কিন্তু যেমন পর-প্রকাশক, আবার নিজের প্রকাশের জন্য অন্য জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না; কারণ স্বপ্রকাশ। যেমন প্রদীপকে চিনিবার বা অন্বেষণার্থ দীপান্তরের প্রয়োজন করে না, তদ্রূপ বিজ্ঞানই যদি বিষয়াকারে পরিণত হইত, তাহাকে অবধারণার্থ অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হইত না। জ্ঞান যখন বিষয়কে গ্রহণ করিতেছে, তখন বিষয় কখন বিজ্ঞান নহে; তবে বিজ্ঞানের অনুগ্রহে জ্ঞেয়া প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়াকারেই পরিণত হইয়া, জগতের পরিচয় দিতেছে; এবং চিত্তে সংস্কার মূর্ত্তিতে নিহিত বিষয়েরই আকার চিত্তরসে পুষ্ট হইয়া, প্রকৃত বিষয়রূপে বিজ্ঞান সন্নিধানে প্রতিভাসিত হইতেছিল; নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, অথবা চিত্ত হইতে তাদৃশ রসের অপগমে, আকাশ-পথে ছিন্নাভ্রের বিলীনের ন্যায়, চিত্তজাত পদার্থ-গুলি আপনাতে

ধর্ম্মাদয়ঃ সহকারিকারণং তদুদ্ভবাভিভববশাৎ কদাচিৎ চিত্তস্য তেন তেন রূপে-ণাভিব্যক্তিঃ তথা চ কামুকস্য সন্নিহিতায়াং যোষিতি ধর্ম্মসহকৃতং চিত্তং সত্ত্বস্যাঙ্গি-তয়া পরিণমমানং সুখময়ং ভবতি। তদেব অধর্ম্মসহকারি রজসোঽঙ্গিতয়া দুঃখরূপং সপত্নীমাত্রস্য ভবতি। তীব্রাধর্ম্মসহকারিতয়া তমসোঽঙ্গিত্বেন কোপনায়াঃ সপত্ন্যা মোহময়ং ভবতি। তস্মাদ্বিজ্ঞানস্য ব্যতিরেকেণাস্তি গ্রাহ্যার্থঃ। তদেবং বিজ্ঞানার্থয়োস্তাদাত্ম্যবিরোধান্ন কার্য্যকারণভাবঃ। কারণাভেদে সত্যপি কার্য্যস্য ভেদেঽস্তিপ্রসঙ্গাদিতি জ্ঞানাদ্ব্যতিরিক্তত্বমর্থস্য ব্যবস্থিতম্॥ ১৫॥ যদ্যেবং জ্ঞানশ্চেৎ প্রকাশকত্বাদ্ গ্রহণ-স্বভাবমর্থশ্চ গ্রাহ্যস্বভাবস্তদা যুগপৎ সর্ব্বানর্থান্ কথং ন গৃহ্ণাতি ন স্মরতি চেত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমাহ।

সন্দেহ নাই। সুতরাং জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বভাব বিশিষ্ট স্বীকার্য্য॥ ১৫॥

আভাস।

অর্থাৎ সংস্কার মূর্ত্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব পশ্চাদ্বর্ত্তী আলোক যেমন ক্ষুদ্র মনুষ্যাদির ছায়াকে প্রসারিত করত বৃহত্তে পরিণত করায়, তথাপি ছায়া কখন আলোক নহে, তদ্রূপ জ্ঞানের আনুগত্যে জ্ঞেয় বিস্ফারিত হইয়া, বৃহত্তে অর্থাৎ অর্থের আকাররূপে পরিণত হয় মাত্র। বীজমধ্যে যে বৃক্ষের ভাব সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ছিল, তদন্তর্নিহিত জ্ঞান রসের প্রেরণায়, তাহারই শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন মাত্র। উৎপন্ন জ্ঞেয় বস্তু কখন জ্ঞানের পরিণাম নহে। দ্বিতীয় কথা, যদি কোন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতেই কোন জ্ঞেয়ের জন্ম হইত, তাহা হইলে সেই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞেয়কে অবধারণ করিতে পারিত না। কিন্তু একটী স্ত্রীকে অনেকেই অবলোকন করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত-প্রসূত সেই কামিনী, সে চিত্ত ব্যতীত অন্য চিত্তও যখন তাহাকে দেখিতে পায়, তখন সে চিত্ত-প্রসূত নহে, প্রকৃতি-প্রসূত। কারণ বিভিন্ন চিত্তও আবার নিজের আসক্তিরসের অনুসারে এক স্ত্রীমূর্ত্তিতে বিজাতীয় রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে। সেই স্ত্রীতে যত প্রকারের ভাব আছে, কোন চিত্তই তাহার সকল ভাব গ্রহণ করিতেছে না। কামুক তাহার প্রেমিক ভাব, আতুর তাহার মাতৃভাব, সপত্নী তাহার কটুভাব, ভৃত্য তাহার প্রভু-ভাব এবং স্বামী তাহার সেবিকাভাব গ্রহণে স্ব স্ব চিত্তস্বরূপেরই পার্থক্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদি কোন বিজ্ঞানের প্রসূত বস্তু সেই স্ত্রী হইত, বিভিন্ন চিত্তস্থ বিজ্ঞান কখন আপন প্রয়োজন মত ভাব তথা হইতে পাইত না এবং সকলের

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬ ॥

চিত্তস্য তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ (তস্য বিষয়স্য উপরাগঃ তদাকার-পরিগ্রহঃ প্রতিবিম্বনং তস্য অপেক্ষিত্বাৎ) বস্তু জ্ঞাতং অজ্ঞাতং চ ভবতি ॥ ১৬ ॥

তস্যার্থস্যোপরাগাদাকারসমর্পণাৎ চিত্তে বাহ্যং বস্তু জ্ঞাতমজ্ঞাতঞ্চ ভবতি । অয়মর্থঃ সর্ব্বঃ পদার্থঃ আত্মলাভে চিত্তং সামগ্রীমক্ষেপতে । নীলাদিজ্ঞানঞ্চোপজায়মানমিন্দ্রিয়প্রণালিকয়া সমাগতমর্থোপরাগং সহকারিকারণত্বেনাক্ষেপতে । ব্যতিরিক্তস্যার্থস্য সম্বন্ধাভাবাদ্‌গৃহীতুমশক্যত্বাৎ ততশ্চ যেনৈবার্থেনাস্য স্বরূপোপরাগঃ কৃতস্তমেবার্থং তজ্‌জ্ঞানং ব্যবহারযোগ্যতাং জনয়তি । ততঃ সোঽর্থঃ জ্ঞাত

সর্ব্বাবভাসক জ্ঞানের সন্নিধানে একত্র এক সময়ে সকল বিষয়ের উপলব্ধি ঘটে না ; তাহার প্রধান কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানে কোন বৃত্তি হয় না ; সর্ব্বাধারভূত চিত্তে যে বিষয়ের আভাস ।

অর্থাৎ সমষ্টি বিজ্ঞানের দ্বারা যদি উক্ত স্ত্রী গঠিত হইত, তাহা হইলে, সকল চিত্তই তাহার সকল ভাবই গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা যখন পারে না ; তখন বিজ্ঞান কখন জগদ্রূপে পরিণত নহে। জগৎ প্রাকৃতিক জড় পদার্থ ; বিষয় নামে অভিহিত এবং পুরুষ চৈতন্য তাহার জ্ঞাতা ; যিনি প্রতিবিম্বাকারে চিত্তেই বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জগতে দুইটী মাত্র বিষয় আছে ; একটী জড় জ্ঞেয় এবং একটী জ্ঞাতা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। এই চিৎ জড়ের সংযোগেই সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং সংযোগের অভাব হইলেই প্রলয়ে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র থাকেন। এই সংযোগ শব্দের অর্থের প্রতি সাধকের বিশেষ মনোযোগিতার সহিত প্রণিধান করা কর্ত্তব্য ; কারণ ইহা সাধারণ সংযোগ নহে। অগ্নির দ্বারা চাউলকে অন্নে পরিণত করা যায় বটে এবং সর্ব্ববিধ পাকক্রিয়া সাধিত হয় বটে, কিন্তু মধ্যে আর একটী পাত্রের প্রয়োজন ; নতুবা অগ্নিতে যাহা কিছু নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া লয় ; অন্নাদি পাক-কার্য্য সাধিত হয় না। পাক-কার্য্যে একটী জলাদি পূর্ণ পাক-পাত্র (হাড়ির) আবশ্যক ; সেইরূপ জ্ঞান সকল বস্তুকে অবভাসিত করেন বটে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী একটী পরমা-শক্তি চিত্তের প্রয়োজন ; নতুবা অগ্নির ন্যায়, জ্ঞান সকল পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়া, প্রলয়ে উপনীত হন

উচ্যতে। যেন চাকারো ন সমার্পিতঃ স ন জ্ঞাতত্বেন ব্যবহ্রিয়তে যস্মিংশ্চানুভূতেঽর্থে সাদৃশ্যাদিরর্থঃ সংস্কারমুদ্‌বোধয়ন্ সহকারিতাং প্রতিপদ্যতে তস্মিন্নেবার্থে স্মৃতিরূপজায়তে ইতি ন সর্ব্বত্র জ্ঞানং নাপি স্মৃতিরিতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ॥ ১৬॥ যদ্যেবং প্রমাতাপি পুরুষো যস্মিন্ কালে নীলং বেদয়তে তস্মিন্ কালে পীতাদিমতশ্চিত্তসত্ত্বস্যাপি কদাচিৎ কালে পীতাদিমতশ্চিত্তসত্ত্বস্যাপি কদাচিৎ গৃহীতরূপত্বাদাকারগ্রহণে পরিণামিত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমাহ।

প্রতিবিম্ব হয়, সেইটীই কেবল পরিজ্ঞাত; অবশিষ্ট বিষয় অপরিজ্ঞাতই হইয়া থাকে। অতএব চিত্তে বিষয়ের উপরাগ হওয়াই জ্ঞাত; আর না হওয়াই অজ্ঞাতত্বের পরিচয়॥ ১৬॥

আভাস।

পাক পাত্রস্থ জল অগ্নির সাহায্যে উত্তপ্ত হইলে, অগ্নিবৎ কার্য্য করে; কিন্তু প্রকৃত অগ্নি নহে, অগ্নির তাপে উত্তপ্ত জলে চাউলাদি যাহা কিছু সামগ্রী প্রদত্ত হয়, উক্ত উষ্ণ জল প্রদত্ত সামগ্রীর অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, নিক্ষিপ্ত চাউলাদি ভোজন দ্রব্যের অন্তরস্থ সকল ভাবকে বিকশিত ও সুসিদ্ধ করত ভোজনোপযোগী করে; সেইরূপ দৃশ্য জড় পদার্থ এবং দ্রষ্টা চেতনের মধ্যে একটী চিত্তের প্রয়োজন, যাহা চেতন সহায়ে চৈতন্যবিশিষ্ট অথচ পূর্ণ চৈতন্য নহে; এবং যাবদীয় জড় দৃশ্য জগতের আশ্রয়-স্থানীয়। এই চিত্ত যদি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, পরস্পরের সম্বন্ধ স্থাপন না করিত, সংসার-সৃষ্টিই আদৌ হইত না। সাংখ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন যে," তস্মাৎ তৎ সংযোগ্যাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ইতি। জ্ঞানস্বরূপ চেতন পুরুষের অন্তরঙ্গা শক্তিই প্রকৃতি। গায়ক পুরুষের প্রকাশিত গান-শক্তির ন্যায়, উক্ত প্রকৃতি-শক্তি পুরুষ-চৈতন্য হইতে পৃথক মূর্ত্তি পরিগ্রহে চিত্ত নামে অভিহিত হন এবং পুরুষগুণে স্বয়ং উষ্ণ জলের ন্যায়, চেতনায়মান হইয়া, ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার সহায়ে যথানীত বাহ্য বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে; এবং ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বাহ্য বিষয় যদি আনীত না হয়, আনুষঙ্গিক স্মৃতির অভাবে, চিত্ত আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কেবল চৈতন্যময় আত্মার পূর্ণ স্বরূপের অবভাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান চিত্তে নিরন্তর বিদ্যমান থাকিলেও, যে যে ভোগ্য ভাব ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার মধ্য দিয়া, চিত্ত স্ব সমীপে উপনীত পায়, জ্ঞান সেই পদার্থটীকে মাত্র প্রকাশ করে, এবং

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎ প্রভোঃ পুরুষস্যা পরিণামিত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

চিত্তবৃত্তয়ঃ (চিত্তস্য বিষয়াকারেণ পরিণামাঃ, পুরুষেণ) সদা সর্ব্বদা জ্ঞাতাঃ প্রকাশিতাঃ তিষ্ঠন্তি। যতঃ তৎপ্রভোঃ তস্য প্রভোঃ অধিষ্ঠাতুঃ পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ চিদ্রূপতয়া পরিণাম-বর্জ্জিতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

যা এতাশ্চিত্তস্য প্রমাণবিপর্য্যয়াদিরূপা বৃত্তয় স্তাস্তৎপ্রভো শ্চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্ব্বকালমেব জ্ঞেয়াঃ তস্য চিদ্রূপত্বয়াঽপরিণামাৎ পরিণামিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। যদ্যসৌ পরিণামী স্যাৎ তদা পরিণামস্য কাদাচিৎকত্বাৎ তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং সদা জ্ঞাতত্বং নোপপদ্যেত। অয়মর্থঃ পুরুষস্য চিদ্রূপস্য সদৈবাধিষ্ঠাতৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য যদন্তরঙ্গং নির্ম্মলসত্বং তস্যাপি সদৈবাবস্থিতত্বাদ্যেনার্থেনোপরক্তং ভবতি তথাবিধস্যার্থস্য সদৈব চিচ্ছায়াসংক্রান্তিসদ্ভাবস্তস্যাং সত্যাং জ্ঞাতৃত্বমিতি ন কদাচিৎ ক্বচিৎ পরিণামিত্বাশঙ্কা ॥ ১৭॥ ননু চিত্তমেব যদি সত্ত্বোৎকর্ষাৎ প্রকাশকং তদা স্ব পরপ্রকাশ-রূপত্বাদাত্মানমর্থঞ্চ প্রকাশয়তীতি তাবতৈব ব্যবহারসমাপ্তিঃ কিং গ্রহীত্রন্তরেণেত্যা-শঙ্ক মপনেতুমাহ।

কারণ চৈতন্য স্বরূপের কোন পরিণাম নাই; তিনি অধিষ্ঠাতৃ ভাবে চিত্তে নিরন্তরই বিদ্যমান আছেন; সুতরাং বিষয় সম্পর্কে যে কোন বৃত্তি চিত্তে যখনই উদিত হয়, সাক্ষীভূত জ্ঞানের শক্তিতে তাহারই উদ্ভাসন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

আভাস।

সেই পদার্থের সংশ্রবে চিত্তে যে যে সংস্কারের সাহায্য করে, সেই সেই সংস্কারের ই স্মৃতি জন্মে; অন্য বিষয়ের স্মৃতি বা যুগপৎ বাহ্য সকল বস্তু প্রকাশ করে না। কারণ চিত্তের দ্বারা জ্ঞান তখন সীমাবদ্ধ। চিত্তের রসে জ্ঞান রসিক, ইহারই নাম ভোগাবস্থা। চিত্ত যখন নিজের গণ্ডিকে এলাইয়া দিবে, তখন এই জ্ঞানই অনন্ত জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া, চিত্ত-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

চিত্তেতে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি নামে যে কয়েকটী বৃত্তির উদয় হয়, জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কিন্তু অখণ্ড একাকার ভাবে উক্ত চিত্তস্থ পরিণাম বা অবস্থান্তর ভাব সমূহ প্রত্যক্ষ করেন। চিত্তের ভাবান্তর বা অবস্থান্তর হইলেও, গৃহস্থিত নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায়, সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের কোন পরিণাম

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ॥ ১৮॥

তৎ চিত্তং দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ জ্ঞেয়ত্বাৎ, ন স্বাভাসং (স্বপ্রকাশং ন ভবতি)॥ ১৮॥

ন তচ্চিত্তং স্বাভাসং স্বপ্রকাশকং ন ভবতি পুরুষবেদ্যং ভবতীতি যাবৎ। কুতঃ দৃশ্যত্বাৎ। যৎ কিল দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং। দৃষ্টং যথা ঘটাদি; দৃশ্যঞ্চ। চিত্তং তস্মান্ন স্বাভাসম্॥ ১৮॥ নন্বু সাধ্যাবিশিষ্টোঽয়ং হেতুঃ দৃশ্যত্বমেব চিত্তস্যাসিদ্ধং। কিঞ্চ স্ববুদ্ধিসংবেদনদ্বারেণ হিতাহিতপ্রাপ্তি-পরিহাররূপা বৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। তথাহি ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহমত্র মে রাগ ইত্যেবমাদ্যা সংবিদ্ বুদ্ধেরসংবেদনে নোপপদ্যেতে-ত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ।

একাকী চিত্তও বিষয়কে অবধারণ করিতে পারে না; কারণ চিত্তও স্বপ্রকাশ পদার্থ নহে; সেও নিজের প্রকাশার্থ ঘটাদি স্থূল পদার্থের ন্যায়, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অপেক্ষা করে॥ ১৮॥

আভাস।

নাই; তিনি সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ সকল ভাবেই তুল্য মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সুখ দুঃখাদি চিত্তের বা তাহার উপাধি স্থানীয় দেহাদির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে, গৃহালোকের ন্যায় জ্ঞানের নিকট তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া কোন ভেদের কারণ নাই। সকল গুলিকে প্রকাশ করা মাত্র জ্ঞানের কার্য্য ভোগ করা বা তদ্দারা আলোড়িত হওয়া, প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞানের কার্য্য নহে। অতএব চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ অধিষ্ঠাতৃভাবে যে নির্ম্মল সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকেন, সেই সত্ত্বগুণে প্রকাশ্য বিষয়ের যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয়, আবার চৈতন্য সহায়ে সেই সত্ত্বগুণেই অবভাসিত বস্তুনিচয় পরিজ্ঞাত বলিয়া পরিচিত হওয়াই, বস্তুর ভান॥ ৭॥

আমরা আমি বলিয়া অনেক বিষয়কেই অনুভব করি, কিন্তু প্রকৃত আমি যে কোথায় এবং কে? তাহারই নিরূপণার্থ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। অজ্ঞান-নিবন্ধন আমরা অন্তঃকরণের চারিভাগে অর্থাৎ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্ত এই চারিটী স্থলেই আমিত্বের আরোপ করিয়া থাকি। অধিক কি! যখন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, তখনও আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, এবং করিতেছি বলিয়া, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া সাব্যস্ত করি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

একসময়ে চোভয়ানবধারণাৎ ॥ ১৯ ॥

একসময়ে একস্মিন্ এব ক্ষণে উভয়ানবধারণং (উভয়স্য স্বস্য পরস্য চ গ্রহণং ন সম্ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অর্থস্য সংবিত্তিরিদন্তয়া ব্যবহারযোগ্যতাপাদনম্। অয়মর্থঃ। সুখহেতুর্দুঃখহেতুর্ব্বেতি বুদ্ধেঃ সংবিদহমিত্যেকমাকারেণ সুখদুঃখরূপতয়া ব্যবহারক্ষমতাপাদনমেবম্বিধঞ্চ ব্যাপারদ্বয়মর্থপ্রত্যক্ষকালে ন যুগপৎ কর্ত্তুং শক্যং বিরোধাৎ। ন হি বিরুদ্ধয়োর্ব্যাপারয়োর্যুগপৎ সম্ভবোঽস্তি। অত একস্মিন্ কালে উভয়স্য স্বরূপস্যার্থস্য চাবধারয়িতুমশক্যাৎ ন চিত্তং স্বপ্রকাশকং ভবতি। কিন্তু এবম্বিধব্যাপারদ্বয়ং নিষ্পাদ্য ফলদ্বয়স্যাসম্বেদনাদ্বহির্মুখতয়ৈব স্বনিষ্ঠত্বেন চিত্তস্য স্বয়ংবেদনাদর্থনিষ্ঠমেব ফলং ন স্বনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ নন্বু মাভূদ্‌বুদ্ধেঃ স্বয়ং গ্রহণং বুদ্ধ্যন্তরেণ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ।

স্বপ্রকাশ এবং পরপ্রকাশ ভাবের মধ্যেও বিলক্ষণ বিরোধ আছে। কারণ এক সময়ে স্বপ্রকাশ এবং পরপ্রকাশ ভাবের উদয় হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় প্রকাশ কালে, চিত্তকে স্বপ্রকাশার্থ আর একটী প্রকাশকের অপেক্ষা করিতে হয় ॥ ১৯ ॥

আভাস।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের ক্রিয়া যে, নিষ্ক্রিয় আত্ম স্বরূপে আরোপ করা হইতেছে, তাহা সহজে আমরা ধারণা করিতে পারি না। ভগবান্ গীতা বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ কর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ"। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কর্ম্মের অতীত; কেবল সাক্ষীভূত চৈতন্যময়। অতএব জ্ঞানে কোন ক্রিয়া হয় না; ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয় মাত্র। সম্পূর্ণ আলোকশূন্য অন্ধকারময় নিশীথ কালে অতি স্বচ্ছসলিল সরোবরও তন্নিকটবর্ত্তী তীরতরু সমূহের প্রতিচ্ছায়া গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ যেমন দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যালোকে আলোকিত হইলে, তীরতরুর ছায়া যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলও আলোকিত হইয়া আপন স্বরূপ এবং ছায়ার স্বরূপ উভয় ভাবকে পৃথক্ ভাবে অবভাসিত করে; সেইরূপ আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়া আপনাতে আরোপ করত, সেই সেই ক্রিয়া আমি করি বলি; কিন্তু ভাবি না, বা বুঝি না যে, আমি প্রকৃত দেখি না বা করি না; ইন্দ্রিয়াদি করণগ্রামই করে; আমি কেবল তাহা বুঝি মাত্র। আমি

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২০॥

চিত্তান্তরদৃশ্যে (অন্যেন চিত্তেন চিত্তে দৃশ্যত্বেন স্বীকৃতে সতি বুদ্ধিবুদ্ধেঃ জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানস্য অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ স্মৃতিসঙ্করশ্চ স্মৃতীনাং সঙ্করঃ অনিরূপণং চ স্যাৎ ॥ ২০ ॥

যদি হি বুদ্ধির্বুদ্ধ্যন্তরেণ বেদ্যতে সাপি বুদ্ধিঃ স্বয়মেব স্বীয়ভাবরূপমজ্ঞাত্বা অবুদ্ধা বুদ্ধ্যন্তরং প্রকাশয়িতুমসমর্থেতি তস্যা গ্রাহকং বুদ্ধ্যন্তরং কল্পনীয়ং স্মৃতিশঙ্করশ্চ। তস্যা অপ্রত্যক্ষাদিত্যবস্থানাং পুরুষান্তরেণাথ প্রতীতির্ন স্যাৎ। ন হি প্রতীতৌ অপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতো ভবতি। স্মৃতিসঙ্করশ্চ প্রাপ্নোতি। রূপে রসে সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ

এই চিত্তের প্রকাশার্থ যদি পুনঃ অন্য চিত্ত স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সে চিত্তেরও প্রকাশক রূপে অন্য চিত্ত স্বীকার্য্য। এই প্রকারে উত্তরোত্তর অনন্ত চিত্তের স্বীকারে, কোন মীমাংসা-

আভাস।

দেখি, শুনি, বলি বা করি, বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলে, ওরূপ বলা বা ভাবা চলে না। যদি উক্ত ক্রিয়া ব্যাপার আমারই হইত, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়াদি কোন করণ-গ্রামের অপেক্ষা না করিয়া, আমি সমস্তই করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ঘটে না; আমার সকল ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদি করণের উপরে নির্ভর করে। ইন্দ্রিয় থাকিলে এবং তাহার ক্রিয়া হইলে, আমার ক্রিয়া হইল, বলিয়া বুঝি। কিন্তু যদি কোন একটী ইন্দ্রিয় না থাকে, বা তাহার কার্য্য না হয়, তাহা হইলে, আমারও সে কার্য্য করা হইল না। অতএব আমার ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কার্য্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ক্রিয়া স্বতন্ত্র ভাবে আমার উপর নির্ভর করে না; ইন্দ্রিয়াদি করণের উপরই তাহার প্রকৃত নির্ভর; আমার করা কেবল আরোপ মাত্র। চক্ষু যখন দেখিল, তখনই আমি দেখিলাম বলি এবং স্বীয় পীড়া-নিবন্ধন চক্ষু যখন দেখিতে পারে না, তখন আমার ইচ্ছা থাকিলেও, আমি দেখিতে পাইলাম না; বলিয়া থাকি। অতএব দর্শনাদি প্রত্যেক কার্য্যে আমি-স্বরূপকে তৎ তৎ ব্যাপারের অধীন বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধীনও বলা যায় না; কারণ ইন্দ্রিয়কার্য্যে আমি করি, বলিয়া প্রতীতির স্থলে; যেমন আমার তদধীনতার উপলব্ধি হয়, আবার অমুক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইল না বলিয়াও, একটী প্রতীতি ভাবের উদয় আমাতেই হইয়া থাকে। আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না, বলিয়া ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্যতার প্রতীতিও আমার হয়।

তদ্গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎপত্তের্বুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপদ্বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদা বুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিস্মৃতিনাঞ্চ বহ্বীনাং যুগপদুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং শঙ্করঃ স্যাৎ; ইয়ং রূপে স্মৃতিরিয়ং রসে স্মৃতিরিতি ন জ্ঞায়তে ॥ ২০॥ নহু বুদ্ধেঃ স্বপ্রকাশত্বাভাবে বুদ্ধ্যন্তরে চাসম্বেদনে কথং অয়ং বিষয়সংবেদনরূপো ব্যবহার ইত্যাশঙ্ক্য স্বসিদ্ধান্তমাহ।

তেই উপনীত হওয়া দুর্ঘট হইবে; এবং জ্ঞান-বিষয়ের জ্ঞান ইত্যাদি উক্তিতে এবং কোন্ বিষয়ের স্মৃতি কোন্ চিত্তে প্রকাশ-মান বলিয়া, স্মৃতি-শক্তিরও বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে; কোনটীরই নিরূপণ হইবে না ॥ ২০ ॥

আভাস।

অতি দূরবর্ত্তী পদার্থে আমার চক্ষু দর্শন করিতে পারিল না, বলিয়া যেমন প্রতীতি বা অনুভূতি হয়, দর্শন যোগ্য বিষয়ে চক্ষুর ব্যাপার হইল বলিয়াও, অনুভূতি হয়। অতএব চক্ষু-ক্রিয়ার সাক্ষী আমি; চক্ষু-ক্রিয়ার অধীনে আমি নহি। অতএব ভ্রম-নিবন্ধনই বলিয়া থাকি যে, আমি দেখিতেছি; প্রকৃত প্রস্তাবে চক্ষু দেখিতেছে, তাহা আমি বুঝি; দেখিতেছে না, তাহাও আমি বুঝি। এই বুঝি ভাবটীকে স্বরূপত অবধারণ করা হইলে, যাবদীয় ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্তের কর্ম্মও আমার কর্ম্ম বলিয়া আর অবধারিত না হইয়া, সকলের স্ব স্ব কর্ম্মের উপর বুঝি ভাবটী মাত্রই "আমি" বলিয়া প্রতীত হইবে। এই সাক্ষী ভাবই আমি; যাঁহাকে গীতা অকর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং দেহেন্দ্রিয়াদি চিত্ত পর্য্যন্ত সমস্তই জড়, পদার্থ এবং কর্ম্ম স্বরূপ। অতএব অজ্ঞানীর সমীপে দর্শন শ্রবণাদির কর্তৃস্বরূপে (কর্ম্মণি আমি ভাবকে যে ব্যক্তি "অকর্ম্ম" অর্থাৎ অনুভূতি মাত্র সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞানে আত্মকে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং অকর্ম্ম-স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিতে প্রকৃত কর্ম্মের অভিনয় যাঁহারা অবধারণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ এবং সমাহিতচেতা বলিয়া গণনীয়। এতদর্থে গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, "সর্ব্বাণীন্দ্রিয়-কর্ম্মাণি প্রাণ-কর্ম্মাণি চ পরে। আত্ম-সংযম-যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে"। যোগিগণ ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম এবং প্রাণ-কর্ম্ম এক জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার দ্বারা আত্ম-সংযম-রূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ব্যবহারিক ভাবে দেখা যায় যে, এই আমি ভাবটী প্রত্যেক কর্ম্মে যেন বাধান

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ
বুদ্ধিসম্বেদনম্॥২১।

নাস্তি প্রতিসংক্রমঃ অন্যত্র গমনং যস্যাঃ তাদৃশ্যাঃ চিতেঃ পুরুষস্য তদাকারাপত্তৌ চিত্তে প্রতি-বিম্বাকারেণ নিপতনে সতি স্বস্য সংবেদনং বুদ্ধেঃ চ সংবেদনং চিত্তবৃত্তিবোধঃ ভবতি॥২১॥

পুরুষশ্চিদ্রূপত্বাচ্চিতিঃ সা অপ্রতিসংক্রমা ন বিদ্যতে প্রতিসংক্রমোঽন্যত্রগমনং যস্যাঃ সাঃ তথোক্তা অন্যেনাসঙ্কীর্ণেতি যাবৎ। যথা গুণা অঙ্গাদিভাবলক্ষণে পরি-

অতএব এক চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ স্বীকার করিলে, আর কোন উৎপাতই পরে থাকে না। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের কোনরূপ

আভাস।

আছে। ইন্দ্রিয়কর্ম্মের ন্যায়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্তেও তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মকে অনুভব করিবার নিমিত্ত, একটী পৃথক্ [illegible]ভাব আছে, যাহাকে গ্রন্থকর্ত্তা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মানামে অভিহিত করিয়াছেন। বাদীগণ এক চিত্তকেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত, পৃথক্ আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। মহর্ষি পতঞ্জলি এই মতের খণ্ডনার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ" ইতি। অর্থাৎ আমার চিত্তে শান্তি নাই; সর্ব্বদাই চিত্ত অস্থির বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এইরূপ ভাব আমরা যখন প্রয়োগ করি, তখন চিত্তও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং বিষয়, কখন বিষয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য, তদ্বিপরীত-স্বভাব জ্ঞানের প্রয়োজন।

এতদর্থে মহামুনি কপিল তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সঙ্ঘাত-পরার্থত্বাত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ মিলিত পদার্থ সমূহ কখন নিজের প্রয়োজনে মিলিত হয় না; [illegible]একটী অমিলিত পদার্থের অনুরোধে তাহাদের মিলন ঘটে। বহু সূ[illegible]কত্র সংস্থানে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অন্য কেহ পরিধান বা ব্যবহার করিবে; সূত্রের জন্য সূত্র সমূহ মিলিত হয় না। তদ্রূপ আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্ত যখন একত্র মিলিত হইয়াছে, তখন এই মিলিত বস্তু সমূহ অন্য একটী অমিলিত বস্তুকে অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, সেই অপর বস্তু কিরূপ? তদুত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সে বস্তু কখন মিলিত পদার্থ নহে। কিন্তু যে কোন তত্ত্ব এই সংসার-স্তরে আছে. তাহাদের সকলের মূল-

ণামে অঙ্গিনং গুণং সংক্রামন্তি তদ্রূপতামিব পদ্যন্তে যথা বা লোকে পরমাণবঃ প্রসরন্তো বিষয়মারোপয়ন্তি নৈবং চিতিশক্তিস্তস্যাঃ সর্ব্বদৈকরূপতয়া সুপ্রতিষ্ঠিত-ত্বেন ব্যবস্থিতত্বাৎ অতস্তৎসন্নিধানে যদা বুদ্ধিস্তদাকারতামাপদ্যতে চেতনোপজায়তে

প্রতিসংক্রমণ অর্থাৎ সংকোচন বা প্রসারণাদি ক্রিয়ার দ্বারা অন্যের সম্পর্ক না ঘটিলেও, জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়, চিত্তে আভাস।

ভিত্তি বা উপাদান কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকটিত প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত। প্রকৃতি নামটী এক হইলেও, তাহার উপাদান তিনটী। সুতরাং তাহাও মিলনে সমুৎপন্ন। অতএব সেও ত্রিগুণের অতীত অন্য একটী পদার্থের অপেক্ষা করে। পদার্থ মাত্রেই যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন চিত্তও সুখ, দুঃখ এবং মোহস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় স্বীকার্য্য। সুতরাং তাহাকে অনুভব করিবার জন্য সুখ, দুঃখ এবং মোহাতিরিক্ত অন্য পদার্থের প্রয়োজন, যাহা চৈতন্যময় জ্ঞানবিগ্রহ ব্যতীত, জ্ঞেয় সুখদুঃখাদিময় ভাবে অবধারিত হইতে পারে না। কারণ সুখ, দুঃখ ও মোহজাতীয় পদার্থের সহিত যদি অন্য একটী সুখ, দুঃখ ও মোহময় পদার্থের মিলন হয়, তাহা হইলে পরস্পরে এক ভাবাপন্ন হওয়া ব্যতীত, সম্পূর্ণ পৃথক্ অনুভাব্য অনুভাবক ভাবাপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অনুভাব্য বিষয়ের অবধারণার্থ অনুভূতি-স্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এদিকে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ এবং জ্ঞেয়া প্রকৃতি উভয়ই বিভু পদার্থ। সুতরাং অপূর্ব্বপূর্ব্বিক-প্রাপ্তি নামক সংযোগ এস্থলে প্রয়োজ্য নহে ; তবে জ্ঞেয়া প্রকৃতিকে বুঝিবার জন্য, জ্ঞানের উদ্‌যোগ এবং জ্ঞান সন্নিধানে আপন-স্বরূপের প্রকাশার্থ প্রকৃতির উদ্‌যোগই পরস্পরের মিলন এবং উদ্‌যোগের নিবারণই উভয়ের বিশ্লেষণ অর্থাৎ মুক্তি।

কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে। আমার কর্ণ আছে কি না, তাহা আমি অনুভব করিতে পারিতাম না, যদি শব্দের সহিত সম্পর্ক করত, তাহাকে অনুভব করিতে না পারিতাম। অতএব শ্রবণ ক্রিয়ার দ্বারা, যেমন শ্রবণ-শক্তি কর্ণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবধারণ করা হয়, সেইরূপ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অনুভব বলে, অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যদি বোধ-করা ব্যাপার না ঘটে, বোধ-শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। জগতের ভাব বুঝিতে পারি, সুতরাং বুঝিবার ভাবেও আমি বুঝি। চিত্তের রাগ দ্বেষাদি

বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিসংক্রান্তা চ যদা চিচ্ছক্তিঃ বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্টতয়া সম্বেদ্যতে তদা বুদ্ধেঃ স্বস্যাত্মনা বেদনং সম্বেদনং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ ইত্থং স্বসম্বিদিতং চিত্তং সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যেন সকলনির্ব্বাহক্ষমং ভবিষ্যতীত্যাহ।

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্বাকারে নিপতন ঘটে। তখন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের স্বপ্রকাশ ভাব এবং তৎসহায়ে চিত্তের সংবেদন, এই উভয় ব্যাপারই একত্র উদিত হইয়া থাকে ॥২১॥

আভাস।

বৃত্তি-সমূহ আমি যখন বুঝিতে পারি, তখন যে বুঝেন, সেই জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ কোনরূপ পরিণামে পরিণত বা অবস্থান্তরিত না হইয়া, এক জ্ঞান-মূর্ত্তিতে, গৃহস্থিত আলোকের ন্যায়, সর্ব্বপ্রকাশক ভাবে চির বিদ্যমান রহিয়াছেন; ইনিই চিত্তাতিরিক্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। চিত্ত ইঁহারই দৃশ্য পদার্থ। তবে এত সূক্ষ্ম শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন যে, স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য, দর্পণের স্বচ্ছত্ব নিবন্ধন দর্পণকে অবভাসিত করিবার উপলক্ষে, দর্পণ ও সূর্য্য এক হইয়া, প্রতিবিম্বাকারে পরিণত হয়! সেইরূপ চৈতন্যের সাহচর্য্যে চিত্তের সত্ত্বগুণ প্রতিবিম্বিতের ন্যায় হইয়া, স্বাধীন আমি-মূর্ত্তিতে প্রতীত হয়। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বও যেমন স্বাধীন ভাবে আঁধার ঘরকে আলোকিত করে, সেইরূপ চৈতন্য সহায়ে চেতনবৎ চিত্তও বিষয়কে স্বয়ং প্রকাশ করিবার ন্যায়, ব্যবহার করে বটে; কিন্তু ওটী তাহার নিজের গুণ নহে; সূর্য্য-সন্নিধানে ধারকরা গুণে যেমন দর্পণ অন্ধকার গৃহকে আলোকিত করে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের নিকট হইতে ধারকরা শক্তিতে চিত্তও ঐরূপ বিষয়কে বুঝেন। চৈতন্যের অন্তর্ধানে চিত্তে আর পরপ্রকাশক শক্তি থাকে না। অগ্নির সাহায্যে লৌহ দ্রবীভূত হইয়া, ছাঁচের আকারে যেমন পরিণত হয়, চৈতন্যের সাহায্যে চিত্তও চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া, জ্ঞানবানের ন্যায় কার্য্য করে। এই জ্ঞান-কার্য্য স্বনিষ্ঠ এবং পরনিষ্ঠ ভেদে দুই প্রকার। এক সময় ক্ষুধা বা পিপাসাদির অনুরোধে ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার দ্বারা চিত্ত বিষয়ের রসাস্বাদন করে, আবার বাহ্যরস ত্যাগ করিয়া, আপনাতে ভীত বা ক্রুদ্ধ ভাব যাহা উদ্বোধিত হইতেছিল, এই স্বনিষ্ঠ ভাবেরও অনুভব করে। পর এবং আপন উভয় ভাবকে একত্র অনুভব করা সঙ্গত নহে। আমি সুখী বা দুঃখী বলিয়া নির্ণয় করা, বিচার-মূলা বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু বুদ্ধি যে উত্তম বিচার করে নাই, বলিয়া নির্ণয় করা, সাক্ষীভূত জ্ঞানের কার্য্য নহে বলিলে, তদুদ্বোধার্থ অন্য একটী বুদ্ধিকে স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে,

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২২ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং (দ্রষ্টা চেতনঃ পুরুষঃ, দৃশ্যঃ শব্দাদি বিষয়ঃ, তাভ্যাং উপরক্তং সম্বদ্ধং চেতনানুগ্রহাৎ তচ্ছায়াপত্যা চেতনায়মানং তথা গৃহীতবিষয়াকার-পরিণামং) চিত্তং (যদা ভবতি তদা) তৎ সর্ব্বার্থং সর্ব্বার্থগ্রহণক্ষমং (চেতনাচেতনং সর্ব্বং বিষয়ত্বেন গৃহ্লাতি) ॥ ২২ ॥

দ্রষ্টা পুরুষস্তেনোপরক্তং তৎসন্নিধানে তদ্রূপতামিব প্রাপ্নোতি দৃশ্যোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি তদা তদেব চিত্তং সর্ব্বার্থগ্রহণসমর্থং ভবতি। যথা নির্ম্মলং স্ফটিকদর্পণাদ্যেব প্রতিবিম্বগ্রহণসমর্থমেবং রজস্তমোভ্যামনভিভূতং সত্ত্বং শুদ্ধত্বাৎ চিচ্ছায়াগ্রহণসমর্থং ভবতি ন পুনরশুদ্ধত্বাদ্রজস্তমসী তদ্‌ন্যগ্‌ভূতরজস্তমোরূপমঙ্গিতয়া সত্ত্বং নিশ্চলপ্রদীপশিখাকারং সদৈকরূপতয়া অপরিণমমানং চিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যাদামোক্ষপ্রাপ্তেরবতিষ্ঠতে ! যথা অয়স্কান্তসন্নিধানে লোহস্য চলনমাবির্ভবতি এবং চিদ্রূপপুরুষসন্নিধানে সত্ত্বস্যাভিব্যঙ্গ্যমভিব্যজ্যতে চৈতন্যম্। অতএব অস্মিন্ দর্শনে দ্বে চিচ্ছক্তী। নিত্যোদিতাভিব্যঙ্গ্যা চ। নিত্যোদিতা

সুতরাং চিত্তে উভয় জ্ঞাতা স্বরূপ পুরুষ এবং জ্ঞেয় স্বরূপ আভাস।

তাহাকে বুঝিতে আবার অন্য বুদ্ধি. এই প্রকারে অনন্ত বুদ্ধিতত্ত্বের স্বীকারে, বিচার ভ্রান্তি-মূলক হইয়া পড়ে; এবং স্মৃতি ও সংস্কারের ধারা-বাহিকত্ব ভাবও থাকিতে পারে না। অতএব দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায়, চিত্তে জ্ঞানস্বরূপের সংস্রবেই চিত্ত স্বয়ং অবলোকিত হয়; এবং নিজে আলোকিত এবং চেতনায়মান হইয়া, জড় পদার্থের সম্বন্ধ অবধারণ করে; এবং সুখ দুঃখাদিরও অনুভব করে। চিত্ত যে অনুভব বা উপভোগ করে, তাহাও নিরাময় সাক্ষী চৈতন্যে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ ॥

সাংখ্য তত্ত্ব-কৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে যে, "তস্মাত্তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি"। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সন্নিধি নিবন্ধন, অচেতনা প্রকৃতি চেতনবৎ ক্রিয়া করে; এবং নিঃসঙ্গ নিকর্ম্মা কেবল চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষও প্রকৃতির সহবাসে ভোগী বা কর্ম্মীরূপে প্রতীত হন। এস্থলে নির্ম্মল স্ফটিক বা দর্পণ একটী উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। অর্থাৎ স্বচ্ছ দর্পণের সান্নিধ্য নিবন্ধন সূর্য্য যেমন দর্পণকে আলোকিত করিবার উপলক্ষে, স্বয়ং দর্পণে প্রতিবিম্বিত হন; এবং দর্পণে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় ভান হয়, সেইরূপ

চিচ্ছক্তিঃ পুরুষে তৎসন্নিধানাদভিব্যক্তমভিব্যঙ্গ্যচৈতন্যং সত্ত্বমভিব্যজ্য চিচ্ছক্তিস্তদত্যন্তসন্নিহিতত্বাদন্তরঙ্গং পুরুষস্য ভোগ্যতাং প্রতিপদ্যতে। তদেব শান্তব্রহ্মবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ পুরুষস্য পরমাত্মনোঽধিষ্ঠেয়ং কর্ম্মানুরূপং সুখদুঃখভোক্তৃতয়া ব্যপদিশ্যতে। যত্তদুদ্রিক্তত্বাদেকস্যাপি গুণস্য কদাচিৎ কস্যচিদঙ্গিত্বাৎ ত্রিগুণং প্রতিক্ষণং পরিণমমানং সুখদুঃখমোহাত্মকমনির্ম্মলং তস্মিন্ কর্ম্মানুরূপে শুদ্ধে সত্ত্বে স্বাকারসমর্পণদ্বারেণ সম্বেদ্যতামাপাদয়তি। তৎ শুদ্ধমাত্মত চিত্তসত্ত্বমেকঃ প্রতিসংক্রান্তচিচ্ছায়মস্তো গৃহীতবিষয়াকারেণ চিত্তেন উপঢৌকিতমাকারং চিৎসংক্রান্তিবলাৎ চেতনায়মানং বাস্তবচৈতন্যাভাবেঽপি সুখদুঃখস্বরূপং ভোগমনুভবতি। স এব

শব্দাদি বিষয় সমূহের প্রতিবিম্ব তুল্যরূপে নিপতিত হওয়ায়, চিত্তই উভয় জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের আধার-রূপে পরিচিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

আভাস।

বিভু জ্ঞান সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিলেও, সর্ব্বত্র আমি ভাবে প্রতিবিম্বিত হন না। তবে সূর্য্য উদিত হইয়া, কিরণ প্রদানে সকল পদার্থকে আলোকিত করেন সত্য, কিন্তু যে পদার্থ বিশেষ স্বচ্ছ, তাহাকে প্রকাশ করেন এবং তদন্তরে প্রতিবিম্বিতও হন। স্বচ্ছ পদার্থের এই একটী অপূর্ব্বত্ব আমরা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত করিতেছি যে, দর্পণ বা স্বচ্ছ সরোবর সূর্য্যের সাহায্যে আলোকিত এবং অবভাসিত হয়; এবং আপনার অন্তরে মালিন্য না থাকায়, অবভাসক সূর্য্যকেও অন্তরে গ্রহণ করত, প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে এবং সূর্য্যালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া, স্বয়ং প্রকাশ-শক্তি বিশিষ্ট হয়; যাহার বলে সে আবার একটী সূর্য্যসদৃশ ভাবের প্রদানে, প্রচ্ছন্ন গৃহাভ্যন্তরে আলোক দান করে এবং সূর্য্য-প্রতিবিম্ব অন্তরে গ্রহণের ন্যায়, বাহ্য বিষয়ের অর্থাৎ তীরতরুর ছায়া বা নিকটে দণ্ডায়মান পুরুষের মুখপ্রতিবিম্বও গ্রহণ করিতে পারে। এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশক হইলেও, স্বচ্ছ প্রকাশ্যের নিকট নিজ-গুণে প্রকাশ্যও হইয়া থাকেন। কারণ জল নিজে কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। তীর-তরু প্রভৃতি সমস্তই জল-জাতীয় পদার্থ। সুতরাং সরোবর আলো না পাইলে, কাহাকেও আলোকিত বা প্রকাশিত করিতে পারে না। কিন্তু সূর্য্যের উদয়ে যখনই আলোকিত হইল, অমনি তীরতরুর ছায়া গ্রহণে অধিকারী হইল। এদিকে সূর্য্যদেব সরোবরের জলকে আলোকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেও তথায় প্রতিবিম্বাকারে অবভাসিত হইলেন। ঐরূপ সর্ব্বব্যাপী বিভু

ভোগোঽত্যন্তসান্নিধ্যেন বিবেকাগ্রহণাৎ অভোক্তুরপি পুরুষস্য ভোগ ইতি ব্যপদিশ্যতে। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ বিন্ধ্যবাসিনোক্তং "সত্ত্বতপ্যত্বমেব পুরুষতপ্যত্বমিতি"। অন্যত্রাপি "বিম্বমানচ্ছায়াসদৃশচ্ছায়োদ্ভবঃ প্রতিবিম্বশব্দেনোচ্যতে। এবং সত্ত্বেঽপি পৌরুষেয়চিচ্ছায়াসদৃশচিদভিব্যক্তিঃ প্রতিসংক্রান্তিশব্দার্থঃ" ইতি ॥ ২২ ॥ ননু প্রতিবিম্বং নামানির্ম্মলস্য নিয়তপরিমাণস্য নির্ম্মলে দৃষ্টং যথা মুখস্য দর্পণে। অত্যন্তনির্ম্মলস্য ব্যাপকস্য অপরিণামিনঃ পুরুষস্য তস্মাদত্যন্তনির্ম্মলাৎ পুরুষাদনির্ম্মলে সত্ত্বে কথং প্রতিবিম্বনমুপপদ্যতে। উচ্যতে প্রতিবিম্বনস্য স্বরূপমনবগচ্ছতা ভবতেদমভ্যধায়ি। যৈব সত্ত্বগতায়া অভিব্যঙ্গ্যায়াশ্চিচ্ছক্তেঃ পুরুষস্য সান্নি-

---

চৈতন্য সর্ব্বত্র প্রসারিত স্বকীয় বৈষ্ণবী শক্তির অনন্ত ভাবকে অবভাসিত করিতে গিয়া, স্বয়ং তাঁহার মূর্ত্তি বা আকার অনুসারে প্রতিবিম্বিতের ন্যায়, তথায় অবভাসিত হন। অর্থাৎ তদীয়া শক্তি তাঁহার ঈক্ষণে অবভাসিত হইবার উপলক্ষে, অবভাসক ভাবকেও অবধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। স্থূল পদার্থকে সূর্য্য প্রকাশ করেন মাত্র; কিন্তু প্রতিবিম্বাকারে তথায় আত্মসমর্পণ করেন না। স্থূল পদার্থকে জ্ঞান বুঝেন বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণে ধরা পড়েন না। স্বচ্ছ পদার্থ জল বা দর্পণকে প্রকাশ করিতে গিয়া, সূর্য্য যেমন তাহাতে নিজেও ধরা পড়িলেন, জীব-চিত্তকে প্রকাশিত করিতে গিয়া, চৈতন্যময় পরমাত্মা পুরুষাকারে তথায় অবভাসিত হইতেছেন। দর্পণ বা সরোবরের ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্ব অনুসারে সূর্য্য প্রতিবিম্বেরও যেমন ন্যূনাধিক আকারাদির পরিচয় হয়, তদ্রূপ চিত্তের পরিমাণ ও শুদ্ধিত্ব অনুসারে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেরও ন্যূনাধিক ভাব ও আকারের পরিচয় হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান স্বরূপের দ্বারা জ্ঞেয় চিত্ত যেমন অবভাসিত হয়, আবার জ্ঞান স্বরূপকেও চিত্ত আত্মভাবে গ্রহণ করে। এদিকে আলোকিত সরোবর যেমন তীরতরুর ছায়া আত্মবক্ষে গ্রহণ করে, সেইরূপ চিত্তও ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার দ্বারা আনীত বিষয় মূর্ত্তিকেও অন্তরে ধারণা করে। অতএব চিত্তে চারি প্রকার ক্রিয়ার পরিচয় সর্ব্বদা অনুভূত হয়। প্রথম চিদানন্দের অনুগ্রহে অবভাসিত, সুতরাং চেতনায়মান হইয়া বিষয়াবভাসনে অধিকারী; এবং চিদানন্দের ভাব গ্রহণে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় হইয়া পুরুষাকারে পরিণত এবং বিষয়ের ভাব গ্রহণে বিষয়াকারে পরিণত। অতএব সংসার-প্রবাহে চিত্তই সর্ব্বস্ব ধন। তাই সাংখ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বং পুরুষোপভোগং যস্মাৎ সাধয়তি বুদ্ধিঃ। সৈবচ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করেন

ধ্যাদভিব্যক্তিঃ সৈব প্রতিবিম্বমুচ্যতে যাদৃশী পুরুষগতা চিচ্ছক্তিস্তচ্ছায়াপ্যত্রাবির্ভবতি। যদপ্যুক্তমত্যন্তনির্ম্মলঃ পুরুষঃ কথমনির্ম্মলে সত্ত্বে প্রতিসংক্রামতীতি তদপ্যনৈকান্তিকঃ নৈর্ম্মল্যাদপকৃষ্টেঽপি জলাদাবাদিত্যাদয়ঃ প্রতিসংক্রান্তাঃ সমুপলভ্যন্তে যদপ্যুক্তমনবচ্ছিন্নস্য নাস্তি প্রতিসংক্রান্তিরিতি তদপ্যযুক্তং ব্যাপকস্যাপ্যাকাশস্য দর্পণাদৌ প্রতিসংক্রান্তিদর্শনাৎ এবং সতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ প্রতিবিম্বদর্শনস্য। নন্ সাত্ত্বিকপরিণামরূপে বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষসন্নিধানাদভিব্যঙ্গায়া-

---

না; চিত্তের মধ্য দিয়া বিষয়ের সম্পর্ক করেন। চিত্তও স্বয়ং বিষয়ের সম্পর্ক করে না; চৈতন্যের সাহায্য লাভে চেতন হইয়া, বিষয়ের সম্পর্ক করিতে অধিকারী হয়। তখন একা বুদ্ধিই প্রকাশ্য চিত্ত ও প্রকাশক চৈতন্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে অবধারিত করাইয়া, ভোগ এবং মোক্ষের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবী শক্তি মূলা প্রকৃতিতে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ নামে দুইটী শক্তির নিরন্তর পরিচয় হইয়া থাকে। একবার বীজটী প্রসারিত হইয়া, বৃক্ষে পরিণত হয়, এবং বৃক্ষটীও আবার সঙ্কুচিত হইয়া, পুনরায় বীজরূপে পরিণত হয়। এই বীজমধ্যে একটী পূর্ণ বৃক্ষের অবয়ব সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। মানব মাতৃগর্ভে একটী ক্ষুদ্র শিশু মূর্ত্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করে এবং ক্রমশঃ প্রসারণ শক্তি বলে যৌবন-পদবীতে আরোহণ পূর্ব্বক, পুনরায় সঙ্কোচন স্রোতে পতিত হইয়া, বার্দ্ধক্য লাভ করে; এবং সঙ্কোচনের শেষ মাত্রাতে উপনীত হইয়া, মৃত্যু গ্রাসে প্রবিষ্ট হয়। পুনরায় প্রসারণ বলে জন্ম পরিগ্রহ করে। আমরা যে দিকেই নয়ন ফিরাই, অণু পরমাণু হইতে পরম মহৎ পদার্থে পর্য্যন্ত এই সঙ্কোচন এবং প্রসারণ শক্তিরই নিরন্তর ব্যবস্থা সর্ব্বদাই প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবিত কূর্ম্ম-শরীর হইতে প্রসারিত হইয়া, তাহার হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবার বাহিরে প্রকাশমান হয়, আবার তাহারই শরীরে উক্ত অঙ্গাদি নিবিশমান হইয়া, কেবল কূর্ম্ম শরীরটী মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সঙ্কোচন এবং প্রসারণ নামক শক্তিদ্বয় সেই কূর্ম্মের শরীরই সৃষ্ট করে; এবং উভয় ব্যাপারের আশ্রয়-রূপে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতির গুণত্রয় নামে যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোরূপ শক্তিত্রয়ের উক্তি শাস্ত্রকারগণ করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত শক্তিরই অনুরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছে। রজোগুণে প্রসারণ, তমোগুণে সঙ্কোচন এবং এই দ্বিবিধ ব্যাপার যাহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক সংঘটিত হইতেছে, তাহাই সকলের আশ্রয়-স্বরূপ সত্ত্বগুণ। এই সত্ত্বগুণই আশ্রয়ী মূর্ত্তিতে উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপার সহ্য করিতেছে। এই সত্ত্বের কখন বিনাশ বা

শ্চিচ্ছক্তের্বৃত্ত্যাকারসংক্রান্তৌ পুরুষস্য সুখরূপোভোগ ইত্যুক্তং তদনুপপন্নং তদেব চিত্তসত্ত্বং প্রকৃতেরপরিণতায়াং কথং সম্ভবতি কিমর্থশ্চ তস্যাঃ পরিণামঃ। অথোচ্যেত পুরুষস্যার্থোপভোগসম্পাদনং ত্বয়া কর্ত্তব্যম্। অতঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়াঽস্যা যুক্ত এব পরিণামঃ। তচ্চানুপপন্নং পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়া এবানুপপত্তেঃ পুরুষার্থো ময়া কর্ত্তব্য এবন্বিধোঽধ্যবসায়ঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতোচ্যতে। জড়ায়শ্চ প্রকৃতেঃ কথং প্রথমমেবন্বিধোঽধ্যবসায়ঃ। অস্তি চেদধ্যবসায়ঃ কথং জড়ত্বম্। অত্রোচ্যতে অনুলোমপ্রতিলোমলক্ষণপরিণামদ্বয়ে সহজং শক্তিদ্বয়মস্তি তদেব পুরুষার্থকর্ত্তব্যতা

লোপাপত্তি হয় না। এই সত্ত্বই পরমাত্ম-স্বরূপের বৈষ্ণবী শক্তি; যাহাতে রজোগুণ ও তমো গুণ অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে অবস্থান করে এবং সৃষ্টির আদিতে উক্ত শক্তি-দ্বয়ের উত্তেজনায় গুণ-বৈষম্যের দ্বারা বৈচিত্র্যের উদয় হয় এবং প্রলয়ে উক্তগুণত্রয়ের সাম্যভাবের উপস্থিতিতে এক সত্ত্বেরই উদ্ভাসন মাত্র থাকে। যখন রজঃ এবং তমোগুণ সত্ত্বেই বিলীন হইয়া পড়ে, তৎকালে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবের পরিচয়ে, বৈচিত্র্যের নিবারণ হয়। সচ্চিদানন্দময়ের সদ্ভাবই উক্ত সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। এই সত্ত্বগুণই জগতের মূল সত্তা, যাহা ঈশ্বর-শক্তির অভিন্ন-ভাবে নিয়ত বিদ্যমান থাকিয়া, সৃষ্টিকালে মায়া, প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত এবং প্রলয়ে পরম পুরুষ পরমাত্মাতে তদীয় সৎরূপে পরিকল্পিত। রজঃ এবং তমোগুণে অনভিভূত অতএব সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই চিচ্ছায়া গ্রহণে সমর্থ হয়। অতএব কূর্ম্ম-শরীরে নিবিশমান তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়, সত্ত্ব-কলেবরে যখন রজঃ এবং তমোগুণ নিবিশমান হয়, তখনই তাদৃশ চিত্তে কোন পরিণামের সম্ভাবনা থাকে না; এবং চৈতন্যস্বরূপের পূর্ণ বিকাশে মুক্তি পর্য্যন্ত জীব-হৃদয়ে বিরাজমান হয়।

চৈতন্যস্বরূপ পরম পুরুষে চিচ্ছক্তি দুই প্রকারে ভান হইয়া থাকে; প্রথমতঃ স্বপ্রকাশ নিত্যোদিত ভাবে, অপরটী পরপ্রকাশ অভিব্যঙ্গ ভাবে। এই নিত্যোদিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সন্নিধি-নিবন্ধন প্রাপ্ত-চৈতন্য-মূর্ত্তিতে চিত্তসত্ত্ব অবভাসিত হয়; এবং এই অভিব্যক্ত চৈতন্যভাগে কর্ম্মানুরূপ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ভাবেরও সম্পাদন হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিদাভাস-বিশিষ্ট সত্ত্বগুণ অঙ্গিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, অঙ্গরূপ রজঃ এবং তমোগুণে যখন আলোড়িত হয়, তখনই আমি কর্ত্তা এবং সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া, চিদাভাসে ভান হইতে থাকে। তৎকালে এই চিত্তসত্ত্ব একদিকে চৈতন্যের ছায়া লাভে স্বয়ং চেতন পুরুষরূপে প্রতীত, আবার ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার দ্বারা আনীত বিষয়াকারের প্রতিবিম্ব লাভে আকারিত হয়। সুতরাং চৈতন্যলাভে স্বপ্রকাশ অহংভাববিশিষ্ট চিত্ত চেতনায়মান

উচ্যতে সা চ শক্তিরচেতনায়া অপি প্রকৃতেঃ সহজৈব তত্র মহদাদিমহাভূত-পর্য্যন্তোঽস্যা বহির্মুখতয়াঽনুলোমঃ পরিণামঃ, পুনঃ স্বকারণানুপ্রবেশনদ্বারেণা-স্মিতান্তঃ পরিণামঃ, প্রতিলোমঃ। ইত্থং পুরুষস্য ভোগপরিসমাপ্তেঃ সহজশক্তিদ্বয়ক্ষয়াৎ কৃতার্থা প্রকৃতির্ন পুনঃ পরিণামমারভতে। এবম্বিধায়াঞ্চ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়াং জড়ায়া অপি প্রকৃতের্ন কাচিদনুপপত্তিঃ। ননু যদি ঈদৃশী শক্তিঃ সহজৈব প্রধানস্যাস্তি তৎ কিমর্থং মোক্ষার্থিভি র্মোক্ষায় যত্নঃ ক্রিয়তে। মোক্ষস্য চানর্থনীয়ত্বে

হইলেও, বাস্তবিক স্বপ্রকাশ চৈতন্যের অভাবেও সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। এ ভোগটী কেবল অত্যন্ত নৈকট্য নিবন্ধন, চিত্তও চৈতন্যের পার্থক্য চিন্তা যেন অসম্ভব বোধ হওয়াতেই, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অভোক্তা পুরুষেরও ভোগ-ভাবের প্রতিপাদন হয়। পত্নীকে নিতান্ত আপনার বলিয়া বোধ করিলে, পত্নীকৃত কর্ম্মকে স্বকৃত বলিয়া যেমন স্বীকার করা হয়, সেইরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত সুখ দুঃখাদিকে চিত্তস্থ চৈতন্য আপন-বোধে বিরক্ত হন। চঞ্চল স্রোতঃশীল জলে প্রতিবিম্বিত আকাশস্থ দিবাকর যেমন চঞ্চল বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও বিষয়াকারে আকারিতের ন্যায়, পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিষয়ের ছায়া যে চিত্তসত্ত্বে নিপতিত হয়, চৈতন্যের ছায়া তাদৃশ স্থানে কিরূপে নিপতিত হইবে? কারণ স্থূলের ছায়া বা প্রতিবিম্ব তদপেক্ষা সূক্ষ্মে নিপতিত হইয়া থাকে, সত্য! কিন্তু সূক্ষ্মের ছায়া স্থূল কিরূপে গ্রহণ করে? তদুত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, স্থূল সূক্ষ্ম বিচারে ছায়ার বা প্রতিবিম্বের গ্রহণ বা অগ্রহণ হয় না। কারণ অতি সূক্ষ্ম অনেক তত্ত্ব আছে, যাহাতে তদপেক্ষা স্থূলের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; অথচ অতি স্থূল কাষ্ঠ বা পাষাণও যদি অতি মসৃণ অর্থাৎ অতি সমতল হয়, তাহাতেও মুখাদির প্রতিবিম্ব প্রতীত হয়; অথচ ভগ্ন দর্পণে পূর্ণ মুখও ভগ্ন এবং বিকৃত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সমতলত্বই প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতা। যাহার সম্মুখ ভাগ সমতল নহে, তাহার চিক্কণ ভাব নাই এবং প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতাও হয় না। একখানি প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড প্রথম পর্ব্বত নির্মুক্ত হইয়া, অপরিষ্কৃত ভাবে যখন থাকে, তখন তাহার মূর্ত্তি অতি কদর্য্য। আবার তাহাকে সমতল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া, ঘর্ষণাদির দ্বারা উত্তম চিক্কণ করত, সমতল করিতে পারিলে, তাহাই আবার মুখাদির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। অতএব যাহার সম্মুখ-ভাগে উচ্চ নীচ প্রভৃতি বন্ধুর ভাব থাকে, সে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না।

তদুপদেশক-শাস্ত্রস্যানর্থক্যং স্যাৎ। উচ্যতে যোঽয়ং প্রকৃতিপুরুষযোরনাদির্ভোগ্য-ভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধস্তস্মিন্ সতি ব্যক্তচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানাৎ দুঃখানুভবে সতি কথমিয়ং দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মম স্যাদিতি ভবত্যেবাধ্যবসায়ঃ। অতো দুঃখনিবৃত্ত্যুপায়োপদেশক-শাস্ত্রোপদেশাপেক্ষাস্ত্যেব প্রধানস্য, তথাভূতমেব কর্ম্মানুরূপবুদ্ধিসত্ত্বং শাস্ত্রোপদেশস্য বিষয়ঃ। দর্শনান্তরেষপ্যেবংবিধ এবাবিদ্যাস্বভাবঃ শাস্ত্রেষ্বধিক্রিয়তে। স চ মোক্ষায় প্রযতমান এবম্বিধশাস্ত্রোপদেশং সহকারিণমপেক্ষ্য

চিত্ত-সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের সংস্পর্শে সঙ্কোচ এবং বিকাশ ধর্ম্মের অনুরোধে সমভাবকে ক্রমশ পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখনই চিচ্ছায়া গ্রহণে ক্রমশ অসমর্থ হইতে থাকে এবং ক্রমশ তত্ত্বান্তর হইতে হইতে, অনুলোম গতিতে মহাভূতাদিতে পরিণত হয়; তখন চিৎ সংক্রমণের অভাবে জড় নামে অভিব্যক্ত; আবার প্রতিলোম পরিণামে ক্রমশ সমভাবকে আনয়নের উপলক্ষে ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্তরূপে বিপরিণত হইয়া, কেবল শুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হয়, তখনই চিদানন্দের পূর্ণ সত্ত্বার ভানে জীব কৃতার্থ হয়। অর্থাৎ স্বচ্ছ দর্পণে মুখাদির প্রতিবিম্বনের সহিত, সর্ব্বাবভাসক দিবাকরের প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হইলে, দর্পণের কার্য্য সমাপ্ত হইল; সেইরূপ একটী বিরাট্ চিত্তে প্রথম সত্ত্বগুণের বৈষম্যের সূত্রপাতে, একটী বিরাট্ পুরুষ চৈতন্যের প্রতিবিম্বনে পরমেশ মূর্ত্তির সূত্রপাত হইল। এদিকে পরমা বৈষ্ণবী শক্তিরও প্রাদুর্ভাব হইল। তৎকালে অভিব্যঙ্গা চিচ্ছক্তি জানিবার নিমিত্ত চিত্তকে প্রসারিত হইবার শক্তি সমর্পণ করিলেন এবং বৈষ্ণবী-শক্তি মায়া বা প্রকৃতি যতই বিকৃতি লাভে বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইলেন, ততই অনন্ত জীবত্বের সাধন হইতে লাগিল। একখণ্ড মেঘে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অখণ্ড মণ্ডলাকার মেঘধনুর প্রকাশ করিল বটে, আবার মেঘস্থিত তুষারাকারের জলকণা সমূহও প্রত্যেকে নিজের আয়তন মত, এক একটী ক্ষুদ্র রামধনুর প্রকাশ করে, সেইরূপ অখণ্ড মায়াতে পরমেশের প্রতীতি হইলেও, ক্ষুদ্র কল্পিত চিত্তেও জীবত্বের প্রতীতি হইতেছে। মায়াতে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ শক্তি স্বতঃসিদ্ধই আছে। এই শক্তি বলে অনুলোম গতিতে বা প্রসারণ শক্তি বলে যতই স্থূল হইতে স্থূলতম মহাভূতাদি ভাবে প্রকৃতি প্রসারিত হইতে থাকেন, অভিব্যঙ্গা চিচ্ছক্তি তাহার দর্শনের উপলক্ষেও ভোগ করিতে থাকেন; এবং সঙ্কোচন শক্তিবলে যতই প্রতিলোম পরিণামের পরিচয় হইতে থাকে, ততই ভোগের নিবৃত্তিতে অপবর্গের অভিমুখে অভিব্যঙ্গা চিচ্ছক্তি অগ্রসর হইতে থাকেন। এই প্রকারে ক্রমশ ক্ষিতি জলে, জল

মোক্ষাখ্যং ফলমাসাদয়ন্তি। সর্ব্বাণ্যেব কার্য্যাণি প্রাপ্তায়াং সামগ্র্যামাত্মানং লভন্তে। অস্য প্রতিলোমদ্বারেণৈবোৎপাদ্যস্য মোক্ষাখ্যস্য কার্য্যস্যাদৃষ্টস্যেব সামগ্রী প্রমাণেন নিশ্চিতা প্রকারান্তরেণানুপপত্তেঃ। অতস্তাং বিনা কথং ভবিতুমর্হতি। অতঃ স্থিতমেতৎ সংক্রান্তবিষয়োপরাগমভিব্যক্তচিচ্ছায়ং বুদ্ধিসত্ত্বং বিষয়নিশ্চয়দ্বারেণ সমগ্রাং লোকযাত্রাং নির্ব্বাহয়তীতি এবম্বিধমেব চিত্তং পশ্যন্তো ভ্রান্তাঃ স্বসম্বেদনচিত্তমাত্রং জগদিত্যেবং ব্রুবাণাঃ প্রতিবোধিতা ভবন্তিঃ ॥ ২২ ॥ ননু যদ্যেবম্বিধাদেব চিত্তাৎ সকল-ব্যবহার-নিষ্পত্তিঃ কথং প্রমাণশূন্যো দ্রষ্টাভ্যুপপদ্যত ইত্যাশঙ্ক্য দ্রষ্টুঃ প্রমাণমাহ।

অনলে, অনল অনিলে এবং অনিল আকাশ তত্ত্বে প্রলীন হইয়া, শেষ পরিণামে বিশুদ্ধ চিত্ত-সত্ত্বে সকলের অবসান হয়; তখন অভিব্যঙ্গা চিচ্ছক্তি নিত্যোদিতা ভাবের পুনঃ প্রাপ্তিতে, অখণ্ড একরস আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া, চিরমুক্তি লাভ করেন। যদিও প্রকৃতির অনুলোম এবং প্রতিলোম গমনটীকে তাহার সহজ শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানের আশ্রয়ে, উক্ত গতির হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। বিচারাত্মিকা বুদ্ধি উক্ত গতিকে সত্বর ও সুখসাধ্য বা বিলম্বে নিষ্পাদ্য ও দুঃখসাধ্য করিতে পারে। সুতরাং মানব-বুদ্ধির অধীনে সংসার। অতএব বিষয়-প্রতিবিম্ব লাভে সংস্কৃত এবং চিৎসংক্রমণ লাভে চেতনায়মান এক চিত্তসত্ত্ব বুদ্ধিই বিষয়-বিচারের দ্বারা যাবদীয় ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছে। যাহারা ঘোর অজ্ঞানী, তাহারা বুদ্ধিসত্ত্বের তাদৃশ আধেয় গুণদ্বয়কে তাহার সহজ শক্তি বিবেচনায়, জ্ঞানান্তর পুরুষ-চৈতন্যের স্বীকার করিতে চাহে না; তাহাদিগের ভ্রম-সংশোধনার্থ দ্রষ্টৃস্বরূপের স্বীকারার্থ, পরবর্ত্তী সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥

এক চিত্তের দ্বারাই যখন সকল কার্য্যের সম্পাদন হয়, তখন অদৃষ্ট অশ্রুতচর পৌরুষের চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কি আবশ্যক? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, চিত্তও স্বাধীন নহে। সেও মিলিত বস্তু এবং অসংখ্য বাসনা-জালে জড়িত। তাহার এত সংগ্রহ নিশ্চয়ই অন্য একজনের জন্য, সন্দেহ নাই। একটী অট্টালিকার অভ্যন্তরে শয্যা, আসনাদি বহুবিধ ভোগোপকরণ সংগৃহীত দর্শন করিলে, কেহ একজন অট্টালিকাতিরিক্ত ভোগ-কর্ত্তা অবশ্য আছেন বলিয়া, প্রতীত হয়। সুতরাং চিত্ত যখন স্বয়ং ত্রিগুণাত্মক এবং বহুবিধ ত্রিগুণাত্মক সংস্কার ও বাসনা সংগ্রহে বিদ্যমান থাকে, তখন নিশ্চয়ই একজন গুণাতীত পরম-জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষী চৈতন্যের আবশ্যক; নতুবা সমস্তই নিরর্থক হইয়া

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

তৎ চিত্তং অসংখ্যেয়-বাসনাভিঃ বহুভিঃ সংস্কারৈঃ, চিত্রং নানারূপং, অপি সংহত্যকারিত্বাৎ (বহুভি র্দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ মিলিত্বা ভোগাদি কার্য্যকারিত্বাৎ) পরার্থং এব; পরস্য ভোক্তুঃ পুরুষস্য অর্থঃ ভোগশ্চাপবর্গঃ চ তৌ সাধয়তীতি ॥ ২৩ ॥

তদেব চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্বাসনাভিশ্চিত্রমপি নানারূপমপি পরার্থং পরস্য স্বামিনো ভোক্তুর্ভোগাপবর্গলক্ষণমর্থং সাধয়তীতি কুতঃ সংহত্যকারিত্বাৎ সংহত্য সম্ভূয় মিলিত্বাহর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ যচ্চ সংহত্যার্থক্রিয়াকারি তৎপরার্থং দৃষ্টং যথা শয়নাসনাদি। সত্ত্বরজস্তমাংসি চ চিত্তলক্ষণপরিণামভাঞ্জি সংহত্যকারীণি চাতঃ পরার্থানি। যঃ পরঃ স পুরুষঃ। নন্বু যাদৃশেন শয়নাসনাদীনাং পরেণ শরীরবতা পারার্থ্যমুপলব্ধং তদ্দৃষ্টান্তবলেন তাদৃশ এব পরঃ সিদ্ধ্যতি যাদৃশশ্চ ভবতাং পরোহসংহতরূপোহভিপ্রেতস্তদ্বিপরীতস্য সিদ্ধেরয়মিষ্টবিঘাতকৃদ্ধেতুঃ। উচ্যতে। যদ্যপি

অতএব চিত্ত যখন অনাদি এবং অসংখ্য সংস্কারের আশ্রয়, এবং অহঙ্কার, মন এবং দশবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্মিলিত হইয়া,

আভাস।

পড়ে। এতদর্থে শ্রুতিও সাক্ষ্য দিয়াছেন যথা; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ যেমন গৃহাদি সুখসেব্য সামগ্রী সমূহ তদপেক্ষা সম্পূর্ণ পর একটী প্রভু মানব-দেহকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ স্থূলদেহও তদপেক্ষা পর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-গ্রামকে অপেক্ষা করত, তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। দশবিধ ইন্দ্রিয়গ্রামও যখন মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন সে কার্য্যও তাহাদের নিজেদের জন্য নহে; অপর একজন, "মনের" তথায় অপেক্ষা আছে; যাহার ইষ্ট বা অনিষ্টের উপর নির্ভর দিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাম কার্য্য করে। আবার মনকেও অবলম্বন করিলে, দেখা যায় যে, তাহারও সংকল্প-বিকল্পাদি ক্রিয়া প্রভৃত সংস্কার-বশে চলিতেছে; তখন সে মনও স্বাধীন নহে। সেও অপর একজন বুদ্ধির ভৃত্যত্ব স্বীকারে কার্য্য করিতেছে। এই শুভাশুভ বিচারকারিণী বুদ্ধিও, যাহার শুভ বা অশুভ চিন্তনে কার্য্য করে, সে অহংকার (আমি) বুদ্ধির উপর, অনেক সূক্ষ্মান্তরে অবস্থান করে। মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিও স্বয়ংসিদ্ধা নহে; সেও কাহারও

সামান্যেন পরার্থমাত্রে ব্যাপ্তিগৃহীতা তথাপি সত্বাদিবিলক্ষণধর্মিপর্য্যালোচনয়া তদ্বিলক্ষণ এব ভোক্তা পরঃ সিদ্ধতি। যথা চেন্ধনাবৃতে শিখরিণি বিলক্ষণাদ্ধুমাদ্বহ্নি-রনুমীয়মান ইতরবহ্নিবিলক্ষণশ্চেন্ধনপ্রভব এব প্রতীয়তে। এবমিহাপি বিলক্ষণস্য সত্বাখ্যস্য ভোগ্যস্য পরার্থত্বেহনুমীয়মানে তথাবিধ এব ভোক্তাধিষ্ঠাতা পরশ্চিন্মাত্র-রূপোহসংহতঃ সিদ্ধ্যতি। যদি চ তস্য পরত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বমেব প্রতীয়তে তথাপি তামসেভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রকৃষ্যতে শরীরং, প্রকাশরূপেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাৎ তস্মাদপি প্রকৃষ্যন্তে ইন্দ্রিয়াণি, ততোহপি প্রকৃষ্টং সত্বং প্রকাশরূপং তস্যাপি যঃ প্রকাশকঃ প্রকাশ্যবিলক্ষণঃ স চিদ্রূপ এব ভবতীতি কুতস্তস্য সংহতত্বম্॥ ২৩॥ ইদানীং শাস্ত্রফলং কৈবল্যং নির্ণেতুং দশভিঃ সূত্রৈরুপক্রমতে।

ভোগাদি কার্য্যের সমাপন করে, তখন তদপেক্ষা কেহ এক জন অপর চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ থাকা প্রয়োজন, যাঁহার ভোগ এবং অপবর্গের জন্য ইহারা সকলে একত্রে কার্য্য করে॥ ২৩॥

আভাস।

অংশ-বিশেষ বা বৃত্তিমাত্র; সুতরাং যথেষ্ট স্থূল। তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি আছেন, যাঁহার ক্রমিক স্থূলাবস্থাই চিত্তাদি উত্তরোত্তর তত্ত্বগ্রাম। এক্ষণে এই প্রকৃতিও দৃশ্য। ইহার কার্য্যে প্রবৃত্তির সূচনা যে স্থান হইতে হইতেছে এবং যাঁহার ইচ্ছার বিকাশই প্রকৃতি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম সাক্ষী বিভু চৈতন্যই প্রকৃতির পর বা অতীত বস্তু; যাঁহার প্রতীক্ষায় প্রকৃতি, স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ পতিব্রতা পত্নীর ন্যায়, নিঃস্বার্থে পরার্থের অনুসরণ করিতেছেন। এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে অসংখ্য বাসনা-বিশিষ্ট চিত্তও স্বয়ংসিদ্ধা নহেন। তিনিও যখন স্বয়ং ভোগ্য এবং অনন্ত ভোগবাসনা গর্ভে রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তখন যাঁহার অপেক্ষা, তিনি একজন অবশ্য ভোগাতিরিক্ত স্বয়ংভোক্তা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইবেন! যিনি একান্ত সান্নিধ্য বশত, অভিব্যঙ্গ্য শক্তিতে চিত্তে চিদাভাস-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। যখন পরকে দেখা সমাপ্ত হইবে, তখন আত্মসাক্ষাৎকার ভাবের আগমনে নিজস্বরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের একটী অন্তরঙ্গা এবং একটী অভিব্যঙ্গা শক্তির উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন আমরা অপরকে দেখিবার বা ভাবিবার চেষ্টা করি, তখন আত্মচিন্তা বা আত্মানুভূতি হয় না; এবং আত্মানুভূতিকালে পরানুভূতি

বিশেষ-দর্শিন আত্মভাব-ভাবনানিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

বিশেষ-দর্শিনঃ (তয়োঃ বুদ্ধিপুরুষয়োঃ বিশেষং অন্তরং পশ্যতঃ) যোগিনঃ চিত্তাদন্যঃ শুদ্ধোঽহমিতি আত্মস্বরূপং বিজানতঃ) আত্মভাব-ভাবনা-নিবৃত্তিঃ (আত্মতত্ত্বে আত্মভাবে যা ভাবনা জিজ্ঞাসা, সা নিবর্ত্ততে) ॥ ২৪ ॥

এবং সত্ত্বপুরুষয়োরন্যত্বে সাধিতে যস্তয়োর্ব্বিশেষং পশ্যতি অয়মস্মাদন্য এবংরূপং তস্য বিজ্ঞাতচিত্তরূপসত্ত্বস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে। চিত্তমেব কর্ত্তৃজ্ঞাতৃভোক্তৃ ইত্যভিমানো নিবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ।

যে সাধক এই প্রকারে বুদ্ধি এবং চৈতন্য-স্বরূপের পার্থক্য অবধারণ করিতে পারেন, তিনি আর চিত্তকে আমি বলিয়া মনে করেন না; এবং আত্মভাবের সম্যক্ অবধারণ হইলে, তাঁহার আত্মানুসন্ধানের চিন্তাও বিনিবৃত্ত হইয়া যায় ॥২৪॥

আভাস।

থাকে না। জড়ে এ ধর্ম্ম নাই। জড়ে নিজের অনুভূতিই নাই। সুতরাং পরানুভূতিও নাই। তবে চিত্ত যে পরকে অনুভবাদি করে, সে তাহার করা নহে; তাহার মধ্য দিয়া চিৎস্বরূপের অভিব্যঙ্গ-ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। উক্ত চিত্ত ক্রমশ পরিণত হইয়া, যতই স্থূল মূর্ত্তিতে উপনীত হয়, পরানুভূতি তাহার সর্ব্বত্রই প্রসৃত হইয়া থাকে। আত্মানুভূতি সম্যক্ রূপে কোথায়ও উদ্রিক্ত হয় না। পরানুভূতির নিবৃত্তির দ্বারাই আত্মানুভূতিতে যোগ হয়; এবং তাহার পরাকাষ্ঠই মুক্তি। সূর্য্য সন্নিধানে মেঘোদয়ের ন্যায়, আমাদের জ্ঞানের সমক্ষে মেঘ-সদৃশ অজ্ঞান যখন উদিত হয়, তখনই আমাদের জ্ঞান তাহার তত্ত্বকে অবধারণার্থ অগ্রসর হইতে থাকে; সুতরাং তখন আত্মানুভূতি থাকে না। পরে উক্ত মায়ার তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবধারিত ও মিথ্যা এবং নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, পরানুভূতি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যায়; এবং আত্মানুভূতির ভাব প্রকটিত হইয়া উঠে। ইহাই আত্মসাক্ষাৎকার বা মোক্ষ ॥২৩॥

বিবেকহীন মানব আত্মজ্ঞান-হারা হইয়া, কেবল দেহকেই আত্মজ্ঞানে তাহার প্রতিপালনার্থ যে যত্ন করে, তাহা নহে; দেহের অভিভাবক পুত্র পৌত্র স্বজন বান্ধব, এমন কি! স্বগৃহাদিকেও আপন বোধে আত্মতুল্য যত্নের পরিচয়ে, সময়ে সময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। পুত্রের পুষ্টিতে পিতা পুষ্ট এবং পুত্রের রোগাদিতে পিতা রুগ্নাদি ভাবের পরিচয়ে, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং চিত্তম্॥২৫॥

তদা তস্মিন্ কালে বিবেকনিম্নং (দৃক্‌দৃশ্যয়োর্ভেদঃ বিবেকঃ সঃ এব নিম্নঃ আলম্বন-ভূমিঃ যস্য তথাবিধং) কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং (কৈবল্যং এব প্রাগ্‌ভাবঃ অবধিঃ যস্য তথাবিধং চিত্তং ভবতি) ॥২৫॥

যদস্য অজ্ঞাননিম্নপথং বহির্মুখং বিষয়োপভোগফলং চিত্তমাসীত্তদিদানীং বিবেকমার্গমন্তর্মুখং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং কৈবল্যপ্রারম্ভং সম্পদ্যতে ইতি ॥ ২৫ ॥ অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিত্তে যেঽন্তরায়াঃ প্রাদুর্ভবন্তি তেষাং হেতুপ্রতিপাদনদ্বারেণ ত্যাগোপায়মাহ।

তৎকালে বিষয়-ভোগাদির চিন্তা বিসর্জ্জন করত, দ্রষ্টার স্বরূপ জ্ঞানময় পুরুষ এবং দৃশ্য চিত্ত এই উভয়ের পার্থক্য বোধই চিত্তে নিরন্তর উদিত হইতে থাকে; সুতরাং কৈবল্য লাভের পূর্ব্বে চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ চিদানন্দের স্বরূপ সাক্ষাৎকারই অনুভবের বিষয় বলিয়া তখন পরিচিত হয় ॥ ২৫ ॥

আভাস।

পুরুষ, তাঁহারা অস্তি নিম্নস্তর স্থূলদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া, পরানুভূতি এবং আত্মানুভূতির অভ্যাস আরম্ভ করেন। বাহ্যে শীতানুভূতির পর, বস্ত্রাদির আবরণে শীতবোধ নিবারিত হইলে, যে সুখবোধ হয়, তাহা আত্মানুভূতির ফল। শীত-জনিত পীড়া বা উদ্বেগের অপগমে যে আত্মানুভূতি তাহাই সুখবোধ। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ানুভূতির পর, যে আত্মানুভূতি তাহাতেই সুখদুঃখের সম্মিলন ঘটে। পরে দেহের কোন স্থানে কোন উদ্বেগের অনুভবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সত্য! আবার তাহার নিবারণেই যখন আত্মবোধ হয়, তখনই সুখজ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্রমশ প্রতিলোম গমনের দ্বারা, আমরা সমগ্র দেহকে বুঝি; আবার সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত-প্রাণশক্তি, যদ্দ্বারা আমরা হস্তপদাদিকে কার্য্যে চালিত করি, তাহাকে আমি-বোধে আত্মানুভূতি করি; আবার পরক্ষণে তাহাকেও আমার শক্তি বোধে উপলব্ধি করত, তাহারও অভিভাবক ও নেতৃ মূর্ত্তিতে আপনাকে তদধিষ্ঠাত্রীভাবে অনুভব করিতে পারি। ক্রমশ যখন এই প্রকারে চিত্তস্থ বাসনার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন তাহার শুভাশুভ বিচারের ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মনস্কে বিশ্রাম করি, তখনই আত্মসাক্ষাৎ হইয়া, আমার চিত্ত এবং চিত্তেরও অনুভব-কর্ত্তা আমি বলিয়া অবধারিত হয়। তৎকালেই চিত্ত এবং চৈতন্যের বিশেষ

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬॥

তস্য বিবেকবিশিষ্টস্য চিত্তস্য, ছিদ্রেষু অন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অহং মম ইত্যাদিব্যুত্থানরূপাণি সংস্কারেভ্যঃ পূর্ব্বানুভূতেভ্যঃ ভবন্তি ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্ সমাধৌ স্থিতস্য ছিদ্রেষন্তরায়েষু যানি প্রত্যয়ান্তরাণি ব্যুত্থানরূপাণি জ্ঞানানি প্রাগ্ভূতেভ্যঃ ব্যুত্থানানুভবজেভ্যঃ সংস্কারেভ্যোঽহং মমেত্যেবং রূপাণি ক্ষীয়মাণেভ্যোঽপি প্রভবন্তি অন্তঃকরণোচ্ছিত্তিদ্বারেণ তেষাং হানং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৬ ॥ হানোপায়শ্চ পূর্ব্বমেবোক্ত ইত্যাহ।

তখনও এই বিবেক-সাক্ষাৎকার যে নিরন্তর থাকে, তাহা নহে ; এই বিবেক জ্ঞানের অন্তরালেও কখন কখন পূর্ব্ব সংস্কার বশত আমি ও আমার বলিয়া ভোগ-সংস্কার মধ্যে মধ্যে উদিত হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

আভাস।

অর্থাৎ পার্থক্য উপলব্ধ হইলে, আর আত্মানুসন্ধানের ভাবনা থাকে না। কারণ এই স্থানেই চিৎ-জড়ের আনুগত্যের নিবৃত্তি। সেই সময় পরানুভূতি আর থাকে না ; পরানুভূতি এবং আত্মানুভূতি উভয় এক হইয়া যায়। কারণ জানিনা বলিয়া কোন নুতন বা প্রচ্ছন্ন বিষয় সম্মুখে থাকে না। যাহা বিষয় মূর্ত্তিতে পূর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল, জ্ঞানের নিকট তাহার সকল ভাব প্রকাশিত হওয়ায়, আর বুঝিবার কিছু বাকী নাই ; সুতরাং জ্ঞান বহির্মুখ বিষয়াবভাসক ভাব উপসংহার করত, অন্তর্মুখ বিবেকাভিমুখে অর্থাৎ আত্মানুভবের গতির অভিমুখে, গমনের সূত্রপাত করে। অর্থাৎ কৈবল্য লাভের স্রোত চিত্তে আরব্ধ হইল ॥ ২৪। ২৫ ॥

অভ্যাসের দ্বারা আত্মানুভূতির উদয় হইলে, যে ক্রমাগত তাহাই থাকে ; এবং একবার তাহার উদয় হইলেই, মুক্তিলাভ হয় ; তাহা নহে। যোগীর এই সময়ে বিশেষরূপে অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপের একবার অবধারণ হইলেই যে, কৈবল্য লাভে তিনি মুক্ত হইবেন, তাহা নহে। কারণ তখনও চিত্তের অস্তিত্ব আছে ; তবে বিষয়ানুভবের স্রোতের মধ্যে এক একবার আত্মানুভূতি সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে মাত্র ; কিন্তু পরানুভবের অভ্যাস তখনও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় নাই। কারণ বহুকাল বাহ্যবিষয়ে দৃষ্টি করার অনুরোধে চিত্তে যে অভ্যাস হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মদর্শনে চিত্তকে অভ্যস্ত করিবার

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্॥ ২৭॥

ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনাং হানং নিবারণং ইব এবাং ব্যুত্থানসংস্কারাণাং হানং শাস্ত্রকারৈঃ উক্তং ॥ ২৭॥

যথা ক্লেশানামবিদ্যাদীনাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি কর্ত্তব্যং যথা তে জ্ঞানাগ্নিনা প্লুষ্টা দগ্ধবীজকল্পা ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং লভ্যন্তে তথা সংস্কারা অপি ॥ ২৭॥ এবঞ্চ প্রত্যয়ান্তরানুদয়ে স্থিরীভূতে সমাধৌ যাদৃশস্য যোগিনঃ সমাধেঃ প্রকর্ষপ্রাপ্তির্ভবতি তথাবিধমুপায়মাহ।

কিন্তু তাহারও নিরাস করা প্রয়োজন। অতএব বিচার বলে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ সমূহের নিবারণোপলক্ষে যেরূপ যত্ন করা প্রয়োজন, মধ্যে মধ্যে আগন্তুক ভাবে পরিচিত ভোগা-সংস্কার গুলিরও নির্ম্মূলন করা বিধেয় ॥ ২৭ ॥

আভাস।

নিমিত্ত কিছু সময়ের প্রয়োজন; সুতরাং একবার আত্মানুভূতি হইলেই কৃতার্থ হওয়া যায় না। সুতরাং যাহাতে বিষয়াভিমুখে চিত্তের আর প্রবাহ না ঘটে, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টির ক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্তর্দৃষ্টি-যোগে আত্মানুভব কালে, কোন্ কোন্ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয় এবং তাহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও, কোন্ কোন্টীর প্রতি ধাবিত হইতেছে না, তাহার বিশেষ নির্ণয় করত, যে গুলির প্রতি ধাবিত হয়, তাহার দোষগুণের বিচার করত; ক্রমশ চিত্তগতিকে রুদ্ধ করিতে হইবে। তখনও চিত্তের দোলায়মান অবস্থা। বিষয়ানুভূতি এবং আত্মানুভূতি এই উভয়দিকে দুলিতে দুলিতে, যখন আত্মানু-ভূতির অভিমুখেই নিস্তব্ধ হইল, তখনই চিত্ত নিশ্চিন্ত হইল। পূর্ব্বে অবিদ্যাদি ক্লেশ পঞ্চকের নিবারণার্থ যেরূপ উপায় অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্কার-সমূহের নিবারণার্থও, সেইরূপ চেষ্টা করা বিধেয়। বিবেক-বলে সংস্কারগুলি দগ্ধবীজ-কল্প হইলে, পুনরুত্থানের আর সম্ভাবনা থাকিবে না ॥২৬। ২৭॥

তত্ত্বগ্রামের স্বরূপ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, প্রত্যেকের পৃথক্‌ভাবে অবধারণেরই নাম প্রসংখ্যান। দৃশ্য বিষয় কত ভাগে বিভক্ত আছে! বলিয়া, মূলা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করত, ক্রম পরিণামে চিত্ত, মহত্তত্ব (বুদ্ধি) অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয়,

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-
ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥

প্রসংখ্যানে (তত্ত্বং ভাবয়তঃ যা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ তৎ প্রসংখ্যানং তস্মিন্ সতি) অপি অকুসীদস্য (কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদঃ রাগঃ তদ্রহিতস্য) সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতেঃ সম্যগ্-ভেদজ্ঞানাৎ, ধর্ম্মমেঘঃ ধর্ম্মং তত্ত্বসাক্ষাৎকারং মেহতি বর্ষতি ইতি ধর্ম্মমেঘঃ সমাধি র্ভবতি ॥ ২৮ ॥

প্রসংখ্যানং যাবতাং তত্ত্বানাং যথাক্রমব্যবস্থিতানাং পরস্পরবিলক্ষণস্বরূপ-বিভাবনং তস্মিন্ সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়ে সর্ব্বপ্রকার-

তত্ত্ব-চিন্তার বলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ পূর্ণ মাত্রায় চিত্তে উদিত হইলে এবং বিষয়ানুরাগ চিত্ত হইতে নিঃশেষে প্রতি-

আভাস ।

পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ মহাভূত এবং ইহাদের পিণ্ডনে সপ্তত্বক্ বিশিষ্ট ভোগা-য়তন দেহ এবং ভোগ্য ক্ষিত্যাদি তত্ত্ব-নিচয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হইলেও, ভোগের জন্য চিত্ত আর ব্যাকুল হয় না ; আত্মানুভূতি ত্যাগ করিয়া, বিষয়ানুভবের জন্য আর প্রয়াস করে না। তখনই যোগী মুক্তি-পথে অগ্রসর হন। এই সময়ে যে শক্তিবলে যোগী মুক্তির অভিমুখে অগ্রসর হন, তাহা চিন্তার অতীত এবং যুক্তির অগ্রাহ্য। এইটী স্বভাবের নিয়ম ; ইহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ; ইহা ইচ্ছা করিলে হয় না ; অথচ অভ্যাসের দ্বারা অজ্ঞাতসারে আপনি আসিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদি লইয়া, সাংসারিক বিষয়ে সর্ব্বদা নিবিষ্ট-চিত্ত হন, তিনি সেই অভ্যাসের অনুরোধে সেই নিবেশ ভাবের বশবর্ত্তী থাকেন। ইচ্ছা করিলেই, সেই নিবেশ ভাবকে ত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ তিনি যদি শিবাদি কোন ইষ্ট পূজার অভিপ্রায়ে নির্জন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করেন, আগ্রহ সহকারে যাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকালের মধ্যে তিনি যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহার কোন উদ্দেশই নাই ! অথচ যাহাদিগকে তিনি ভাবিবেন না বলিয়া, স্থির-সংকল্প করত, গৃহটীকে নির্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার অন্তর্গৃহটীকে পরিপূর্ণ করত অবস্থান করিতেছে। পূজা বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগের সহিতই তিনি তখন আলাপ করিতেছেন। পূর্ব্ব পরিচিত পুত্র কলত্রাদি বিষয় বৈভব পূজাকালে পূজকের চিত্তে পূর্ণমাত্রায় প্ররূঢ় ; পূজ্য দেবতা যেন উপেক্ষিতের ন্যায়, অন্তর্হিত হইয়াছেন। চিত্তে পূর্ব্ব-

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ ধর্ম্মমেঘাৎ ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনাং কর্ম্মণাং চ নিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

বিবেকখ্যাতেঃ পরিশেষাৎ ধর্ম্মমেধঃ সমাধির্ভবতি। প্রকৃষ্টমশুক্লকৃষ্ণং ধর্ম্মং পরম-পুরুষার্থসাধকং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ অনেন প্রকৃষ্টধর্ম্মস্যৈব জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুপ-পাদিতং ভবতি ॥ ২৮ ॥ তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ কিং ভবতীত্যাহ ॥

ক্লেশনামবিদ্যাদীনামভিনিবেশান্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ শুক্লাদিভেদেন ত্রিবিধানাং জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকারণনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তির্ভবতি ॥ ২৯ ॥ তেষু নিবৃত্তেষু কিং ভবতীত্যাহ।

নিবৃত্ত হইলে, চিত্তে একটী বলের সঞ্চার হয়, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম ভাবে-রই নিত্য আবির্ভাব ঘটে; ইহাকে ধর্ম্ম-মেঘ অর্থাৎ ধর্ম্ম বর্ষণ কারী সমাধি নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২৮ ॥

সুতরাং এই ধর্ম্ম-মেঘ বলে অবিদ্যাদি ক্লেশ এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ ক্রমশ সমূলে নিবারিত হয় ॥ ২৯ ॥

আভাস।

পরিচিন্তের বিনা আহ্বানে আগমন এবং আহ্বান করা সত্ত্বেও, ইষ্টদেবতার অন্তর্ধান কেবল অভ্যাসের অনুরোধে মাত্র। যাহার সহিত বহুকাল হইতে আনুগত্য করা যায়, সে উপেক্ষিত হইলেও, পরিত্যাগ করে না; এবং চিত্তও তাহাকে ছাড়িতে পারে না। কি যেন অন্তর্নিহিত শক্তি অজ্ঞাতসারে উভয়ভাবে ক্রিয়া করে। চিত্তে একটী অলৌকিক বল দেয়, যদ্দ্বারা চিত্ত পূর্ব্ব-পরিচিতের দিকে ধাবিত হয় এবং চিন্তিত বা পূর্ব্ব পরিচিত বিষয়গুলি তিরস্কৃত হইয়াও, তদভিমুখেই আসিয়া উপস্থিত হয়। চিন্তিত বিষয়ের সহিত চিত্তকে মিলিত করিবার শক্তি অনুপমা। ইহাকে শাস্ত্রকার বর্ষণকারী মেঘ নামে আখ্যা করিয়া-ছেন। বিষয়চিন্তন ফলে এই মেঘই অধর্ম্ম ফল বর্ষণ করে এবং আত্মচিন্তন ফলে এই অনির্ব্বচনীয়া শক্তিই চিত্তকে আত্মচিন্তার শক্তি প্রদানে ধর্ম্ম বর্ষণের পরিচয় প্রদান করে। অতএব অভ্যাসের শক্তি অনির্ব্বচনীয়। আমাদের দেহের মধ্যে যে কোন অঙ্গকে শুভচিন্ত কর্ম্মে যদি অভ্যস্ত করান যায়, তাহাতেই তাহার একটী নৈপুণ্য আসে, যাহার স্বরূপ স্বয়ং কর্ত্তাও নিরূপণ করিতে পারেন না। সুতরাং

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩০ ॥

তদা তস্মিন্ কালে, সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য (সর্ব্বেভ্যঃ আবরণমলেভ্যঃ ক্লেশ-কর্ম্মভ্যঃ অপেতস্য মুক্তস্য) জ্ঞানস্য চিত্তসত্ত্বস্য আনন্ত্যাৎ অনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়ং চেতনাচেতনাত্মকং সর্ব্বং অল্পং ভবতি ॥ ৩০ ॥

আব্রিয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাস্ত এব মলাস্তেভ্যোঽপেত্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য গগননিভস্যানন্ত্যাদনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়মল্পং গগনাস্পদং ভবত্যক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ কিমিত্যাহ

এই সময়ে চিত্তে আবরণকারী কোন বিষয়-মালিন্য আর থাকে না ; সুতরাং চিত্তে সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ উদয় থাকায়, পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রতিবিম্বিত জ্ঞান-স্বরূপে কোনরূপ আর প্রতিবন্ধক থাকে না। সুতরাং জ্ঞান-শক্তির অনন্ত প্রসারণে, জ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণ অল্প এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তখন যোগীর সর্ব্বাবভাসক জ্ঞানের নিকট জ্ঞেয় তুচ্ছ ও উপেক্ষিত হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

আভাস।

আত্মানুভূতি করিতে করিতে আত্মানুভূতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং বিষয়ানুভূতির বেগ ক্রমশ কমিয়া গিয়া, পরমপুরুষার্থের সাধন হইয়া থাকে। আত্মানুভূতি প্রশস্ত হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনিবৃত্ত হইয়া, প্রকৃত সৎধর্ম্মের উদয় হয় ; এবং জ্ঞানের উৎকর্ষার্থ চিত্তে শক্তি জন্মিতে থাকে ॥ ২৮ ॥

তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ নামক পঞ্চ ক্লেশ এবং পুণ্য পাপাদি কর্ম্মও আর জ্ঞানের উদয়ে চিত্তে স্থান পায় না। পূর্ব্বে সঞ্চিতবেগে যে সকল কর্ম্ম বা আসক্তি আবরণের কার্য্য করিতেছিল, শরৎকালীন সূর্য্যের উদয়ে মেঘাপগমের ন্যায়, তাহারাও অন্তর্হিত হইয়া যায় ; এবং জ্ঞান প্রশস্ত হইলে, জ্ঞেয় ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে আকাশের ন্যায় অনন্ত হইয়া, জ্ঞেয় জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়াছিল ; সুতরাং জানিবার নিমিত্ত জ্ঞানের প্রয়াস ছিল। এক্ষণে তদ্বৈপরীত্যে জ্ঞান গগণতুল্য হইয়া, জ্ঞেয়কে আবরণ করে ; সুতরাং জ্ঞান সন্নিধানে জ্ঞেয় তুচ্ছ হইয়া পড়ে ; জ্ঞান অবলীলাক্রমে সমস্ত জ্ঞেয়কে অবধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ততঃ কৃতার্থানাংপরিণামক্রমসমাপ্তিগুণানাম্ ॥ ৩১ ॥

ততঃ কৃতার্থানাং (কৃতঃ নিষ্পাদিতঃ ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ যৈঃ তেষাং) গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (পরিণামস্য সৃষ্টৌ আনুলোম্যেন প্রলয়ে প্রাতিলোম্যেন চ যঃ ক্রমঃ তস্য পরিসমাপ্তিঃ পর্য্যবসানং ভবতি ॥ ৩১ ॥

কৃতো নিষ্পাদিতো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ প্রয়োজনং যৈ স্তে কৃতার্থাগুণা সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষাং পরিণাম আপুরুষার্থসমাপ্তেরানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেনাঙ্গাঙ্গিভাবঃ স্থিতিলক্ষণস্তস্য যোঽসৌ ক্রমো বক্ষ্যমাণস্তস্য পরিসমাপ্তির্নিষ্ঠা ন পুনরুদ্ভব ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ক্রমস্যোক্তস্য লক্ষণমাহ।

তাদৃশ ধর্ম্মমেঘ সমাধি-কালে গুণত্রয়ের আর কোন কার্য্য থাকে না; অর্থাৎ ভোগ-দানার্থ অনুলোম গতিতে এবং মুক্তি-দানার্থ প্রতিলোম গতিতে কোন রূপ পরিণামের আর প্রয়োজন থাকে না। সত্ত্বাদি গুণ গ্রামের কর্ত্তব্যের সমাপন হইলে, পরিণত হইবার আর কোন ক্রম থাকে না; মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

আভাস।

নর্ত্তকীগণ অভিনব নৃত্যগীতাদির আলোচনায়, সভাস্থ দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। এবং দর্শকগণের ঔৎসুক না থাকিলে, নর্ত্তনাদি ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু যদবধি দর্শকগণের ঔৎসুক্য-নিবারণ না হয়, ততকাল তাহারা প্রতিক্ষণে অভিনব ভাবের প্রকাশে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এদিকে দর্শকবৃন্দও যদবধি নর্ত্তকীর সকল কৌশলের পরিচয় না পান, ততকাল যত্ন সহকারে নর্ত্তকীর কার্য্যের প্রতি আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতে থাকেন। সকল নৃত্যগীতাদির কৌশল দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত দর্শক সমীপে নৃত্যকী যেমন, পূর্ব্ব প্রদর্শিত কৌশলের পুনঃ প্রদর্শনার্থ আর যত্ন করে না; স্বয়ংই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টার ভোগাভিপ্রায় বিনিবৃত্ত হইলে, ভোগ্যা-প্রকৃতিরও ভোগ-প্রদানের প্রবৃত্তি নিরস্ত হইয়া যায়। সুতরাং গুণত্রয়ের অনুলোম গমনে ভোগ এবং প্রতিলোম গমনে যোগের প্রবাহ প্রদর্শনার্থ প্রবৃত্তি আর থাকে না; এবং সাম্য মূর্ত্তিতে এক সত্ত্বগুণেই লীন হয়। তখন তাহাদের বৈচিত্র্য প্রতিপাদক অঙ্গাঙ্গীভাব ক্রমেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥৩২॥

ক্ষণপ্রতিযোগী (ক্ষণঃ কালস্য সূক্ষ্মাংশঃ প্রতিযোগী নিরূপকঃ যস্য সঃ) পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ পরিণামস্য অন্যথা ভাবস্য অপরান্তেন পরিসমাপ্তিনা এব নির্গ্রাহ্যঃ গৃহীতুংযোগ্যঃ এব) ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

ক্ষণোঽল্পীয়ান্ কালঃ। তস্য যোঽসৌ প্রতিযোগী ক্ষণবিলক্ষণঃ পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ অনুভূতেষু ক্ষণেষু পশ্চাৎ সঙ্কলনবুদ্ধ্যৈব যো গৃহ্যতে। স ক্ষণানাং ক্রম উচ্যতে। নহ্যননুভূতেষু ক্রমঃ পরিজ্ঞাতুং শক্যঃ ॥৩২॥ ইদানীং ফলভূতস্য কৈবল্যস্য সাধারণস্বরূপমাহ।

অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কালকে ক্ষণ নামে অভিহিত করা হয়। এই ক্ষণের মধ্যে একটী ক্রিয়ার সমাপনে দ্বিতীয় ক্ষণে নিষ্পাদ্য অন্য ক্রিয়ার উদয় হইলে, একটী ক্রম। উত্তরোত্তর এইরূপ অভিহিত ক্রিয়া-ভাবকে পর পর ক্রম নামে অভিহিত করা হয়। অতএব বিজাতীয় পরবর্ত্তী ভাবই পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবকে পরিচিত যে করায়, ইহাই ক্রম নামে কথিত হইয়াছে ॥৩২ ॥

আভাস।

পূর্ব্ব-সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কৃতার্থ গুণগ্রামের আর ক্রম পরিণামের প্রয়োজন থাকে না। এক্ষণে উক্ত ক্রমের স্বরূপ বর্ণনার্থ পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। একটী পদার্থের অব্যবহিত পরে অপর পদার্থের উপস্থিতি এবং পরক্ষণে বর্ত্তমান পদার্থের অপগমে পুনঃ অন্য পদার্থের উপস্থিতির পদ্ধতিই ক্রম নামে অভিহিত করা হয়। এই এক একটীকে পদার্থ বলিয়া ধরিতে গেলেও, প্রচুর হয় না। কারণ বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র পদার্থের অন্তরেও অনেক পরমাণুবৎ পদার্থ আছে, যাহাদের আগমন ও অপগমের দ্বারাও তদন্তরে ক্রমের উল্লেখ হইতে পারে। অতএব পদার্থ না ধরিয়া, গতির সূক্ষ্ম কালকে লক্ষ্য করাইয়া ক্রমের পরিচয় দিয়াছেন। স্রোতস্বতী নদীগর্ভে জল-রাশির নিরন্তর প্রবাহের ন্যায়, কাল-স্রোতে নিরন্তর প্রবাহিত পদার্থের গতিই সংসার-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। নদীর স্রোত চলিতেছে ; যে জল-রাশি দেখিয়া তাহাকে নদী বলিয়া প্রতীত করিলাম, নিমেষ মধ্যে সে জল স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং অপর জল সে স্থানকে অধিকার করিয়াছে এই প্রকারে নিরন্তর গতিশীল পদার্থের গতি

নির্ব্বাচন করিতে হইলে, তৎসংশ্রবে অপর একটী গতিহীন চিরস্থায়ী পদার্থকে তাহার প্রমাপক সাক্ষীরূপে নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। গ্রন্থকর্ত্তা এই নিরন্তর গতিবিশিষ্ট পরমাণু হইতে পরম মহৎ পৃথিবী পর্য্যন্ত এবং অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি পর্য্যন্ত, নিরন্তর পরিণামের স্রোতে পতিত এবং উত্তরোত্তর গতির পর্য্যায়ে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের অভিমুখে এবং স্থূল হইতে অতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি-স্বরূপে গমনের উপলক্ষে যত প্রকার পদ্ধতিকে অনুসরণ করিতে হয়, তাহার পরিমাপক-স্বরূপে কালকে নিরূপণ করিয়াছেন। যদিও কাল নামক পদার্থকে সকল দর্শনকার স্বীকার করেন নাই, তথাপি ব্যবহারিক দশাতে সূর্য্যাদির গতির দ্বারা যেমন কালের নিরূপণ হয়, আবার কালের দ্বারা কর্ম্মেরও নিরূপণ করা হয়। কোন গতিরই নিরূপণ বা উদ্ভাসন হইতে পারে না, যদি তৎপার্শ্বে একটী গতিহীন পদার্থ না থাকে। তবে কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায়ই বা যাইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে না পারিলেও, পার্শ্ববর্ত্তী স্থির পদার্থ তাহাদের গতিকে অনুভব করিতে পারেন। অবশিষ্ট আর কিছু অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যদি সকল গতিবিশিষ্ট পদার্থের গতিকে অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে, গতির নিকটে থাকা উচিত নহে; সকল গতির দূরে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলে, আর গতিতে বিমুগ্ধ হইতে হয় না। চক্র-নেমি যতই দ্রুতবেগে ভ্রমণ করুক্ না, চক্রমধ্যস্থ অক্ষ দণ্ডকে যেমন ফেলিয়া অন্যত্র যাইতে পারে না, জ্ঞান উদ্ভাসিত হইলে,সংসার আর গতির পরিচয়ে অস্তমিত বা উদ্ভাসিত হয় না; জ্ঞানের সমীপে সর্ব্বদা অবভাসিত থাকে॥ ৩২ ॥

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের ব্যবস্থার জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি; সুতরাং গুণ সমূহের অনুলোম গমনে সৃষ্টি এবং প্রতিলোম গমনে পুনঃ সাম্যাবস্থা লাভে যে প্রলয়ের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত এক পুরুষের অনুরোধে মাত্র; তজ্জন্য প্রকৃতি বা গুণত্রয়ের নিজের কোন অভিসন্ধি নাই। অতএব আত্মপরিচয় প্রদানার্থ প্রকৃতি স্বীয় শক্তি-স্বরূপ গুণত্রয়ের বৈষম্যে যত প্রকার প্রয়োজন মত ভাবান্তরের প্রকাশ করেন, তাহাতে পুরুষের ভোগেরই পদ্ধতি ঘটে; এবং আর কিছু দেখাইবার নাই, সমস্তই প্রদর্শন করান হইয়াছে, বলিয়া প্রকৃতি গুণত্রয়ের উপশমে যতই বিরত-ব্যাপার হন, ততই পুরুষের মোক্ষপথ প্রসারিত হইতে থাকে। ইহাই পুরুষার্থ-শূন্য প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতিপ্রসব অর্থাৎ বিরত-ব্যাপার ভাব। জলের তরঙ্গায়িত ভাব নিস্তব্ধ হইলে, সূর্য্য-প্রতিবিম্ব আর

পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি॥ ৩৩॥

পুরুষার্থ-শূন্যানাং পরিসমাপ্তভোগাপবর্গাণাং গুণানাং (কার্য্যকারণরূপেণ ব্যবস্থিতানাং সত্ত্বাদীনাং প্রতিপ্রসবঃ নিবৃত্তসর্গঃ প্রকৃতিরূপতয়াবস্থানং এব কৈবল্যং মুক্তিঃ; চিতিশক্তেঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বৃত্তিসারূপ্যাভাবাৎ স্বেন রূপেণ অবস্থানং। ইতি শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি-কৃতা কৈবল্য পাদস্য ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সমাপ্তভোগাপবর্গলক্ষণপুরুষার্থানাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমস্য পরিণামস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ ক্ষণেষু। যদি বা চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে। ন কেবলমস্মদ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ কৈবল্যাবস্থায়ামেবম্বিধশ্চিদ্রূপঃ যাবদ্দর্শনান্তরেঽপি বিমৃশ্যমান এবংরূপোঽবতিষ্ঠতে। তথাহি সংসারদশায়ামাত্মা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানুসন্ধাতৃত্বময়ঃ প্রতীয়তেঽন্যথা যদ্যয়মেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তথাবিধো ন স্যাৎ তদা জ্ঞানক্ষণানামেব পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃশূন্যানামাত্মভাবে নিয়তঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধো ন স্যাৎ কৃতহানাঽকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। যদি যেনৈব শাস্ত্রোপদিষ্টমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তস্যৈব ভোক্তৃত্বং ভবেত্তদা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারায় সর্ব্বস্য

পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ নিমিত্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের চেষ্টা নিবৃত্ত হইলে, কার্য-কারণ-মূর্ত্তিতে গুণগ্রামের পরিণামও উপসংহৃত হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত গুণত্রয় কেবল প্রকৃতির অন্তরে শক্তিরূপে বিলীন হইলে, কৈবল্য-স্বরূপ পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় এবং তরঙ্গ-শূন্য জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়, চৈতন্যস্বরূপকে বৃত্তি-সারূপ্য ভাবে বিনোদিত হইতে হয় না॥ ৩৩॥

শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রি কৃত কৈবল্য পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

আভাস।

আলোড়িত বা বিকৃত-মূর্ত্তি হয় না; আকাশস্থ দিবাকরের ন্যায়, সম্পূর্ণ-মণ্ডল সূর্য্যের ভান জলে হইতে থাকে, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তি সমূহ উপশমিত হইলে, চৈতন্যস্বরূপের অভিব্যঙ্গ ভাব সাক্ষীস্বরূপে মিলিত হইয়া, এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। ইহাই জীবাত্মার মোক্ষ। দর্শনকারের মূল তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য-

প্রবৃত্তির্ঘটেত সর্ব্বস্যৈব ব্যবহারস্য হানোপাদানলক্ষণস্যানুসন্ধানেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ জ্ঞানক্ষণানাং পরস্পরভেদেনানুসন্ধানশূন্যত্বাৎ তদনুসন্ধানাভাবে কস্যচিদপি ব্যবহারানুপপত্তেঃ। কর্ত্তা ভোক্তানুসন্ধাতা যঃ স আত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। মোক্ষদশায়াং তু সকলগ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণব্যবহারাভাবাচ্চৈতন্যমাত্রমেব তস্য অবশিষ্যতে তৎ চৈতন্যং চিতিমাত্রত্বেনৈবোপপদ্যতে ন পুনরাত্মসংবেদনেন, যস্মাৎ বিষয়গ্রহণসামর্থ্যমেব চিতে রূপং নাত্মগ্রাহকত্বম্। তথাহি অর্থশ্চিত্যা গৃহ্যমানোঽয়মিতি গৃহ্যতে স্বরূপং গৃহ্যমাণমহমিতি; ন পুনর্যুগপদ্বহির্মুখতান্তর্মুখতালক্ষণব্যাপারদ্বয়ং পরস্পর-বিরুদ্ধং কর্ত্তুং শক্যম্। অত একস্মিন্ সময়ে ব্যাপারদ্বয়স্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ

আভাস।

স্বরূপের দুইটীভাব সাধারণত উপলব্ধ হইয়া থাকে। একটী পরানুভূতি এবং অপরটী আত্মানুভূতি। পরানুভূতিকালে আত্মানুভূতি থাকে না বলিয়াই, অনুভূত হয় বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। কারণ পরানুভূতি বা পরপ্রকাশক ভাবের সর্ব্বদাই বিচ্ছেদ ঘটে। বিষয়ের উপস্থিতি বা সান্নিধ্য নিবন্ধন পরানুভূতি যদি হয়, বিষয়ের অভাব বা পরিস্থানের সমাপ্তিতে, সে পরানুভূতি ভাব আর থাকে না। কিন্তু তখনও তাহার নাশ স্বীকার করা যায় না। কারণ একবার বিনষ্ট হইলে, পুনরায় বিষয় সম্পর্কে কোথা হইতে তাহা উৎপন্ন হইবে? অতএব নষ্ট হয় না, বলিয়া স্বীকার করিলে, মূল সাক্ষী চৈতন্যেই তখন বিশ্রাম করে, বলিতে হইবে। নতুবা একটী বিষয়ের জ্ঞান একবার হইয়া ধ্বংস হইলে, পুনরায় তাহার স্মৃতি কিরূপে রক্ষিত হয়। ধারাবাহিক ভাবে পরানুভূতি নিরন্তর থাকা উচিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ বিষয়ের যখন নিরন্তরত্ব নাই; বিচ্ছেদ আছে; তখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বিষয় সমূহের অনুভূতিও বিচ্ছিন্ন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এক পরানুভূতি অপর পরানুভূতির সম্পর্ক রাখিতে পারে না। সুতরাং স্মৃতির ভ্রংশ এবং বিচারের বৈলক্ষণ্য অবশ্য ঘটিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের অবগত বিষয় যখন তৎপর পর দিনে স্মরণ করা হয়, তখন পরানুভূতির বিচ্ছেদ ঘটিলেও, তাহার আশ্রয় স্বরূপে একটী অবিচ্ছিন্ন আত্মানুভূতি নিশ্চয়ই আছে, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেমন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিলেও এবং ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ার পরিচয় দিলেও, তাহাদের আশ্রয়রূপে একটী নিরন্তর স্থায়ী মন থাকায়,

চিদ্রূপতৈয়েবাবশিষ্যতে অতো মোক্ষাবস্থায়াং নিবৃত্তাধিকারেষু গুণেষু চিন্মাত্ররূপ এবাত্মাহবতিষ্ঠত ইত্যেবং যুক্তম্। সংসারদশায়াস্ত্বেবংভূতস্যৈব কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বমনুসন্ধাতৃত্বঞ্চ সর্ব্বমুপপদ্যতে। তথাহি যোহয়ং প্রকৃত্যা সহানাদির্নৈসর্গিকোহস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বলক্ষণসম্বন্ধোহবিবেকখ্যাতিমূলস্তস্মিন্ সতি পুরুষার্থকর্ত্তব্যতারূপশক্তিদ্বয়সদ্ভাবে যা মহদাদিভাবেন পরিণতিস্তস্যাং সংযোগে সতি যদাত্মনোহধিষ্ঠাতৃত্বং চিচ্ছায়াসমর্পণসামর্থ্যং বুদ্ধিসত্ত্বস্য চ সংক্রান্তচিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যং চিদবষ্টব্ধায়াশ্চ বুদ্ধের্যোহয়ং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাধ্যবসায়স্তত এব সর্ব্বস্যানুসন্ধানপূর্ব্বকস্য ব্যবহারস্য নিষ্পত্তেঃ কিমন্যৈঃ ফল্গুভিঃ কল্পনাজালৈঃ। যদি পুনরেবম্ভূতমার্গব্যতিরেকেণ পার-

আভাস।

ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যে কোন বিভ্রাট বা বিস্মরণাদি দোষ ঘটে না; সেইরূপ একটী চিরস্থায়ী আত্মানুভূতি ভাবকে আশ্রয় করিয়াই পরানুভূতি ভাবের উদ্ভাবন হয়। পর বিষয় কিছু না থাকিলে, অনুভূতি আত্মস্বরূপেই উপশমিত থাকে। পরানুভূতি কালে আত্মানুভূতি হয় না, বলিয়া বাদিগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু একেবারে হয় না, বলা উচিত নহে। যদি আত্মানুভূতির উদয় একেবারে না থাকে, পরানুভূতির স্মৃতি রক্ষিত থাকিতে পারে না। পরানুভূতি কালে আত্মানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং আত্মানুভূতিকালে পরানুভূতি থাকে না বা প্রচ্ছন্ন থাকে বলা যায় না। একটী দীপ গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া, যখন গৃহের মধ্যস্থিত বস্তুনিচয়কে আলোকিত করে এবং তির্য্যক্ ভাবে দ্বার দিয়া বাহিরেও আলোকের নিপাতন করে, অথচ গৃহ মধ্যস্থ দীপটীর অন্যথাপত্তি হয় না; তবে দীপালোকে আলোকিত গৃহাদির ঔজ্জ্বল্যে দীপটীর প্রতি কাহারও তত মনোযোগিতা হয় না মাত্র; সেইরূপ আত্মানুভূতির সদ্ভাবেই পরানুভূতির উদয় হয়; এবং পরানুভূতির প্রসারণে আত্মানুভূতির প্রতি লক্ষ্য পড়ে না; এই মাত্র দোষ। এই দোষ নিতান্ত সামান্য নহে; ইহাই জীবের বন্ধন। ইহাই অনাদি অবিদ্যা! চৈতন্য-শক্তি পরানুভূতির প্রসারণে স্বীয় আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, পর সংসর্গে পরভাবেই পরিণতের ন্যায়, হইয়া থাকেন। একটী ধনীর পুত্র কোন একটী দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করত, শ্বশুরালয়ে অবস্থিতিকালে জামাতা সাজিয়া পত্নীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, আত্মপরিচয় বিস্মৃত হন; এবং দরিদ্রোচিত বেশেই কালাতিপাত করেন; কিন্তু যদি তন্মধ্যে আহার বিহারের উপলক্ষে যখন শারীরিক বা

মার্থিকমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যঙ্গীক্রিয়েত তদাস্য পরিণামিত্ব প্রসঙ্গঃ। পরিণামিত্বাচ্চা-নিত্যত্বে তস্যাত্মত্বমেব ন স্যাৎ। যথাহ্যেকস্মিন্নেব সময়ে একেনৈকরূপেণ ন পরস্পরবিরুদ্ধাবস্থানুভবঃ সম্ভবতি যথা যস্যামবস্থায়ামাত্মসমবেতে সুখে সমুৎপন্নে তস্যানুভবিতৃত্বং ন তস্যামেবাবস্থায়াং দুঃখানুভবিতৃত্বম্ অতোঽবস্থানানাত্বাত্তদভিন্নস্যাবস্থাবতো নানাত্বং। নানাত্বাচ্চ পরিণামিত্বান্নাত্মত্বম্ নাপি নিত্যত্বমত এব শান্ত-ব্রহ্মবাদিভিঃ সাঙ্খ্যৈরাত্মনঃ সদৈব সংসারদশায়াং মোক্ষদশায়াঞ্চ একং রূপমঙ্গীক্রিয়তে।

যে তু বেদান্তবাদিনশ্চিদানন্দময়ত্বমাত্মনো মোক্ষং মন্যন্তে তেষাং ন যুক্তঃ পক্ষঃ। তথাহি আনন্দস্য সুখস্বরূপত্বাৎ সুখস্য চ সদৈব সম্বেদ্যমানতয়ৈব প্রতি-

আভাষ।

মানসিক ক্লেশের উদয় হয়, তখনই তিনি আত্মস্বরূপের স্মরণ করত, বিবাহিতা পত্নীকে নিজের ভোগ্যা অতএব অধীনা জ্ঞানে তাহাকে লইয়া, স্বীয় পিতৃ-সদনে প্রস্থান করেন। অনুভূতি ভাবও পরের সংসর্গে পরভাবেই পরিণতের ন্যায় হইয়া, আত্মানুভূতিকে কেবল বিস্মৃত হওয়া কেন! আত্মানুভূতির স্বরূপ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করত, বিষয় বিচারেই তন্ময় হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ক্রোড়ীকৃত করিতে যদবধি না পারে, ততকাল সামান্য উষ্ণতা মূর্ত্তিতেই তদন্তরে নিহিতের ন্যায় থাকে, পরে ঘর্ষণাদি ব্যাপারের দ্বারা প্রসারণ ভাবের পরিবর্ত্তে সঙ্কোচন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত, প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেইরূপ অনুভূতি-শক্তিও বিষয় সম্পর্কে অনুকূল সুখের বৈপরীত্যে দুঃখের সান্নিধ্য লাভ করিয়াই, অনুভূতি মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হয়। আমরা যদবধি সুখ-সঙ্গে মিলিত থাকি, ততক্ষণ আমি একজন সুখের ভোক্তা বা দ্রষ্টা বলিয়াই অনুভব করিতে পারি না। পরে যখন দুঃখের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বিরুদ্ধ ভাবের প্রতীতিতে প্রতীতি করিতেছি, বলিয়া প্রতীতিভাবের উদ্বোধন হয়। যে অগ্নি উষ্ণতা মূর্ত্তিতে কাষ্ঠের অন্তরে নিহিত ছিল, সেই আবার প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে; সেইরূপ যে জ্ঞান অংশ ভাবে বিষয়কে ভোগ করিতেছিল, সেই আবার দুঃখের উপস্থিতিতে সঙ্কুচিত অর্থাৎ আত্মস্থ হইয়া, প্রথম অনুভূতিকে এবং পরে আত্মানুভূতিকে উদ্রেক করে। অতএব পরানুভূতি যেমন সংসারের পথ দিয়া নরকের কারণ হয়, আবার সেই পরানুভূতিই স্বর্গের দ্বার দিয়া, মুক্তি-পথে জীবকে প্রেরিত করে। এই নিমিত্তই অনন্ত ভোগ্য বিষয়ের সৃজনের প্রয়োজন। ভগবান্ জীবকে ভোগে লিপ্ত করত, অনন্ত নিরয়ের

ভাসাৎ সম্বেদ্যমানত্বঞ্চ সম্বেদনব্যতিরেকেণানুপপন্নমিতি সম্বেদ্যসম্বেদনয়োর্দ্বয়োরভ্যুপগমাৎ অদ্বৈতহানিঃ। অথ সুখাত্মকত্বমেব তস্যোচ্যেত তদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাদনুপপন্নং ন হি সম্বেদনং সম্বেদ্যৈককং ভবিতুমর্হতীতি। কিঞ্চাদ্বৈতবাদিভিঃ কর্ম্মাত্মপরমাত্মভেদেন আত্মা দ্বিবিধঃ স্বীকৃতঃ। ইত্থঞ্চ তত্র যেনৈব রূপেণ সুখদুঃখভোক্তৃত্বং কর্ম্মাত্মনস্তেনৈব রূপেণ যদি পরমাত্মনঃ স্যাৎ তথা কর্ম্মাত্মবৎ পরমাত্মনঃ পরিণামিত্বমবিদ্যাস্বভাবত্বং চ স্যাৎ। অথ ন তস্য সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্বং কিন্তু তদুপঢৌকিতমুদাসীনতয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বীকরোতি তদাস্মদ্দর্শনানুপ্রবেশঃ। আনন্দরূপতা চ পূর্ব্বমেব নিরাকৃতা। কিং চ অবিদ্যাস্বভাবত্বে নিঃস্বভাবত্বাৎ কঃ শাস্ত্রাধিকারী। ন

আভাস।

কারণ করেন নাই। জীবের উদ্ধারার্থই জগতের রচনা। কাষ্ঠান্তর্গত উষ্ণতার ন্যায় অনাদি মায়ার ঘোরে জ্ঞান প্রসুপ্তের ন্যায়, অবস্থান করিতেছেন। নিদ্রিত মানব স্বপ্নাবেশে কতই অনুপম সুখ রাশি অনুভব করিবার উপলক্ষে, যখন ভীষণ দুঃখের সহিত সাক্ষাৎকার করে, তখনই কষ্টে এবং দুঃখে তাহার মূল নিদ্রারই ভঙ্গ হইয়া যায়। আর কোন ভোগই থাকে না। সেইরূপ জাগতিক ভোগের উপলক্ষে সুখসম্বন্ধ কালে যদিও বিশেষরূপে আত্মসাক্ষাৎকারের অবসর নাই হয়, দুঃখ সম্বেদন কালে আত্মচৈতন্যের উদ্রেকের দ্বারা, অনুভূতি স্বরূপের পৃথক্ অস্তিত্ব সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। অনুকূল বেদনীয় সুখে চিত্ত মোহিত হইয়া, আত্মহারা হয়; কিন্তু প্রতিকূল-বেদনীয় দুঃখে উত্তেজিত হইয়া, আপন পরের পার্থক্য অনুভব করিবার অবসর পায়। অতএব সুখ ভোগের সহিত আত্মাকে অভিন্ন ভাবে মিলিত করিয়া ফেলে, দুঃখ কিন্তু অনুভূতি স্বরূপ আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেয়। বন্ধুর সহিত মিলনে, কোন সতর্কতার আবশ্যক হয় না; নিরন্তর বন্ধুসংসর্গ বা সুখ-সম্বাস মানবের মনুষ্যত্বকে অন্তর্হিত করিয়া ফেলে; কিন্তু শত্রুসহবাস এবং দুঃখ-সংসর্গ মানবকে মনুষ্যোচিত পদবীতে আরোহণ করায়। কারণ শত্রু বা দুঃখ নিজের অবস্থা ও স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়; এবং আপনাকে চিনাইয়া দেয়। অতএব দুঃখ আপাততঃ ক্লেশকর হইলেও, পরিণামে অমৃত প্রসব করে; সুতরাং দুঃখ অরুচিকর হইলেও, অগ্রাহ্য নহে। এতদবস্থায় দুঃখই যে কেবল প্রার্থনীয়, তাহাও নহে; সুখও প্রার্থনীয়। কারণ সুখভোগ না থাকিলে, মানব দুঃখকে পরিমাণ করিতে পারে না। অনুকূলের বোধ না হইলে,

তাবন্নিত্যনির্ম্মুক্তত্বাৎ পরমাত্মা নাপি অবিদ্যাস্বভাবত্বাৎ কর্ম্মাত্মা। ততশ্চ সকলশাস্ত্রবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। অবিদ্যাময়ত্বে চ জগতোঽঙ্গীক্রিয়মাণে কস্যাবিদ্যেতি বিচার্য্যতে। ন তাবৎ পরমাত্মনঃ নিত্যমুক্তত্বাৎ বিদ্যারূপত্বাচ্চ কর্ম্মাত্মনোঽপি পরমার্থতো নিঃস্বভাবতয়া শশবিষাণপ্রখ্যত্বে কথমবিদ্যাসম্বন্ধঃ। অথোচ্যতে এতদেব বিদ্যায়াঃ অবিদ্যাত্বং যদবিচারণীয়ত্বম্। অবিচারণীয়ত্বং নাম বৈর্ব্বহি বিচারেণ দিনকরস্পৃষ্টনীহারবৎ বিলয়মুপয়াতি সাঽবিদ্যেত্যুচ্যতে। নৈবং যদস্ত কিঞ্চিৎ কার্য্যং করোতি তদবশ্যং কুতশ্চিদ্ভিন্নমভিন্নং বক্তব্যম্। অবিদ্যায়াশ্চ সংসারলক্ষণকার্য্যকর্ত্তৃত্বমবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যং তস্মিন্ সত্যপি যদ্যনির্ব্বাচ্যত্বমুচ্যতে তদা কস্যচিদপি

আভাস।

প্রতিকূলের বোধ হয় না। প্রতিকূলের বোধ না হইলে, আত্মার উপলব্ধি হয় না। এই আত্মার উপলব্ধির উপলক্ষেই সুখদুঃখাদি ভেদের রচনা; এবং পরানুভূতির স্রোতে প্রবাহিত চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অন্তরঙ্গা শক্তির উদ্রেকে মোক্ষের পথে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া. চরম চৈতন্যস্বরূপ আত্মভাবে উপনীত হয়। মোক্ষাবস্থায় চৈতন্যস্বরূপের অভিব্যঙ্গা শক্তির যে অপহ্নব হইয়া যায়, তাহা নহে; তবে বস্তু জানিবার পূর্ব্বে. জানিবার জন্য যে উৎকণ্ঠা, জানিবার পর আর তাহা থাকে না; কিন্তু জানা ব্যাপার লুপ্ত হয় না। মোক্ষাবস্থায় সকল জানা হইয়াছে। যাহার দ্বারা জানিতেছিলাম, সে অনুভূতিকেও জানা হইয়াছে এবং জানিবার চেষ্টামূর্ত্তি অভিব্যঙ্গা শক্তি যে নিত্যোদিত আত্মরূপ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল, সে আত্মস্বরূপেরও সাক্ষাৎকার হইয়াছে। অতএব মোক্ষদশাতে অভিব্যঙ্গা শক্তি এবং অন্তরঙ্গা শক্তি একত্র এক চৈতন্যস্বরূপেই এক হইয়া থাকে। কারণ জ্ঞানক্রিয়ার সমাপ্তিতে, অভিব্যঙ্গা বা পরানুভূতি ভাবের উদ্‌বোধনের প্রয়োজন নাই। যে অজ্ঞানকে অপসারিত করত, বিষয়ের অবধারণার্থ প্রয়োজন ছিল, সে আবরণরূপ অজ্ঞানের তিরোধানে, সমগ্র দৃশ্যজাত জ্ঞানসন্নিধানে অবভাসিত হইতেছে। সুতরাং জ্ঞান আর প্রচ্ছন্ন নাই। এই অন্তরঙ্গা এবং অভিব্যঙ্গা ভাবদ্বয়কেই শ্রুতি ভোক্তা পুরুষ এবং নিয়ন্তা পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। "অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে এই ভাবেরই পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে। মন্ত্র যথা; দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যন-

বাচ্যত্বং ন স্যাৎ। ব্রহ্মণোঽপ্যবাচ্যত্বমুচ্যতে তদা কস্যচিদপি বাচ্যত্বং ন স্যাৎ ব্রহ্মণোঽপ্যবাচ্যত্বপ্রসক্তিঃ। তস্মাদধিষ্ঠাতৃতারূপ্যাতিরেকেণ নান্যদাত্মনোরূপমুপপদ্যতে অধিষ্ঠাতৃত্বং চ চিদ্রূপমেব তদ্ব্যতিরিক্তস্য ধর্ম্মস্য কস্যচিৎপ্রমাণানুপপত্তেঃ।

যৈরপি নৈয়ায়িকাদিভিরাত্মা চেতনাযোগাচ্চেতন ইত্যুচ্যতে চেতনাপি তস্য মনঃসংযোগজা তথা হি ইচ্ছাজ্ঞানপ্রযত্নাদয়ো যে গুণাস্তস্য ব্যবহারদশায়াম্ আত্মমনঃসংযোগাদুৎপদ্যন্তে তৈরেব চ গুণৈঃ স্বয়ং জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেতিব্যপদিশ্যতে। মোক্ষদশায়াং তু মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তন্মূলানাং দোষাণামপি নিবৃত্তিস্তেষাং বুদ্ধ্যাদীনাং বিশেষগুণানামত্যন্তোচ্ছিত্তিঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠত্বমাত্মনোঽঙ্গীকৃতং.

আভাস।

শ্নন্ত্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টঃ যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥ ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এতদর্থে সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, একটী বৃক্ষে দুইটী পক্ষী বাস করে; একটী পক্ষী বৃক্ষের স্বাদু অস্বাদু ফল সমূহ উপভোগ করে, এবং অন্য পক্ষী কেবল তাহার সহায়রূপে নিরীহভাবে বৃক্ষে বসতি করে মাত্র। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যপাদ, দুরবগ্রাহ্য আত্মতত্ত্বের অবধারণার্থ এই মন্ত্র দ্বয়কে সূত্রভূত ভাবে অবলম্বন করত ব্যাখ্যা কালে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দুইটী পক্ষী সুপর্ণৌ তুলাকার এবং তুল্যশক্তিবিশিষ্ট এবং উভয়ের বিচ্ছেদ কখনই ঘটে না এবং উভয়ে উভয়ের প্রেমে বদ্ধ; পরস্পরে পরম মিত্রতাসম্পন্ন। উভয়ে এক বৃক্ষে অর্থাৎ নশ্বর ভোগ-দেহে সম্পূর্ণ আসক্তের ন্যায় বাস করে। এই ভোগায়তন দেহকেও বৃক্ষরূপে বর্ণন করিবার প্রসঙ্গে কঠোপনিষদ্ এবং গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, " ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখোঽশ্বত্থ ইত্যাদি; অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, ক্রমশ স্থূল ও স্থূলতর ভাবে পরিণত দেহকে কর্ম্মফল ভোগের ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া, যে দুইটী সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী অবিদ্যা কাম কর্ম্ম বাসনাকে আশ্রয় করত, অভিব্যঙ্গা অর্থাৎ পরানুভূতি মূর্ত্তিতে ক্ষেত্র-স্থানীয় দেহকে অবধারণ উপলক্ষে লিঙ্গদেহরূপ উপাধির আশ্রয়ে জীবাত্মা কর্ম্ম-নিষ্পাদিত ফল আধ্যাত্মিকাদি সুখ দুঃখকে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং বিচিত্র জন্ম মরণাদি দেহফল ভোগোপলক্ষে স্বাদু ও অস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন। ইহার কারণ এক অবিদ্যা।

তেষামযুক্তঃ পক্ষঃ। যতস্তদ্যাং দশায়াং নিত্যত্বব্যাপকত্বাদয়ো গুণাঃ আকাশাদীনামপি সন্তি। অতস্তদ্বৈলক্ষণ্যেনাত্মনশ্চিদ্রূপত্বমবশ্যমঙ্গীকার্য্যম্। আত্মত্বলক্ষণজাতিযোগ ইতি চেৎ ন সর্ব্বস্যৈব তজ্জাতিযোগঃ সম্ভবতি। অতো জাতিভ্যো বৈলক্ষণ্যমাত্মনোঽবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যং। তস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং চিদ্রূপত্বয়ৈব ঘটতে নান্যথা।

যৈরপি মীমাংসকৈঃ কর্ম্মকর্ত্তৃরূপ আত্মাঙ্গীক্রিয়তে তেষামপি ন যুক্তঃ পক্ষঃ।

আভাস।

অন্য পক্ষী বুদ্ধি-তত্ত্বের বিমল সত্ত্বগুণে চির-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-শব্দ বাচ্য আত্মা; যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য স্বভাবে চির বিদ্যমান থাকিয়া, অন্তরঙ্গাশক্তিবলে আত্মাবভাসনে চির উদ্ভাসিত রহিয়াছেন। তাঁহার নিত্যসাক্ষিত্ব সত্তাবলে জীবাত্মার ভোক্তৃত্ব সাধিত হইতেছে। রাজা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেই, সৈন্যগণ কার্য্য করে, সেইরূপ পরমাত্মার সন্নিধি মাত্রেই জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদির সাধন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রকাশ যে, উক্ত জীবাত্মা ভোক্তা পুরুষ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাদির ফলে অনুরাগ বশত গুরুভারাক্রান্ত হইয়া, সমুদ্র-পতিত অলাবুর ন্যায়, দেহাদিতে আত্মভাবনা করে। অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরানুভূতি সাধিত হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদি তে আত্মভাবনা করত, আমি অমুকের পুত্র! এই আমার দেহ, সুতরাং আমি কৃশ, স্থূল, রুগ্ন, সুখী, দুঃখী, আমার মৃত্যু, আমার জন্ম ইত্যাদি সংসার ভাবে নিমগ্ন থাকেন। জীবাত্মা ভোগের (পরানুভূতির) অনুরোধে ভোগ্য ফল বা ভোগায়তন দেহাদির দ্বারাই আত্মস্বরূপের পরিমাণ করিতেছেন। গৃহের মধ্যস্থলে যে দীপ থাকে, সেটী আপন জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত; তাহার উদ্ভাসনার্থ আর অন্য দীপের প্রয়োজন নাই; কিন্তু উক্ত দীপের আলোকে আলোকিত গৃহাভ্যন্তর ও তত্রত্য বস্তু সমূহ স্ব স্ব গুণানুসারে আলোকের পরিচয় দিয়া থাকে। অর্থাৎ ভূমিভাগে আলোক কেবল আলোক মূর্ত্তিতে, তৈজস পদার্থ কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু দ্রব্যে তদপেক্ষা উজ্জ্বল ভাবে এবং দর্পণাদিতে বিশেষ ঔজ্জ্বল্যের পরিচয়ে যেমন এক দীপালোকই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ পরানুভূতিস্বরূপ অভিব্যঙ্গাশক্তি জীবচৈতন্য ভোগ্য ফল এবং ভোগায়তন দেহাদির অনুগুণেই অনুমাপিত হইয়া থাকেন। সুতরাং নানা বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, কখন প্রেত, তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদিদেহে পর্য্যটনের শক্তি সম্পন্ন হইয়া, বিচিত্র যোনিতে পর্য্যটন

তথা হি। অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য আত্মেতি তেষাং প্রতিজ্ঞা। অহংপ্রত্যয়ে চ কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চাত্মন এব নচ এতদ্বিরুদ্ধত্বাদুপপদ্যতে। কর্তৃত্বং প্রমাতৃত্বং, কর্ম্মত্বঞ্চ প্রমেয়ত্বং, ন চৈতদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসো যুগপদেকস্য ঘটতে। যদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং ন তদেকং। যথা ভাবাভাবৌ ; বিরুদ্ধে চ কর্তৃত্বকর্ম্মত্বে। অথোচ্যতে। ন কর্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ব্বিরোধঃ কিন্তু কর্তৃকরণত্বয়োঃ। কেন এতদুক্তং বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসস্য তুল্যত্বাৎ কর্তৃকরণত্বয়োরেব বিরোধঃ ন কর্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োঃ। তস্মাদহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যত্বং পরিচ্ছিন্নত্বাত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বমেবোপপন্নম্। তচ্চ চেতনত্বমেব।

আভাস।

করিতেছেন। কিন্তু সুখে অর্থাৎ অনুকূল বেদনীয় বিষয়ের সংস্রবে আত্মহারা এবং প্রতিকূল দুঃখের ভোগকালে আত্মানুভূতির সাহায্যে ক্রমশ ভোগবিরতির সূত্রপাত হয়। যদি এই সময়ে শাস্ত্র-বাক্য ও গুরুর উপদেশ অনুসারে অহিংসা সত্য এবং ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে এবং শমদমাদির সহায়ে সমাহিত চিত্ত হইয়া, যোগীর যোগপন্থায় অন্বেষণীয় স্বীয় অন্তর্গুহায় সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রকাশ আত্ম-চৈতন্যস্বরূপ অপর পক্ষীর প্রতি যখন দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই তাহার যাবতীয় শোকের অপগমে শান্তির উদয় হইয়া থাকে। কারণ তিনি অসংসারী ; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ-পিপাসার অতীত ; ঈশান। তিনি স্বপ্রকাশ সূর্য্যবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রকৃতির সত্ত্বগুণে চির বিদ্যমান ; এবং প্রকৃতির সত্ত্বাও তাঁহারই শক্তি। ইহাই জীবের পরম তত্ত্ব ; জীবত্ব কেবল ব্যবহারিক ভাব মাত্র। এই ব্যবহারিক পরমুক্তির নিবৃত্তি হইলেই, পরম ভাবে জীব নির্ব্বৃতের ন্যায় অবস্থান করে। সুতরাং বেদান্তের মীমাংসাও যোগশাস্ত্রের প্রতিকূলে নহে ; বরং অনুকূলে এক ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শান্ত ব্রহ্মবাদী সাংখ্যাচার্য্য কিন্তু আত্মার দ্বিবিধ রূপ স্বীকার করেন নাই। ভোগদশা এবং মোক্ষদশাতে আত্মার তুল্য-ভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। আত্মার অভিব্যঙ্গা ভাবটী কেবল প্রকৃতির অনুরোধে মাত্র, বলিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কারণ ইহা আত্মার সহজ শক্তি নহে ; উহা বরং প্রকৃতির সহজ শক্তি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। দর্পণ যেমন সূর্য্য সন্নিধানে প্রতিবিম্বিত হইয়াই, পুনঃ আলোক প্রদানে সমর্থ হয়, তাহাতে প্রতিবিম্ব বা স্বয়ং সূর্য্যের কিছু আসে যায় না, সেইরূপ চিৎসন্নিধানে, চিত্তেই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির উদয়ে সংসার ঘটে। জন্ম, মৃত্যু, সংসার ও মোক্ষ এক চিত্তেরই হইয়া

যৈরপি দ্রব্যবোধপর্য্যায়ভেদেনাত্মনোঽব্যাপকস্য শরীরপরিমাণস্য পরিণামিত্ব-মিষ্যতে তেষাম্ উত্থানপরাহত এব পক্ষঃ। পরিণামিত্বে চিদ্রূপত্বাহানিশ্চিদ্রূপত্বা-ভাবে কিমাত্মন আত্মত্বম্ তস্মাদাত্মন আত্মত্বমিচ্ছতা চিদ্রূপত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যং তচ্চাধিষ্ঠাতৃত্বমেব।

কেচিৎ কর্ত্তৃরূপমেবাত্মানমিচ্ছন্তি তথা হি বিষয়-সান্নিধ্যে যা জ্ঞানলক্ষণা ক্রিয়া সমুৎপন্না তস্যা বিষয়সংবিত্তিঃ ফলং তস্যাঞ্চ ফলরূপায়াং সংবিত্তৌ স্বরূপং প্রকাশ-

আভাস।

থাকে; তাহা চিদানন্দে স্পর্শ করে না। অতএব অভিব্যঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা ভবের আশ্রয়-রূপে নিত্যোদিত আত্মস্বরূপের স্বীকার করায়, যোগশাস্ত্রকার সাংখ্যাচার্য্যেরই অনুগমন করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে। সূত্রকারের মতের সহিত নৈয়ায়িকগণের মতেরও বিশেষ পার্থক্য নাই! তাঁহারা চেতনা যোগে আত্মার চেতনত্ব এবং চেতনাও তাহার মনঃ সংযোগের দ্বারা উদিত হয়, স্বীকার করেন। ইচ্ছা, জ্ঞান এবং প্রযত্নাদি গুণগ্রাম এক মনের সংযোগেই আত্মাতে হইয়া থাকে এবং উক্ত গুণেরই সংশ্রবে আত্মা স্বয়ং কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, তদুৎপন্ন যাবদীয় দোষের নিবারণে বুদ্ধ্যাদির বিশেষ বিশেষ গুণের নিবৃত্তি হইয়া যায়; তখনই আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভে মুক্তি হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই সমস্ত উক্তি ব্যবহারিক আত্মার সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিব্যঙ্গা শক্তির উদয়ে, চিত্তে প্রতিবিম্বিত ভাবে যে সকল পরিচয় আত্মার সম্বন্ধে সূত্রকার দিয়াছেন, ন্যায়োক্ত মতও তাহারই অন্তরে সন্নিবিষ্ট।

মীমাংসকগণ আত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব একত্রে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মাকে অহং প্রত্যয়ের গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া মীমাংসা করেন। অর্থাৎ আমি বলিয়া যাহাকে বুঝি, তিনিই আত্মা। কিন্তু যিনি বুঝেন, তিনি কর্ত্তা; এবং যাহাকে বুঝা যায়, সেটী কর্ম্ম। এই কর্ম্ম এবং কর্ত্তা ইহারা পরস্পরে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সুতরাং বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া, অনেকে আপত্তি করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব এই দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমর্থন অসঙ্গতই বটে। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে এ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ ঘটে নাই। দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের অধ্যাস হইয়াছে মাত্র। চিত্তে অধ্যাস নিবন্ধন আমি বোধ এবং ইন্দ্রিয়াদি করণগ্রামের অধ্যাস-নিবন্ধন আমার বোধ, এই দ্বিবিধ

রূপতয়া প্রতিভাসতে। বিষয়শ্চ গ্রাহ্যতয়া আত্মা চ গ্রাহকতয়া; ঘটমহং জানামীত্যাকারেণ তস্যাঃ সমুৎপত্তেঃ ক্রিয়ায়াশ্চ কারণং কর্ত্তৈব ভবতীত্যতঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বকাত্মনো রূপমিতি তদনুপপন্নঃ যস্মাত্তাসাং সংবিত্তীনাং স কিং কর্ত্তৃত্বং? যুগপৎ কর্ত্তৃত্বে ক্ষণান্তরে তস্য কর্ত্তৃত্বং ন স্যাৎ। অথ ক্রমেণ কর্ত্তৃত্বং তদৈকরূপস্য ন ঘটতে। একেন রূপেণ চেৎ তস্য কর্ত্তৃত্বং তদৈকস্য সদৈব সন্নিহিতত্বাৎ সর্ব্বফলমেকরূপং স্যাৎ। অথ নানারূপতয়া তস্য কর্ত্তৃত্বং তদা পরিণামিত্বম্ পরিণামিত্বাচ্চ

আভাস।

বোধের উদয়, যাহা নিরন্তর হইতেছে, তাহারা পরস্পরে বিরুদ্ধ হইলেও যাঁহার অধ্যাস, সেই মূল চৈতন্তে কোন ব্যাঘাত নাই। সূর্য্যালোকে চক্ষু দর্শন-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সুখময় বা দুঃখময় পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছে সত্য! কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের যেমন কিছু যায় আসে না। দীপালোকে আলোকিত দর্পণ অন্ধকার গৃহকেও আলোকিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে মূল দীপের চলনাদি যেমন প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটে না, সেইরূপ চৈতন্তের ছায়া পতনে চিত্ত চেতনায়মান হইয়া, আমি সাজিয়া বুদ্ধি প্রভৃতি করণগ্রামকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সম্পর্কে কার্য্য করিতেছে সত্য! কিন্তু তাহাতে মূল সাক্ষীভূত আত্মাতে কি ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা? কর্ত্তৃত্ব বা করণত্ব উভয়ই চিত্তের উপর প্রকাশ পাইতেছে। যে চৈতন্যস্বরূপের অনুগ্রহে চিত্তে এই গুণ বা দোষ ঘটে, সে চৈতন্যস্বরূপে সে দোষাদি আরোপ করা অসঙ্গত। অতএব কর্ত্তৃত্ব, করণত্ব এবং কর্ম্মত্ব এ সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম্ম; আত্মার অধিষ্ঠানে মাত্র ঘটে। সুতরাং আত্মাতে ইহারা কোনটাই স্পর্শ করে না। সুতরাং সূত্রকারের মতেরঅনুকূলেই মীমাংসকের মত স্থাপিত হইয়াছে। কেহ কেহ শরীরের পরিমাণানুসারে আত্মার পরিমাণ সিদ্ধান্ত করেন; সে স্থানে লিঙ্গোপাধি ব্যাবহারিক আত্মারই কথা বুঝিতে হইবে। যেমন দর্পণ-পরিমাণে সূর্য্যবিম্বের পরিমাণ হয়; প্রকৃত সূর্য্যের পরিমাণ করা তাহা নহে; কারণ আত্মার পরিণাম হইলে, চিদ্রূপতার ব্যাঘাত ঘটে। এতদ্দ্বারাও আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে।

কেহ আত্মার কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্দ্বারৈরর্থো নানাগুণাশ্রয়ঃ। তদ্বন্নানেয়তে হীশ বহুভিঃ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ। আত্মস্বরূপের নির্ণয় করা দূরে থাকুক! সামান্ত একটী দৃশ্য বিষয়েরও নিরূপণ করিতে আমরা পারি না;

ন চিদ্রূপত্বং। অতশ্চিদ্রূপত্বমাত্মনঃ ইচ্ছদ্ভির্ন সাক্ষাৎকর্তৃত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যং। যাদৃশম-স্মাভিঃ কর্তৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদিতং কূটস্থস্য নিত্যস্য চিদ্রূপস্য তদেবোপপন্নম্।

এতেনস্বপ্রকাশস্য আত্মনো বিষয়সংবিত্তিদ্বারেণ গ্রাহকত্বমভিব্যজ্যতে ইতি যে বদন্তি তেঽপি অনেনৈব নিরারস্তাঃ।

কেচিৎ বিমর্ষাত্মকত্বেনাত্মনশ্চিন্ময়ত্বমিচ্ছন্তি তে হ্যাহুর্ন বিমর্ষব্যতিরেকেণ চিদ্রূপত্বমাত্মনো নিরূপয়িতুং শক্যং। জগদ্বৈলক্ষণ্যমেব চিদ্রূপত্বমুচ্যতে তচ্চ বিমর্ষ-

আভাস।

এবং কিরূপে করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করি না। কোন এক বস্তুকে জানিতে হইলে, আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই প্রচুর নহে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব সামর্থ্যা-নুসারে তাহাকে গ্রহণ করে; সম্পূর্ণ জানিবার যোগ্যতা কোন ইন্দ্রিয়েরই নাই। কারণ চক্ষু রূপ তন্মাত্রার প্রস্তুত হওয়ায়, সে পদার্থটীর রূপভাগ মাত্র জানিতে পায়; অন্য শব্দ বা রস ভাগ চক্ষু আর গ্রহণ করিতে পারে না। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়, কিছু কিছু নিজের সামর্থ্য অনুসারে দর্শন করিয়া, পরস্পরে কলহ মাত্র করে। সম্পূর্ণ দেখিলে, আর কলহ থাকিত না। একটী অন্ধকে হস্তী কিরূপ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, হস্তী একটী গোলাকার থামের মতন। কারণ সে কেবল তাহার পাদদেশ ধরিয়া হস্তী বুঝিয়াছিল। অপর অন্ধ হস্তীর পুচ্ছ ধরিয়া হস্তীর পরিচয় দিয়া বলিল যে, হস্তী একটী বৃহৎ সম্মার্জ্জনী মাত্র। তৃতীয় অন্ধ যে কেবল দন্তভাগ ধরিতে পারিয়াছিল, সে হস্তীকে একখানি লগুড় দণ্ড বলিয়া প্রকাশ করিল। অপর অন্ধ হস্তীর প্রশস্ত কর্ণভাগ ধরিয়া তাহাকে একখানি বৃহৎ কুলা বলিয়া ব্যাখ্যা করত, পরস্পরে কলহ করিতেছে, এমন সময়ে একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের সকল কথা শুনিয়া সকলের মীমাংসা একত্র করত পূর্ণাবয়ব হস্তীর বর্ণনে তাহাদের কলহের ভঞ্জন করিলেন। সাধারণতঃ সকল দর্শনকারের মীমাংসার একদেশ মাত্র বুঝিয়াই অন্ধের ন্যায় পরস্পরে কলহ করিয়া থাকি; প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দর্শনকারই মীমাংসায় বিফল-প্রযত্ন হন নাই। তবে বিচিত্র অধিকারীকে বিচিত্র ভাবে উপদেশ দিবার অনুরোধে, তাঁহাদের মীমাংসা বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা অকর্ত্তা অভোক্তা, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য স্বরূপ তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা। কেবল বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রকরণ ভেদেই শাস্ত্রের

ব্যতিরেকেণ নিরূপ্যমাণং নান্যথাবতিষ্ঠতে তদনুপপন্নম্ ইদমিত্থমেবংরূপমিতি যো বিচারঃ স বিমর্ষ ইত্যুচ্যতে। স চাস্মিতাব্যতিরেকেণ নোত্থানমেব লভতে। তথাহি আত্মন্যুপজায়মানো বিমর্ষোঽহমেবন্তূত ইত্যনেন আকারেণ সম্বেদ্যতে ততশ্চাহং-শব্দভিন্নস্য আত্মলক্ষণস্য অর্থস্য তত্র স্ফুরণান্ন তত্র বিকল্পশ্চাধ্যবসায়াত্মা বুদ্ধিধর্ম্মো ন চিদ্ধর্ম্মঃ কুটস্থনিত্যত্বেন চিতেঃ সদৈকরূপত্বাৎ নিত্যত্বাগ্রাহকারাত্ম-প্রবেশঃ। তদনেন সবিমর্ষত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদয়তা বুদ্ধিরিবাত্মত্বেন ভ্রান্ত্যা প্রতি-পাদিতা ন প্রকাশাত্মনঃ পরস্য পুরুষস্য স্বরূপমবগতমিতি।

আভাস।

ভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। একটু সরল ভাবে অগ্রসর হইলে, আত্মার অধিষ্ঠানতা নিবন্ধনই যাবদীয় সংসারের কারণ বলিয়া, আমরা অবলীলাক্রমে অবধারণ করিতে পারিব। অন্যান্য দর্শনকার কেবল বিচার-বলে আত্মাকে প্রতিপাদন করিতে গিয়া, বিশেষ তর্কেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; মহর্ষি পতঞ্জলি আনুষ্ঠানিক দর্শন-শাস্ত্রে মীমাংসাটীকে প্রত্যক্ষে আনয়ন করিয়াছেন। মিছরির সরবতের স্বাদ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, অনন্ত শব্দশাস্ত্র আলোচনে যাহা না হয়, সাধারণত জিহ্বার সহায়ে পান করিবা মাত্র যেমন আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না, সেইরূপ যাবদীয় কোলাহ-লের মীমাংসার অভিপ্রায়ে ভগবান্ পতঞ্জলি তদীয় আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র যোগসূত্রের প্রণয়নের দ্বারা, জগতে শান্তি এবং আশ্বাসের স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে আশ্রয় করিলে, আর মরণভয় থাকে না; নিঃসংশয়ে এবং নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে দেবতাগণেরও দুর্লভ অধিকার লাভে জগতে বিচরণ করা যায়। এই শাস্ত্রের অনুশীলনে মানব আধ্যাত্মিক পথে যে কিরূপ অগ্রসর হইতে পারেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইহা তর্কশাস্ত্রের ন্যায়, কেবল বাক্প্রপঞ্চের পটুতা জন্মায় না; ইহা কর্ম্মশাস্ত্র; অনুষ্ঠানের অপেক্ষা। অনুষ্ঠানের বলে কিরূপে যে ফল লাভ হয়, তর্কে তাহা বুঝান যায় না। কারণ শব্দ কার্য্যকে অনুসরণ করে; কার্য্য কখন শব্দকে অনুসরণ করে না। স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হয় দেখিলে, প্রবাদের উত্থাপন ঘটে; তখন স্পর্শমণি স্পর্শে যদি লৌহ সুবর্ণ না হয়, লৌহই থাকিয়া যায়, তখন যুক্তি বলেন যে, উহা কখনই স্পর্শমণি নহে। অতএব কার্য্যের অনুসারে নীতির উদ্ভাবন হয়, নীতির অনুসারে কখন কার্য্যের সূচনা হয় না। অতএব কর্ম্মই প্রধান। কর্ম্মই এই যোগ। মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে; নহি সাংখ্যসমং জ্ঞানং

ইথং সর্ব্বেষেব দর্শনেষ্বধিষ্ঠাতৃত্বং বিহায় নান্যদাত্মনো রূপমুপপদ্যতে। অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ চিদ্রূপত্বং তচ্চ জড়াদ্বৈলক্ষণ্যমেব চিদ্রূপতয়া যদধিতিষ্ঠতি তদেব ভোগ্যতাং নয়তি। যচ্চ চেতনাধিষ্ঠিতং তদেব সকলব্যাপারযোগ্যং ভবতি। এবঞ্চ সতি নিত্যত্বাৎ প্রধানস্য ব্যাপারনিবৃত্তৌ যদাত্মনঃ কৈবল্যমস্মাভিরুক্তং তদ্বিহায় দর্শনান্তরাণাং নান্যা গতিঃ। তস্মাদিদমেব যুক্তমুক্তং বৃত্তিসারূপ্যপরিহারেণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তেঃ কৈবল্যম্।

আভাস।

নহি যোগসমং বলং। এতদ্বঃ সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতং॥ আদি জ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিলদেব যে সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন, জ্ঞান-সম্বন্ধে তদনুরূপ বিচার অন্য কোন দর্শনেই নাই। বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা সকলেই সেই মহাত্মনারই অনুকরণ করিয়াছেন। যোগের তুল্য বল নাই। সেই যোগ-বিষয়ের বর্ণন যেরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনও অন্য কোন দর্শনকার করেন নাই। অনেকেই যোগশাস্ত্রের প্রচারার্থ প্রয়াস করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই ফলের আশ্রয়ে পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু মহামুনি পতঞ্জলি পদ্ধতির অনুসরণে ফলের প্রতি দৃষ্টি করাইয়াছেন। হোমিওপাথিক্ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, স্পিরিট্ প্রস্তুতের প্রতি অগ্রে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন; নতুবা কোন ঔষধই ফলপ্রদ হয় না। কবিরাজী চিকিৎসা করিতে হইলে, স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজটীর পাক উত্তমরূপে জানা চাই এবং তাহার প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ বেদোক্ত যে কোন কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করা যায়; সকলের মূল মন্ত্র-স্থানীয় বা ভিত্তি স্থানীয়ই যোগপ্রকরণ। যোগে সামান্যস্ত বা গুরুতর ভাবে অভ্যস্ত হইতে না পারিলে, কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বন্ধ্যা স্ত্রী মৈথুনে যেমন কখন পুত্রলাভ হয় না; তুষাবঘাতনে যেমন তণ্ডুল লাভ হয় না, সেইরূপ যোগহীন কর্ম্মে কখন কোন ফল লাভেরই প্রত্যাশা হয় না। হোমিওপাথিক্ ঔষধের পক্ষে স্পিরিট্ যেমন সর্ব্বপ্রকার ঔষধির ঔষধত্ব জননের সামর্থ্য, সনাতন যোগপদ্ধতিই যাবদীয় কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের স্বস্ব কাণ্ডোচিত কার্য্যের ফল প্রসবের একমাত্র উপায়। এক যোগবলে বঞ্চিত হইয়া, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাংশে অন্যান্য সকল জাতির তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং অন্যান্য বিভাগে বরং নিকৃষ্ট ভাবেই ক্রমশ

তদেবং সিদ্ধান্তরেভ্যো বিলক্ষণাং সর্ব্বসিদ্ধিমূলভূতাং সমাধিসিদ্ধিমভিধায় জাত্যন্তরপরিণামলক্ষণস্য চ সিদ্ধিবিশেষস্য প্রকৃত্যাপূরণমেব কারণমিত্যুপপাদ্য ধর্ম্মাদীনাং প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিমাত্র এব সামর্থ্যমিতি প্রদর্শ্য নির্ম্মাণচিত্তানামস্মিতামাত্রা-দ্ভব ইত্যুক্ত্বা তেষাঞ্চ যোগিচিত্তমেবাধিষ্ঠাপকমিতি প্রদর্শ্য যোগিচিত্তস্য চিত্তান্তর-বৈলক্ষণ্যমভিধায় তৎকর্ম্মণামলৌকিকত্বঞ্চোপপাদ্য বিপাকানুগুণানাং বাসনানামভি-ব্যক্তিসামর্থ্যকার্য্যং কারণয়োশ্চৈক্যপ্রতিপাদনেন ব্যবহিতানামপি বাসনানামানন্তর্য্য-

---

আভাস।

পরিণত হইতেছেন। কারণ অন্যান্য সকল জাতিই স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে করিয়া, কতক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ কোন কূলেই দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছেন না। এক যোগ পথকে বিস্মৃত হইয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যথাযথ অনুশীলন হয় না এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ধর্ম্মের অনুশীলনে অগ্রসর হইয়াও, অপারকতা নিবন্ধন তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মোভয়াবহঃ। সকলেরই স্ব স্ব অধিকার এবং যোগ্যতার অনুসারে তৎতৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা যোগ্যতার অভাবে ইচ্ছা এবং উদ্‌যোগ সত্ত্বেও তিনি অভিপ্রেত কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। জগতে সাধারণত চারিপ্রকারের বল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক এবং বুদ্ধিগত। শারীরিক বল বিলক্ষণ থাকিলেও, অন্য ত্রিবিধ বলের যথেষ্ট অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শারীরিক বলের তুলনায় ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক বল তাহাতে প্রায় সমপরিমাণে পাওয়া যায় না। সুতরাং যিনি যে বলে বলীয়ান্, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্মে অগ্রসর হইলে, কৃতকার্য্য হইবার কোন বাধা ঘটে না। কিন্তু ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া, অন্যোচিত কার্য্যে অপর ব্যক্তি অগ্রসর হইলে, নিজের যোগ্যতানুসারের কর্ম্ম করা হইল না, এবং অযোগ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় অকৃতার্থ হইয়া, উভয় কূলই নষ্ট করা হইল। ইহাকেই অসদনুশীলন বলে. যদ্দ্বারা কেবল একটী বর্ণ কেন? সমগ্র জাতি পরিণামে রসাতলশায়ী হয়; সন্দেহ নাই। যোগ্যতার অনুসারেই ঋষিগণ কর্ম্মের বিভাগ করত, জাতিগত উন্নতির সোপান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি নিজের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে পতনের কোন

মুপপাদ্য তাসামানন্ত্যেঽপি হেতুফলাদিদ্বারেণ হানমুপদর্শ্যাতীতাদিষ্বধ্বস্ব ধর্ম্মাণাং সদ্ভাবমুপপাদ্য বিজ্ঞানবাদং নিরাকৃত্য সাকারবাদঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য পুরুষস্য জ্ঞাতৃত্বমুক্ত্বা চিত্তদ্বারেণ সকলব্যবহারনিষ্পত্তিমুপপাদ্য পুরুষসত্ত্বে প্রমাণমুপদর্শ্য কৈবল্যনির্ণয়ায় দশভিঃ সূত্রৈঃ ক্রমেণোপযোগিনোঽর্থানভিধায় শাস্ত্রান্তরেঽপ্যেতদেব কৈবল্যমিত্যুপপাদ্য কৈবল্যস্বরূপং নির্ণীতমিতি ব্যাকৃতঃ কৈবল্যপাদঃ।

আভাস।

সম্ভাবনা থাকে না। ভারতে উক্ত আছে; ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে। ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখং॥ কামভোগের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের কলেবর প্রস্তুত হয় নাই। জ্ঞানের শীর্ষস্থানে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, তাদৃশ চিত্তশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের দেহ রচিত হইয়াছে। ভোগের অভিমুখে তাদৃশ দেহকে অগ্রসর হইতে না দিয়া, তপোবলে বলীয়ান্ করিতে হইবে। সেই তপোবলই কেবল যোগের সহায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহার যোগবল নাই, তাঁহার তপোবলও নাই। যোগে অধিকার না থাকিলে, কোন কর্ম্মেই অধিকার হয় না। যোগ যাঁহার আয়ত্ত, তিনি অলৌকিক সকল শক্তিতে এবং সকল অধিকারে অধিকারী হইয়া, ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ এবং শান্তি লাভ করিতে পারেন; সন্দেহ নাই। সন্ধ্যা, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা এবং হোম এই পাঁচটী কর্ম্ম যোগের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যোগ ব্যতীত এই পাঁচটীর কোনটাই ফলপ্রদ হয় না। যোগযুক্ত কর্ম্মই কর্ম্ম; যোগহীন কর্ম্ম নিরর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র। যাঁহারা যোগে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত মনস্বীগণই ফল-প্রাপ্তির সুগম উপায়-রূপে তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা এবং হোমের পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ কমলাসন এক যোগবলেই বিশ্ব-রচনার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন এবং যোগচর্য্যায় প্রকটিত সত্যপথ সমূহই বেদমূর্ত্তিতে চতুরাননের মুখচতুষ্টয় হইতে বিনির্গত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম্ ও অথর্ব্বনামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব যোগই সৃষ্ট সংসারের জ্ঞান এবং যোগই বল। ভগবান্ গীতা বাক্যে বলিয়াছেন; তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ তপস্বী জ্ঞানী এবং কর্ম্মী বলিয়া যে যেখানেই থাকুন্! যোগীর সহিত কেহই তুলনীয় নহে। যোগী সকলের শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বে যস্য বশাঃ প্রতাপবসতেঃ পাদাম্বুসেবানতি-
প্রভ্রশ্যন্ মুকুটেষু মূর্দ্ধসু দধত্যাজ্ঞাং ধরিত্রীভৃতঃ ।
যদ্বক্ত্রাম্বুজমাপ্য গর্ব্বমসমং বাগ্দেবতা সংশ্রিতা
স শ্রীভোজপতিঃ ফণাধিপতিকৃৎসূত্রেষু বৃত্তিং ব্যধাৎ ॥
ইতি শ্রীধারেশ্বরভোজদেববিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং
কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ পাদঃ ।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।

আভাস ।

আবার যোগীর মধ্যে যিনি আমাতে (পরমেশ্বরে) প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে আমাতেই চিত্ত সমাহিত রাখেন, তিনি সংসারকে অতিক্রম করত, ব্রহ্ম-পদবীতে আরোহণ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব যোগ যেমন কৈবল্য লাভের প্রধান সোপান, সংসারে ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি লাভ করিতে হইলেও, যোগেরই অনুশীলন করা একান্ত বিধেয়। যোগ ব্যতীত কোন কর্ম্মই জগতে সিদ্ধ হয় না।

পূজাদি যাগ কর্ম্মে যোগই মূল ধন। যাঁহার যোগবল নাই, তিনি কেবল লৌকিক পূজা করেন মাত্র; পারমার্থিকের সহিত কোন সম্পর্ক করিতে পারেন না। তাঁহার ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস এবং আসনশুদ্ধি কেবল মৌখিক মাত্র; আন্তরিক নহে। সুতরাং পূজা করিবার প্রকৃত ফল তথায় কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং সমস্তই নিরর্থক জ্ঞানে ক্রমশ পরিত্যক্তের মধ্যে পতিত হইতেছে। কিন্তু ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, কত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর ঋষিগণ সাধারণ ভোগী জীবের কার্য্য সৌকার্য্যার্থ যে সকল পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে কেবল আত্মসংযম-রূপ যোগের অভাবে, সেই পদ্ধতি সমূহ ভ্রমপূর্ণ প্রতারণা-মূলক জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্ধতির কোন ভ্রম বা দোষ নাই; অনুষ্ঠান এবং আত্মসংযমের অভাবেই সেই সমস্ত মিথ্যা ও নিরর্থক বলিয়া উপলব্ধ হইতেছে মাত্র। এখনও যদি সংযত হইয়া, উক্ত পদ্ধতি সমূহের অনুসরণ করা যায়, সকল পদ্ধতির সুশৃঙ্খলা হয় এবং সকল কার্য্যেরই আশু ফল সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি। পূজকের যদি তপোবল থাকে এবং অর্চ্চনা

ব্যাপারের যদি তীব্রতা থাকে এবং যে প্রতিমাতে পূজা করা হইতেছে, তাহাতে দেবতার ধ্যানের সহিত যদি সৌসাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে, উপাস্য দেবতাকে সেই প্রতিমাদিতে নিশ্চয় আবির্ভূত হইতে হয়; সন্দেহ নাই। অতএব শরৎকালে দশভূজা দুর্গাপ্রতিমা আনিয়া, পূজার্থ উপবেশন করা হয় বটে, কিন্তু কোন্ ক্রিয়াযোগে যে তাঁহাকে আনিতে হইবে! একটী মৃন্ময় প্রতিমাতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব করাইয়া, ঐহিকের ঐশ্বর্য্য এবং পারমার্থিকে মুক্তি প্রত্যক্ষে পাইবার ক্রম যে কি? তৎপ্রতি একবার পূজকের চিন্তা পর্য্যন্ত উদিত হয় না; তিনি পূজার আড়ম্বর দেখাইয়া সাধারণ লোকেরই মনোরঞ্জন করিয়া চলিয়া গেলেন; মূলের কোন অঙ্গেই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না; কারণ যোগযুক্ত চিত্তেরই অভাব।

ভোগ-লাভের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলেই যে ভোগলাভ হয়, তাহা নহে; বরং প্রার্থিত ভোগ কোথায় যে সরিয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানও পাওয়া যায় না এবং যাহা কখন মনে ভাবি নাই, তাহাই আসিয়া ভোগদানার্থ উপস্থিত হয়। অতএব শ্রীরামচন্দ্রের উক্তিটী, "যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি, যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি। প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ-চক্রবর্ত্তী সোঽহম্ ব্রজামি বিপিনং জটিলস্তপস্বী॥" যেন জীবন্তের ন্যায় সম্মুখে প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মনে মনে কত গুরু গবেষণা করিয়া থাকি, কার্য্যকালে সে যে কোথায় কতদূরে চলিয়া যায়, কে তাহার নির্ণয় করে! আবার যাহার বিষয় স্বপ্নেও কখন চিত্তে স্থান দিই নাই, অকস্মাৎ কোথা হইতে সেই আসিয়া, সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। আগামী কল্য প্রাতঃকাল হইবা মাত্র সসাগরা পৃথিবীর রাজত্বলাভে রাজসিংহাসনে বসিব বলিয়া মনে মনে যে আমি কতই আলোচনা করিয়াছিলাম, সেই আমি সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে, জটা-বল্কল ধারণে, তপস্বীর বেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন করিতেছি! অতএব দৈবের গতি নিতান্তই দুর্বিভাব্য। সমস্ত চাক্ষুষ প্রমাণের অতীত, দুরন্ত দৈবের উপরই নির্ভর করে। আপতত চেষ্টা বা আগ্রহের দ্বারা, তাহার কিছু বিশেষ আসে যায় না। সুতরাং বর্ত্তমানের জন্য চেষ্টা নিরর্থক; প্রারব্ধ পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে; তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার বিশেষ আবশ্যক নাই। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই প্রস্তুত হইবার উপায়ই যোগ। যোগ চিত্তকে সমাহিত করে এবং সমাহিত চিত্তের সহিত যাহারই সম্পর্ক করান হয়, তদ্দ্বারাই বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। প্রতিমার

দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি লতা বেষ্টিত একটী রম্ভাতরু বস্ত্রাবৃত দণ্ডায়মান দেখিয়া. বাল্যজীবনে পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম যে. এমন চমৎকার প্রতিমার পার্শ্বে এ আবার কে ? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ঐ পার্শ্বে যে গণেশ দেখিতেছ ! উঁহারই বউ ওটী। বাল্য জীবনের সংস্কার ঘুচান বড়ই কঠিন ! এক্ষণে প্রাচীন জীবনেও বিনা বিচারে পূর্ব্বসংস্কার যেন জাগিয়া উঠে। সাধারণের সে সংস্কার থাকে থাকুক্ ! ক্ষতি নাই ! চিন্ময়ীর পূজক উঁহাকে কি ভাবিতেছেন ! তাঁহার ভাবনার অনুসারেই কিন্তু ভগবতীর আবির্ভাব নির্ভর করে। তিনি যদি উঁহাকে চিন্ময়ীর আগমনের একমাত্র উপায়রূপে অবধারণ করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল ! গীতাতে উক্ত আছে, গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধিঃ সর্ব্বা সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ " ইত্যাদি বচনের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জগতে কোন বস্তুই স্বাধীন নহে ; অনির্ব্বচনীয় এবং অব্যক্ত একটী সর্ব্বজ্ঞা শক্তির দ্বারা জগৎ এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু গঠিত, চালিত এবং রক্ষিত হইতেছে। বৃক্ষ লতাদি দর্শনে যাহার উপলব্ধি হয়, এবং যাহা দেখিতেছি বা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে যাহা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বস্তু তাহা নহে ; কে একটী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভাব তৎতৎ পদার্থের তত্তৎভাবের প্রেরণায়, সেই সেই মূর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন। অতএব পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি কিছুই নহে ; তদন্তরস্থ প্রেরক-শক্তিই ইহার সার ও সর্ব্বস্ব ধন। এই প্রেরক-শক্তির প্রতি যখন দৃষ্টি পড়িল, তখনই চিত্ত স্থির হইবার উপক্রম হইল। কারণ তখনও সে শক্তির প্রত্যক্ষতা হয় নাই। যখন বৃক্ষ লতাদিতে এবং সমগ্র দৃশ্য জগতে অনুমান করিবার পর, স্বকীয় শরীরে বা ইন্দ্রিয়াদিতে তাহার অনুভব হয়, তখনই সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা হইল। ভগবান্ গীতাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন, "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চমে ন প্রণশ্যতি ॥ যে ব্যক্তি সকল পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ আমাকে পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সকল পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে সেই সর্ব্বজ্ঞা শক্তিকে অবধারণ করিতে পারেন, তিনিই আমার অতি নিকট এবং আমিও তাঁহার অতি নিকট। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহার আত্মস্বরূপ এবং আমার ঈশ্বরভাবের সহিত পরস্পরের মিলন বা যোগ করিতে আর কোন বাধা হয় না। তাদৃশ যোগী আপন দেহ মধ্যে আপন প্রাণশক্তির ন্যায়, সর্ব্বাবভাসক পরম শক্তিকে যখন অনুভব করেন, তখন প্রত্যক্ষে পরিদৃশ্যমান বৃক্ষলতাদি যাবদীয় পদার্থে তত্তৎ শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রতিপালনোপলক্ষে নিরন্তর অন্তরে

বিরাজমান সেই পরম শক্তিকেই অবধারণ এবং অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহার স্বীয় অন্তরে দেদীপ্যমানভাবে বিদ্যমান আশ্রয়শক্তির তুলনায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্তরে বিদ্যমান শক্তির একত্ব অবধারণে যোগ্য হন। যে শক্তি তাহার অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে দর্শনাদির যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন, তিনিই বৃক্ষের এবং লতার অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার অঙ্কুর হইতে পত্র, পুষ্প, ফল, রস এবং শাখা প্রশাখাদির উদ্ভাবনে অঙ্কুরকে বৃক্ষে পরিণত করিতেছেন। উভয় স্থলে এই এক প্রকারে উভয় শক্তিকে দর্শন করিবার অভ্যাস যখন আয়ত্ত হইয়া আইসে, তখনই তিনি নিজের দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিচালনার ন্যায়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থান্তর্গত শক্তিকে পরিচালনে সমর্থ হন। অতএব প্রথমত নিজের অন্তর শক্তিকে যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি তদৈক্য-চিন্তনে বাহ্য শক্তিকেও পরিচালন করিতে পারেন। এই পদ্ধতির অনুসরণেই আমাদের যাগ, যজ্ঞ, নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি আপনার অন্তরে উক্ত সর্ব্বজ্ঞা শক্তিকে যখন প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ ও অনুভব করিতে পারিলেন, তখনই তাঁহার সে শক্তিকে জয় করা হইল। তখন বাহিরে বৃক্ষাদিতেও সেই তুল্য শক্তিকে চিন্তা করত, অভ্যাসের গুণে যখন প্রত্যক্ষের ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন বাহ্য শক্তিও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। তখন তিনি মন্ত্র এবং মুদ্রা-সহকারে উক্ত বাহ্যশক্তিকেও যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতে পারেন। শক্তি-চিন্তার চরম সীমায় উপনীত হইয়া, যোগী দেখিলেন যে, বৃক্ষ নিজে কিছু নহে; একটী পরমা শক্তি উক্ত বৃক্ষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তন এবং ভাবের উদ্বোধন করিতেছেন। অতএব এই শক্তিকে আমার ইচ্ছাধীন কার্য্যে কিরূপে নিয়োগ করা যায়, তাহাই বিচার্য্য এ নিয়োগ প্রাকৃতিক নিয়মে করিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মে দেখা যায় যে, জোড়-কলমে এক জাতীয় বৃক্ষের আশ্রয়ে অন্যজাতীয় ফল প্রসব করান যায়। অর্থাৎ একটী ডেপোলের চারা লইয়া, যদি তাহার অগ্রভাগে ডেপোলের শাখার পরিবর্ত্তে অতি সুমিষ্ট কোন আম্রশাখা বান্ধিয়া কিছুকাল রাখা যায়, তাহা হইলে উভয়ে যখন এক হইয়া যায়, তখন ডেপোলের মূল স্কন্ধ শীর্ষস্থ আম্রশাখাকে পরিবর্দ্ধিত করত, আম্রপাতা এবং আম্র ফলেরই প্রসব করে। অতএব এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, শক্তিকে সঞ্চারিত করিতে পারিলে, যাহার পশ্চাতে তাহাকে নিয়োগ করা যায়, শক্তি তাহারই পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করেন না। অতএব ঋষি

বিল্বশাখাকে অবলম্বন করিয়া, বেদোক্ত মন্ত্র এবং বিধানানুসারে আবাহন করত বলিলেন যে, হে পরমা শক্তি! যে তুমি এই বিল্ববৃক্ষকে অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার অনুরূপ ফলাদিকে উৎপাদন পূর্ব্বক ইহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছ, সেই তুমি এক্ষণে আর উহাকে সাহায্য করিও না! আমি উক্ত শাখা ছেদন করিলাম! এক্ষণে আপনি আর উর্দ্ধগামিনী না হইয়া, নিম্নে অবতরণ করুন! আপনার আসনার্থে এই জলপূর্ণ ঘট রাখিয়াছি! এই জলে অধিষ্ঠিত হইয়া, নির্ব্ব্যাপারী মূর্ত্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করত, ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেষ্ট হউন! পরে রম্ভা তরুর আশ্রয়ে অন্য আটটী পৃথক্ লতান্তরিত শক্তিকে আবাহন করত, মূল বিল্ব-শক্তিকে তদন্তরে স্থাপন করিয়া অষ্টৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট করা প্রয়োজন। তৎপরে প্রতি-মাকে আত্মশক্তি প্রদানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, মৃণ্ময়ীকে প্রাণশক্তিময়ী করিয়া, উক্ত নবশক্তিময়ী মহাশক্তিকে প্রতিমাতে সঞ্চালিত করাইয়া প্রার্থনা করিতে হয়। যেমন ডেপোল শক্তি আম্রশাখাকে পরিবর্দ্ধিত করত, শীর্ষস্থ ভাবের উদ্বোধন করেন, তদ্রূপ হে মহাশক্তি! আপনি আমার প্রদত্ত এই প্রতিমাতে প্রবেশ করত, এই মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী হইয়া, আমার ইষ্টসাধন করুন! এতাদৃশ সকল কার্য্যেই শক্তি সঞ্চালনের সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে হইলে, যোগের প্রয়োজন। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ চিত্তকে সমাহিত করিতে পারিলে, কোন পাপতাপ আর থাকে না; চিত্তকে এবং ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছ নিয়োজিত করা যায় এবং সকল ভূতের উপর প্রতিপত্তি লাভে নিরাময় এবং নিঃসঙ্গ ভাবে সংসারে বিচরণ করা যায়। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রত্যেক কর্ম্মে এবং সন্ধ্যা তর্পণ শ্রাদ্ধ পূজা এবং হোমাদি কার্য্যে যোগের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক কর্ম্মের দ্বারা যোগেরই অনুষ্ঠান করা হয়। তন্মধ্যে বৈদিক এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যা দ্বারা যোগেরই বিশেষ অভ্যাস করা হয়; এবং অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এক যোগের উপরই বিশেষত নির্ভর করে। সাধা-রণত সকল কার্য্যে উভয়েরই প্রয়োজন। পূজাদি সকল কার্য্যে,যেমন চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ যোগের প্রয়োজন, আবার চিত্তকে একাগ্র করিবার উপলক্ষে এবং বাহ্য-শক্তি সংগ্রহের জন্য তিল, যব, ফুল, বারি, পুষ্প, তাম্রপাত্র ও শঙ্খাদিরও যথা নিয়মে সংগ্রহেরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক দ্রব্যে দ্রব্যজাতীয় এক একটী শক্তি তাহাতে নিহিত আছে; এবং সেই সমস্ত শক্তি একটী পরমা-শক্তির আশ্রয়ে প্রকটিত হইয়া, জগতে বিচিত্র কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছে।

শ্রাদ্ধ, পূজা এবং হোমাদি কার্য্যে পুষ্পাদি বিচিত্র পদার্থের সংযোগে একটী অনুপমা শক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়, যাহাতে সেই শক্তি লোকান্তর-গত সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আমাদের পিতৃপিতামহগণ বা অভীষ্ট দেবশক্তি সমূহ আপ্যায়িত হইতে পারেন; এবং উক্ত আপ্যায়ন ব্যাপার যে শক্তির আশ্রয়ে তাঁহারা পাইলেন, শ্রাদ্ধাদির কর্ত্তাও সে শক্তির বলে আপ্যায়িত হইতে পারেন। যেমন তাম্রাদি ধাতু পাত্র ও জলাদি পদার্থের একত্র সংযোগে একটী তাড়িৎশক্তির উদয় হইয়া, ব্যবহারিক জগতে স্থূল কার্য্য সমূহ সম্পাদিত হইতেছে, ঐরূপ দূর্ব্বা, অক্ষত, কুশ, পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, দীপ এবং তাম্রাধারস্থ জল ও পাণিশঙ্খের একত্র সম্মিলনে একটী সূক্ষ্ম দৈবী শক্তির উদয়ে অলোকসামান্য শক্তির সম্বন্ধ হইয়া, অলৌকিক বা লোকান্তরগত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরগত জীবাত্মাগণের সহিত সম্পর্ক এবং আদান প্রদান সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্বন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কার্য্যই তন্ময়তা সহকারে বা একাগ্রচিত্তে না করিলে, হয় না। বস্তুর শক্তি, প্রয়োগের কৌশল এবং ক্রম জানিবার সঙ্গে চিত্তের একাগ্রতা থাকা প্রয়োজন; সুতরাং যোগের প্রয়োজন। আমাদের চক্ষুর নিকট হইতে দেহান্তরিত হইয়া, পদার্থের অন্তর্ধান হইলেই তাহার নাশ যখন স্বীকার করা হয় নাই, বরং কোন না কোন স্থলে তাহারা অবশ্য আছে, তখন ব্যবহারিক জীবনের ন্যায়, পারমার্থিক পদ্ধতিতে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করত, পরস্পরে প্রীত এবং উপকৃত হইবার পদ্ধতিই শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকর্ম্ম। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এস্থলে আর অধিক করা হইল না এবং মন্ত্রাদিরও উল্লেখ করা হইল না। পাঠকগণ যদি কার্য্যকালে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কর্ম্মের মন্ত্রার্থের প্রতি একটু মনোযোগ করেন, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, প্রয়োগের কোন দোষ নাই; প্রত্যেক মন্ত্রই আমাদের চিত্তে অদ্ভুত রসের সংস্থান করিতে পারে; মন্ত্রার্থ এবং ক্রিয়াপদ্ধতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলে, ঋষিগণের অদ্ভুত সারল্য এবং কার্য্যকারিতার সামর্থ্যকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বার্থপরের পরিচয়ে কোন কার্য্য করেন নাই; এবং জগতের উপকারার্থ হৃদয় খুলিয়া সকল কথাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; আমরা দৌর্ব্বল্য বশত তাহাদের অনুসরণ করিতে না পারিয়াই বিপন্ন হইতেছি। পাঠকগণের দৃষ্টি কর্ম্মমার্গে নিপাতিত করাইবার জন্যই কেবল উপসংহারে এরূপ উক্ত হইল; আশা করি পণ্ডিতগণ ইহার অসার অংশ পরিত্যাগে, কেবল সারভাগ মাত্র গ্রহণ করিবেন।

সমাপ্ত।